বাংলা চলচ্চিত্রের গানে ক্রমবিবর্তনের ধারা ও বিকাশ : বিভিন্ন সময়ের প্রেক্ষিতে তুলনামূলক আলোচনা (১৯৩১-২০১০)

গবেষক

তিলোত্তমা সেন

রেজিস্ট্রেশন নম্বর-২০৪

শিক্ষাবর্ষ: ২০১০-২০১১

এম.ফিল, সংগীত বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা

অধ্যাপক

নৃত্যকলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সংগীত বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মে, ২০১৫

সার সংক্ষেপ

আমাদের বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম চলচ্চিত্র। চলচ্চিত্রের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়ে রয়েছে গান। চলচ্চিত্রের কাহিনির নাটকীয়তা ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে সংগীতের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। প্রাচীনকাল থেকেই বাঙালি সংস্কৃতির সাথে সংগীত এক সূত্রে গাঁথা হয়ে আছে। বাঙালি সংগীতপ্রেমী জাতি। তার চলায়-বলায়, যাত্রায়, নাটকেও রয়েছে গানের প্রাচুর্য্য। এর ব্যতিক্রম ঘটে নি চলচ্চিত্রেও। বাংলা চলচ্চিত্রে সংগীতের ভূমিকা ব্যাপক। অনেক সময়ই এর ব্যবহার হয়েছে যুগান্তকারী। সংগীতের মধ্য দিয়ে পরিচালক অনেক সময়ই তার বক্তব্যকে দর্শকের কাছে তুলে ধরার প্রয়াস পান। শুধু তাই নয়; গানের মধ্য দিয়ে দর্শককে বিনোদন বা ‘Dramatic relief’ এর স্বাদ যেমন দেয়া যায় তার সাথে সাথে সমাজ, সংস্কৃতি, মানবীয় সুখ-দুঃখের বিচিত্র আবেগ, জীবনবোধ, সংস্কৃতির বা ভাষাগত পরিবর্তন সবকিছুই উঠে আসে চলচ্চিত্র ও চলচ্চিত্রের গানের মধ্য দিয়ে।

বাংলা গানের ইতিহাস হাজার বছরের ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ এবং নানা ধারায় বিভক্ত। আধুনিক বাংলা গানে চলচ্চিত্রের গানের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। গণমানুষের জীবনে চলচ্চিত্রের গানের যে বহুমুখী ও ব্যাপক প্রভাব রয়েছে একথা যেমন অনস্বীকার্য আবার স্থান, কাল ও চাহিদার প্রেক্ষাপটে অর্থাৎ ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক কারণেও চলচ্চিত্রের গানের ক্রমবিবর্তন ও ক্রমবিকাশে পরিবর্তনের ধারা সুস্পষ্ট। সবাক চিত্রের জন্মলগ্ন থেকেই বাংলা চলচ্চিত্রে সংগীতের অবাধ প্রবেশাধিকার দেখা যায়। পরবর্তীকালের চলচ্চিত্রেও গান ছিল দর্শকদের কাছে বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে। শুধু বাংলাদেশে নয়; ভারতীয় উপমহাদেশে গান ব্যতীত কোনো চলচ্চিত্রের দর্শকপ্রিয়তার কথা বা বাণিজ্যিক সফলতা লাভের কথা এখনো আমরা চিন্তা করতে পারি না। ১৯৩২ সালে দেবকী বসু পরিচালিত রাইচাঁদ বড়ালের সুরে ‘চণ্ডীদাস’ চলচ্চিত্রের গানের মধ্য দিয়েই বাঙালি সমাদরে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল ছবির গান এবং গানের ছবিকে। বাংলা চলচ্চিত্র এবং চলচ্চিত্রের গানের এই পথচলা থেমে থাকে নি এবং ক্রমশ সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত এবং পরিবর্ধিত কলেবরে নতুনত্বের মোড়কে নিজেকে সাজিয়ে নতুনরূপে পথ চলেছে। বিভিন্ন সময়ের প্রেক্ষাপটে চলচ্চিত্রের গানে যেমন ভাষাগত পরিবর্তন দেখা যায় তেমনি বাণীগত বৈচিত্র্য, সুরগত বৈচিত্র্যও লক্ষণীয়। চলচ্চিত্রের গানও আমাদের সামনে চলচ্চিত্রের ন্যায় সমাজবাস্তবতার প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে। তাই চলচ্চিত্রের গানে মানবমানবীর প্রেমানুভূতি, জীবনবোধ, সামাজিক অস্থিরতা, সামাজিক পট পরিবর্তন, সমাজ ব্যবস্থা সবকিছুরই ছাপ পড়েছে।

চলচ্চিত্র পরিচালনা, চিত্রনাট্য, নির্মাণশৈলী, শিল্পীদের নৈপুণ্যের বিবরণ নিয়ে গবেষণা কিংবা অলোচনা হলেও চলচ্চিত্রের প্রাণস্বরূপ যে গান তা নিয়ে তেমন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার নিদর্শন খুব বেশি আমরা দেখতে পাই না। সে বিবেচনায় বিভিন্ন সময়ের (১৯৩১-২০১০) প্রেক্ষিতে বাংলা চলচ্চিত্রের গানের

ক্রমবিকাশ ও বিবর্তনের ধারাকে উপস্থাপন এবং সময়ের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় একটি তুলনামূলক আলোচনা তুলে ধরা এই গবেষণার মূল লক্ষ্য। এই অভিসন্দর্ভে বাংলা চলচ্চিত্রের সময়কে মূলত দেশবিভাগ পূর্ববর্তী (১৯৩১-১৯৪৭), দেশবিভাগ পরবর্তীসময় থেকে স্বাধীনতা (১৯৫৬-১৯৭১) পর্যন্ত এবং স্বাধীনতোত্তর (১৯৭২-২০১০) এই তিন বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। ১৯৪৭ পরবর্তী সময় থেকে বাংলাদেশের বাংলা চলচ্চিত্রের গানই যেহেতু এ অভিসন্দর্ভের আলোচ্য তাই এই অভিসন্দর্ভে ১৯৪৭ পরবর্তী অর্থাৎ ১৯৫৬-তে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র নির্মাণের সূচনালগ্ন (মুখ ও মুখোশ) থেকে ২০১০পর্যন্ত নির্মিত চলচ্চিত্রের গান সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং সেই সাথে বিভিন্ন দশকের বাংলা চলচ্চিত্রের গানের বৈশিষ্ট্যসমূহ সুস্পষ্টরূপে চিহ্নিত করা এবং গানগুলোর সুরকার, গীতিকার, শিল্পী, সংগীত পরিচালকের নাম লিপিবদ্ধ করাও এই গবেষণার একটি অন্যতম উদ্দেশ্য।

অভিসন্দর্ভটি ৬টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে এবং সহায়ক গ্রন্থাবলির নাম সংযোজন করা হয়েছে। সহায়ক গ্রন্থাবলির পূর্বে চলচ্চিত্রের গানের একটি তালিকাও যুক্ত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায় অর্থাৎ 'পুরানো সেই দিনের কথা'য় চলচ্চিত্রের ঐতিহাসিক পটভূমি, বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের পটভূমি, ঢাকার প্রথম চলচ্চিত্র, ঢাকায় নির্মিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র, দেশবিভাগ পরবর্তীকালের প্রথম চলচ্চিত্র, প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য কাহিনিচিত্র প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় 'ভুলি কেমনে আজো যে মনে'-তে বাংলা চলচ্চিত্রে সংগীত প্রয়োগের পটভূমি, ১৯৩১–১৯৪৭ অর্থাৎ দেশবিভাগ-পূর্ব বাংলা চলচ্চিত্রের এবং দেশবিভাগ-পরবর্তীসময়ের অর্থাৎ ১৯৫৬-২০১০ পর্যন্ত বাংলাদেশের বাংলা চলচ্চিত্রের গান, শিল্পী, সুরকার, গীতিকার প্রমুখ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় 'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে' অধ্যায়টিকে তিনটি উপ-বিভাগে ভাগ করা হয়েছে।

প্রথম উপবিভাগ 'প্রথম যুগের উদয় দিগঙ্গনে' (১৯৩১-১৯৪৭)। এখানে বাংলা সবাক যুগের শুরু থেকে দেশবিভাগ পূর্ববর্তী সময়ের বাংলা চলচ্চিত্রের গানের বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ এবং আঙ্গিকগত বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় উপবিভাগ 'বর্ণে গন্ধে ছন্দে গীতিতে' (১৯৫৬-১৯৭১)। এখানে দেশবিভাগ-পরবর্তীসময় থেকে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী পূর্বপাকিস্তান তথা বর্তমান বাংলাদেশের বাংলা চলচ্চিত্রের গানের বৈশিষ্ট্য এবং আঙ্গিকগত বিশ্লেষণ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

তৃতীয় উপবিভাগ ‘হারায়ে খুঁজি’–তে স্বাধীনতা-পরবর্তীসময় অর্থাৎ ১৯৭২-২০১০ পর্যন্ত বাংলাদেশের বাংলা চলচ্চিত্রের গানের বিষয় ও সুরগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে ১৯৩১-২০১০ পর্যন্ত সময়ের বাংলা চলচ্চিত্রের গানগুলোকে বিভিন্ন সময়ের প্রেক্ষিতে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে চলচ্চিত্রের গান অনেকাংশেই অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে থাকলেও এর ভূমিকা সহযোগীর, তাই চলচ্চিত্রে সংগীতের প্রয়োগে বেশ সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। এই অধ্যায়ে চলচ্চিত্রে সংগীত প্রয়োগের সীমাবদ্ধতা এবং সেই সাথে আমাদের চলচ্চিত্রের গানের মানের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে দৃষ্টিপাত করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমাদের চলচ্চিত্র এবং চলচ্চিত্রের গান সংক্রান্ত যে সমস্ত সমস্যা রয়েছে তার থেকে উত্তরণের জন্য কিছু পরামর্শ দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

সূচিপত্র

পুরোবাক্ (ভূমিকা) ১-৪

প্রথম অধ্যায়ঃ পুরানো সেই দিনের কথা ৫-১৫

- ঐতিহাসিক পটভূমি ৫-৯
- বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের পটভূমি.................... ৯-১০
- ঢাকার প্রথম ছবি ১০-১১
- প্রথম পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র.................... ১১-১২
- দেশবিভাগ-পরবর্তীকালের প্রথম চলচ্চিত্র ১২-১৩
- প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য কাহিনিচিত্র.................... ১৩-১৪

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ ভুলি কেমনে আজো যে মনে... .... ১৬-৪৩

তৃতীয় অধ্যায় : আনন্দধারা বহিছে ভুবনে.................... ৪৪-১৩৪

- প্রথম যুগের উদয় দিগঙ্গনে (১৯৩১-১৯৪৭).................... ৪৫-৮৫
- বর্ণে গন্ধে ছন্দে গীতিতে (১৯৫৬-১৯৭১).................... ৮৫-১১৬
- হারায়ে খুঁজি (১৯৭২-২০১০) ১১৬-১৩৪

চতুর্থ অধ্যায়ঃ তুলনামূলক আলোচনা.................... ১৩৫-১৪৬

পঞ্চম অধ্যায়ঃ সীমাবদ্ধতা ১৪৭-১৫২

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ গবেষণার সুপারিশমালা ১৫৩

- উপসংহৃতি (উপসংহার) ১৫৪-১৫৮
- বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের গানসংশ্লিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার ১৫৯-১৬৬
- বাংলা চলচ্চিত্রের গানের তালিকা (১৯৩১–২০১০).................... ১৬৭-৩০৬
- তথ্যসহায়ক ৩০৭-৩০৯

পুরোবাক্ (ভূমিকা)

আমাদের বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম চলচ্চিত্র। চলচ্চিত্রের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়ে রয়েছে গান। চলচ্চিত্রের কাহিনির নাটকীয়তা ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে সংগীতের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। প্রাচীনকাল থেকেই বাঙালি সংস্কৃতির সাথে সংগীত এক সূত্রে গাঁথা হয়ে আছে। বাঙালি সংগীতপ্রেমী জাতি। তার চলায়-বলায়, যাত্রায়, নাটকেও রয়েছে গানের প্রাচুর্য্য। এর ব্যতিক্রম ঘটেনি চলচ্চিত্রেও। বাংলা চলচ্চিত্রে সংগীতের ভূমিকা ব্যাপক। অনেক সময়ই এর ব্যবহার হয়েছে যুগান্তকারী। সংগীতের মধ্য দিয়ে পরিচালক অনেক সময়ই তার বক্তব্যকে দর্শকের কাছে তুলে ধরার প্রয়াস পান। শুধু তাই নয় গানের মধ্য দিয়ে দর্শককে বিনোদন বা 'Dramatic relief' এর স্বাদ যেমন দেয়া যায় তার সাথে সাথে সমাজ, সংস্কৃতি, মানবীয় সুখ-দুঃখের বিচিত্র আবেগ, জীবনবোধ, সংস্কৃতির বা ভাষাগত পরিবর্তন সবকিছুই উঠে আসে চলচ্চিত্র ও চলচ্চিত্রের গানের মধ্য দিয়ে।

বাংলা গানের ইতিহাস হাজার বছরের ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ এবং নানাধারায় বিভক্ত। আধুনিক বাংলা গানে চলচ্চিত্রের গানের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। গণমানুষের জীবনে চলচ্চিত্রের গানের যে বহুমুখী ও ব্যাপক প্রভাব রয়েছে একথা যেমন অনস্বীকার্য আবার স্থান, কাল ও চাহিদার প্রেক্ষাপটে অর্থাৎ ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক কারণেও চলচ্চিত্রের গানের ক্রমবিবর্তন ও ক্রমবিকাশে পরিবর্তনের ধারা সুস্পষ্ট। সবাক চিত্রের জন্মলগ্ন থেকেই বাংলা চলচ্চিত্রে সংগীতের অবাধ প্রবেশাধিকার দেখি আমরা। পরবর্তীকালের চলচ্চিত্রেও গান ছিল দর্শকদের কাছে বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে। শুধু বাংলাদেশে নয় ভারতীয় উপমহাদেশে গান ব্যতীত কোন চলচ্চিত্রের দর্শকপ্রিয়তার কথা বা বাণিজ্যিক সফলতা লাভের কথা এখনো আমরা চিন্তা করতে পারি না।

চলচ্চিত্র পরিচালনা, চিত্রনাট্য, নির্মাণশৈলী , শিল্পীদের অবদানের বিবরণ নিয়ে গবেষণা কিংবা আলোচনা হলেও চলচ্চিত্রের প্রাণস্বরূপ যে গান তা নিয়ে তেমন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার নিদর্শন খুব বেশি আমরা দেখতে পাই না। সে বিবেচনায় বিভিন্ন সময়ের (১৯৩১-২০১০) প্রেক্ষিতে বাংলা চলচ্চিত্রের গানের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তনের ধারাকে উপস্থাপন এবং সময়ের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় একটি তুলনামূলক আলোচনা তুলে ধরা এই গবেষণার মূল লক্ষ্য। সেই সাথে বিভিন্ন দশকের বাংলা চলচ্চিত্রের গানের বৈশিষ্ট্যসমূহ সুস্পষ্টরূপে চিহ্নিত করা এবং গানগুলোর সুরকার, গীতিকার, শিল্পী, সংগীত পরিচালকের নাম লিপিবদ্ধ করাও এই গবেষণার একটি অন্যতম উদ্দেশ্য।

Dhaka University Institutional Repository

অভিসন্দর্ভটি ৬টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে এবং সহায়ক গ্রন্থাবলির নাম সংযোজন করা হয়েছে। সহায়ক গ্রন্থাবলির পূর্বে চলচ্চিত্রের গানের একটি তালিকাও যুক্ত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায় অর্থাৎ 'পুরানো সেই দিনের কথা'য় চলচ্চিত্রের ঐতিহাসিক পটভূমি, বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের পটভূমি, ঢাকার প্রথম চলচ্চিত্র, ঢাকায় নির্মিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র, দেশবিভাগ পরবর্তীকালের প্রথম চলচ্চিত্র, প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য কাহিনিচিত্র প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় 'ভুলি কেমনে আজো যে মনে'–তে বাংলা চলচ্চিত্রে সংগীত প্রয়োগের পটভূমি, ১৯৩১–১৯৪৭ অর্থাৎ দেশবিভাগ-পূর্ব বাংলা চলচ্চিত্রের এবং দেশবিভাগ-পরবর্তীসময়ের অর্থাৎ ১৯৫৬-২০১০ পর্যন্ত বাংলাদেশের বাংলা চলচ্চিত্রের গান, শিল্পী, সুরকার, গীতিকার প্রমুখ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় 'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে' অধ্যায়টিকে তিনটি উপ-বিভাগে ভাগ করা হয়েছে।

প্রথম উপবিভাগ 'প্রথম যুগের উদয় দিগঙ্গনে'। এখানে বাংলা সবাক যুগের শুরু থেকে দেশবিভাগ পূর্ববর্তীসময়ের বাংলা চলচ্চিত্রের গানের বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ এবং আঙ্গিকগত বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় উপবিভাগ 'বর্ণে গন্ধে ছন্দে গীতিতে'। এখানে দেশবিভাগ-পরবর্তীসময় থেকে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী পূর্বপাকিস্তান তথা বর্তমান বাংলাদেশের বাংলা চলচ্চিত্রের গানের বৈশিষ্ট্য এবং আঙ্গিকগত বিশ্লেষণ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

তৃতীয় উপবিভাগ 'হারায়ে খুঁজি'–তে স্বাধীনতা-পরবর্তীসময় অর্থাৎ ১৯৭২-২০১০ পর্যন্ত বাংলাদেশের বাংলা চলচ্চিত্রের গানের বিষয় ও সুরগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে ১৯৩১-২০১০ পর্যন্ত সময়ের বাংলা চলচ্চিত্রের গানগুলোকে বিভিন্ন সময়ের প্রেক্ষিতে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে চলচ্চিত্রের গান অনেকাংশেই অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে থাকলেও এর ভূমিকা সহযোগীর, তাই চলচ্চিত্রে সংগীতের প্রয়োগে বেশ সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। এই অধ্যায়ে চলচ্চিত্রে সংগীত প্রয়োগের সীমাবদ্ধতা এবং সেই সাথে আমাদের চলচ্চিত্রের গানের মানের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে দৃষ্টিপাত করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমাদের চলচ্চিত্র এবং চলচ্চিত্রের গান সংক্রান্ত যে সমস্ত সমস্যা রয়েছে তার থেকে উত্তরণের জন্য কিছু পরামর্শ দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

অভিসন্দর্ভটি আধুনিক ভাষা রীতিতেই সম্পন্ন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার তথ্যসংগ্রহ ও বিশ্লেষণের জন্য মূলত তিনটি প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে।

১. **সাহিত্য পর্যালোচনা পদ্ধতি :** এই পদ্ধতির অংশ হিসেবে চলচ্চিত্র, চলচ্চিত্রে গানের প্রয়োগ, চলচ্চিত্রের গান সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রবন্ধ, গ্রন্থ এবং স্মৃতি কথা বা আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছি।

২. **আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি :** প্রায় তিনশত চলচ্চিত্র পর্যবেক্ষণ, চারশতের অধিক চলচ্চিত্রের গান শ্রবণ, প্রায় সাড়ে চারশত চলচ্চিত্রের গানের বাণীর নিবিড় পাঠের মাধ্যমে আধেয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আধেয় বিশ্লেষণের সময় গানগুলোর বিষয় ও সাহিত্যিক মূল্য নিয়ে আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে।

৩. **সাক্ষাৎকার পদ্ধতি :** এই পদ্ধতির অংশ হিসেবে চলচ্চিত্র ও সংগীত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। গীতিকার গাজী মাজহারুল আনোয়ার, সুরকার শেখ সাদী খান, আজাদ রহমান, শিল্পী শাহনাজ রহমতুল্লাহ্‌, ফেরদৌসী রহমান প্রমুখের সাথে কথা বলে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

নানা সীমাবদ্ধতায় এ গবেষণা কর্মে তথ্য ঘাটতি এড়ানো যায় নি। এ গবেষণা কর্মটির গবেষণার সময় ছিল– ১(এক) বছর। কিন্তু বাংলা চলচ্চিত্রের গানের ক্রমবিবর্তনের ধারা (১৯৩১-২০১০) এত বিস্তৃত বিষয় নিয়ে এত স্বল্প সময়ে কাজ করা বেশ কঠিন। তাই অনেক দ্রুত সময়ের মধ্যে কাজটি সম্পন্ন করতে হয়েছে বলে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেক বিষয় সংযুক্ত করা যায় নি।

এ গবেষণার অঞ্চল ভারত ও বাংলাদেশ দু'দেশের মধ্যে বিস্তৃত। মাঠ পর্যায়ের গবেষণার অংশ হিসেবে কলকাতার চলচ্চিত্র নির্মাণ ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সত্যজিৎ রায় চলচ্চিত্র সংসদ এবং বাংলাদেশের এফ.ডি.সি, বাংলাদেশের টেলিভিশন ও বেতারের আর্কাইভস্‌-এ অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা, প্রশাসনিক জটিলতা, সময় স্বল্পতার জন্য গিয়ে কাজ করা সম্ভব হয় নি।

গবেষণা করার ক্ষেত্রে অর্থ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতাও এ গবেষণায় কিছুটা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে।

চলচ্চিত্র নির্মাণ, চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য, চলচ্চিত্রের ইতিহাস নিয়ে অনেক গ্রন্থ পাওয়া গেলেও চলচ্চিত্রের গান নিয়ে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ সহায়তা পাওয়া যায় নি। যে কারণে শুধু শুনে শুনে বা আত্মবিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে সকল তথ্য উদঘাটন সর্বক্ষেত্রে সম্ভব হয় নি।

Dhaka University Institutional Repository

সকল সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে গবেষণা কর্মটিকে যথার্থ পরিপূর্ণতা দানের সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয়েছে। আশা করি এ গবেষণাকর্মটিতে যে সকল বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে তা বাংলা চলচ্চিত্রের গানসহ বাংলা সংগীতধারায় এক নতুন মাত্রা যোগ করবে এবং এ বিষয়ে আগ্রহী পাঠকদের তথ্য প্রদানে সহায়ক হবে। এছাড়াও ভবিষ্যতের গবেষকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হিসেবে বিবেচিত হবে আর তাতেই এ গবেষণাকর্মের সার্থকতা হবে বলে মনে করি।

গবেষণা কাজটি করার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথমে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই আমার গবেষণা কর্মটির তত্ত্বাবধায়ক বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যাকে, অত্যন্ত ব্যস্ততার মাঝেও যিনি আমাকে এই গবেষণা প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন তথ্য সহায়তা ও পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে।

বিষয় নির্বাচনে সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদানের জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন ও প্রিয় শিক্ষক প্রয়াত ড. মৃদুল কান্তি চক্রবর্তীকে। আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক ড. নারায়ণ চন্দ্র বিশ্বাসকে যাঁর সহযোগিতা ও মূল্যবান পরামর্শ ব্যতীত এ গবেষণা প্রবন্ধটি লেখা কোনোভাবেই সম্ভব হতো না।

বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ, তালিকা নির্মাণে আমাকে সহায়তা করেছে ত্রিদিব সেন ও তনুশ্রী সেন। আমার এই দুই অনুজ সহোদরের প্রতি আমার অশেষ স্নেহ ও আর্শীবাদ জানাই। প্রণতি ও শ্রদ্ধা জানাচ্ছি আমার বাবা তপন চন্দ্র সেন এবং মা শুভ্রা সেনকে যাঁদের অপরিসীম উৎসাহ আর আর্শীবাদের ফসল আমার এ গবেষণাকর্মটি।

কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভসের গ্রন্থাগারিক মো: নজরুল ইসলাম এবং সহকারী গ্রন্থাগারিক আসমা আক্তারকে।

যাঁদের সহযোগিতা এবং পরামর্শ ব্যতীত এই গবেষণা প্রবন্ধটি অসম্পূর্ণ থেকে যেত তাঁরা হলেন শেখ খালিদ হাসান, জহীর আলীম, মাইনুল আহসান, অনিন্দিতা দাশ। তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা রইল।

গবেষণাকর্মের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাশে থেকে সহযোগিতা, পরামর্শ ও উৎসাহ প্রদান করে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন আমার পরম সুহৃদ মো: মাজহারুল ইসলাম (শুভ)।

Dhaka University Institutional Repository

পুরানো সেই দিনের কথা

ঐতিহাসিক পটভূমি

বিশ্বের নবীনতম শিল্পমাধ্যম হলেও বিজ্ঞান ও কলানির্ভর চলচ্চিত্র নামের এই গণমাধ্যম কোটি মানুষের বিনোদন, শিক্ষা ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের উপকরণ যোগাচ্ছে। বিনোদনের সবচেয়ে বড় মাধ্যম বলতে পারি আমরা চলচ্চিত্রকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথমদিকে যাকে বলেছেন 'ছায়াচিত্র' এবং পরবর্তী সময়ে বলেছেন 'রূপের চলচ্ছবি'।[১] শত সমস্যার মধ্যেও শিল্পী ও কলাকুশলীদের সমন্বয়ে তৈরি হচ্ছে মানসম্পন্ন চলচ্চিত্র, যা মাঝে মধ্যেই মাথা উঁচু করে আমাদের ঐতিহ্য পৌঁছে দিচ্ছে বিশ্বের দরবারে। নাচ-গান, সংঘর্ষ, ভালোবাসার আবেগময় নাটকীয়তা, রহস্য, হাস্যরস সবকিছু নিয়েই আমাদের চলচ্চিত্র। একটি চলচ্চিত্র নির্মাণে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রযোজক, পরিচালক, কাহিনিকার, চিত্রনাট্যকার, নায়ক-নায়িকা, অভিনেতা-অভিনেত্রী, ক্যামেরাম্যান, গীতিকার, সুরকার, কণ্ঠশিল্পী, নৃত্যপরিচালক, রূপসজ্জাকর, সম্পাদক প্রত্যেকেরই সমন্বিত প্রয়াস লক্ষণীয় বলেই এ মাধ্যম যথেষ্ট ব্যয়সাধ্য ও কষ্টসাধ্য। এককথায় বলা চলে চলচ্চিত্র হচ্ছে একাধারে শিল্প, অর্থনীতি ও প্রযুক্তি নির্ভর এমন একটি মাধ্যম যা গণযোগাযোগেরও একটি অন্যতম মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃত। জনপ্রিয় এই মাধ্যমটি আমাদের দেশে ইতোমধ্যেই পাঁচ দশক অতিক্রম করেছে। তারপরেও বিনোদনের বৃহত্তম মাধ্যম হিসেবে দর্শকের কাছে এর জনপ্রিয়তা একটুও কমেনি বরঞ্চ নিত্যনতুন আঙ্গিকে এর জনপ্রিয়তা ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। চলচ্চিত্র যে একবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে জনপ্রিয় ও শক্তিশালী মাধ্যম এ বিষয়ে আজ আর সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। Mass Entertainment বা গণবিনোদন হিসেবে চলচ্চিত্রের জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা আজ ঈর্ষণীয়। বিশ্ব চলচ্চিত্র ইতোমধ্যে এক শতাব্দীরও বেশি সময় অতিক্রম করেছে। সময়ের এই কাল-পরিক্রমায় আমাদের চলচ্চিত্র শিল্পও অর্ধশতাব্দী পেরিয়ে এসেছে। মানসম্পন্ন চলচ্চিত্র ও চলচ্চিত্রের গান সৃষ্টিতে আমাদের স্থানও একেবারে অবহেলার নয়। দার্শনিক আবু আলী আল-হাসান আবিষ্কৃত তত্ত্বটিকে কেন্দ্র করেই আজকের চলচ্চিত্র শিল্পের বিকাশ হয়েছে। চলচ্চিত্র বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব হচ্ছে অবিরত দৃষ্টির লীলা। ইংরেজিতে যাকে বলে 'persistance of vision'।[২] আমাদের চোখের দেখাকে মস্তিষ্ক এক সেকেণ্ডের বারো ভাগের এক ভাগ সময় ধরে রাখে। সুতরাং পর পর সাজানো এক সারি নিশ্চল ছবিকে যদি আমাদের চোখের সামনে এমনভাবে ধরে রাখি যাতে প্রতি সেকেণ্ডে বারো বার করে আমরা সে ছবি দেখতে পাব তা হলে ঐ অবিরত দৃষ্টির লীলার

Dhaka University Institutional Repository

জন্য চোখে দেখা অচল ছবিগুলোই চলমান বা চলচ্চিত্র হয়ে যায়। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে চলচ্চিত্রের স্বরূপ মূলত এটিই।

বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাস ব্যাখ্যা করলে দেখা যায় প্রফেসর স্টিভেন্‌সন নামে একজন ইংরেজ ব্যবসায়ী ১৮০৮ সালে ২ অক্টোবর কলকাতায় সর্বপ্রথম বায়োস্কোপ এনে দেখানো শুরু করেন। এই বায়োস্কোপ দেখে ঢাকা জেলার বাকজুরী গ্রামের হীরালাল সেন নামক একজন বাঙালী ১৮৮৭ সালে কলকাতায় Borne and shepherd দ্বারা পরিচালিত ফটো competition এ সূর্যাস্তের ছবি তুলে প্রদর্শনীতে প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণ-পদক লাভের সুখ্যাতি অর্জন করেন। এ ছাড়াও নানা রকম বায়োস্কোপ জাতীয় ইংরেজী ম্যাগাজিন ক্রয় করে তা থেকে নানা রকম তথ্য সংগ্রহ করতে থাকেন। একই বছরে অর্থাৎ ১৮৮৭ সালে লণ্ডনের এক কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করে বায়োস্কোপ চালানোর জন্য একটি projector এবং কিছু accessories ক্রয় করার ব্যবস্থা করেন। এই বায়োস্কোপ চালানোর Projector ক্রয় করার পর পরই শ্রীযুক্ত হীরালাল কলকাতায় 'The Royal Bioscope Company of Hiralal Sen' স্থাপন করেন। তিনি তার Partnership হিসেবে নিলেন তাঁর ছোট ভাই মতিলাল সেনকে। কোম্পানি বাস্তবে রূপ নেওয়ার সাথে সাথে বিদেশ থেকে ছোট ছোট ছবি এনে প্রদর্শন শুরু করে দেন।[৩]

১৮৯৭ সালে রঙ্গালয়ে নাটকের পাশাপাশি বিনোদন তালিকায় যোগ হয় নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার 'চলচ্চিত্র'; পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য! জীবন্ত চিত্র। তখন একে বলা হলো 'সিনেমাটোগ্রাফ', 'এ্যানিমেটেড পিকচার্স' বা 'এ্যানিমেটোগ্রাফ'। পরে চালু হয় 'বায়োস্কোপ' শব্দটি।[৪]

ব্যক্তি জীবনে হীরালাল ছিলেন একজন দক্ষ সৃজনশীল ব্যক্তি তাই নতুন কিছু করার জন্য ফরাসির প্যাথে কোম্পানির সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে ১৯০০ সালে ভারতে তথা কলকাতায় চলচ্চিত্র তৈরী করার এক উদ্যোগ গ্রহণ করেন। একই বৎসরে একটি মুভি ক্যামেরা এবং কিছু আনুষঙ্গিক সংগ্রহ করে কিছু কিছু নাটকের বিশেষ বিশেষ অংশ চিত্রায়িত করতে শুরু করেন। এইভাবে তাঁর চিত্রায়িত নাটকের অংশগুলো প্রথম দেখানো হয় ঐ সময়কার থিয়েটারের Interval –এর সময়। পরে আবার কোন একসময় পুরো অংশগুলো একত্রিত করে দেখানো হতো। এই একত্রিত অংশ নিয়ে সর্বপ্রথম দেখানো হয় ১৯০১ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি কলকাতা ক্লাসিক থিয়েটার হলে।

এই একত্রিত অংশগুলো মিলিয়ে প্রদর্শিত চিত্রকেই প্রথম বাংলা চলচ্চিত্র প্রদর্শন হিসেবে ধরা যায়। তাই হীরালাল সেন ইতিহাসের পাতায় বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের পথিকৃৎ। তিনি ১৯০৩ সালে নতুন একটি ক্যামেরা কিনে সর্বপ্রথম বাংলাদেশে ডকুমেন্টারি ছবি, এ্যাডভারাটাইসমেন্ট ছবি এবং নিউজ রিল ছবি তুলতে শুরু করেন। ১৯১২ সালে তার তোলা ছবি Documentary Film on Delli Darbar সরকারের অনুমোদন বা ছাড়পত্র না পাওয়ায় প্রদর্শিত হয়নি। ১৯১৭ সালের 29 October হীরালাল সেন ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।[৫]

বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী এবং জনপ্রিয় গণমাধ্যম হিসেবে পরিচিত Film বা চলচ্চিত্রের উদ্ভব উনিশ এবং বিশ শতকের সন্ধিক্ষণে। চলচ্চিত্র কোন একক প্রচেষ্টার ফসল নয়। কয়েক শতাব্দীর বহু পর্যায়ক্রমিক নিরবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার ফসল হচ্ছে বর্তমান চলচ্চিত্র। মানুষ তার আত্মোন্মোচনের অনুসন্ধিৎসা থেকেই জানতে চেয়েছে তার পারিপার্শ্বিক জীবন ও জগতের রূপ। আর এই রূপসাগরে অরূপের সন্ধান করতে গিয়েই নিজেকে শতরূপে সদ্য ফোটা শতদলের মতো মেলে ধরার সাধনা শুরু হলো শিল্পকলার শতমুখী ধারায়। নৃত্য, সংগীত, অভিনয়, নাটক, কাব্য, কথাচিত্র, মানবিক অনুভূতির এসব শাখা-প্রশাখা বিস্তারের পাশাপাশি এলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। সহস্র বর্ষের এই শিল্প সাধনা আর প্রযুক্তির আধুনিক ও

Dhaka University Institutional Repository

সমবায়িক মাধ্যমই চলচ্চিত্র যা একইসাথে লক্ষ্মী আর সরস্বতীর এক বিচিত্র সমন্বয়। এ কারণেই চলচ্চিত্র অন্য সকল শিল্প মাধ্যমের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে। পৃথিবীর সকল দেশে সকল শ্রেণির মানুষের কাছে জনপ্রিয় এ অনবদ্য শিল্প মাধ্যমটি ক্রমবিবর্তনের বহু পথ পরিক্রমার মধ্যদিয়েই গণযোগাযোগের শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। চলচ্চিত্র যেমন বিজ্ঞানের দান তেমনি চলচ্চিত্রকারদের শিল্পবোধ এবং বৈদগ্ধের অবিমিশ্র সংমিশ্রণও। চলচ্চিত্রের সার্বজনীন শিল্পরূপ আর আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভরতা এ দ্বৈত ভূমিকার কারণেই বিখ্যাত ফরাসি পরিচালক জাঁ বাবাতো চলচ্চিত্রকে অভিহিত করেছেন শিল্প গ্রহগুলোর 'দশম গ্রহ' বা 'Tenth Music' [৬] হিসেবে। সত্যিকার অর্থেই বিজ্ঞান ও শিল্পের এক আশ্চর্য ও অবিস্মরণীয় মেলবন্ধন ঘটেছে এতে। কেবল তাই নয় মানুষের জীবনে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান হিসেবে সমাজ সংগঠনে এবং মানবীয় গুণাবলীর বিকাশেও এর ভূমিকা অসামান্য।

> রোজার মেনভেল-এর ভাষায়– The Cinema is only one element in the world around us which brings some measures of influence to bear on our attitude to life. অপরদিকে বিশ্ববরেণ্য চলচ্চিত্রকার পুদে ভিকিন বলেছেন– The film is the greatest teacher because it teaches not only through brain but through whole body. চলচ্চিত্রের ব্যাপক প্রণোদন বা Persuation ক্ষমতাকে বোঝানোর জন্যই খুব সম্ভবত তিনি এই মূল্যবান উক্তিটি করেছেন। লেনিন চলচ্চিত্রের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুধাবন করে বলেছিলেন, To us, Cinema is the most important of all arts.[৭]

এই উক্তিগুলোর মাধ্যমে চলচ্চিত্রের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বেশ সহজেই অনুধাবন করা যায়। বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবে একটি দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রেও চলচ্চিত্রের বেশ বড় ভূমিকা রয়েছে। যার সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত এবং আমেরিকা। জন্মলগ্ন থেকেই বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামো, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এবং জনজীবনে চলচ্চিত্রের রয়েছে অসামান্য প্রভাব। ফ্রান্সের লুমিয়ের ব্রাদার্স প্রায় একশ বছর আগে চলচ্চিত্র নির্মাণ করে যে বিস্ময়কর ইতিহাসের সূচনা করেছিলেন, তার ধারা আজও অব্যাহত। ইলেকট্রনিক মিডিয়ার দৌরাত্ম্য সত্ত্বেও আজও সেলুলয়েডের ফিতায় অনেক চলচ্চিত্র নির্মাতাই বিস্ময়ের পর বিস্ময় সৃষ্টি করে চলেছেন । লুমিয়ের ব্রাদার্স এক সময়ে যে শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে তাদের উদ্ভাবিত যন্ত্রটির স্বত্ব পর্যন্ত বিক্রি করে দিয়েছিলেন, সে শিল্প নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে আজ শিল্পসম্রাটের আসনে প্রতিষ্ঠিত। সভ্যতার পথ-পরিক্রমায় সময়ের নানা রূপ-রূপান্তরের মধ্য দিয়েও চলচ্চিত্র শ্রেষ্ঠত্বের আসনটি আপন অধিকারে কুক্ষীগত করতে পেরেছে। অদ্বিতীয় গণমাধ্যম হিসেবে এবং শিল্প-বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্র আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সমাজ ও মানবমনে চলচ্চিত্রের প্রভাব এবং জনপ্রিয়তা সম্পর্কে জাঁ লুক গদার বলেছেন–A Film is a Film is a Film.[৮] সত্যিই ব্লু ফিল্ম বা পর্নোগ্রাফি, হত্যা, নৃশংসতা

Dhaka University Institutional Repository

এমন কয়েকটি ক্ষতিকর দিক বাদ দিলে চলচ্চিত্র আজ পৃথিবীর সব দেশে অত্যন্ত শক্তিশালী এবং নান্দনিক চেতনাবোধ সম্পন্ন গণমাধ্যম হিসেবেই বিবেচিত।

উনিশ শতকের শেষ দশক চলচ্চিত্রের জন্মলগ্ন। নানামুখী সৃজনশীল পরীক্ষা-নিরীক্ষায় চলচ্চিত্র নন্দনতাত্ত্বিক শিল্প মাধ্যমে উত্তীর্ণ হয়েছে। নান্দনিক শিল্পের এই কনিষ্ঠ মাধ্যমটির অগ্রযাত্রা মূলত ইউরোপীয় দৃষ্টিগ্রাহ্য শিল্পকলার উৎস থেকে। মূলত চিত্রশিল্পের ঐতিহ্যিক রেনেসাঁ ধারা থেকে এর উৎসারণ। এক্সপ্রেশনিস্টদের স্টিল ফটোগ্রাফ ও পেইন্টিংই বিশেষত ইউরোপের নির্বাক চলচ্চিত্রের যুগে ব্যাপকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

> বিনোদন মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্র ইউরোপে বিকাশ লাভের কিছু সময়ের মধ্যেই ভারতে আগমন। ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাতারা প্রথমদিকে বিষয়বস্তু হিসেবে ভারতীয় উপনিষদ, পুরাণ, ইতিহাস ও লোককাহিনী নির্বাচন করলেও এতে একই সঙ্গে ইউরোপ ও আমেরিকায় অনুসৃত বর্ণনামূলক প্রযুক্তি ও দৃষ্টিগ্রাহ্য আবেগ-অনুভূতিই প্রতিফলিত হয়েছে। বর্তমানেও এ ধারার চর্চা অব্যাহত রয়েছে। বর্তমান সময়ে সমগ্র বিশ্বজুড়ে মোশন পিকচার ফটোগ্রাফির নন্দনতত্ত্ব প্রযুক্তির অভাবনীয় বিকাশ হয়েছে। আর এ কারণে বিশ্ব চলচ্চিত্রের ভাগ্যও ব্যাপকভাবে আলোড়িত হয়েছে। গতিময়তা এবং অন্তর্নিহিত আবেদন চলচ্চিত্রকে করে তুলেছে সময়োপযোগী। ছবির পর ছবি ফ্রেমের মধ্যে সাজানোর ফলে পর্দায় বস্তুর রূপের বর্হিঃপ্রকাশ ঘটে। The film is afterall, a collection of camera. Angles consciously selected and purposely limited with in the frame – চলচ্চিত্রের এই বিখ্যাত সংজ্ঞাটির মধ্যে চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে চলচ্চিত্রের অর্থবহ এবং তাৎপর্যমণ্ডিত দিকটি। অপরদিকে চিত্রের গতিশীলতার জন্যই এর নাম মোশন পিকচার (Motion picture) বা মুভি(Movie)। চোখের 'persistence of vision' – এর উপর ভিত্তি করে এই গতি নিয়ন্ত্রিত, যা চলচ্চিত্রকে ভিন্ন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে।[৯]

নান্দনিক তৃপ্তি ছাড়াও তথ্য ও শিক্ষা প্রদান,ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা,সামাজিক বা ঐতিহাসিক কোনো ঘটনা অথবা বিজ্ঞানীদের কোন নতুন উদ্ভাবন – এমনকি ভবিষ্যৎ উদ্ভাবনের কাল্পনিক রূপরেখাও এখন চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তু। চলচ্চিত্র ভৌগোলিক সীমার গণ্ডি পেরিয়ে মানুষকে পরিচিত করে তোলে নতুন তথ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে। জনশিক্ষা প্রশিক্ষণ, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-স্বাস্থ্য এমনকি মহাকাশ ও সামরিক গবেষণাসহ শিক্ষামূলক সকল প্রকার কাজেও চলচ্চিত্রের ব্যবহার ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই আমরা দেখি সোভিয়েত পরিচালক আইজেনস্টাইনের সমাজতান্ত্রিক আদর্শে নির্মিত বিখ্যাত ছবি 'দ্য ব্যাটলশিপ পটেমকিন'[১০] চলচ্চিত্র মানুষকে সংগঠিত এবং প্রভাবিত করতে পারে বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে ব্রিটেনসহ কয়েকটি ইউরোপীয় দেশে নিষিদ্ধ ছিল।

> চলচ্চিত্রের এই প্রভাবন ক্ষমতা সম্পর্কে পোপ পায়াস বলেছেন, 'বর্তমান জনসাধারণ প্রভাবিত করতে চলচ্চিত্রের চেয়ে শক্তিশালী কোনো মাধ্যম নেই'। ম্যাক্সিম গোর্কির ভাষায়, 'আজকের দিনের মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ ঘটনা থেকে বিশেষ উদ্দীপনা লাভ করে না। কিন্তু এই সব সাধারণ ঘটনাই চলচ্চিত্রে এক ঘনীভূত নাটকীয় রূপধারণ করে সেই একই মানুষের মনকে নাড়া দেয়। ভয় হয় একদিনে হয়তো এই চলচ্চিত্রের ভাগ্য বাস্তব জগৎকে অতিক্রম করে মানুষের হৃদয়-মন অধিকার করে বসবে। অপরদিকে লেলিন বলেছেন, 'চলচ্চিত্র হচ্ছে প্রলেতারিয়েতদের সর্বশ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক অস্ত্র।[১১]

Dhaka University Institutional Repository

চলচ্চিত্রের এ প্রভাবনী ক্ষমতার জন্যই পৃথিবীর বহুদেশে রাজনৈতিক ভাবাদর্শমণ্ডিত চলচ্চিত্র নির্মাণ অব্যাহত রয়েছে। সাবেক সোভিয়েত সরকার বিপ্লবোত্তর কালে তার বিপ্লবী কর্মসূচীর অংশ হিসেবে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের জন্য 'Agit train'[১২] নামে ট্রেনের ব্যবস্থা করেছিলেন। এভাবেই ক্রমান্বয়ে চলচ্চিত্র মানুষের মাঝে বিস্তৃতি লাভ করে।

যুদ্ধোত্তর কালে কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, সংগীত ও শিল্পের নবমূল্যায়ন এবং অনুসন্ধিৎসার ফলে বিবর্তনের ধারায় ফ্রান্সে জন্ম নেয় New wave (১৯৫৯) বা নবতরঙ্গ চলচ্চিত্র রীতি[১৩], ইতালিতে গড়ে ওঠে শিল্পমন্ত্র নিউ রিয়ালিজম[১৪]। নিউ রিয়ালিস্টদের স্লোগান ছিল- Take the camera out into the streets।[১৫] এ পথ-পরিক্রমাতেই সত্যজিতের পথের পাঁচালীসহ অসংখ্য চলচ্চিত্রের সৃষ্টি। জীবন ও শিল্প সম্পর্কে মানুষের চেতনা ও অনুসন্ধিৎসার কারণেই বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্রে যুক্ত হচ্ছে নতুন আঙ্গিক, চেতনা এবং কলাকৌশল। ভাষার ভিন্নতা, ভৌগোলিক দূরত্ব, রীতি ও প্রথার সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী হয়েও একটি দেশের চলচ্চিত্র অন্য বহু দেশের মানুষের কাছে তার সংস্কৃতিকে তুলে ধরছে। ফলে আমরা পরিচিত হচ্ছি নিত্যনতুন শিল্প আঙ্গিকের সঙ্গে। চলচ্চিত্রের এই ধারা অব্যাহত থাকবে এটিই আমাদের কাম্য।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের পটভূমি

উপমহাদেশীয় চলচ্চিত্রের পথিকৃৎ হীরালাল সেন (১৮৬৬-১৯১৭) তৎকালীন অবিভক্ত ভারত তথা বাংলার রাজধানী কলকাতা কেন্দ্রিক চলচ্চিত্র নির্মাণ ও প্রদর্শনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সেই সময়ের ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ মহকুমার বগজুড়ী গ্রামের অধিবাসী ও ঢাকা শহরের জিন্দাবাহার লেনের বাসিন্দা হীরালাল 'দ্য রয়েল বায়োস্কোপ কোম্পানি'র মাধ্যমে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের জন্য উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করেন। তৎকালীন ভোলা মহকুমা প্রশাসকের বাংলোতে ১৮৯৮ খ্রি. এবং ১৯০০ খ্রি. ১৫ এপ্রিল ভাওয়ালের রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণের বাড়িতে তিনি চলচ্চিত্র প্রদর্শন করেন। 'দ্য রয়েল বায়োস্কোপ কোম্পানির' আদি নাম ছিল 'সেন ব্রাদার্স'। এটিই ছিল বাঙালির প্রথম চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান। হীরালাল সেন সে সময়ের বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র কলকাতায় চিত্র–নির্মাণ করলেও বাংলাদেশ তথা পূর্ববঙ্গবাসীদের মধ্যেও তিনিই যে প্রথম চলচ্চিত্রকার তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। ১৯০০-১৯১২ খ্রি. এর মধ্যে তিনি কাহিনিচিত্র, সংবাদচিত্র, তথ্যচিত্র ও প্রচারচিত্র মিলিয়ে ৪০ টির বেশি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছিলেন। এর সবগুলোই ছিল নির্বাক এবং স্বল্প দৈর্ঘ্যের। ১৯১৯ খ্রি. ৮ নভেম্বর জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ম্যাডার্ন থিয়েটার থেকে কলকাতায় নির্মিত হয় প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'বিল্বমঙ্গল'। তবে এটি ছিল নির্বাক ছবি। ১৯২৮ সালে পৃথিবীর প্রথম পূর্ণাঙ্গ সবাকচিত্র 'লাইটস অব

Dhaka University Institutional Repository

নিউইয়র্ক' মুক্তি পায়। এরপর তিন বছরের মধ্যে ১৯৩১ সালের ৩১ মার্চ এ এম ইরানি পরিচালিত উপমহাদেশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ সবাকচিত্র 'আলম আরা' মুক্তি পেয়েছিল। এ বছরেই ১১ এপ্রিল অমরেন্দ্রনাথ চৌধুরী পরিচালিত প্রথম বাংলা পূর্ণাঙ্গ সবাকচিত্র 'জামাইষষ্ঠী' মুক্তি পায়। এটি তিন রিলের ছবি ছিল। এভাবেই বেশ দ্রুততার সাথে মুম্বাই ও কলকাতাকে কেন্দ্র করে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চলচ্চিত্র নির্মিত হতে থাকে। বাংলার শিল্প, সংস্কৃতি, সাহিত্য, রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু কলকাতা হওয়ার কারণে অবিভক্ত বাংলার চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল কলকাতা। কিন্তু এরই মধ্যে ঢাকায় এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। এ মফস্বল শহরে বিশের দশকেই শুরু হয় চলচ্চিত্র নির্মাণের তোড়জোড়। যদিও সে সময় নির্বাকচিত্র ধারণেরই চেষ্টা চলছিল। কলকাতাতেও তখনও সবাকচিত্র নির্মিত হয়নি এমন সময়ে ঢাকাতে নির্বাক চিত্র নির্মিত হওয়াটিই বেশ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ছিল।

ঢাকার প্রথম ছবি

১৯২৭-২৮ সালে শিক্ষানবিশ ও শৌখিন পর্যায়ের চলচ্চিত্র নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন ঢাকার নবাব পরিবারের কিছু মানুষ। ছবির নাম ছিল 'সুকুমারী'। ছবি নির্মাণের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ এবং নির্মাণের সব ব্যবস্থা করেছিলেন নবাব পরিবারের সদস্যরাই। অম্বুজ প্রসন্ন গুপ্ত ছিলেন ঢাকায় নির্মিত প্রথম চলচ্চিত্রের পরিচালক। জগন্নাথ কলেজের শরীরচর্চার শিক্ষক ওয়ারী ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক এবং নাটকের পরিচালক অম্বুজ প্রসন্ন গুপ্তকে এ ছবির পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল নবাব পরিবারের সাথে পূর্ব পরিচয়ের সূত্র ধরে। 'সুকুমারী' ছবির পরিচালক, উদ্যোক্তা, অভিনেতা, কলাকুশলী সবাই ছিলেন ঢাকার অধিবাসী এবং সবাই ছিলেন পূর্ব অভিজ্ঞতাহীন। শিক্ষানবিশদের নিয়ে তৈরি হলেও সেই চলচ্চিত্রের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। শুধু ঢাকায় নির্মিত প্রথম চলচ্চিত্র হিসেবেই নয়, অনেকটা ঘরোয়া পরিকল্পনায় বন্ধুজনদের প্রয়াসে নির্মিত এ পরীক্ষামূলক চলচ্চিত্রটি বেশ সফলভাবে নির্মিত হয়েছিল বলেই পরবর্তী সময়ে নতুন করে আরো চলচ্চিত্র নির্মাণের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। তাই এ চলচ্চিত্রের নির্মাতা ও কলাকুশলীদের বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের পথিকৃৎ হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় । ছবিটি নির্মাতাদের পারিবারিক পরিমণ্ডলের বাইরে কোনো প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হওয়ার কোনো তথ্য আমরা পাই না। ছবিটির কোনো প্রিন্ট বর্তমানে পাওয়া না গেলেও এটি তিন-চার রিলের ছবি ছিল তা বিভিন্ন গবেষক প্রদত্ত তথ্যসূত্রানুসারে জানা যায়।'সুকুমারী' পরীক্ষামূলক চলচ্চিত্র হলেও পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র নির্মাণের পূর্বধাপ হিসেবেই আমরা এটিকে বিবেচনা করতে পারি। নির্মাতারা যেহেতু সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলেরই প্রতিনিধি ছিলেন সে কারণে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের গতি-প্রকৃতি তাঁদের নখদর্পণে ছিল। ঢাকার রঙ্গমঞ্চগুলোতে থিয়েটারের রাজত্বকে ম্লান করে দিয়েছিল বিদেশাগত চলচ্চিত্রগুলো। লায়ন

Dhaka University Institutional Repository

থিয়েটার এবং আরও অনেক প্রেক্ষাগৃহ চলচ্চিত্র প্রদর্শন শুরু করেছিল। তাই স্থানীয়ভাবে চলচ্চিত্র নির্মাণ করা সম্ভব কি না এ পরীক্ষণই করতে চেয়েছিলেন এই নতুন নির্মাতারা।

'সুকুমারী' ছবির শুটিং শুরু হয়েছিল দিলকুশা গার্ডেনে। আর্থিক ব্যয় সংকুলান ও ফিল্ম নষ্ট করার উপায় ছিল না বলে কোনো দৃশ্যই যেমন একবারের বেশি ধারণ করা হয়নি তেমনি সম্পাদনার কাঁচিতে কেটে ফেলার মত দৃশ্যও বাদ দেয়া সম্ভব হয়নি। চলচ্চিত্র নির্মাণসামগ্রী এবং কোনো চলচ্চিত্র স্টুডিও ঢাকায় না থাকার কারণে ভীষণ প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে নির্মিত হয়েছিল এ ছবিটি। ছবিটি নির্মাণের সাথে জড়িত ছিলেন ঢাকার নবাব পরিবারের সদস্য খাজা জহির।

> নায়িকা 'সুকুমারী' (আবদুস সোবহান) মাথায় শাড়ীর আঁচল দিয়ে স্বামীর সঙ্গে যাচ্ছেন। এমন সময় অসাবধানতাবশতঃ (নাকি অনভ্যাসবশতঃ) হঠাৎ মাথার আচঁল সরে যায়। ফলে ছোট ছোট চুলওয়ালা পুরুষের মাথা বেরিয়ে পড়ে। ফিল্মের অভাবে দৃশ্যটি আর দ্বিতীয়বার নেয়া হয়নি এবং শুটিংয়ের সময় ক্যামেরাও বন্ধ রাখা হয়নি। ... 'সুকুমারীর' একটি মাত্র প্রিন্ট করা হয়েছিল।...[১৬]

মেয়েদের মধ্য থেকে নায়িকা নির্বাচনে ব্যর্থ হয়েই মূলত সুদর্শন সৈয়দ আবদুস সোবহানকে ঢাকার প্রথম চলচ্চিত্রের নায়িকা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছিল। তথ্যটি চিত্তাকর্ষক হলেও বোঝা যায় কতটা প্রতিকূল পরিস্থিতি পার হয়ে শুধু অদম্য ইচ্ছায় নির্মাতারা ছবিটি তৈরি করেছিলেন। আবদুস সোবহান পরবর্তীকালে আর কোনো চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন নি। ছবিটির নায়ক ছিলেন খাজা আদেল ও খাজা নসরুল্লাহ এবং চিত্রগ্রাহক ছিলেন খাজা আজাদ।

প্রথম পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র

ঢাকায় নির্মিত দ্বিতীয় ছবি 'দ্য লাস্ট কিস' বা 'শেষ চুম্বন' হলো প্রথম ঢাকায় নির্মিত পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র। এটির প্রস্তুতিপর্বেই 'সুকুমারী' নির্মিত হয়েছিল। 'দ্য লাস্ট কিস' নির্বাকচিত্র হলেও এটি ছিল পরিপূর্ণভাবেই একটি কাহিনিচিত্র এবং ১৯৩১ সালের শেষদিকে এটির বাণিজ্যিক প্রদর্শনীও হয়েছিল। ছবিটি সে সময়ের 'মুকুল' (পরবর্তীকালের 'আজাদ') প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছিল। এ ছবিতে নারী চরিত্রে নারীরাই এবং দুজন শিশু শিল্পীও অভিনয় করেছিলেন। নায়িকা এবং সহনায়িকা দুজনকেই আনা হয়েছিল পতিতাপল্লী থেকে। সে সময়ের বিখ্যাত বাইজি হরিমতি যিনি পরবর্তীকালে নজরুল সংগীতশিল্পী হিসেবে পরিচিতি পেয়েছিলেন তিনিও এ ছবিতে অভিনয় করেছিলেন।

এ ছবির পরিচালনায়ও ছিলেন অম্বুজ প্রসন্ন গুপ্ত। ডাকাতদল কর্তৃক নারী অপহরণকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল এই চলচ্চিত্রের কাহিনি। তৎকালীন সমাজ বাস্তবতার সঙ্গে এ ছবির কাহিনির সঙ্গতি ছিল না। এ ছবি মুক্তির আগেই মুম্বাই ও কলকাতায় নির্বাক ছবির প্রদর্শন অব্যাহত থাকার পাশাপাশি সবাক কাহিনিচিত্র তৈরি শুরু হয়েছিল বলে এ ছবির বাণিজ্যিক সম্ভাবনার কথা ভেবেই কলকাতা কেন্দ্রিক বড়

Dhaka University Institutional Repository

পরিসরে পরিবেশনের চেষ্টা করা হয়েছিল। তবে সেই চেষ্টা সফলতার মুখ দেখেনি এবং ঢাকায় নির্মিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্রটি খুব বড় পরিসরে প্রদর্শিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেনি। নির্বাক চলচ্চিত্র হলেও এতে বাংলা, ইংরেজি ও উর্দু সাব-টাইটেল ছিল। বাংলা ও ইংরেজি সাব–টাইটেল পরিচালক নিজে করলেও উর্দু সাব–টাইটেল করেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আন্দালিব সাদানি। ছবির নায়ক চরিত্রে ছিলেন খাজা আজমল। অন্যান্য অভিনয় শিল্পীর মধ্যে ছিলেন শৈলেন রায় (টোনা বাবু), খাজা নসরুল্লাহ, খাজা আদেল, খাজা জহির, খাজা আকমল, ধীরেন ঘোষ, সৈয়দ সাহেবে আলম, ধীরেন মজুমদার, রেনু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। প্রথমে চলচ্চিত্রটির চিত্রগ্রাহক খাজা আজাদ থাকলেও পরবর্তীসময়ে খাজা জহিরের সহায়তায় খাজা আজমল চিত্র গ্রহণ করেন। পূর্ণাঙ্গ কোনো চলচ্চিত্র স্টুডিও ও প্রসেসিং ব্যবস্থা ঢাকায় না থাকবার কারণে সম্পাদনা ও প্রসেসিং এর কাজ করা হয়েছিল কলকাতায়। ১২ রিলের এ ছবির প্রযোজনা করেছিল ‘ঢাকা ইস্ট বেঙ্গল সিনেমাটোগ্রাফ সোসাইটি’। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেছিলেন প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রমেশ চন্দ্র মজুমদার।

দেশবিভাগ-পরবর্তীকালের প্রথম চলচ্চিত্র

সাতচল্লিশের দেশবিভাগের পর ঢাকায় চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রয়োজন এবং সম্ভাবনা দুটোরই সূত্রপাত ঘটে। এ সময়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্বল্পদৈর্ঘ্যের তথ্যচিত্র নির্মিত হয়। ১৯৫৬ সালের পূর্ববঙ্গের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য সবাক কাহিনিচিত্র ‘মুখ ও মুখোশ’ মুক্তি পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ঢাকায় নির্মিত চলচ্চিত্র বলতে স্বল্পদৈর্ঘ্যের এই তথ্য চিত্রগুলোকেই বোঝায়। এই তথ্য চিত্রগুলো সম্পর্কে ঢাকার চলচ্চিত্রের অন্যতম পথিকৃৎ ও বাংলাদেশের প্রথম তথ্যচিত্রের নির্মাতা, দেশবিভাগ পূর্ব কলকাতা বেতারের প্রথম মুসলমান ঘোষক নাজীর আহমদের বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে কাজের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। বাংলা একাডেমী থেকে ১৯৯৩ খ্রি. প্রকাশিত সুকুমার বিশ্বাসের ‘নাজীর আহমদ’ শীর্ষক জীবনী গ্রন্থেও এ তথ্যচিত্রগুলো সম্পর্কে মূল্যবান তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। ঢাকা তথা পূর্ব বাংলা প্রথম তথ্যচিত্রের নাম ‘ইন আওয়ার মিডস্ট’, ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ-র এগার দিনের সফর–স্মৃতির ওপর নির্ভর করে এ তথ্যচিত্রটি নির্মাণ করেছিলেন নাজীর আহমদ। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত এ ছবির নির্মাণকল্প করিয়ে আনা হয়েছিল কলকাতা থেকেই। বাংলা, ইংরেজি ও উর্দুতে ধারাবিবরণী প্রদান করেছিলেন পরিচালক নাজীর আহমদ স্বয়ং। এটি মুক্তি পেয়েছিল ১৯৪৮ সালে এপ্রিল-মে’তে। ঢাকায় নির্মিত প্রথম সবাক চলচ্চিত্রও এটিই। ১৯৫৪ খ্রি. ঢাকায় ‘সালামত’ নামে অপর একটি প্রামাণ্যচিত্র সরকারি উদ্যোগে নির্মিত হয়েছিল। এর চিত্রনাট্যকার, পরিচালক, সংলাপ রচয়িতাও ছিলেন নাজীর আহমদ। এটি ঢাকার প্রথম জীবনধর্মী তথ্যচিত্র। দেশভাগ-পরবর্তীকালে ঢাকার ক্রমাগত বেড়ে ওঠার

Dhaka University Institutional Repository

ঘটনা এবং নগরায়নের পাশাপাশি রাজমিস্ত্রি সালামতের জীবনালেখ্যও তুলে ধরা হয়েছে। এ ছবির সংগীত সংযোজনে প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞ আবদুল আহাদ খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন।

> ১৯৮৭ খ্রি. ৪ জানুয়ারিতে 'দৈনিক সংবাদ' –এ প্রকাশিত নাজীর আহমেদের সাক্ষাৎকারে 'সালামত' নির্মাণের পটভূমি জানা যায় এবং একই সঙ্গে 'ইন আওয়ার মিডস্ট' সম্পর্কেও তথ্য পাওয়া যায়। নাজীর আহমদ বলেছিলেন–
> কাহিনীচিত্র হিসাবে চিন্তা করলে 'সালামতই' প্রথম শর্টফিল্ম। কিন্তু এর আগে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সফরের ওপর ভিত্তি করে একটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি আমরা তৈরি করেছিলাম কলকাতা থেকে ফটোগ্রাফার এনে। তবে সেটা ছিল সম্পূর্ণই ডকুমেন্টারি শর্টফিল্ম। সালামত নামের এক ব্যক্তি আমাদের পরিবারে রাজমিস্ত্রির কাজ করছিল। সালামত ঢাকা মহানগরীর অনেক বাড়িঘর নিজ হাতে নির্মাণ করেছে। তার চোখের সামনেই ঢাকা শহর ক্রমশ গড়ে উঠছে। কিন্তু ওর নিজের কোন বাড়িঘর নেই। ব্যাপারটি আমার মনে বেশ আলোড়ন তোলে। সে সময়ে আমরা কয়েকজন মিলে প্রায় প্রতিদিন আড্ডা মারতাম এখনকার রমনা গার্ডেনে। তখন রমনা তৈরি হয়নি। ঢাকা ক্লাবের পাশ দিয়ে বেইলি রোডের দিকে একটি নির্জন রাস্তা ছিল। সেখানে বসেই আমাদের আড্ডা চলত। সে আড্ডায় ছিল সৈয়দ নুরুদ্দিন, জয়নুল আবেদীন, মনসুর উদ্দিন, সালাউদ্দীন প্রমুখ। ... যা হোক সে আড্ডায়ই একদিন সালামতকে নিয়ে আলোচনা হলো। শেষে সৈয়দ নুরুদ্দিন সালামতের কাহিনী লিখে ফেলল। আমি চিত্রনাট্য করলাম। পরে লাহোর থেকে ফটোগ্রাফার ইকবাল মির্জাকে এখানে এনে ছবি করা হলো এবং লাহোরে প্রসেস করা হলো। সালামতের প্রদর্শন সময় ছিল ৩০ মিনিট।[১৭]

'সালামত' –এর নিকটবর্তী সময়ে পঞ্চাশের দশকের প্রথমার্ধে আবদুল জব্বার খানও বন্যার উপর একটি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করেছিলেন। এই তথ্যচিত্রটি ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এর অল্পকাল পরেই আবদুল জব্বার খান এ দেশের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য সবাক কাহিনিচিত্র নির্মাণ করেন এবং ঢাকার চলচ্চিত্রে তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি তথ্যচিত্র নির্মাণের মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু করে কাহিনিচিত্র নির্মাণে এগিয়ে গিয়েছেন।

১৯৫৫ সালে তেজগাঁও শিল্প এলাকা নিয়ে সরকারি উদ্যোগে 'হুইল' নামের একটি তথ্যচিত্র নির্মাণ করা হয়েছিল। কাপ্তাইয়ের প্রাকৃতিক দৃশ্যকে উপজীব্য করেও একটি তথ্যচিত্র সে সময় তৈরি হয়েছিল।

প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য কাহিনিচিত্র

ঢাকা তথা পূর্ববঙ্গের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য সবাক কাহিনিচিত্রটি নির্মিত হয়েছিল ফরিদপুরে সংঘটিত একটি ডাকাতির কাহিনিকে উপজীব্য করে। আবদুল জব্বার খান (১৯১৬-১৯৯৩) নিজের লেখা 'ডাকাত' উপন্যাস অবলম্বনে 'মুখ ও মুখোশ' নামে প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য সবাক চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। ১৯৫৬ সালের ৩ আগস্ট এ চলচ্চিত্রটি ঢাকার রূপমহল, চট্টগ্রামের নিরালা, নারায়ণগঞ্জের ডায়মণ্ড, খুলনার উল্লাসিনী প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায়। চলচ্চিত্র স্টুডিওর অভাব, ভালো ক্যামেরা, চিত্রগ্রাহকের অভাব প্রভৃতি শত প্রতিকূলতার মধ্যেও এ ছবিটি নির্মিত হয়েছিল পরিচালকের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এবং অনেকটা দায়বদ্ধতা থেকে। এ ছবির মাধ্যমে তিনি পাকিস্তানিদের বাঙালি ও বাংলাদেশ–বিদ্বেষী মনোভাবের বিরুদ্ধে জবাব দিয়েছেন। বাংলাদেশের আবহাওয়ায় চলচ্চিত্র নির্মাণ অসম্ভব,পাকিস্তানিদের এরূপ বিরোধী বক্তব্যের

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবাদের স্মারক হিসেবেই মূলত 'মুখ ও মুখোশের' জন্ম। ঢাকায় সে সময় চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ-যন্ত্রপাতি বা লোকবল যেমন ছিল না, ছিল না দক্ষ অভিনয় শিল্পীও। এ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক দক্ষতাও ছিল না কিন্তু শুধু স্বজাত্যবোধ ও দেশপ্রেমের জন্যই অদম্য মনোবলকে সঙ্গী করে অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করেছেন।

> সচিত্র সন্ধানীতে প্রকাশিত 'আমার প্রথম ছবি :মুখ ও মুখোশ' শীর্ষক প্রবন্ধে এ কাজের স্মৃতিচারণ করে লিখেছিলেন-
> ১৯৫৪ সাল। স্থির করলাম স্টুডিও ফ্লোর ইত্যাদি ছাড়াই পূর্ব পাকিস্তানে ছবি করব। ... ইকবাল ফিল্ম লিমিটেডের ব্যানারে কাজ শুরু করলাম। ... কেউ বলছিল পূর্ব পাকিস্তানের আবহাওয়ায় নাকি চলচ্চিত্র শিল্প গড়ে উঠতে পারে না। ... ফলে বিদেশি ছবি আমদানি করে ছবিঘরগুলো চলতে লাগল। আমাদের ভাষা, আমাদের তমদ্দুন, আমাদের কৃষ্টি ও আমাদের সামাজিক ভাবধারায় তৈরি ছবি আমাদের দর্শক কোন দিন দেখতে পাবে না ভেবে মনটা অস্থির হয়ে উঠল। ... একটা আইমো ক্যামেরা, একটা সাধারণ টেপ রেকর্ডার, একটা জেনারেটর ও প্রয়োজনীয় টুকিটাকি যন্ত্রপাতি কিনে আমরই লেখা গল্প 'মুখ ও মুখোশ'- এর ওপর শুটিং শুরু করলাম।[১৮]

বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পের একদম শুরুর দিকে প্রকৃত চিত্র ফুটে উঠেছে এ মন্তব্যগুলোর মধ্য দিয়ে। স্বজাত্যবোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর সূত্র ধরেই যাত্রা হয়েছিল এ দেশের চলচ্চিত্র শিল্পের। ১৯৫৫ খ্রি. ৬ আগস্ট খুব জাঁকজমকের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ইস্কান্দার মির্জার উপস্থিতিতে এ ছবির মহরত অনুষ্ঠিত হয়। আবদুল আলীম ও মাহবুবা হাসনাত (রহমান) এ ছবির গান গেয়েছিলেন।

> খন্দকার মাহমুদুল হাসানকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে মাহবুবা রহমান ছবিটির গান রেকর্ডিং প্রসঙ্গে বলেছিলেন-
> তখন আবদুল জব্বার খান সাহেবের বাসা ছিল শান্তিনগরে। সেখানে পাশের একটা ঘরে আমরা রেকর্ডিংয়ের কাজ করেছি। সেই ঘরটা আবার ছিল রাস্তার পাশে। সবসময় ঐ পথে গাড়িঘোড়া চলাচল করত বলে অনবরত শব্দ হতো। কিন্তু রেকর্ডিং-এর জন্য ঘরটা সাউণ্ডপ্রুফ হওয়া খুবই দরকারি ছিল। সাউণ্ডপ্রুফ করার অবশ্য একটা চেষ্টা চলেছিল। কাঁথা, কাপড়, প্রভৃতি ঝুলিয়ে অনেকটা সাউণ্ডপ্রুফের মতো করা হয়েছিল। রেকর্ডিং এর জন্য একটা আকাই টেপরেকর্ডার আনা হয়েছিল। বেশ কয়েকটি মাইক ছিল। গান করলাম। প্রথমে ভুল হলো। তাই আবারও প্রথম থেকে শুরু করতে হলো।[১৯]

এ ছবিতে নায়ক চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন পরিচালক স্বয়ং নায়িকা চরিত্রে ছিলেন পূর্নিমা সেনগুপ্ত। সাইফুদ্দিন কৌতুকাভিনেতা হিসেবে ইনাম আহমেদ খান চরিত্রে, মাষ্টার জুলু শিশু শিল্পী হিসেবে এছাড়াও আমিনুল হক, পিয়ারি বেগম, রহিমা খাতুন, জহরত আরা, বিলকিস বারী, আলী মনসুর, ভবেশ মুখার্জি, নুরুল আমান খান প্রমুখ এ চলচ্চিত্রে অভিনয় করে ইতিহাসের অংশ হয়েছেন। এ ছবির গীতিকার ছিলেন সারথী। সংগীত শিল্পী হিসেবে ছিলেন মাহবুবা হাসনাত (রহমান) ও আবদুল আলীম এবং সংগীত পরিচালনায় ছিলেন সমর দাস 'ইকবাল ফিল্মস' এ ছবি প্রযোজনার মধ্য দিয়ে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

তথ্যসূত্র

১. ড. সাজেদুল আউয়াল, *চলচ্চিত্রকলা* ,বাংলা একাডেমী , ঢাকা , জুন , ২০১০ , ভূমিকা ,পৃ. ৮

Dhaka University Institutional Repository

২. প্রাগুক্ত
৩. প্রণব বিশ্বাস , *বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাস* , কলকাতা , পৃ. ২২-২৩
৪. অনুপম হায়াৎ , *রবীন্দ্রনাথ ও চলচ্চিত্র*, দিব্যপ্রকাশ , ঢাকা , জানুয়ারি , ২০১২ , পৃ. ১২
৫. প্রণব বিশ্বাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২-২৩
৬. আবদুল্লাহ জেয়াদ, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র:পাঁচ দশকের ইতিহাস* , জ্যোতিপ্রকাশ , ঢাকা , ২০১০ , পৃ. ১৮
৭. প্রাগুক্ত
৮. প্রাগুক্ত , পৃ. ১৯
৯. প্রাগুক্ত , পৃ. ২০
১০. প্রাগুক্ত
১১. প্রাগুক্ত , পৃ. ২০-২১
১২. প্রাগুক্ত , পৃ. ২১
১৩. প্রাগুক্ত , পৃ. ২১
১৪. প্রাগুক্ত , পৃ. ২১
১৫. প্রাগুক্ত , পৃ. ২১
১৬. অনুপম হায়াৎ , *বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাস* , এফ ডি সি , ঢাকা , ১৯৮৭ , পৃ. ১০
১৭. খন্দকার মাহমুদুল হাসান , *মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র* , কথাপ্রকাশ , ঢাকা , ফেব্রুয়ারি , ২০১১ , পৃ.২২
১৮. প্রাগুক্ত , পৃ. ২৪-২৫
১৯. প্রাগুক্ত , পৃ. ২৬

Dhaka University Institutional Repository

ভুলি কেমনে আজো যে মনে...

বাংলা চলচ্চিত্রের সবাক যুগের শুরু থেকে অর্থাৎ ১৯৩১ থেকে ২০১০ সাল এই সত্তর বছরে নির্মিত অধিকাংশ চলচ্চিত্রেই গান একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান জুড়ে রয়েছে। ফলে বার্ষিক গানের পরিমাণ খুব সহজেই আমরা অনুমান করতে পারি। চলচ্চিত্রের ইতিহাসে আগ্রহী পাঠকের কাছে এসব তথ্য অজানা না হলেও প্লে-ব্যাক বা পালাবদলের মানচিত্রে পৌঁছাতে, যেসব মাইলফলক পিছনে রয়ে গিয়েছে, তার উল্লেখ সূত্রনির্দেশক হিসেবে প্রাসঙ্গিক।

১৯৩১-এর আগে বিজ্ঞান সিনেমার মুখে ভাষা যোগাতে না পারলেও সিনেমার সঙ্গে সংগীতকে মেলানোর উদ্যোগ শুরু হয় এ শতাব্দীর প্রারম্ভেই। চলমান ছবির মার্ভেল বা আশ্চর্যকে যারা প্রথম ব্যবসা হিসেবে দেখেছে, সেই ম্যাডার্ন কোম্পানিই এক্ষেত্রে প্রথম উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করে। বিদেশে প্রচলিত ধারার অনুকরণে, ছবি দেখার সময় প্রজেক্টরের শব্দ দর্শকের বিরক্তির উদ্রেক করে বলে তাকে এড়ানোর জন্য সংগীতের প্রথম প্রয়োগ। প্রথম দিকে, ছবি চলার সময় পর্দার পিছনে একজন বাদ্যযন্ত্র পিয়ানো বা অর্গান নিয়ে নিজের ইচ্ছেমতো সংগীত পরিবেশন করতো। ফিচার ফিল্ম তৈরি হওয়ার পর প্রেক্ষাগৃহে বসে বাদ্যযন্ত্রী ছবির কোন কোন দৃশ্যে মুড অনুযায়ী দুঃখের বা আনন্দের সুর বাজাতেন। আজকের মূলধারার সিনেমাতেও আবহসংগীত প্রয়োগে তারই প্রভাব এখনো আমরা দেখতে পাই। দুঃখ-আনন্দ-ভয় সংঘর্ষ বা রঙ্গের দৃশ্যে কয়েকটি টাইপ মিউজিকের[১] প্রয়োগ ঘটে চলেছে। 'স্টক মিউজিক'[২] কথাটা এই সূত্রেই প্রচলিত হয়েছে। ছবির চাহিদা অনুযায়ী সংগীত রচনার বদলে ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিকের স্টক থেকে পরিস্থিতি অনুযায়ী সুর বেছে নেয়ার রেওয়াজ হয়েছে সম্প্রতি। এর ফলে দুঃখ বা আনন্দের 'টাইপ' মিউজিকটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একইরকম চরিত্র পাচ্ছে। দুঃখের দৃশ্যে বেহালা বা সারেঙ্গি, আনন্দের দৃশ্যে পিয়ানো বা সেতার, হাসির দৃশ্যে গুপীযন্ত্র বা মিরচা ঘুরেফিরে এই বাদ্যযন্ত্রগুলোর ব্যবহারই আমরা পাই। নির্বাক ছবিতে আড়াল থেকে যখন সংগীতের প্রয়োগ ঘটলো, তার হাত ধরে গানও অন্তর-মহল থেকে চলে এলো লাল-নীল আলোর বাতাবরণে ঘেরা বহির্দুয়ারে। এরই ফলশ্রুতিতে প্রেক্ষাগৃহে বসে নায়ক-নায়িকা বা বিবেকের হয়ে গান গাইতে শুরু করলেন গায়ক-বাদক। উত্তর কলকাতার ক্রাউন ও কর্নওয়ালিশ প্রেক্ষাগৃহে এই ব্যাপারটি বেশ প্রচলিত ছিল। এই সময়ের সিনেমায় সিনেমা চলাকালীন নেপথ্যে থেকে মূক ছায়াছবির মুখের মেজাজ আনতে নানা বাদ্যযন্ত্র বাজানোর জন্য বিখ্যাত ছিলেন নিখিল চৌধুরী[৩]। পুরাতনী গানের ভাণ্ডারী রামকুমার চট্টোপাধ্যায়কেও[৪] নেপথ্যে পরিবেশিত গানের সঙ্গে তবলা সঙ্গতকার হিসেবে পাই আমরা। গায়ক হিসেবে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন অনাথনাথ

Dhaka University Institutional Repository

বসু[৫] এবং ক্ষীরোদ মুখোপাধ্যায়[৬]। অনাথনাথ বসু তাঁর অনবদ্য কণ্ঠে নির্বাক ছবির পর্দার পাশে একবার নায়ক আর একবার নায়িকার হয়ে গান গেয়ে একাই দর্শক- শ্রোতাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতেন। প্রথম সবাক ছবি 'জামাই ষষ্ঠী'[৭] ছবিতে সংগীত পরিচালক থাকলেও গান দেয়া যায় নি কিন্তু সশরীরে সংগীত পরিচালক ক্ষীরোদ মুখোপাধ্যায় পর্দার পাশে বসে সেই অভাব পূরণ করে দর্শকদের সন্তুষ্ট করেছিলেন। যে কোন প্রকারে গানের অন্তর্ভূক্তির রেওয়াজ সবাক যুগের বেশ কিছুকাল পর্যন্ত ছিল। এ থেকে দেখা যায় বাংলা চলচ্চিত্রের জন্মলগ্ন থেকেই গান একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে রয়েছে। গানের উপর এই নির্ভরতার জন্যই চলচ্চিত্রের শুরু থেকেই গীতবহুলতার প্রভাব লক্ষ করা যায়। প্রথম ভারতীয় সবাক চলচ্চিত্র হল 'জলসা'[৮]। তবে এটি কোন পূর্ণ কাহিনি সম্বলিত চলচ্চিত্র নয়। এখানে একত্রিশটি খণ্ডচিত্রের সম্মিলন করা হয়েছিল। আর এই খণ্ডচিত্রগুলোর বেশ উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়েই ছিল গান। জলসা চলচ্চিত্রের শুরু হয়েছিল মন্দির সোপানে হিন্দু-নারীগণ কর্তৃক বন্দনাগীত খণ্ডচিত্রটি দিয়ে। এছাড়া বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ, মাস্টার নিশা, গোপালচন্দ্র সেনগুপ্ত কর্তৃক গীত সংগীত, ক্ষিরোদগোপাল মুখোপাধ্যায় গীত বাউল সংগীত, 'জয়দেব' থেকে কৃষ্ণচন্দ্র দে কর্তৃক সংগীত, মুন্নীবাঈ গীত কীর্তন, ব্রজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর নৃত্যসংগীত, আমরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর 'পাগলের আহবান' নৃত্য, গীত ও আবৃত্তি সম্বলিত নাটকের একটি গান – 'আমি তোমায় ফেলে একলা ঘরে/যাই কেমন করে' নজরুল রচনা করেছিলেন এ খণ্ডচিত্রের জন্যই। কাজী নজরুল ইসলাম কর্তৃক সংগীত, তারক বাগচী, ব্রজপাল ও সঙ্গীগণ কর্তৃক নৃত্যগীত, মিস লাইটের গলায় 'আমার রাধা নামের সাধা বাঁশী গান', বিজয় মুখার্জী গীত 'তোমরা আমি ফুলবাগানে', কালীঘাটের মন্দির প্রাঙ্গনে – ভিখারী, ভিখারিনী ও তাদের কন্যার সংগীত, এই দৃশ্যে কণ্ঠ দিয়েছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র দে, মিস লাইট এবং পেটি। বালিকা ছায়া ও মাস্টার ফুলু এর কণ্ঠে সংগীত ও সঙ্গতের মাধ্যমে এই চিত্রের সমাপ্তি ঘটে।

উপমহাদেশের প্রথম সবাক কাহিনিচিত্র 'আলমআরা'[৯] মুক্তি পায় ১৯৩১ খ্রি. ২৩ মার্চ বোম্বেতে। এ এম আর দেশি ইরানী পরিচালিত এই সবাক চিত্রে৭/৮ টি গান ছিল। আর ১৯৩১ সালের ১১ এপ্রিল কলকাতায় প্রথম বাংলা সবাক কাহিনিচিত্র 'জামাই ষষ্ঠী' মুক্তি পায়। ম্যাডার্ন থিয়েটারসের প্রযোজনায় এ ছবির পরিচালক ছিলেন অমর চৌধুরী।

১৯৩১ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত অন্যান্য সবাক ছবির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল 'জোর বরাত' 'ঋষির প্রেম', 'তৃতীয় পক্ষ', 'প্রহলাদ', 'দেনা পাওনা' ও 'শিরি-ফরহাদ','লায়লা' প্রমুখ। সবাক-যুগের প্রাথমিক পর্বে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা স্বয়ং ক্যামেরার সামনে গান গাইতো এবং কেউ একজন সুটিংয়ের সময় সে গানে ঠোঁট মেলাত। প্লে-ব্যাকের তখন প্রচলন ছিল না।[১০]

Dhaka University Institutional Repository

ম্যাডার্ন প্রযোজিত ১৯৩১ খৃ. মুক্তিপ্রাপ্ত সবগুলো সবাক-চিত্রেই 'সুর-ভাণ্ডারী' হিসেবে কাজী নজরুল ইসলামের অবদান থাকার কথা থাকলেও সে সময়ের ছবির প্রিন্ট ও প্রচার পুস্তিকা দুর্লভ হওয়ার কারণে এ সম্পর্কিত সঠিক ও বিস্তারিত তথ্য জানা যায় না। কাজী নজরুল ইসলাম ম্যাডার্ন থিয়েটারের 'সুর-ভাণ্ডারী' হিসেবে নিযুক্ত থাকলেও ম্যাডার্ন থিয়েটারসের মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিগুলোতে সুরকার বা গীতিকার হিসেবে কাজী নজরুল ইসলামের নাম পাওয়া যায় না। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি তিনরীলের 'জামাইষষ্ঠী'র সংগীত পরিচালক নীরোদ মুখোপাধ্যায়, চার রীলের 'জোর বরাত' এর সংগীত-পরিচালক গায়ক-গীতিকার হীরেন বসু, গায়িকা কাননদেবী, 'ঋষির প্রেম' এর সংগীত-পরিচালক হীরেন বসু ও ধীরেন দাস, গীতিকার হীরেন বসু ও কৃষ্ণচন্দ্র দে, গায়ক হীরেন বসু ও ধীরেন দাস, গায়িকা কানন দেবী ও সরযুবালা কিন্তু নজরুলের নাম সর্বত্রই উহ্য।

> ১৯৩১ সালের শেষ ছবি প্রহ্লাদ এর সংগীত সম্পর্কে হীরেন বসু সুর মঞ্চানুসারী বলে মন্তব্য করেছিলেন এবং ছবির গায়ক-গায়িকা প্রসঙ্গে জ্যোতি, শান্তিগুপ্তা, মৃণাল, শান্তি ঘোষ, ধীরেন দাস, নীহার বালা, বীণাপানি প্রমুখের নাম উল্লেখ করেছেন। 'দেনা পাওনা'ও 'প্রহ্লাদ' চলচ্চিত্রেও সংগীত পরিচালকের নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু নজরুল গবেষক অশোক কুমার মিত্র ম্যাডানের 'প্রহ্লাদ' ছবিতে ধীরেন দাসের কণ্ঠে কয়েকখানি সুশ্রাব্য নজরুল রচিত গান (সুরসহ) শুনেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি ভুলক্রমে ছবির নাম 'প্রহ্লাদ চরিত্র' বলে উল্লেখ করেছেন এবং এ ছবিতে নজরুলের কটি এবং কি কি গান ছিল তা উল্লেখ করেন নি।[১১]
>
> প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে অশোক কুমার মিত্র বলেছেন, অধুনালুপ্ত ম্যাডার্ন থিয়েটার্স লিঃ প্রযোজিত 'বিষ্ণুমায়া' 'প্রহ্লাদ চরিত্র' নামক দুইখানি পৌরাণিক চিত্রে কাজী নজরুল রচিত কয়েকটি অতি সুখশ্রাব্য গীত তাহার সতীর্থ ও অনুরাগী শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ দাসের কণ্ঠে গীত হইয়া যে মহান মায়াজাল রচনা করিয়াছিল তাহা আজ ৩৭ বৎসর পরেও আমাদের কানে ধ্বনিত হইতেছে। ধন্য কবি ও গীতিকার কাজী নজরুল ইসলাম।[১২]
>
> ১৯৩২ খ্রি. মুক্তিপ্রাপ্ত সবাক চিত্রগুলো হচ্ছে নটীর পূজা, চিরকুরমার সভা, বিষ্ণুমায়া, পূর্ণজন্ম, পল্লী সমাজ, চিরকুমারী, চণ্ডীদাস, কৃষ্ণকান্তের উইল। অধিকাংশ চলচ্চিত্রই ছিল সংগীতবহুল। তবে বেশির ভাগ চলচ্চিত্রেরই সংগীত-পরিচালক, গীতিকার, গায়ক-গায়িকাদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না। এ বছর সর্বাধিক চলচ্চিত্র মুক্তি দেয় নিউ থিয়েটারস, নিউ থিয়েটারসের প্রতিটি ছবির সংগীত-পরিচালক ছিলেন রাইচাঁদ বড়াল। 'বিষ্ণুমায়া' ছবিতে কানন দেবী গানে অসাধারণ পারদর্শিতার পরিচয় দেন। অশোক কুমার মিত্র পরিবেশিত তথ্য অনুযায়ী 'বিষ্ণুমায়া' ছবিতেও ধীরেন দাস কাজী নজরুলের রচনা ও সুরে গান গেয়েছিলেন। এই ছবিতে আব্বাসউদ্দীন আহমদও গান গেয়েছিলেন। তাঁর আত্মজীবনীতে এই তথ্য রয়েছে।[১৩]

১৯৩৩ খ্রি. ১০টি সবাক বাংলা চিত্র মুক্তি পায়।[১৪] চলচ্চিত্রগুলো হলো– কলংকভঞ্জন, জয়দেব, রাধাকৃষ্ণ, কপাল কুণ্ডলা, মীরাবাঈ,সীতা, শ্রী গৌরাঙ্গ, বিল্বমঙ্গল, যমুনা-পুলিনে, সাবিত্রী। সুরকার হিসেবে একচেটিয়া কর্তৃত্ব করেন রাইচাঁদ বড়াল, হীরেন বসু। আর গীতিকার হিসেবে গিরিশ চন্দ্র ঘোষ, অজয় ভট্টাচার্য, হীরেন বসু, তুলসি লাহিড়ী, হেমেন্দ্র কুমার রায় বিভিন্ন ছবিতে গান লিখেন।

১৯৩৪ খ্রি. ১৯টি সবাক বাংলা চিত্র মুক্তি পায়।[১৫] এরমধ্যে কাজী নজরুল ইসলাম ও সত্যেন্দ্রনাথ দে পরিচালিত 'ধ্রুব'ও রয়েছে। নজরুল এ ছবিটিতে অভিনেতা, গীতিকার, সংগীত পরিচালক হিসেবেও

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা রাখেন। এবছর মুক্তিপ্রাপ্ত ‘এক্সকিউজ মি স্যার’ ছবিতে ‘নাগো না করো না ভাবনা’ গানটি রবীন্দ্রনাথের ‘চিরকুমার সভা’র একটি গানের প্যারোডি করা হয়েছিল, গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং সরযূবালা দেবী।

ধ্রুব[১৬]

এ ছায়াচিত্রে গীত রচনা, সুর সংযোজনা ও সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব পালন করা ছাড়াও তিনটি একক কণ্ঠের গান এবং মাস্টার প্রবোধের সাথে দুটি দ্বৈত কণ্ঠের গানে কণ্ঠ দেন কাজী নজরুল ইসলাম। এই ছায়াচিত্রে শিল্পী আঙুরবালা একক কণ্ঠে ৭টি, মাস্টার প্রবোধের সাথে দ্বৈত কণ্ঠে ১টি গান করেন। মাস্টার প্রবোধ একক কণ্ঠে ছয়টি গান এবং শিল্পী পারুলবালা একক কণ্ঠে দুটি গান করেন। এই মোট আঠারটি গানের মধ্যে সতেরটি গানই নজরুল দ্বারা রচিত এবং সুরারোপিত এবং বাকী গানটির গীতিকার কাহিনিকার গিরীশচন্দ্র ঘোষ তবে সুরকার কাজী নজরুল। এ গানটি কোন শিল্পী দ্বারা ছায়াচিত্রে গীত তার সন্ধান করা যেমন সম্ভব হয়নি তেমনি কবি নজরুল দ্বারা রচিত সতেরোটি গানের পূর্ণ বাণী সংগ্রহ করা সম্ভব হলেও সুর সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। গানগুলো–

১. জাগো, ব্যথার ঠাকুর, ব্যথার ঠাকুর → আঙ্গুর বালা →কাজী নজরুল ইসলাম
২. অবিরত বাদর বরষিছে ঝরঝর → আঙ্গুর বালা → কাজী নজরুল ইসলাম
৩. চমকে চপলা, মেঘে মগন গগন → আঙ্গুর বালা → কাজী নজরুল ইসলাম
৪. ধূলার ঠাকুর, ধূলার ঠাকুর → মাস্টার প্রবোধ → কাজী নজরুল ইসলাম
৫. হরি নামের সুধায় ক্ষুধা - তৃষ্ণা নিবারি → মাস্টার প্রবোধ → কাজী নজরুল ইসলাম
৬. আমি রাজার কুমার পথ – ভোলা → মাস্টার প্রবোধ → কাজী নজরুল ইসলাম
৭. হে দুঃখহরণ ভক্তের শরণ → পারুলবালা → কাজী নজরুল ইসলাম
৮. শিশু নটবর নেচে নেচে যায় → পারুলবালা → কাজী নজরুল ইসলাম
৯. মধুর ছন্দে নাচে আনন্দে → কাজী নজরুল ইসলাম → কাজী নজরুল ইসলাম
১০. গহন বনে শ্রী হরি নামের → কাজী নজরুল ইসলাম→ কাজী নজরুল ইসলাম
১১. দাও দেখা দাও দেখা → মাস্টার প্রবোধ → কাজী নজরুল ইসলাম
১২. ফুটিল মানস মাধব → কবি নজরুল → কাজী নজরুল ইসলাম
১৩. যদি পদ্ম চরণ রাখো বাঁকা ঘনশ্যাম → কবি নজরুল ও প্রবোধ → কাজী নজরুল ইসলাম
১৪. ফিরে আয় ওরে ফিরে আয় → আঙ্গুর বালা → কাজী নজরুল ইসলাম
১৫. নাচো বনমালী করতালি দিয়া → প্রবোধ → কাজী নজরুল ইসলাম
১৬. জয় পীতাম্বর শ্যাম সুন্দর → প্রবোধ ও আঙ্গুর বালা → কাজী নজরুল ইসলাম
১৭. কাঁদিসনে আর কাঁদিসনে মা → প্রবোধ → কাজী নজরুল ইসলাম
১৮. আয়রে আয় বলে → প্রবোধ → গিরীশচন্দ্র ঘোষ

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩৫ খ্রি. মুক্তিপ্রাপ্ত ২৩টি বাংলা ছবির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল প্রমথেশ বড়ুয়া পরিচালিত ‘দেবদাস’ এবং কাজী নজরুল ইসলামের সংগীত পরিচালনায় ‘পাতালপুরী’। এছাড়া অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ছবির মধ্যে ছিল ‘বাসবদত্তা’,‘মানময়ী গার্লস স্কুল’, ‘ভাগ্যচক্র’ প্রভৃতি। ‘ভাগ্যচক্র’ ছবিতে প্রথম ‘প্লে-ব্যাক’ পদ্ধতি চালু হয় এর ফলে বাংলা চলচ্চিত্রের গানে এক নতুন যুগের সূচনা ঘটে।[১৭]

পাতালপুরী[১৮]

ইংরেজি ১৯৩৫ সালের ২৩ মার্চ কলকাতা রূপবাণী প্রেক্ষাগৃহে সর্বপ্রথম মুক্তিলাভ করে। গীত রচনা করেন – কাজী নজরুল এবং শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। সংগীত পরিচালনায় ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম এবং সহকারী সংগীত পরিচালক হিসেবে কমল দাশগুপ্ত। এ চলচ্চিত্রে গানের সুর হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে বর্ধমান অঞ্চলের কুলি-কামিনদের সহজ সুর ও তাল এবং গানের বাণীতেও কবি ব্যবহার করেছেন কুলি-কামিনদের কথ্য ভাষা। নাচে-গানে ভরপুর এ ছায়াচিত্রের মোট গানের সঠিক সংখ্যা জানা যায় নি। নজরুল গবেষক আবদুল আজীজ আল-আমানের নজরুল গীতি (অখণ্ড) থেকে মোট সাতটি গানের সন্ধান পাওয়া যায়। গানগুলোর প্রথম কলিগুলো নিম্নরূপ–

১. আঁধার ঘরের আলো
২. এলো খোঁপায় পরিয়ে দে
৩. ও শিকারী মারিস না তুই
৪. ধীরে চল চরণ টলমল
৫. তাল পুকুরে তুলছিল সে শালুক
৬. ফুল ফুটেছে কয়লা ফেলা
৭. দুখের সাথী গেলি চলে।

এই সাতটি গানের সুরকার ও গীতিকার কাজী নজরুল। সুরের যাদুকর নজরুল সাঁওতালী সুরের একঘেয়েমী কাটাবার জন্য রাঢ় বাংলার প্রচলিত ঝুমুরের সুরের সঙ্গে সাঁওতালী সুরের মিশেলে এক নতুন সুরের সৃষ্টি করেন এই ছবিতে যা বাংলা গানের ধারায় এনেছে স্বপ্নজাল বিস্তার করা বিচিত্র আস্বাদ আর অভিনবত্ব। এ ছবিতেই বাংলা গানের সাথে পরিচয় হয় এক নতুন ‘ঝুমুরের’।

১৯৩৬ খ্রি. ৩০টি সবাক বাংলা চিত্র মুক্তি পায়।[১৯] এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল : তরুবালা, একটি কথা, কাল পরিণয়, পল্লীবধু, জোয়ার ভাঁটা, আবর্তন, অন্নপূর্ণার মন্দির, রজনী, বাঙালি, গৃহদাহ, সোনার সংসার, শিবরাত্রি প্রভৃতি।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩৭ সালে ২৩টি সবাক বাংলা চিত্র মুক্তি পায়।[২০] এ বছরের চলচ্চিত্রের গানে নতুন মাত্রা সংযোজিত হয় রবীন্দ্র সংগীত প্রয়োগের মাধ্যমে।

মুক্তি[২১]

প্রমথেশ বড়ুয়ার 'মুক্তি' ছবিতে পঙ্কজ মল্লিকের সংগীত পরিচালনায় চারটি রবীন্দ্র সংগীত ব্যবহৃত হয় এবং প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। গানগুলো হচ্ছে–

১. দিনের শেষে ঘুমের দেশে (পঙ্কজ মল্লিক)
২. আমি কান পেতে রই (পঙ্কজ মল্লিক)
৩. আজ সবার রঙে রঙ মেশাতে হবে (কানন দেবী)
৪. তার বিদায় বেলায় দেহ গো আনিয়ে (কানন দেবী)

মুক্তি চলচ্চিত্রে সাতটি গানের মধ্যে চারটি গানের গীতিকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই চলচ্চিত্রেই প্রথম সার্থকভাবে রবীন্দ্র সংগীত ব্যবহৃত হয় এবং এই চলচ্চিত্রের 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে' গানটির গীতিকার রবীন্দ্রনাথ হলেও গানটির সুরকার সংগীত পরিচালক পঙ্কজ মল্লিক স্বয়ং যা একটি অভূতপূর্ব ঘটনা বাংলা চলচ্চিত্রের গানের ক্ষেত্রে। এ চলচ্চিত্রে পঙ্কজ মল্লিকের কণ্ঠে গীত 'তুমি ভুল করো না পথিক' এবং কানন দেবীর কণ্ঠে গীত 'ওগো সুন্দর মনের গহনে' গান দুটির গীতিকার ছিলেন সজনীকান্ত দাস এবং 'কোন লগনে জনম আমার' পঙ্কজ মল্লিক ও মেনকা দেবীর কণ্ঠে গীত এ গানটির গীতিকার ছিলেন অজয় ভট্টাচার্য।

রাঙা বউ[২২]

ছায়া দেবীর কণ্ঠে এ চলচ্চিত্রে 'আমার সকল দুঃখের প্রদীপ' রবীন্দ্র সংগীতটি ব্যবহৃত হয়েছিল।
এছাড়া সংগীতের জন্য এ সময়ের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ছবি ছিল গ্রহের ফের, দিদি, মুক্তিস্নান, আলী বাবা, শশীনাথ, কচি সংবাদ, বড় বাবু প্রভৃতি।

গ্রহের ফের[২৩]

এই ছবির গীতিকার অজয় ভট্টাচার্য, সুরকার ও সংগীত পরিচালক কাজী নজরুল ইসলাম। এই চলচ্চিত্রের সংখ্যা ছয়টি। গানগুলির প্রথম কলি –

১. গোধুলী বেলায় প্রদীপ ভাসানু
২. তবু মনে হয় ভোলেনি আমায়

Dhaka University Institutional Repository

৩. সহসা পরানে কে বাজাল বাঁশী
৪. মোরা ডাক্তার সবে মিলে গাহি ছুরি ও কাঁচির জয়
৫. একটি মধুর রাত্রি

বাকি গানটি ছিল বিদ্যাপতি রচিত একটি পদের সুরারোপ।

রাজগী[২৪]

এ চলচ্চিত্রে 'ওরে বন্ধুরে মনের কথা কইবার আগে' গানটির গীতিকার ছিলেন অজয় ভট্টাচার্য এবং সুরকার ও গায়ক হিসেবে ছিলেন শচীন দেববর্মন।

সাঁঝের মায়া[২৫]

অজয় ভট্টাচার্যের কথা এবং শচীন দেববর্মনের সুরে এ চলচ্চিত্রের 'ওরে সুজন নাইয়া' গানটি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। গানটির গায়কও ছিলেন শচীন দেববর্মন।

১৯৩৮ খ্রি. বাংলা চিত্রজগৎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামের কাহিনি, গান আর সুরে মুখর ছিল।[২৬] চলচ্চিত্র জগতে এ বছরের একটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা 'গোরা' চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলাম এই দুই কবির সংশ্লিষ্টতা। এই বছরের মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি ২০টি।[২৭] উল্লেখযোগ্য ছবি : গোরা, চোখের বালি, হালবাংলা, অভিজ্ঞান, বিদ্যাপতি, দেশের মাটি, সখের শ্রমিক, একলব্য, সার্বজনীন, বিবাহ উৎসব, সাথী, অভিনয় প্রভৃতি।

হালবাংলা[২৮]

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালিত 'হালবাংলা' মুক্তি পায় ১৯৩৮ সালে ১২ মার্চ। তিনজন গীতিকার ছিলেনঃ রবীন্দ্রনাথ, সজনীকান্ত দাস, ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। সংগীত পরিচালক ছিলেন ধীরেন দাস।

অভিজ্ঞান[২৯]

রাইচাঁদ বড়ালের সংগীত পরিচালনায় এ চলচ্চিত্রে পঙ্কজ মল্লিকের কণ্ঠে দুটি রবীন্দ্রসংগীত ব্যবহৃত হয়েছিল। গানদুটি হলো-

১. ওরে সাবধানী পথিক
২. দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায়

এ চলচ্চিত্রের অপর গীতিকার ছিলেন অজয় ভট্টাচার্য।

চোখের বালি[৩০]

Dhaka University Institutional Repository

অনাদিকুমার দস্তিদারের সংগীত পরিচালনায় সুপ্রভা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ইন্দিরা রায়ের কণ্ঠে এ চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত সবগুলো গানই ছিল রবীন্দ্র সংগীত এবং আবহ সংগীতে ছিলেন সুরেন দাস।

গানগুলো হলো–

১. বাজিল কাহার বীণা
২. ওলো সই ওলো সই
৩. চিনিলে না আমারে কি
৪. আমি তারেই খুঁজে বেড়াই
৫. আমার যে দিন ভেসে গেছে
৬. তবু মনে রেখো
৭. আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে
৮. আমার মন যখন জাগলি না রে

গোরা[৩১]

কাজী নজরুল ইসলামের সংগীত পরিচালনায় 'প্রতিদিন হায়, এসে ফিরে যায়','ওহে সুন্দর মম গৃহে','রোদন ভরা এ বসন্ত' এ তিনটি রবীন্দ্র সংগীত,দুটি গীতার/পুরাণের শ্লোক,বঙ্কিম রচিত 'সুজলাং, সুফলাং, শস্য-শ্যামলাং' এর রবীন্দ্রনাথের করা সুর এবং কাজী নজরুল ইসলামের কথা ও সুরে আশাবরী রাগে ত্রিপল ছন্দে ভক্তিময় দাসের কণ্ঠে 'ঊষা এলো চুপি চুপি' এ সাতটি গান ব্যবহৃত হয়েছে এ চলচ্চিত্রে।

বিদ্যাপতি [৩২]

এ ছবির সুরকার ছিলেন রাইচাঁদ বড়াল। তবে কোন কোন গবেষক এ ছায়াছবির কয়েকটি গানের গীতিকার ও সুর রচয়িতা কাজী নজরুল ইসলাম বলে ধারণা ব্যক্ত করলেও এ ছায়াচিত্রে নজরুল ইসলামের মোট গানের সংখ্যা বা কোন কোন শিল্পী দ্বারা কি কি গান গীত হয়েছিল তার প্রামাণ্যসূত্র পাওয়া যায় নি। তবে নায়িকা কাননবালা ও সংগীত পরিচালক রাইচাঁদ বড়ালের স্মৃতিচারণের প্রেক্ষাপটে বলা যায় 'সজল নয়ান করি' এই গানটি ও সংলাপ দুই-ই নজরুলের রচনা। চলচ্চিত্রে দ্বৈতকণ্ঠে গীত এ গানটির মাঝে মাঝে অভিনয়ের সাথে সংলাপ ব্যবহার করা হয়েছে যদিও এ সংলাপ গানের অংশ নয়। গানটিকে প্রাণবন্ত করার জন্যই সংলাপ অংশটি চিত্রনাট্যকার অর্থাৎ নজরুল রচনা করেছেন বলে মনে করা হয়। বিদ্যাপতি সংগীত বহুল ছবি। কাজী নজরুল ইসলামের কথা ও সুরারোপিত গানগুলি ব্যতীত বাকী গানগুলো মৈথিলী ভাষায় রচিত। নিউ থিয়েটারসের নিয়োগকৃত সংগীত পরিচালক হওয়ায় ছবির টাইটেলে রাইচাঁদ বড়ালের নাম থাকলেও তিনি এক সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করেছেন, ওই গানগুলোর

Dhaka University Institutional Repository

সুরকার ছিলেন কবি–গীতিকার নজরুল স্বয়ং, গানগুলো ছিল মূলত কীর্তন ও ভক্তিমূলক গানের সুরে রচিত। গানগুলো-

১. যেতে নাহি দিব → কানন দেবী
২. সজল নয়ন করি পিয়া → কানন দেবী
৩. অঙ্গনে আও যবে রসিয়া → কানন দেবী
৪. সখী কে বলে পিরীতি ভাল → কানন দেবী
৫. রাই বিনোদিনী দোলে → কানন দেবী
৬. আমার বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে → কৃষ্ণচন্দ্র দে

এছাড়া পাহাড়ী স্যানালও বেশ কয়েকটি গান গেয়েছেন।

১৯৩৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবির সংখ্যা ২২টি।[৩৩] এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রগুলো জীবন মরণ, অধিকার, সাপুড়ে, পথিক, বক্ষের ধন বড় দিদি, পরশমনি, রিক্তা, শর্মিষ্ঠা, রজত জয়ন্তী প্রভৃতি।

রজতজয়ন্তী[৩৪]

তুমি কি দখিনা হাওয়া → অলকা দেবী → কাজী নজরুল ইসলাম।

অধিকার[৩৫]

তিমির বরণের সংগীত পরিচালনায় এ চলচ্চিত্রের গীতিকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অজয় ভট্টাচার্য। পঙ্কজ মল্লিকের কণ্ঠে গীত এ চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত রবীন্দ্রসংগীত দুটি -

১. মরণের মুখে রেখে
২. এমন দিনে তারে বলা যায়

এই চলচ্চিত্রের অন্যতম আকর্ষণ ছিল পাহাড়ী স্যানাল ও পঙ্কজ মল্লিকের গান।

জীবনমরণ[৩৬]

এ চলচ্চিত্রের সংগীত পরিচালক ছিলেন পঙ্কজ মল্লিক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ,অজয় ভট্টাচার্য এবং চণ্ডীদাস এ তিন গীতিকবির গান ব্যবহৃত হয়েছিল এ চলচ্চিত্রে। পঙ্কজ মল্লিকের পরিচালনায় এ ছবিতে রবীন্দ্র সংগীতের প্রয়োগ জনপ্রিয় হয়েছিল। দুটো রবীন্দ্র সংগীতের দুটোই ছিল ‘কে এল সায়গল’ এর কণ্ঠে। গানগুলি-

১. আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলাম গান।
২. তোমার বীণায় গান ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

সাপুড়ে [৩৭]

এ ছবির গীতিকার ছিলেন অজয় ভট্টাচার্য ও কাজী নজরুল ইসলাম, সংগীত পরিচালনায় কাজী নজরুল ইসলাম ও রাঁইচাঁদ বড়াল। মোট আটটি গানের মধ্যে সাতটি গানই রচনা ও সুরারোপ করেন কাজী নজরুল ইসলাম। গানগুলি-

১. হলুদ গাঁদার ফুল, রাঙা পলাশ ফুল → সমবেত কণ্ঠ →কাজী নজরুল ইসলাম (রচনা ও সুর)
২. আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায় ওই → কানন দেবী → কাজী নজরুল ইসলাম (রচনা ও সুর)
৩. কথা কইবে না বউ বউ মান করেছে → কানন দেবী → কাজী নজরুল ইসলাম (রচনা ও সুর)
৪. কলার মান্দাস বনিয়ে দাও গো, শ্বশুর সওদাগর → সমবেত কণ্ঠ → কাজী নজরুল ইসলাম (রচনা ও সুর)
৫. পিছল পথে কুড়িয়ে পেলাম, হিজল ফুলের মালা → মেনকা, কানন দেবী, পাহাড়ি স্যানাল → কাজী নজরুল ইসলাম (রচনা ও সুর)
৬. দেখিলো তোর হাত দেখি, হাতে হলুদ গন্ধ → কৃষ্ণচন্দ্র দে → কাজী নজরুল ইসলাম (রচনা ও সুর)
৭. ফুটফুটে ঐ চাঁদ হাসেরে, ফুল ফুটালো হাসি → পাহাড়ী স্যানাল ও কানন দেবী → কাজী নজরুল ইসলাম (রচনা ও সুর)
৮. আমার এই পত্রখানা → গীতিকার : অজয় ভট্টাচার্য; সুরকার : রাইচাঁদ বড়াল।

সবগুলো গানের সুরই বেদে-বেদেনীদের সুরের প্রভাবে সুরারোপ করা হয়েছিল।

১৯৪০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা চলচ্চিত্রের সংখ্যা ২২টি।[৩৮] উল্লেখযোগ্য ছবিগুলো হল : হেমচন্দ্রের 'পরাজয়', দীনেশ রঞ্জন দাসের 'আলোছায়া', ফনী মজুমদারের 'ডাক্তার' এবং অমর মল্লিকের 'অভিনেত্রী'।

পরাজয় [৩৯]

এ চলচ্চিত্রের গীতিকার : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অজয় ভট্টাচার্য ; সংগীত পরিচালক ছিলেন রাইচাঁদ বড়াল।

রবীন্দ্রসংগীত দুটি ছিল– ১. বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি → কানন দেবী।
২. প্রাণ চায় চক্ষু না চায় → কানন দেবী।

আলোছায়া[৪০]

সংগীত পরিচালনায় ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র দে, গীতিকার ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অজয় ভট্টাচার্য। এ চলচ্চিত্রের একটি গান- ভুবনতো আজ হলো কাঙাল।

Dhaka University Institutional Repository

এই চলচ্চিত্রে রবীন্দ্র সংগীতের অপব্যবহার ওই সময় প্রবল সমালোচনার সৃষ্টি করেছিল।

ডাক্তার [৪১]

গীতিকার : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অজয় ভট্টাচার্য, সংগীত পরিচালক: পঙ্কজ মল্লিক।

১. কী পাইনি তারি হিসাব মিলাতে → পঙ্কজ মল্লিক → রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
২. চৈত্র দিনের ঝরাপাতার পথে → পঙ্কজ মল্লিক → রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
৩. ওরে চঞ্চল → পঙ্কজ মল্লিক → রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

অভিনেত্রী[৪২]

সংগীত পরিচালক রাইচাঁদ বড়াল। অরুণ দত্ত গুপ্ত সূত্রে জানা যায়, রাইচাঁদ বড়ালের পরিচালিত রবীন্দ্র সংগীত 'অভিনেত্রী' ছবিতে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। এ ছবির আরেকজন গীতিকার ছিলেন অজয় ভট্টাচার্য। ১৯৪১ সালের উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র : পরিচয়, মায়ামৃগ, রাস পূর্ণিমা, মায়ের প্রাণ, নন্দিনী প্রমুখ।

রাসপূর্ণিমা[৪৩]

রবীন্দ্র সংগীত সমৃদ্ধ 'রাস পূর্ণিমা' একটি উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র। সংগীত পরিচালক দুর্গা সেন। ছবিটি মুক্তি পায় ১৯৪১ খ্রি. ১২ এপ্রিল।

পরিচয়[৪৪]

গীতিকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রণব রায়। সংগীত পরিচালক ছিলেন রাইচাঁদ বড়াল। ৮টি রবীন্দ্র সংগীত ছিল বলে বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়।

১. একটুকু ছোঁয়া লাগে → সায়গল
২. এ দিন আজি কোন ঘরে গো → সায়গল
৩. আমার রাত পোহালো → সায়গল
৪. আজ খেলা ভাঙার খেলা → সায়গল
৫. সেই ভালো সেই ভালো → কানন দেবী
৬. তোমার সুরের ধারা → কানন দেবী
৭. আমার বেলা যে যায় → কানন দেবী
৮. আমার হৃদয় তোমার → কানন দেবী

আহুতি[৪৫]

Dhaka University Institutional Repository

প্রখ্যাত সাহিত্যিক 'প্রেমেন্দ্র মিত্র'এর কাহিনি অবলম্বনে ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 'আহুতি' মুক্তি পায় ১৯৪১ খ্রি. ২০ সেপ্টেম্বর। এই চলচ্চিত্রের দুই গীতিকারের একজন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

অবতার[৪৬]

এ ছবির গীতিকার ছিলেন শৈলেন রায়,সুরকার ছিলেন হিমাংশু দত্ত। জগন্ময় মিত্রের কণ্ঠে এ চলচ্চিত্রে গান ছিল- ১. তুমি প্রেমতীর্থে ২. জীবন তারা হারিয়ে ৩. লুকিয়ে আছিস কোন গহনে।

ব্রাহ্মণ কন্যা[৪৭]

প্রণব রায়ের কথায় ও দুর্গা সেনের সুরে 'সাত মহলা স্বপ্নপুরী','হারিয়ে গেছে গো','আঁকা বাঁকা পথ বুঝি','নয়ন জলে গভীর গাঙে' গানগুলি জগন্ময় মিত্রের কন্ঠে গীত হয়েছিল।

নন্দিনী[৪৮]

সংগীত পরিচালনায় ছিলেন হিমাংশু দত্ত সুরসাগর, গীত রচনায় ছিলেন– ১. কাজী নজরুল; ২. প্রণব রায়; ৩. সুবল মুখোপাধ্যায়। কাজী নজরুল ইসলাম এই চলচ্চিত্রে মাত্র ১টি গান রচনা করেন। গানটির সুরও তাঁরই সৃষ্টি। গানটি হচ্ছে– চোখ গেল চোখ গেল, কেন ডাকিস রে। এই গানটিতে কণ্ঠদান করেন প্রখ্যাত শিল্পী শচীন দেববর্মন। এই ছায়াচিত্র মোট গানের সংখ্যা নয়টি। বাকি আটটি গানের মধ্যে ২টি গান রচনা করেন প্রণব রায় এবং বাকী ৬টি রচনা করেন সুবল মুখোপাধ্যায়। নজরুল রচিত ও সুরারোপিত গানটি ছাড়া বাকি আটটি গান এবং আবহ সংগীতও পরিচালনা করেন হিমাংশু দত্ত সুর-সাগর।

১৯৪২ সালের উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রগুলো হল- শোধবোধ, গরমিল, শেষ উত্তর, পরিনীতা, চৌরঙ্গী।

শোধবোধ[৪৯]

১৯৪২ সালের ২৮ মার্চ সৌমেন মুখার্জীর পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথের কাহিনী নিয়ে 'শোধবোধ' মুক্তি পায়। অনাদি দস্তিদার আর প্রণব বন্দোপাধ্যায় ছিলেন ছবির সংগীত পরিচালক।

অপরাধ[৫০]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪২ সালের ১৯ এপ্রিল মুক্তি পায় ফণী মজুমদার পরিচালিত ‘অপরাধ’। এই চলচ্চিত্রটিতেও রয়েছে রবীন্দ্রনাথের গান।

পরিনীতা[৫১]

শরৎচন্দ্রের কাহিনি অবলম্বনে ‘পরিনীতা’ মুক্তি পায় ১৯৪২ খ্রি. ১৯ ডিসেম্বর। এর অন্যতম গীতিকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চৌরঙ্গী[৫২]

সংগীত পরিচালনা করেন কাজী নজরুল ইসলাম। গান রচনা করেন কাজী নজরুল ইসলাম এবং নবেন্দু সুন্দর। সহকারী সংগীত পরিচালক ছিলেন কালীপদ সেন। এই চলচ্চিত্রের ‘আরতি প্রদীপ জ্বালি আঁখির তারায়’ গানটি রচনা করেন নবেন্দু সুন্দর এবং সুরারোপ করেন প্রখ্যাত সুরকার দুর্গা সেন। বাকী গানগুলোর রচনা এবং সুরারোপে ছিলেন কাজী নজরুল। এই ছবিতে সর্বমোট গানের সংখ্যা আমরা পাই ৯টি। গানগুলো হচ্ছে–

১. চৌরঙ্গী চৌরঙ্গী চৌরঙ্গী চৌরঙ্গী

   চারিদিকে রং ছড়িয়ে বেড়ায় রঙ্গীলা, কুরঙ্গী;

   [সিনেমার চটি পত্রিকায় গানটির শেষে প্রথম বন্ধনীর মাঝে লেখা আছে গানের রচয়িতা হিসেবে ইন্দ্রনী রায়ের নাম তবে আদি গ্রামোফোন রেকর্ড-এর উপর লেখা রয়েছে ‘Composition and Tune: Kazi Nazrul Islam’। সুতরাং বলা যায় যে গানটি রচনা ও সুর সংযোজন কাজী নজরুলের।]

২. রুম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ রুম্ ঝুম্ ঝুম্
৩. সারাদিন পিটি কার দালানের ছাত গো (সমবেত কণ্ঠে)
৪. আরতি প্রদীপ জ্বালি আঁখির তারায়
৫. প্রেম আর ফুলের জাতি কুল নাই
৬. জহরত পান্না হীরার বৃষ্টি (দ্বৈত কণ্ঠে)
৭. ঘুম পাড়ানী মাসি পিসি ঘুম দিয়ে যেয়ো
৮. ঘর ছাড়া ছেলে আকাশের চাঁদ আয় রে
৯. ওরে বৈশাখী ঝড় লয়ে যাও

ভক্ত কবীর[৫৩]

‘ রাম নাম মুখ বোল’ এ গানটির সুরকার ছিলেন হিমাংশু দত্ত এবং শিল্পী ছিলেন জগন্ময় মিত্র।

জীবন সঙ্গিনী[৫৪]

প্রণব রায়ের কথা ও কমল দাশগুপ্তের সুরে জগন্ময় মিত্র গেয়েছিলেন ‘নদীর দুটি তীরে’ গানটি।

Dhaka University Institutional Repository

দিকশূল[৫৫]

১৯৪৩ সালে মুক্তি পায়। সংগীত পরিচালনা করেন পঙ্কজ কুমার মল্লিক। গীত রচনায় ছিলেন- (১) কাজী নজরুল ইসলাম (২) প্রণব রায় (৩) ভোলানাথ মিত্র। মোট গানের সংখ্যা ৫টি। দুটি গান রচনা করেন কবি নজরুল। একটি গান রচনা করেন প্রণব রায় এবং বাকী দুটি গান রচনা করেন ভোলানাথ মিত্র।

১. হে নয়ন আনন্দ ক্ষণিক দাঁড়াও → রচয়িতা : ভোলানাথ মিশ্র
২. আমার এই অশ্রুবীণার তারে তোমার সুরের ধ্বনি জাগাও গো জাগাও গো বারে বারে। → রচয়িতাঃ ভোলানাথ মিশ্র।
৩. দোলে দোলে দোলে, সুন্দর হে তুমি এসেছ বলে → রচয়িতাঃ প্রণব রায়।
৪. ফুরাবে না এই মালা গাঁথা মোর → রচয়িতা : কাজী নজরুল ; সুরকার : পঙ্কজ মল্লিক ; শিল্পী : অঞ্জলি রায়।
৫. ঝুমকো লতার জোনাকী/ মাঝে মাঝে বৃষ্টি/ আবোল তাবোল বকে কে/ তারও চেয়ে মিষ্টি → রচয়িতা : কাজী নজরুল ইসলাম ; সুরকার : পঙ্কজ মল্লিক ; শিল্পী : রাধারাণী।

শহর থেকে দূরে[৫৬]

১৯৪৩ সালের ২৪ ডিসেম্বর মুক্তিলাভ করে। গীতিকার ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম, শৈলেন রায়। সংগীত পরিচালনায় সুবল দাসগুপ্ত। গানগুলি-

১. 'কে বিদেশী বন উদাসী', এই গানটি দুই লাইন খালি গলায় শোনা যায়।
২. 'আধোরাতে যদি ঘুম ভেঙে যায়' গানটি এই চলচ্চিত্রের জন্য রচিত হলেও শেষ পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়নি।
৩. ও পরদেশী কোকিলা/সুরঃ সুবল দাসগুপ্ত; শিল্পী : জগন্ময় মিত্র।

প্রিয় বান্ধবী[৫৭]

সৌমেন মুখোপাধ্যায়ের 'প্রিয় বান্ধবী' ছবিতে দুটি রবীন্দ্র সংগীত ব্যবহৃত হয়। সংগীত পরিচালক ছিলেন প্রণব দে। এ ছবিতে রবীন্দ্র সংগীত প্রশংসনীয় হয়েছিল বলে অধ্যাপক অরুণ দত্ত গুপ্ত লিখেছেন।

সহধর্মিণী[৫৮]

নীরেন লাহিড়ীর 'সহধর্মিণী' চিত্রে একটি রবীন্দ্র সংগীত ব্যবহৃত হয়। এই ছবির সংগীত পরিচালক ছিলেন কমল দাশগুপ্ত।

Dhaka University Institutional Repository

দম্পতি[৫৯]

নীরেন লাহিড়ীর 'দম্পতি' চিত্রেও রবীন্দ্র সংগীত ব্যবহৃত হয়।

আলেয়া[৬০]

প্রণব রায়ের কথা ও কমল দাশগুপ্তের সুরে জগন্ময় মিত্র গেয়েছিলেন 'স্বপ্নে আমায় কে পরাল মালা','আমার গানে তোমার হৃদয়' গানগুলি।

১৯৪৪ সালের উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রগুলো-

উদয়ের পথে[৬১]

বিমল রায় পরিচালিত এই চলচ্চিত্রে সংগীত পরিচালনায় ছিলেন রাইচাঁদ বড়াল। এই ছবিতে রবীন্দ্র সংগীত যেমন সফলভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল তেমন তা হয়েছিল জনপ্রিয়ও।

বিনতা বসু এ ছবিতে ১. ওই মালতীলতা দোলে; ২. চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে গান দুটি গেয়েছিলেন।

শেষরক্ষা[৬২]

এই ছবিতে রবীন্দ্র সংগীত পরিচালনা করেন অনাদি দস্তিদার এবং আবহসংগীত পরিচালনা করেন দক্ষিণা ঠাকুর।

এবছর মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি বিশ্বাসের 'প্রতিকার' এবং সুধীর বন্ধুর 'গোঁজামিল' ছবিতেও রয়েছে রবীন্দ্র সংগীত।

চাঁদের কলঙ্ক[৬৩]

প্রণব রায়ের কথা ও কমল দাশগুপ্তের সুরে জগন্ময় মিত্র গেয়েছিলেন 'কলঙ্ক চাঁদ সে যে',' চিররাত্রির যাত্রীরা চল' গানগুলি।

১৯৪৫ সালের উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রগুলো -

পথ বেঁধে দিল[৬৪]

Dhaka University Institutional Repository

প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত ও পরিচালিত এই ছবিটি মুক্তি পায় ১৯৪৫ সালে। এ ছবিতেও রবীন্দ্র সংগীত পরিচালনা করেন অনাদি দস্তিদার।

অভিনয় নয়[৬৫]

সংগীত পরিচালনায় গিরীন চক্রবর্তী। গীত রচনায়– ১. নজরুল ইসলাম ২. মোহিনী চৌধুরী ৩. শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। এই ছবিতে গানের সংখ্যা মোট সাতটি। একটি গান কবি নজরুলের পাঁচটি গান রচনা করেন মোহিনী চৌধুরী, একটি গান শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। নজরুলের রচিত গানটি একটি ঝুমুর গান। গানটি নাচের সাথে গিরীন চক্রবর্তী ও শেফালি ঘোষের দ্বৈতকণ্ঠে গীত। গানটির প্রথম কলি : "ও শাপলা ফুল নেবোনা বাংলা ফুল এনে দে, নইলে দেবনা বাঁশী ফিরিয়ে।) সুরকারঃ গিরীন চক্রবর্তী। শৈলজানন্দের রচিত গানঃ এস এস এস এস রাতের অতিথি এস আমারই ঘরে।

মোহিনী চৌধুরী রচনা করেন পাঁচটি গান। গানগুলির প্রথম কথা হলো–

১. চোখে চোখে রাখি হায়রে তবু তারে ধরা যায় না।
২. খাঁচার পাখি কবে মেলবে আঁখি করে মেলরে ডানা।
৩. ভোল ভোল ব্যথা ভোল তব বেদনা আঁধারে ঢাকা দিল যে নব রঙে রঙে রঙে রঙে রাঙ্গা হলো।
৪. অভিনয় নয় গো অভিনয় নয় এই হাসি এই গান যে প্রণয়।
৫. দিন দুনিয়ার মালিক তোমার দীলকে দয়া হয় না।

বঞ্চিতা[৬৬]

সুবল দাশগুপ্তের সুরে জগন্ময় মিত্র গেয়েছিলেন 'গাঁয়ের মাটি ডাকে'।

মানে না মানা[৬৭]

১. জয় হবে জয় হবে [কথাঃ মোহিনী চৌধুরী,সুর : শৈলেশ দত্ত গুপ্ত, শিল্পী : জগন্ময় মিত্র।]

২. ও তুই ডাকিস মিছে [কথাঃ মোহিনী চৌধুরী,সুরঃ শৈলেশ দত্ত গুপ্ত, শিল্পী : জগন্ময় মিত্র ।]

শ্রী দুর্গা[৬৮]

সুবল দাশগুপ্তের সুরে জগন্ময় মিত্র গেয়েছিলেন 'জাগো জাগো দেবতা','জয় রঘুপতি শ্রী রামচন্দ্র'।

১৯৪৬ সালের উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রগুলো-

Dhaka University Institutional Repository

দুঃখে যাদের জীবন গড়া[৬৯]

প্রথম বাঙালি মুসলমান হিমাদ্রী চৌধুরী (ওবায়েদ উল হক) পরিচালিত এই চলচ্চিত্রে রবীন্দ্র সংগীত ব্যবহৃত হয়। ছবির সংগীত পরিচালনায় ছিলেন সংগীতজ্ঞ আবদুল আহাদ।

সংগ্রাম[৭০]

অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় পরিচালিত এ চলচ্চিত্রে 'এক সূত্রে বাঁধিয়াছি' রবীন্দ্র সংগীতটি ব্যবহৃত হয় সমরেশ চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে।

প্রতিমা[৭১]

সমরেশ চৌধুরীর সংগীত পরিচালনায় তিনটি রবীন্দ্র সংগীত ব্যবহৃত হয় খগেন রায় পরিচালিত এ চিত্রে।

প্রতিভা মাখমালের 'নিবেদিতা' [৭২]এবং বিনয় মুখোপাধ্যায়ের 'শান্তি'[৭৩] চিত্রেও রবীন্দ্র সংগীত রয়েছে।

বিরাজ বৌ[৭৪]

রাঁইচাঁদ বড়ালের সুরে জগন্ময় মিত্র গেয়েছিলেন 'দে জল দে জল' গানটি।

১৯৪৭ সালের উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র-

নৌকাডুবি[৭৫]

রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি' উপন্যাসের কাহিনি অবলম্বনে দ্বিতীয়বারের মত এই চলচ্চিত্রটি সবাক পর্বে নির্মিত হয় ১৯৫৭ খ্রি.। ছবিটির সংগীত পরিচালক ছিলেন অনিল বিশ্বাস আর রবীন্দ্র সংগীত পরিচালনা করেন অনাদি দস্তিদার। এ ছবিতে পারুল বিশ্বাসের গাওয়া 'ওগো দখিন হাওয়া' গানটি অনেক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। পাহাড়ী স্যানাল গাওয়া আরেকটি রবীন্দ্র সংগীতও জনপ্রিয় হয়েছিল।

ঘরোয়া[৭৬]

মনি ঘোষের এ চলচ্চিত্রেও রবীন্দ্র সংগীত সংযোজিত হয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

অলকানন্দা[৭৭]

রতন চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত এ ছবিতেও রবীন্দ্র সংগীত সদর্পে ব্যবহৃত হয়েছে।

জয়যাত্রা[৭৮]

'হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার' গানটি এ চলচ্চিত্রে গীত হয়েছিল প্রণব রায়ের কথা আর কমল দাশগুপ্তের সুরে; শিল্পী জগন্ময় মিত্রের কণ্ঠে।

এবারে আসা যাক দেশবিভাগ পরবর্তী বাংলাদেশের বাংলা চলচ্চিত্রের গান প্রসঙ্গে। 'মুখ ও মুখোশ' এর 'আমি ভীন গেরামের নাইয়া' ও 'মনের বনে দোলা লাগে' গানের মধ্য দিয়ে আমাদের চলচ্চিত্রের গানের যে পথযাত্রা ষাটের দশকে তা স্বকীয়তাবোধ এবং অনন্য সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যতায় অনন্য রূপ লাভ করেছে। ষাটের দশক থেকে আশির দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়টি আমাদের চলচ্চিত্র এবং চলচ্চিত্রের গান উভয়ের জন্যই স্বর্ণযুগ। পরবর্তীসময়ে আমাদের সিনেমার মত আমাদের সিনেমার গানও আর তার পূর্ববর্তী ঔজ্জ্বল্য এবং ঐতিহ্য ধরে রাখতে পারে নি, কিছুটা নতুনত্ব আর ভিন্নমাত্রা পেয়ে থাকলেও বেশিরভাগ গানই স্বর্ণযুগের ঔজ্জ্বল্যের ধার-কাছ দিয়েও যেতে পারেনি। এ কারণে দর্শকশ্রোতারা এখনো বিনোদনের জন্য নির্ভর করেন ষাট-সত্তর দশকের সিনেমার গানের রিমিক্সের উপর। বর্তমানের অনেক উল্লেখযোগ্য গায়ক-গায়িকাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন ষাটের স্বর্ণযুগের জনপ্রিয় গায়ক-গায়িকাদের জনপ্রিয় গানগুলোর হাত ধরে। ষাটের দশকের তালাত মাহমুদের গাওয়া 'তোমারে লেগেছে এতো যে ভালো' গান গেয়ে যখন কোন গায়ক জনপ্রিয় হন, তখন শ্রোতা মাত্রই নষ্টালজিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ভাবতে হয় গীতিকার কে জি মোস্তফা এবং সুরকার রবীন ঘোষ বাংলা সিনেমার জন্য কি সম্পদ রেখে গেছেন। সে সময়ের চান্দা, তালাশ বা নয়নতারা ছবির উর্দু গানগুলোর রঙ্গীন সময়কে পেছনে ফেলে বিস্মৃত স্মৃতির ধূলো উড়িয়ে সাদা ঘোড়ার পিঠে চড়ে যেন বীরদর্পে উঠে আসে বাংলা সিনেমারই গান। ষাটের দশকে বাংলা সিনেমায় বেশ কিছু গানের হাত ধরেই এই স্বর্ণালি সময়ের সূত্রপাত হয়েছিল। সত্য সাহার সুরে ফেরদৌসী রহমানের গাওয়া 'সুতরাং' ছবির 'সাতটি রঙের মাঝে আমি মিল খুঁজে না পাই', ফেরদৌসী রহমানের গাওয়া রবীন ঘোষের সুরে 'হারানো দিন' ছবির 'আমি রূপনগরের রাজকন্যা', 'আবির্ভাব' ছবিতে সত্য সাহার সুরে ও কণ্ঠে 'ভাবি যেন লাজুক লতা', খন্দকার ফারুক আহমেদ ও সাবিনা ইয়াসমীনের গাওয়া 'কাছে এসো যদি বলো', খান আতউর রহমানের সুরে ও কথায় 'মনের মত বউ'

Dhaka University Institutional Repository

ছবিতে বশীর আহমেদের গাওয়া 'আমাকে পোড়াতে যদি', সাবিনা ইয়াসমীনের গাওয়া 'এ কি সোনার আলোয় জীবন ভরিয়ে দিলে', সত্য সাহার সুরে ও গাজী মাজহারুল আনোয়ারের কথায় আঞ্জুমান আরা ও বশীর আহমেদের গাওয়া 'আকাশের হাতে আছে এক রাশ নীল', আঞ্জুমান আরার গাওয়া 'যার ছায়া পড়েছে', 'ময়নামতি' ছবিতে সাবিনা ইয়াসমীনের গাওয়া সৈয়দ শামসুল হকের লেখা 'ফুলের মালা পরিয়ে দিলে', বশীর আহমেদের গাওয়া 'অনেক সাধের ময়না আমার', সত্য সাহার সুরে 'আলিঙ্গন' ছবিতে মাহমুদুন্নবীর গাওয়া আবু হেনা মোস্তফা কামালের লেখা 'দর্পচূর্ণ' ছবির 'তুমি যে আমার কবিতা', সত্য সাহার সুরে 'নীল আকাশের নীচে' ছবিতে মাহমুদুন্নবীর গাওয়া 'প্রেমের নাম বেদনা', ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের লেখা সত্য সাহার সুরে আবদুল জব্বারের গাওয়া 'এতটুকু আশা' ছবির 'তুমি কি দেখেছ কভু', 'জোয়ার ভাটা' ছবিতে খান আতাউর রহমানের কথা ও সুরে সাবিনা ইয়াসমীনের গাওয়া 'মন যদি ভেঙে যায় যাক' – প্রভৃতি গান বাংলা সিনেমার গানকে শ্রোতাদের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে। পরবর্তী দশকে এসে এই গ্রহণযোগ্যতাকে আরো শ্রোতৃপ্রিয় করে তুলেছে সুবল দাসের সুরে 'স্বরলিপি' ছবির রুনা লায়লা ও মাহমুদুন্নবীর গাওয়া 'গানেরই খাতায় স্বরলিপি লিখে', 'তুমি কখন এসে দাঁড়িয়ে ছিলে' গানগুলো। এ ছবির প্রতিটি গানই আজও শ্রোতৃহৃদয়কে ছুঁয়ে এক চিরকালীন আবেশে আবিষ্ট করে রেখেছে । এ সময়ে আমরা আরো বেশ কিছু দর্শকনন্দিত গান পেয়েছি যা দর্শকের স্মৃতিতে আজও অমলিন। এর মধ্যে রয়েছে 'কত যে মিনতি' ছবির 'তুমি সাত সাগরের ওপার হতে', খান আতাউর রহমানের কথা ও সুরে 'আপন পর' ছবিতে বশীর আহমেদের গাওয়া 'যারে যাবি যদি যা', 'ছদ্মবেশী' ছবিতে খুরশিদ আলমের গাওয়া 'তোমার নামে শপথ নিলাম', 'যোগ বিয়োগ' ছবিতে খন্দকার ফারুক আহমেদের গাওয়া 'এই পৃথিবীর পান্থশালায়', 'বিনিময়' ছবিতে সুভাষ দত্তের গাওয়া 'জানতাম যদি শুভংকরের ফাঁকি,' রবীন ঘোষের সুরে 'পীচ ঢালা পথ' ছবিতে ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের লেখা আবদুল জব্বারের গাওয়া 'পীচ ঢালা এই পথটাকে' ও জি.এম. আনোয়ারের লেখা সাবিনা ইয়াসমীনের গাওয়া 'ফুলের কানে ভ্রমর এসে', 'যে আগুনে পুড়ি' ছবিতে খন্দকার নূরুল আলমের সুরে 'চোখ যে মনের কথা বলে' প্রভৃতি অনবদ্য গানগুলো।

ষাটের দশকের শ্রোতৃনন্দন গানগুলোর দিকে তাকালে সহজেই চোখে পড়ে যে সুরকার হিসেবে সত্য সাহার প্রাধান্য। বাংলা সিনেমার গান শ্রোতাপ্রিয় করার ক্ষেত্রে তাঁর পাশাপাশি রবীন ঘোষ, আলী হোসেন, খান আতাউর রহমান এবং সুবল দাসেরও রয়েছে উল্লেখযোগ্য অবদান। মেলোডি নির্ভর রোমান্টিক আমেজের মৌলিক সুরের গানগুলোই তাঁরা শ্রোতাদের কাছে উপস্থাপন করেছেন অথচ

Dhaka University Institutional Repository

যুগপ্রবাহে তাদের প্রভাবিত হবার কথা ছিল উর্দু সুরের কিন্তু মৌলিক সৃষ্টির পথেই তারা মনোনিবেশ করেছিলেন।

সত্তর দশকের উল্লেখযোগ্য সুর রচয়িতারা হলেন-আলাউদ্দীন আলী, আনোয়ার পারভেজ, আলম খান, আজাদ রহমান প্রমুখ। তাঁরা বাংলা সিনেমার গানকে আরো নতুনত্ব প্রদান ও বৈচিত্র্যমণ্ডিত করে সমৃদ্ধ করেন। এ সময়ই প্রথম নকল সুরে গান তৈরির প্রবণতার সূত্রপাত ঘটে। মেলোডির পাশাপাশি পাশ্চাত্য সুরাশ্রয়ী ও কিছু হিন্দি সিনেমার গানের সুরাশ্রয়ী চটুল গানও এসময় শ্রোতাপ্রিয়তা অর্জন করে। তবে একদমই অশ্লীল কথার চটুল কিংবা নির্লজ্জ সুরানুকরণ তখনও প্রচলিত হয় নি। এ দশকেও শ্রোতৃপ্রিয় অসংখ্য গান রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য আলী হোসেনের সুরে ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের কথায় সাবিনা ইয়াসমীনের গাওয়া 'অশ্রু দিয়ে লেখা' ছবির 'অশ্রু দিয়ে লেখা এ গান', রবীন ঘোষের সুরে কে.জি. মোস্তফার লেখা 'নাচের পুতুল' ছবিতে মাহমুদুন্নবীর গাওয়া 'আয়নাতে ওই মুখ দেখবে যখন', আনোয়ার পারভেজের সুরে গাজী মাজহারুল আনোয়ারের লেখা সাবিনা ইয়াসমীনের গাওয়া 'ছন্দ হারিয়ে গেল' ছবির 'গীতিময় সেই দিন চিরদিন', সাবিনা ইয়াসমীনের গাওয়া আলতাফ মাহমুদের সুরে গাজী মাজহারুল আনোয়ারের কথায় 'অবুঝ মন' ছবির 'শুধু গান গেয়ে পরিচয়', সাবিনা ইয়াসমীনের গাওয়া সত্য সাহার সুরে গাজী মাজহারুল আনোয়ারের লেখা 'অতিথি' ছবির 'ও পাখি তোর যন্ত্রণা', একই ছবিতে মোহাম্মদ রফিকুল আলমের গাওয়া 'একটু যদি আজ নেশাই হলো', খান আতউর রহমানের সুরে সাবিনা ইয়াসমীনের গাওয়া মোস্তাফিজুর রহমানের লেখা 'আলোর মিছিল' ছবির 'এই পৃথিবীর পরে', 'রংবাজ' ছবিতে আনোয়ার পারভেজের সুরে সাবিনা ইয়াসমীনের গাওয়া 'সে যে কেন এলো না',' রক্তাক্ত বাংলা' ছবিতে লতা মুঙ্গেশকরের গাওয়া 'দাদা ভাই মূর্তি বানাও', 'প্রতিনিধি' ছবিতে সত্য সাহার সুরে খুরশিদ আলমের গাওয়া 'যৌবনটা এক প্রেম পত্র', 'দি রেইন' ছবিতে আনোয়ার পারভেজের সুরে মাহমুদুন্নবীর গাওয়া 'আমি তো আজ ভুলে গেছি সবই', রুনা লায়লার গাওয়া 'একা একা কেন ভাল লাগে না', 'আয়রে মেঘ আয়রে', খান আতাউর রহমানের কথা ও সুরে সাবিনা ইয়াসমীনের গাওয়া 'সুজনসখী' ছবিতে 'গুন গুন গুন গান গাহিয়া', আবদুল আলীমের গাওয়া 'সব সখীরে পার করিতে', 'বন্দিনী' ছবিতে আনোয়ার পারভেজের সুরে গাজী মাজহারুল আনোয়ারের কথায় সাবিনা ইয়াসমীনের গাওয়া 'ইশারায় শীস দিয়ে','দস্যু বনহুর' ছবিতে আহমদ জামান চৌধুরীর কথায় আজাদ রহমানের সুরে ও কণ্ঠে 'ডোরা কাটা দাগ দেখে', সত্য সাহার সুরে 'সূর্যকন্যা' ছবিতে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া 'আমি যে আঁধারে বন্দিনী, শ্যামল মিত্রের গাওয়া 'চেনা চেনা লাগে', 'অনন্ত প্রেম' ছবিতে সাবিনা ইয়াসমীন ও খুরশিদ আলমের দ্বৈত কণ্ঠে 'ও চোখে চোখ পড়েছে যখনি', আজাদ রহমানের সুরে গাজী

Dhaka University Institutional Repository

মাজহারুল আনোয়ারের কথায় ‘সেতু’ ছবিতে সাবিনা ইয়াসমীনের কণ্ঠে ‘ছোট্ট একটি গ্রাম’, আনোয়ার পারভেজের সুরে গাজী মাজহারুল আনোয়ারের কথায় ‘বেঈমান’ ছবিতে আবদুল জব্বাারের গাওয়া ‘আমি তো বন্ধু মাতাল নই’, আজাদ রহমানের সুরে রাহাত খানের কথায় ‘মতিমহল’ ছবিতে খুরশিদ আলমের গাওয়া ‘সোনা চান্দি মতিমহলের সুন্দরী’, সত্য সাহার সুরে গাজী মাজহারুল আনোয়ারের কথায় সাবিনা ইয়াসমীনের গাওয়া ‘হারজিত’ ছবিতে ‘যদি আমাকে জানতে সাধ হয়’, আজাদ রহমানের সুরে ‘যাদুর বাঁশী’ ছবিতে রুনা লায়লার গাওয়া ‘যাদু বিনা বাঁশী যেমন’, ‘অমর’ ছবিতে খন্দকার ফারুক আহমেদ ও ফেরদৌসী রহমানের গাওয়া ‘আমি কার জন্যে পথ চেয়ে রবো’,‘দাতা হাতেম তাঈ’ ছবিতে আব্দুল জব্বারের গাওয়া ‘এ মালিক জাহান’, ‘সারেং বৌ’ ছবিতে আলম খানের সুরে মুকুল চৌধুরীর লেখা আবদুল জব্বাারের ‘ওরে নীল দরিয়া’, আলম খানের সুরে দেওয়ান নজরুলের কথায় ‘দোস্ত দুশমন’ ছবিতে খুরশিদ আলমের গাওয়া ‘চুমকি চলেছে একা পথে’, সত্য সাহার সুরে ‘মহেশখালীর বাঁকে’ ছবিতে ফেরদৌস ওয়াহিদের ‘আমার প্রেমের তরী বাইয়া চলে’ আলাউদ্দিন আলীর সুরে গাজী মাজহারুল আনোয়ারের লেখা ‘ফকির মজনু শাহ’ ছবিতে সৈয়দ আবদুল হাদীর গাওয়া ‘চোখের নজর এমনি কইরা’, রথীন্দ্রনাথ রায়ের গাওয়া ‘সবাই বলে বয়স বাড়ে,’ জাফর ইকবাল–রুনা লায়লার গাওয়া ‘প্রেমের আগুনে জ্বলে গেলাম’, আলম খানের সুরে মনিরুজ্জামান মনিরের লেখা ‘মিন্টু আমার নাম’ ছবিতে খুরশিদ আলমের গাওয়া ‘প্রেমের দরজা খোলো না’, সুবল দাসের সুরে গাজী মাজহারুল আনোয়ারের লেখা ‘আলো তুমি আলেয়া’ ছবিতে মাহমুদুন্নবীর গাওয়া ‘আমি সাত সাগর পাড়ি দিয়ে’, ভূপেন হাজারিকার কথা ও সুরে ‘সীমানা পেরিয়ে’ ছবিতে আবিদা সুলতানার গাওয়া ‘বিমূর্ত এই রাত্রি আমার’, খান আতাউর রহমানের কথা ও সুরে ‘অলংকার’ ছবিতে সাবিনা ইয়াসমীনের কণ্ঠে ‘দুঃখ আমার বাসর রাতের পালঙ্ক’, আজাদ রহমানের সুরে ‘মাস্তান’ ছবিতে আবদুল জব্বারের গাওয়া ‘এক বুক জ্বালা নিয়ে,’ মনসুর আহমেদের সুরে ‘জিঘাংসা’ ছবিতে খুরশিদ আলমের গাওয়া ‘পাখির বাসার মতো’, ‘গোলাপী এখন ট্রেনে’ ছবিতে আলাউদ্দিন আলীর সুরে মোহাম্মদ রফিকুজ্জামানের কথায় সৈয়দ আব্দুল হাদীর গাওয়া ‘আছেন আমার মোক্তার’, আজাদ রহমানের সুরে ‘ডুমুরের ফুল’ ছবিতে রুমানা খানের গাওয়া ‘মায়ের মত আপন কেহ নাই’,‘ রাজদুলারী’ ছবিতে সুবল দাসের সুরে মাসুদ করিমের লেখায় রুনা লায়লা-খুরশিদ আলমের গাওয়া ‘প্রেম করেছো তুমি’, সত্য সাহার সুরে ‘আসামী’ ছবিতে সাবিনা ইয়াসমীনের গাওয়া ‘যাবার আগে দোহাই লাগে’, মনসুর আহমেদের সুরে ‘এক মুঠো ভাত’ ছবিতে দেওয়ান নজরুলের কথায় খুরশীদ আলমের কণ্ঠে ‘নাচ আমার ময়না তুই পয়সা পাবিরে’, সুবল দাসের সুরে ‘আলো তুমি আলেয়া’ ছবিতে সৈয়দ আবদুল হাদীর গাওয়া ‘তোমাদের সুখের এই নীড়ে’, সত্য

Dhaka University Institutional Repository

সাহার সুরে 'নয়নমনি' ছবিতে আমজাদ হোসেনের লেখা 'নানী গো নানী,' 'ঈমান' ছবিতে 'অমন করে যেও নাগো তুমি', 'মাটির ঘর' ছবিতে সুবীর নন্দী ও শাম্মী আখতারের দ্বৈত কণ্ঠে গীত 'আমার নায়ে পার হইতে', 'আরাধনা' ছবিতে সাবিনা ইয়াসমীনের গাওয়া 'চিঠি দিও প্রতিদিন', শাম্মী আখতারের কণ্ঠে 'আমি তোমার বধূ', খান আতাউর রহমানের কথা ও সুরে 'দিন যায় কথা থাকে' ছবিতে সুবীর নন্দীর গাওয়া 'দিন যায় কথা থাকে', আলাউদ্দিন আলীর সুরে আমজাদ হোসেনের কথায় 'সুন্দরী' ছবিতে সৈয়দ আব্দুল হাদীর গাওয়া 'কি করে বলিব আমি', 'নদের চাঁদ' ছবিতে মোঃ রফিকুল আলমের গাওয়া আলাউদ্দিন আলীর সুরে গাজী মাজহারুল আনোয়ারের লেখা 'দয়াল কি সুখ তুমি পাও', মনসুর আহমেদের সুরে 'বাহাদুর' ছবিতে দেওয়ান নজরুলের কথায় 'রূপে আমার আগুন জ্বলে', 'নিশান' ছবির 'চুপি চুপি বলো কেউ', সত্য সাহার সুরে 'অশিক্ষিত' ছবিতে গাজী মাজহারুল আনোয়ারের লেখা 'আমি যেমন আছি তেমন রবো,' 'ঢাকা শহর আইসা আমার আশা ফুরাইছে' আলম খানের সুরে 'কথা দিলাম' ছবিতে 'গাঁয় এসে এক গাঁয়ের ছেলের প্রেমে পড়েছি', সত্য সাহার সুরে 'ছুটির ঘণ্টা' ছবিতে গাজী মাজহারুল আনোয়ারের লেখা 'মাইয়া মানুষ কেমনে আইলে দুনিয়ায়', আলাউদ্দিন আলীর সুরে 'এতিম' ছবিতে শেখ নজরুলের লেখা 'আমার মা নেই বাপ নেই এতিম আমি', শেখ সাদী খানের সুরে 'কলমীলতা' ছবিতে 'মাটির মানুষে হইয়ারে তুই', 'ভাগ্য আমার এতই ভালো অমাবস্যায় দেখলাম আমি চাঁদের আলো', আলী হোসেনের সুরে 'বউরাণী' ছবিতে সাবিনা ইয়াসমীন ও সৈয়দ আব্দুল হাদীর গাওয়া 'তুমি আছো বলে আমি', 'প্রতিজ্ঞা' ছবিতে আলম খানের সুরে রুনা লায়লার গাওয়া 'বান্দা তুলেছে দু'হাত', সত্য সাহার সুরে 'ওয়াদা' ছবিতে খুরশিদ আলমের গাওয়া 'যদি বউ সাজো গো' শেখ সাদী খানের সুরে আবদুল্লাহ আল মামুনের লেখা 'এখনই সময়' ছবিতে সাবিনা ইয়াসমীনের গাওয়া 'জীবন মানে যন্ত্রণা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

উপর্যুক্ত দৃষ্টান্তের আলোকে সত্তর দশকের শ্রোতাপ্রিয় গানের তালিকা যে বেশ দীর্ঘ ছিল তার ধারণা পাওয়া যায়। এ দশকে খান আতাউর রহমান, সত্য সাহার পাশাপাশি আলম খান, আনোয়ার পারভেজ, আলাউদ্দিন আলী সহ বেশ কিছু সুরস্রষ্টা শ্রোতৃনন্দন গান উপহার দেন কিন্তু এ প্রভা দীর্ঘস্থায়ীত্ব পায়নি আশির দশকের মাঝামাঝিতেই নতুন আলোকচ্ছটা তার দীপ্তি হারায়। তবে অস্তমিত হবার পূর্ব মুহূর্তে আকাশ রাঙিয়ে দিয়ে গিয়েছে প্রায় অর্ধশত অবিস্মরণীয় গান। এ দশকেই আমরা গীতিকার-সুরকার আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুলের নব যাত্রাভেরী দেখি পাশাপাশি শেখ সাদী খানের জয়মুকুটেও নতুন পালক সংযোজিত হতে দেখি। গায়ক-গায়িকাদের মধ্যে ফেরদৌসী রহমান, আঞ্জুমান আরা, রুনা লায়লা, সাবিনা ইয়াসমীন, নীলুফার ইয়াসমীন, আবদুল জব্বার, মাহমুদুন্নবী, খুরশিদ আলম, খন্দকার ফারুক

Dhaka University Institutional Repository

আহমেদ, বশীর আহমেদ, সৈয়দ আব্দুল হাদী, আবিদা সুলতানা, রফিকুল আলম তাঁদের জয়ধ্বজা উড়িয়েছেন। আশির দশকের শুরুতে চমৎকার কিছু শ্রোতৃপ্রিয় গান নিয়ে দর্শকদের সামনে দিগঙ্গন আলোকিত করে জয়বার্তা ঘোষণা করেন এণ্ড্রু কিশোর,কনক চাঁপা সহ আরো কিছু নতুন মুখ। সাবিনা ইয়াসমীনের গাওয়া 'ফুল বিনা কোন দিন মালা হয় না', খন্দকার ফারুক আহমেদের গাওয়া 'আমি নিজের মনে নিজেই যেন', সাবিনা ইয়াসমীনের গাওয়া 'চিঠি দিও প্রতিদিন', আব্দুল জব্বারের কণ্ঠে 'শত্রু তুমি বন্ধু তুমি', সৈয়দ আব্দুল হাদীর কণ্ঠে, 'খুঁজে খুঁজে জনম গেল কাঁদলো শুধু এই আঁখি', রুনা লায়লার গাওয়া 'বাড়ির মানুষ কয় আমায় তাবিজ করেছে', শাম্মী আখতারের কণ্ঠে 'ভালবাসলেও সবার সাথে ঘর বাঁধা যায় না ', সুবীর নন্দীর 'পাখিরে তুই দূরে থাকলে', ফেরদৌসী রহমানের 'লোকে বলে প্রেম আর আমি বলি জ্বালা' গানগুলো আশির দশকের প্রতিনিধিত্বকারী।

আশির দশকের আরো কিছু শ্রোতাপ্রিয় গান-'পুত্রবধূ' ছবিতে রুনা লায়লার গাওয়া 'জীবন ও আঁধারে', সাবিনা ইয়াসমীনের গাওয়া সুবল দাসের সুরে 'সন্ধ্যার ছায়া নামে', 'জীবন নৌকা' ছবিতে সাবিনা ইয়াসমীনের গাওয়া আলম খানের সুরে 'তুমি চোখের আড়াল হও','অংশীদার' ছবিতে সত্য সাহার সুরে সৈয়দ আব্দুল হাদীর গাওয়া 'এই দুনিয়ার রাস্তা ঘাটে', সুবীর নন্দীর গাওয়া 'তোমারই পরশে', আলাউদ্দিন আলীর সুরে 'সাক্ষী' ছবিতে রফিকুল আলম-মিতালী মুখার্জীর গাওয়া 'জীবনের এই যে রঙিন দিন', শাহনাজ রহমতউল্লাহর গাওয়া 'পারি না ভুলে যেতে', সুবল দাসের সুরে 'ভাঙা গড়া' ছবিতে বশীর আহমেদের গাওয়া 'সজনী গো ভালবেসে এত জ্বালা' সৈয়দ আব্দুল হাদীর গাওয়া 'চলে যায় যদি কেউ','জন্ম থেকে জ্বলছি' ছবিতে আলাউদ্দিন সুরে সাবিনার গাওয়া 'দুঃখ ভালবেসে',আবদুল হাদী-সামিনা চৌধুরীর গাওয়া 'জন্ম থেকে জ্বলছি মাগো', 'একবার যদি কেউ ভালবাসতো, 'জান' ছবিতে আলম খানের সুরে দেওয়ান নজরুলের লেখা এণ্ড্রু কিশোরের গাওয়া 'দুনিয়াটা মস্ত বড়', আলাউদ্দিন আলীর সুরে আমজাদ হোসেনের কথায় 'দুই পয়সার আলতা' ছবিতে মিতালী মুখার্জীর গাওয়া 'এই দুনিয়া এখন তো আর', সৈয়দ আব্দুল হাদীর গাওয়া 'এমনও তো প্রেম হয়', আলম খানের সুরে মুকুল চৌধুরীর কথায় 'কেউ কারো নয়' ছবিতে এণ্ড্রু কিশোরের গাওয়া 'ভালবেসে গেলাম শুধু', 'বড় ভালো লোক ছিল' ছবিতে আলম খানের সুরে সৈয়দ শামসুল হকের লেখা এণ্ড্রু কিশোরের গাওয়া 'হায়রে মানুষ রঙিন ফানুস', আমি চক্ষু দিয়া দেখতে ছিলাম', 'তোরা দেখ দেখ দেখরে চাহিয়া', আনোয়ার পারভেজের সুরে 'মানসী' ছবিতে সাবিনা ইয়াসমীনের গাওয়া 'এই মন তোমাকে দিলাম', আলম খানের সুরে মাসুদ করিমের লেখা 'রজনীগন্ধা' ছবিতে সাবিনা ইয়াসমীনের কণ্ঠে 'আমি রজনীগন্ধা ফুলের মতো', সত্য সাহার সুরে গাজী মাজহারুল আনোয়ারের কথায় সাবিনা ইয়াসমীনের গাওয়া 'লাল কাজল' ছবির 'নজর

Dhaka University Institutional Repository

লাগবে বলে কাজলের টিপ দিয়া দিলাম মা', খন্দকার ফারুক আহমেদের গাওয়া 'আমার বউ কেন কথা কয় না','প্রাণসজনী' ছবিতে আলম খানের সুরে মনিরুজ্জামান মনিরের কথায় এণ্ড্রু কিশোরের গাওয়া 'ডাক দিয়াছেন দয়াল আমারে', সৈয়দ আব্দুল হাদীর গাওয়া 'চোখ বুজিলেই দুনিয়া অন্ধকার', সাবিনা ইয়াসমীন ও এণ্ড্রু কিশোরের দ্বৈত কণ্ঠে 'কি যাদু করিলা', আনোয়ার পারভেজের সুরে 'বদনাম' ছবি জাফর ইকবালের কণ্ঠে 'হয় যদি বদনাম', 'লালু ভুলু' ছবিতে সুবল দাসের সুরে খুরশিদ আলমের গাওয়া 'তোমরা যারা আজ আমাদের', আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুলের কথা ও সুরে 'নয়নের আলো' ছবিতে এণ্ড্রু কিশোরের গাওয়া 'আমার বাবার মুখে প্রথম যেদিন', 'আমার সারা দেহ খেও গো মাটি', সাবিনা ইয়াসমীন-এণ্ড্রু কিশোরের দ্বৈত কণ্ঠে 'আমার বুকের মধ্যেখানে', শেখ সাদী খানের সুরে 'মহানায়ক' ছবিতে সুবীর নন্দীর গাওয়া 'হাজার মনের কাছে প্রশ্ন রেখে','আমার এ দু'টি চোখ',' চন্দন দ্বীপের রাজকন্যা' ছবিতে আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুলের কথা ও সুরে সৈয়দ আব্দুল হাদীর গাওয়া 'আমি তোমারই প্রেম ভিখারী', 'ঝিনুকমালা' ছবিতে এণ্ড্রু কিশোর-সাবিনা ইয়াসমীনের দ্বৈত কণ্ঠে গীত 'তুমি আমার মনের মাঝি', 'উসিলা' ছবিতে আলী হোসেনের সুরে সুবীর নন্দীর গাওয়া 'কত যে তোমাকে বেসেছি ভালো', আলম খানের সুরে মনিরুজ্জামান মনির লেখা 'সারেণ্ডার' ছবিতে এণ্ড্রু কিশোরের গান 'সবাইতো ভালোবাসা চায়', 'প্রতিরোধ' ছবিতে হৈমন্তী শুক্লার গাওয়া 'ডাকে পাখি খোল আঁখি', আলম খানের সুরে মনিরুজ্জামান মনির লেখা এণ্ড্রু কিশোর-সাবিনা ইয়াসমীনের গাওয়া 'দুই জীবন' ছবির 'আমি একদিন তোমায় না দেখিলে', 'নরম গরম' ছবিতে সুবল দাসের সুরে মোহাম্মদ রফিকুজ্জামানের লেখা রুনা লায়লার গাওয়া 'এই বৃষ্টি ভেজা রাতে', আলাউদ্দিন আলীর সুরে 'বানজারান' ছবিতে গাজী মাজহারুল আনোয়ারের লেখা 'হাঁটু জলে নেমে কন্যা' আনোয়ার জাহান নান্টুর সুরে 'বাল্য শিক্ষা' ছবিতে 'আমার এই গানখানি যদি ভালো লাগে', 'খুদা তোমার এই দুনিয়ায়' প্রভৃতি গানগুলি অন্যতম।

আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে চলচ্চিত্রের স্বর্ণযুগে উল্টো পালের হাওয়া বইতে শুরু করে। নব্বইয়ের দশকে দু'চারটি শ্রুতিমধুর গান মেঘে ঢাকা তারার মতো উঁকি দিয়েছে । তাই এ দশকে শ্রোতৃনন্দন গানের সংখ্যা হাতে গোনা। নকল প্রবণতা ও অশ্লীলতার জোয়ারে বাংলা চলচ্চিত্রের গান তার স্বকীয়তা,মাধুর্যতা আর ঔজ্জ্বল্য হারিয়েছে এ সময়। এসময়ের কিছু শ্রোতাপ্রিয় গান হচ্ছে– সুবল দাসের সুরে গাজী মাজহারুল আনোয়ারের লেখা সাবিনা ইয়াসমীনের গাওয়া 'অন্ধবধূ' ছবির 'আমার যা কিছু সবই যে তোমার জন্য', আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুলের লেখা কনকচাঁপার কণ্ঠে 'তোমাকে চাই' ছবির 'সোনা কিনিলাম নাকি রূপা কিনিলাম', আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুলের কথা ও সুরে এণ্ড্রু কিশোরের গাওয়া 'বিয়ের ফুল' ছবির 'ঐ চাঁদ মুখে যেন লাগে না গ্রহণ', বেবী নাজনীনের কণ্ঠে 'আগুন জ্বলে' ছবির

Dhaka University Institutional Repository

‘এলোমেলো বাতাসে উড়িয়েছি শাড়ির আঁচল, ‘বাসনা’ ছবিতে আলম খানের সুরের মিল্টন খন্দকারের কথায় এণ্ড্রু কিশোর-রুনা লায়লার গাওয়া ‘একটা টাকা দিয়া যান’, আলম খানের সুরে মনিরুজ্জামান মনিরের লেখা সৈয়দ আব্দুল হাদীর গাওয়া ‘ত্যাগ’ ছবির ‘তেল গেলে ফুরাইয়া’, আলম খানের সুরে মনিরুজ্জামানের লেখা ‘অন্তরে অন্তরে’ ছবিতে রুনা লায়লার গাওয়া ‘কাল তো ছিলাম ভালো’, ‘কালো গোলাপ’ ছবিতে সুবীর নন্দীর গাওয়া ‘পাখিরে তুই খাঁচা ভেঙ্গে আমার কাছে আয়’, আলাউদ্দিন আলীর সুরে মোহাম্মদ রফিকুজ্জামানের কথায় ‘চরম আঘাত’ ছবিতে কুমার সানু-মিতালী মুখার্জীর গাওয়া ‘ভালোবাসা যত বড়’, আলম খানের সুরে মিল্টন খন্দকারের কথায় ‘বিশ্ব প্রেমিক’ ছবিতে সৈয়দ আব্দুল হাদী-রুনা লায়লার গাওয়া, ‘তোমরা কাউকে বলো না’, আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুলের কথা ও সুরে ‘প্রাণের চেয়ে প্রিয়’ ছবিতে এণ্ড্রু কিশোরের গাওয়া ‘পড়ে না চোখের পলক’,‘ বিয়ের ফুল’ ছবিতে এণ্ড্রু কিশোর-কনকচাঁপার গাওয়া ‘তোমায় দেখলে মনে হয়’, আহমেদ ইউসুফ সাবেরের কথায় কনক চাঁপার কণ্ঠে ‘যে প্রেম স্বর্গ থেকে এসে’, মোহাম্মদ রফিকুজ্জামানের লেখা এবং আলাউদ্দিন আলীর সুরে কনকচাঁপার গাওয়া ‘কিছু কিছু মানুষের জীবনে’, ‘শ্রাবণ মেঘের দিন’ ছবিতে বারী সিদ্দিকীর গাওয়া ‘আমার গায়ে যত দুঃখ সয়’, সুবীর নন্দীর গাওয়া ‘এক যে ছিল সোনার কন্যা’,বারী সিদ্দিকীর কণ্ঠে ‘পুবালী বাতাস’, ‘সুয়া চান পাখি’, শাওন ও সাবিনা ইয়াসমীনের কণ্ঠে ‘আমার ভাঙা ঘরে ভাঙা বেড়া ভাঙা চালার ফাঁকে’ । আলম খানের সুরে ‘কেয়ামত থেকে কেয়ামত’ ছবিতে মনিরুজ্জমান মনিরের লেখা ‘ও আমার বন্ধু গো’, ‘বাবা বলে ছেলে নাম করবে’, আবু তাহেরের সুরে ‘জীবন সংসার’ ছবিতে জাকির হোসেন রাজুর লেখা ‘পৃথিবীতে সুখ বলে যদি কিছু থেকে থাকে’ ইত্যাদি।

আমাদের চলচ্চিত্রের গানের ঐতিহ্য সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হয়েছে আমাদের প্রথম যুগের মেধাবী গীতিকার, সুরকার এবং কণ্ঠশিল্পীদের হাত ধরে। তাদের সৃষ্টি এখনো শ্রোতাদের হৃদয়ের গহীনে দাগ কেটে আছে। আমাদের চলচ্চিত্রের গানে এখন বন্ধ্যাকাল চলছে,আধুনিকতার জোয়ারে খেই হারিয়ে ফেলছে। সময়ের সাথে পথ চলায় আধুনিকতার অবশ্যই প্রয়োজন আছে কিন্তু জোয়ারে গা ভাসিয়ে দিলে ভালোর চেয়ে মন্দ প্রভাবটিই বেশি চলে আসে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে গানের কথা ও সুর ছাপিয়ে শুধু বাদ্যযন্ত্রের শব্দই প্রাধান্য পাচ্ছে,বাদ্যযন্ত্রেও ব্যবহার অবশ্যই হবে তবে সেটি অবশ্যই সুসংবদ্ধভাবে,অসংলগ্ন নয়। বাংলা গানের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য বাণী ও সুরের মেলবন্ধন কাজেই বাংলা চলচ্চিত্রের গানের ক্ষেত্রেও এই বৈশিষ্ট্যটি অবশম্ভাবী। তাই কথা আর সুরের সামঞ্জস্য থাকবে না অথচ থাকবে শুধু বাদ্যযন্ত্রের অপলাপ আর অস্থিরতা এটা কোনভাবেই কাম্য নয়। উন্নত প্রযুক্তির কল্যাণে ডিজিটাল শব্দ ধারণ কিংবা শব্দ মিশ্রণে গানের আবেদন অনেকাংশেই যন্ত্রনির্ভর হয়ে পড়েছে, প্রাণ পাচ্ছে

Dhaka University Institutional Repository

না। স্যাটেলাইট সংস্কৃতির সাথে ইঁদুর দৌড়ে বাংলা ছবির ও ছবির গানের অবস্থা না ঘরের না ঘাটের। আধুনিক বিজ্ঞান বেগ বাড়ালেও আবেগকে কেড়ে নিয়েছে। আমাদের ষাট-সত্তর-আশির দশকের গানগুলো যারা লিখেছেন, সুর করেছেন বা গেয়েছেন তাঁরা আজকের মতো এতটা বাণিজ্যিক মনোভাবসম্পন্ন ছিলেন না। সুরকাররা সময় নিয়ে গানের সুরারোপ করতেন। কণ্ঠশিল্পীও ফুল অর্কেস্ট্রার সঙ্গে গানগুলো রিহার্সেলের পর রেকর্ডিং-এর সিদ্ধান্তে আসা হতো। এখন পট পরিবর্তিত হয়েছে বিশ্বজুড়েই। বাণিজ্যিকীকরণের যুগে সর্বত্রই চলছে সহজে জনপ্রিয় হওয়ার ইঁদুর দৌড়। বর্তমানে সংগীত পরিচালক ট্র্যাক করে গীতিকারকে বলেন তার ওপর কথা লিখতে, তারপর কণ্ঠশিল্পী সেই ট্র্যাকে গানটি পরিবেশন করেন। ফলে অনেকক্ষেত্রেই গীতিকার, সুরকার, যন্ত্র আর কণ্ঠশিল্পীর মেলবন্ধন রচিত হচ্ছে না। সময়ের অভাবে হুটোপুটি করে যা শেষ করা হচ্ছে তা শিল্পরস সমৃদ্ধ হতে পারছে না।

আমাদের সিনেমার সোনালি পথ চলা শুরু হয়েছিল প্রতিভাবান চলচ্চিত্রকারদের হাত ধরেই। সাম্প্রতিক সময়ের যে দৈন্যতা আমাদের চলচ্চিত্রে সেটি থাকার ছিলো সূচনাকালীন সময়ে। কিন্তু শৈল্পিকবোধ,স্বকীয়তা এবং স্বজাত্যবোধে আমাদের নির্মাতারা অনেক বেশি উদ্দীপ্ত ছিলেন বলেই চলচ্চিত্রের প্রথম যুগেই নির্মিত হয়েছিল অসংখ্য ভালো চলচ্চিত্র এবং চলচ্চিত্রের গান। এই সব ছবি ও ছবির গানের তাই আজও সীমাহীন গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে দর্শকদের কাছে। এই ছবিগুলোতে চিত্রনাট্য বা সংলাপের সাথে সুর ও সংগীতের অনবদ্য সমন্বয় ঘটেছিল। আমাদের চলচ্চিত্রের ঋদ্ধমান গীতিকারদের মধ্যে অন্যতম হলেন আবু হেনা মোস্তফা কামাল, খান আতাউর রহমান, ড. মুহম্মদ মনিরুজ্জামান, জেবুন্নেছা জামাল, মোহাম্মদ রফিকুজ্জামান, গাজী মাজহারুল আনোয়ার, লিয়াকত আলী বিশ্বাস, শাফাৎ খৈয়াম, এস এম হেদায়েত, কে জি মুস্তফা, আলমগীর কবির, নঈম গওহর, জিয়া হায়দার, মুন্সী ওয়াদুদ, মনিরুজ্জামান মনির, কাজী রোজী প্রমুখ। আর যাদের সুরের কাঠি এসব গীতিকারের গীতিঅর্ঘ্যকে প্রাণস্পন্দনে প্রস্ফুটিত করে আমাদের সামনে তুলে ধরেছিল তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন– দেবু ভট্টাচার্য, সমর দাস, খান আতাউর রহমান, আলতাফ মাহমুদ, ধীর আলী, খন্দকার নূরুল আলম, সুখেন্দু চক্রবর্তী, সুজেয় শ্যাম, আলী হোসেন, শেখ সাদী খান, আলাউদ্দিন আলী, আলম খান, অনুপ ভট্টাচার্য, আনোয়ার পারভেজ, মনসুর আলী, সত্য সাহা, সুবল দাস, লাকী আখন্দ, বশির আহমেদ, লোকমান হাকিম, আজাদ রহমান প্রমুখ। খানা আতাউর রহমান, আমজাদ হোসেন, এহতেশাম, জহির রায়হান, কাজী জহির, নারায়ণ ঘোষ, বেবী ইসলাম, আবদুস সামাদ, আলি মনসুর, সালাহউদ্দীন, কামাল আহমেদ, সুভাষ দত্ত সহ অসংখ্য প্রতিভাবান চলচ্চিত্রকার দেশীয় ছবিতে যে উদয় দিগঙ্গনের সূচনা

Dhaka University Institutional Repository

করেছিলেন, বিশেষ করে ষাট এবং সত্তর দশকে আমাদের চলচ্চিত্রে যে স্বর্ণরথকে আমাদের দ্বারে এনেছিলেন, তা আমরা হারিয়ে ফেলি আশির দশকের মাঝামাঝিতেই।

অশ্লীলতা আর নকলপ্রবণতার স্রোতে নিমগ্ন চলচ্চিত্র গ্রহণযোগ্যতা পায়নি দর্শকদের কাছে। তবে এর মাঝেও কিছু মানসম্পন্ন চলচ্চিত্র ব্যাপক দর্শকপ্রিয়তা অর্জন করেছে এবং সেইসাথে এই সব চলচ্চিত্রের গানগুলোও। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে পারি – 'চন্দ্রকথা' চলচ্চিত্রের 'ও আমার উড়াল পঙ্খী রে', 'নয় নম্বর বিপদ সংকেত' চলচ্চিত্রে শাওনের কণ্ঠে 'চলনা যাই বসি নিরিবিলি', 'আমার আছে জল' চলচ্চিত্রে শাওনের কণ্ঠে 'আমার আছে জল', হাবিব ও কনার কণ্ঠে গীত 'বাদলা দিনে মনে পড়ে', এস.আই.টুটুলের কণ্ঠে 'নদীর নাম ময়ূরাক্ষী', 'দারুচিনি দ্বীপ' চলচ্চিত্রে 'দূর দ্বীপবাসিনী', 'মন চায় মন চায় যেখানে চোখ যায়,' 'আহা' চলচ্চিত্রে ফাহমিদা নবীর কণ্ঠে 'লুকোচুরি লুকোচুরি গল্প', 'রাণী কুঠির বাকী ইতিহাস' চলচ্চিত্রে সামিনা নবীর কণ্ঠে 'আমার মাঝে নেই এখন আমি', 'ব্যাচেলর' চলচ্চিত্রে আসিফের কণ্ঠে 'পাগলা ঘোড়ারে', এস.আই.টুটুলের কণ্ঠে 'কেউ প্রেমে পড়ে',' কোন লাইনে চলবে আমার হাওয়াই যানের গাড়ি', 'রং নাম্বার' চলচ্চিত্রে 'প্রেমে পড়েছে মন,' 'তুমি না বলো না' চলচ্চিত্রের 'তুমি না বলো না', 'আকাশ ছোঁয়া ভালবাসা' চলচ্চিত্রের 'আকাশ ছোঁয়া ভালোবাসা', আলাউদ্দিন আলী, এস আই টুটুল ও হাবিবের সুরে 'হৃদয়ের কথা' চলচ্চিত্রে হাবিবের কণ্ঠে 'ভালোবাসবো রে বাসব বন্ধু', টুটুলের কণ্ঠে 'যায় দিন যায় একাকী', ইমন সাহার সুরে 'খায়রুন সুন্দরী' ছবিতে মমতাজের কণ্ঠে 'খায়রুন লো তোর লম্বা মাথার কেশ',' হাজার বছর ধরে' চলচ্চিত্রে সুবীর নন্দীর কণ্ঠে 'আশা ছিল মনে মনে', 'মনের মাঝে তুমি' চলচ্চিত্রে 'মনের মাঝে তুমি', 'মনে প্রাণে আছো তুমি' ছবিতে 'এক বিন্দু ভালোবাসা দাও', 'যদি বউ সাজগো' ছবিতে 'যদি বউ সাজগো বুকে জড়াবো তোমায়', 'তুমি আমার প্রেম' ছবিতে 'নীল নীল নীলাঞ্জনা', 'ও প্রিয়া তুমি কোথায়' ছবিতে আসিফের কণ্ঠে 'ও প্রিয়া তুমি কোথায়', 'প্রেমের তাজমহল' ছবিতে 'আমার প্রেমের তাজমহল', 'চন্দ্রগ্রহণ' ছবিতে 'তোমারে দেখিলো পরান ভরিয়া', 'মনের জলে', 'মনপুরা' ছবিতে 'নিথুয়া পাথারে নেমেছে বন্ধুরে', 'যাও পাখি বলো তারে', 'আগে যদি জানতামরে বন্ধু', 'সোনাই হায় হায় রে', 'গহীনে শব্দ' ছবিতে রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যার কণ্ঠে 'তুমি আমার হৃদয়ের গহীনে থাকো' প্রভৃতি।

তরুণ প্রজন্মের সৃজনশীল গীতিকার এবং প্রতিশ্রুতিশীল সুরকারের সমন্বয়ে মেঘের আড়ালে ঢাকা সূর্যটি ধীরে ধীরে হাসতে শুরু করবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। দশকের হিসাবে সংখ্যা নিতান্তই কম হলেও এ বন্ধ্যাকাল ধীরে ধীরে কেটে গিয়ে আবার আমাদের ঐতিহ্যে আমরা অনুপ্রবেশ করব এ আশা আমরা রাখতেই পারি।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র

১. অতনু চক্রবর্তী , *প্লে ব্যাক* , প্রতিভাস , কলকাতা , জানুয়ারি ,২০১১ , পৃ. ২২
২. প্রাগুক্ত
৩. প্রাগুক্ত , পৃ. ২৩
৪. প্রাগুক্ত , পৃ. ২৪
৫. প্রাগুক্ত
৬. প্রাগুক্ত
৭. প্রাগুক্ত
৮. আসাদুল হক , *চলচ্চিত্রে নজরুল* , শোভাপ্রকাশ , ঢাকা , ফেব্রুয়ারি , ২০১০ , পৃ. ২৭
৯. প্রাগুক্ত , পৃ. ২৬
১০. অতনু চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত
১১. আসাদুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০
১২. অশোক কুমার মিত্র , *নজরুল প্রতিভা পরিচিতি* ,কলকাতা , পৃ. ২৫২
১৩. আসাদুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১
১৪. অনুপম হায়াৎ , *রবীন্দ্রনাথ ও চলচ্চিত্র* , দিব্যপ্রকাশ , ঢাকা , জানুয়ারি , ২০১২ , পৃ. ২৪
১৫. প্রাগুক্ত
১৬. আসাদুল হক, প্রাগুক্ত, দ্র. পৃ. ৩০-৪০
১৭. অতনু চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩
১৮. আসাদুল হক, প্রাগুক্ত, দ্র. পৃ. ৪৬-৫৩
১৯. অনুপম হায়াৎ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪
২০. প্রাগুক্ত
২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪
২২. অতনু চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০
২৩. আসাদুল হক, প্রাগুক্ত, দ্র. পৃ. ৫৪-৫৭
২৪. অতনু চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬
২৫. প্রাগুক্ত
২৬. অনুপম হায়াৎ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫
২৭. প্রাগুক্ত
২৮. প্রাগুক্ত
২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬
৩০. প্রাগুক্ত, দ্র. পৃ. ৭১-৭২
৩১. প্রাগুক্ত, দ্র. পৃ. ৬৫-৬৮
৩২. আসাদুল হক, প্রাগুক্ত, দ্র. পৃ. ৫৮-৭০
৩৩. অনুপম হায়াৎ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫
৩৪. আসাদুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১
৩৫. অনুপম হায়াৎ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮
৩৬. প্রাগুক্ত, দ্র. পৃ. ৮২-৮৫
৩৭. আসাদুল হক, প্রাগুক্ত, দ্র. পৃ. ১০৩-১০৪
৩৮. অনুপম হায়াৎ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬
৩৯. প্রাগুক্ত, দ্র. পৃ. ৮৪-৮৫
৪০. প্রাগুক্ত, দ্র. পৃ. ৮৫-৮৭
৪১. প্রাগুক্ত, দ্র. পৃ. ৮৮-৯১
৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১
৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩
৪৪. প্রাগুক্ত, দ্র. পৃ. ৯৫-৯৭

Dhaka University Institutional Repository

৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭
৪৬. জগন্নায় মিত্র ,*শাওন রাতে যদি স্মরণে আসে মোরে* , প্রতিভাস , কলকাতা , ১৫ এপ্রিল , ২০১০ , পৃ. ১৬৮
৪৭. প্রাগুক্ত
৪৮. আসাদুল হক, প্রাগুক্ত, দ্র. পৃ. ১৪০
৪৯. অনুপম হায়াৎ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯
৫০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০
৫১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২
৫২. আসাদুল হক, প্রাগুক্ত, দ্র. পৃ. ১৫২-১৫৭
৫৩. জগন্নায় মিত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮
৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯
৫৫. আসাদুল হক, প্রাগুক্ত, দ্র. পৃ. ১৬৪-১৬৯
৫৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০
৫৭. অরুণ দত্ত গুপ্ত , *বাংলা সিনেমা* , কলকাতা , ১৯৯৭ , পৃ. ৫৫
৫৮. অনুপম হায়াৎ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬
৫৯. প্রাগুক্ত
৬০. জগন্নায় মিত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯
৬১. অনুপম হায়াৎ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬
৬২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭
৬৩. জগন্নায় মিত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯
৬৪. অনুপম হায়াৎ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭
৬৫. আসাদুল হক, প্রাগুক্ত, দ্র. পৃ. ১৭২-১৭৪
৬৬. জগন্নায় মিত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০
৬৭. প্রাগুক্ত
৬৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯
৬৯. অনুপম হায়াৎ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭
৭০. প্রাগুক্ত
৭১. প্রাগুক্ত
৭২. প্রাগুক্ত
৭৩. প্রাগুক্ত
৭৪. জগন্নায় মিত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০
৭৫. অনুপম হায়াৎ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭
৭৬. প্রাগুক্ত
৭৭. প্রাগুক্ত
৭৮. জগন্নায় মিত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০

Dhaka University Institutional Repository

আনন্দধারা বহিছে ভুবনে

চলচ্চিত্রকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন ‘রূপের চলচ্ছবি’। খুব সহজ ভাষায় চলচ্চিত্রকে বলা যেতে পারে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং মননশীলতার সমন্বিত প্রয়াসে সৃষ্ট সকল শিল্পের নির্যাস। চলচ্চিত্র হচ্ছে বিনোদনের অন্যতম জনপ্রিয় মাধ্যম। শুধু বিনোদন ছাড়াও ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ বা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দেশের ভাবমূর্তি তুলে ধরার ক্ষেত্রে এর বিপুল প্রভাব রয়েছে। বর্তমানে চলচ্চিত্রকে তাই শিক্ষাবিস্তার, জাতিগঠন ও উন্নত সমাজ নির্মাণের শক্তিশালী অস্ত্র হিসেবেও দেখি আমরা। অনেকে চলচ্চিত্রকে শুধু প্রমোদের উপকরণ হিসেবে ভেবে থাকলেও চলচ্চিত্র জীবনসংগ্রাম ও সমাজবাস্তবতারও প্রতিমূর্তিত ধারক-বাহক। সমকাল আর মননশীলতাকে একই সাথে বহন করে মানুষের আশা,আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন-বেদনার প্রতিরূপ ঘটায় বলেই চলচ্চিত্রের আবেদন বিশ্বজনীন।

আমাদের চলচ্চিত্রের একেবারে ঊষালগ্ন থেকেই আমরা দেখি চলচ্চিত্রগুলোর নির্মাণ মূলত মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্য এবং মধ্যবিত্ত দ্বারা পরিচালিত। এই ছবিগুলোয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় পৌরাণিক কাহিনির প্রভাব এবং সাহিত্য নির্ভরতা। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালি দর্শক ছবিতে নিটোল পারিবারিক গল্পের আবহই খুঁজে ফেরে। সাহিত্যের গল্পের বা পৌরাণিক কাহিনির ফোটোগ্রাফড ভার্সনেই তারা সন্তুষ্ট। শুরু থেকে শেষ একটি ন্যারেটিভ গল্পই যেন তাদের চাই আর তার সাথে অবশ্যই গান। বাঙালি মধ্যবিত্তের আবেগ ও প্রেম কাহিনি সম্বলিত সংগীতবহুল সিনেমাই বাংলা সিনেমা সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।[১] আমাদের চলচ্চিত্রের ঊষালগ্ন থেকেই আমরা দেখি গান রয়েছে চলচ্চিত্রের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়ে। চলচ্চিত্রের কাহিনির নাটকীয়তা ফুটিয়ে তুলতে যেমন গানের দ্বারস্থ হতে হয়েছে আবার বাঙালি দর্শকের সংগীত প্রেমের জন্য অপ্রয়োজনেও অনেক ক্ষেত্রেই গানের প্রয়োগ করা হয়েছে। বাঙালি সংস্কৃতি প্রাচীনকাল থেকেই অনেকাংশেই সংগীত নির্ভর। বাঙালি স্বভাবতই সংগীত-প্রেমী জাতি। আমাদের সংস্কৃতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে সংগীত। তাই আমাদের চলচ্চিত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে পাই গানকে।

গানের সাথে বাঙালি জীবনের রয়েছে এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। হোক সে কর্মমুখর দিন বা অবসর যাপন কিংবা নিছক ধান ভানা, লাঙল চালানো, নৌকা বাওয়া বা কবিগান, যাত্রাপালা, পুঁথিপাঠ, চণ্ডীপাঠ, মিলাদ সর্বত্রই সুর আপনার যে একান্ত আপন হয়ে থেকেছে বাঙালির জীবনে। অনেক গভীরে প্রোথিত বাংলা গানের শিকড়। চর্যাপদ, বৈষ্ণব পদাবলী, মহাজনী পদাবলী, কীর্তন, শাক্ত পদাবলী, রামপ্রসাদী, ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া, মুর্শিদি, মারফতি বিচিত্র ধারার গানের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ দেখি তাই আমরা সর্বত্র।

Dhaka University Institutional Repository

বৈষ্ণব পদাবলীর বিদ্যাপতি,বড়ু চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস, সৈয়দ সুলতান, গোবিন্দ দাস প্রমুখ থেকে সবুজ মাঝি, রামপ্রসাদ সেন, লালন শাহ, গগন হরকরা, কাঙাল হরিনাথ, হাছন রাজা, পাগলা কানাই, মুকুন্দ দাস প্রমুখ থেকে নিধুবাবুর প্রণয়গীতি হয়ে রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরীশ ঘোষের ব্রহ্মসংগীত, নাট্য সংগীত হয়ে দেখি পঞ্চগীতিকবি ধারার উন্মেষ। রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে বাংলা গানে যে নতুন ধারার সূচিত হলো গীতরীতিগত বা সুর সংযোজনার ভিন্নতার দিক থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন, অতুল প্রসাদ সেন, কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা গানকে আরো বিস্তৃত পরিসরে প্রসারিত করেছে। পরবর্তীসময়ে আরো উল্লেখযোগ্য অনেক প্রতিভাবান গীতিকার সুরকারদের পেয়েছি আমরা। এঁদের মধ্যে অজয় ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ী, প্রণব রায়, শৈলেন রায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, বাণীকুমার প্রমুখ গীতিকার এবং সুরকার হিসেবে হিমাংশু দত্ত, রাইচাঁদ বড়াল, পঙ্কজকুমার মল্লিক, কমল দাশগুপ্ত, সুবল দাশগুপ্ত, রবীন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ উল্লেখযোগ্য নাম স্মরণীয়।

প্রথম যুগের উদয় দিগঙ্গনে (১৯৩১-১৯৪৭)

১৯৩১ এর পূর্বে বিজ্ঞান সিনেমার মুখে ভাষা যোগাতে না পারলেও সিনেমার সঙ্গে সংগীতকে মেলানোর উদ্যোগ শুরু হয় এই শতাব্দীর শুরুতেই। নির্বাক যুগেও ছবি চলার সময় পর্দার পিছনে কখনো যেমন পিয়ানো বা অর্গান নিয়ে নিজের পছন্দানুযায়ী সংগীত পরিবেশন করা হতো আবার কখনো বাদ্যযন্ত্রের সাথে সংগীতও পরিবেশন করা হতো। বিদেশে প্রচলিত ধারার অনুকরণে, ছবি দেখার সময় প্রজেক্টরের শব্দের বিরক্তি এড়ানোর জন্য প্রথম প্রয়োগ হলেও দর্শকের সংগীতপ্রিয়তাও এখানে আরেকটি মুখ্য বিষয়। তবে নির্বাক যুগে কণ্ঠ সংগীতের চেয়ে যন্ত্র সংগীতের প্রচলন বেশি ছিল। চলচ্চিত্রের সংগীতকে অনেক ক্ষেত্রেই মূল ধারার সংগীত থেকে আলাদা ও তুলনামূলকভাবে হালকা বলে বিবেচনা করা হয়। এর কারণ হিসেবে বলা যায় চলচ্চিত্রে সংগীতের একক কোনো কর্তৃত্ব নেই। এখানে তাকে দৃশ্য ও সংলাপের চাহিদার অনুসরণ করে চলতে হয়। সংগীতের অবস্থান এখানে সহযোগীর তারপরও সংগীত চলচ্চিত্রের আত্মাস্বরূপ।

নির্বাক যুগে ও সবাক যুগের প্রথম দশকের অধিকাংশ ছবিতে সংগীতের লক্ষ ছিল প্রচলিত অর্থে বিনোদন বলতে যেটি বোঝায় তাই অর্থাৎ অনেকটাই কর্ণকুহর হয়ে মর্মে প্রবেশ করার মতো। পরবর্তীসময়ে চিত্রনির্মাতা ও সংগীতকার উভয়েই বুঝতে পারেন ছবির বক্তব্য প্রকাশে এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে সংলাপের বিকল্প হিসেবেও সংগীত ব্যবহৃত হতে পারে। এভাবে চলচ্চিত্রে সংগীতের ভূমিকা ক্রমশ গভীরতর হতে

Dhaka University Institutional Repository

থাকে। চলচ্চিত্রে সংগীত বলতে গান, আবহ, দ্যোতনা ও শব্দকে বোঝায় । তবে গান আর আবহই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায়। বাস্তবধর্মী ছবিতে গান বাদ দিয়েও কিছু ছবি তৈরি হলেও বাংলা চলচ্চিত্রের শুরুর পর্ব থেকেই গানবহুলতা দেখা যায়।

বাংলা চলচ্চিত্রে গানবহুলতার সামাজিক ভিত্তি হিসেবে কমল কুমার মজুমদার বেশ সহজ সরল ভঙ্গিতে কয়েকটি কথা বলেছিলেন। শ্রী মজুমদার বলেছেন–
এ দেশটার মতো এমন গান পাগলা দেশ আর কোথাও নেই। ইস্কুল যেতে যেতে সারা পথ হিজিবিজি কথার ফাঁকে ফাঁকে, এ গলায় সে গলায় সরু মোটায় মিহিতে মিলিয়ে মিশিয়ে বিচিত্র সুরের রেশ; স্নান ঘরে ছোটোবোনের গলা যখন রিনরিন করে, সারা বাড়িতে ঢেউ তুলে ওপর থেকে বড়ো বোন গুনগুন করতে করতে নেমে আসে নীচে। পাশের বাড়িতে তখন কেউ প্রাণপণে চিৎকার করে রেকর্ডের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গায়। কী সুন্দর সকাল হয় এ দেশে! মাটিতে তখনও আবছা আঁধার। বাড়ির দারোয়ান, ঠাকুর চাকর 'ভজ গোবিন্দ নাম' গাইতে গাইতে গঙ্গাস্নানে যায় বাড়ির পাশ দিয়ে দলে দলে বিভক্ত হয়ে। সমস্ত বাড়ির ঘুম তারপর ভাঙ্গে। আবার তারা স্নান থেকে ফিরে আসে রাম-সীতার নাম গাইতে গাইতে। আশ্চর্য আলোয় ভরা এমন ভোর আর কোথাও হয় না। টহলদার গান গাইতে গাইতে আসে–

'রাই জাগো, রাই জাগো
আর কতো নিদ্যে যাবে গো ধনী
কালো মানিকের কোলে–'

দুপুরে ভিক্ষে চায় যে–লোক সেও খালি গলায় দরজায় দাঁড়ায় না। ভিক্ষে দিয়েও রেহাই নেই। তার গানটিও শুনতে হবে। এ যেন আবদার। আমাদের দেশেই এ আবদার চলে। জীবনে তার দুঃখ আছে; কিন্তু জীবন তারও বড়ো। জীবন শুধু শহরে নয়, গাঁয়েও। খাল–বিল–নদী ঘেরা গাঁয়ে। এলোমেলো পথে হঠাৎ সাঁকো। সাঁকো মচমচ করে কোমরে ভারী ভারী মাটি পেতলের কলশি নিয়ে সকাল সাঁঝে মেয়েরা গুনগুন করে। হয়তো অনেক পুরোনো গাঁয়ের কবির রচনা পুরোনো সুরে গান করে তারা। তবু তারা গান করে। বাস্তবিক অনেক সুখ–দুঃখ ছাড়াও আমাদের জীবনই অনেক বড়ো। নৌকোর মাঝি আমাদের নাম ধরে চেনে, ডেকে বসায় পাটাতনে, হুকোঁ তুলে দেয় হাতে, তারপর পৌঁছে দেয় গান শুনিয়ে। লখনউতে দেখেছি মুলো হাঁকছে গান করে, 'যে লো মুলি ডবল ডবল'। নিজেরই রচিত নিজেরই দেওয়া সুর। এতে আমরা অবাক হই না। বরং গানের আসরেই আমরা সহজ হই। যেখানে গান নেই সেখানে আমাদেরও ফাঁকা ফাঁকা লাগে। আমাদের দেশ ছাড়া সব দেশের লোক আশ্চর্য হবে শুনে, তাদের একমাত্র শোকের জায়গা যে শ্মশান সেখানেও আমরা গান করি। আগেই বলছি, জীবন আমাদের অনেক বড়ো। আমরা কথা বলি কম; অর্থাৎ আমরা কম বলায় অনেক বলি। গভীর আমাদের জীবনের সুর, তাই কথাও কম, তাই অনেক কথার অবকাশ।
তাই, আমাদের দেশের ছবিতে যে গান থাকবে এ আর এমন আশ্চর্য কী। আমাদের দেশের ছবিতেই তো গান থাকবে। পৃথিবীর অন্য কোন দেশের ছবিতেই এত গান নেই। তারা গানের জন্য, বিশেষ করে গানের জন্যই, আলাদা করে ছবি তোলে; তার নাম দেয় 'গীতি–চিত্র'। তারা গান বলতে বোঝে যতো চটুল আনন্দের রূপকে। আমাদের গানে আনন্দের চটুলতাও আছে গভীরতাও আছে; আবার বেদনার অতলস্পর্শী স্তব্ধতাও আছে সুরে। তখন অবাক হয়ে কথা হারায়। তাই আমরা যেখানে সেখানে যখন-তখন কথার আগে গান খুঁজে পাই, কিছু বা বলি, কিছু বা শুনি গানে। আমাদের ছবির এটা নিজস্ব রূপ, একমাত্র রূপ বলতে পারি; যাকে কেন্দ্র করে আমরা ডুবে থাকতে পারি। হোক না হাসির ছবি, হোক সুখের কি দুঃখের, গান আছে কি না জানতে চাই সবার আগে আমরা। পরিচালনার অভাব হলে ক্ষমা করি, ফোটোগ্রাফি আশ্চর্য না হলেও বসে থাকি; তারপরেও একটা গানও যদি ভালো না হয়, সহ্য হয় না আমাদের। এ স্বকীয় রূপটাই আসলে আমাদের ছবির প্রাণ।[২]

চলচ্চিত্রে সংগীতের পথ চলা সম্পর্কে বলতে গেলে আমাদের পেছন ফিরে তাকাতে হয় প্রায় একশ বছর। চলচ্চিত্র তার জন্ম মূহুর্তেই দর্শকের বিস্ময় ও মনোযোগ আকর্ষণ করে। পরবর্তী এক দশকেই একটি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত শিশুতে পরিণত হয়। পরবর্তীসময়ে প্রায় শতাব্দব্যাপী বিরামহীন পথপরিক্রমা ও নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে যেতে সে এখন পৃথিবীব্যাপী বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

জন্মলগ্নে চলচ্চিত্রে ছিলনা সংগীত ও সংলাপ, ছিল শুধু ছবি হিসেবে। পরবর্তীকালে প্রায় তিন দশক ধরে চলচ্চিত্রকে আমরা দেখি নির্বাক রূপে। সংলাপের অনুপস্থিতিতে অঙ্গভঙ্গি, মুখের অভিব্যক্তি দ্বারাই বোঝানো হতো মনের কথা, ক্যামেরার ছিল উল্লেখযোগ্য ভূমিকায়। বর্তমান সময়ের 'Pantomyme' আর নির্বাক চলচ্চিত্রের অভিনয়ের মধ্যে ঐতিহাসিক যোগসূত্র এবং সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও শুধু ক্যামেরার কারণে প্রকাশ ক্ষমতার দিক থেকে চলচ্চিত্রের অভিনয় বেশ অনেকটা এগিয়ে। তাই নির্বাক যুগেও জীবন ভাবনা প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্রের সফলতা বিস্ময়কর।

সর্বপ্রথম চলচ্চিত্রে সংগীতের প্রয়োগ নিয়ে চলচ্চিত্র গবেষকদের মধ্যেও মতান্তর রয়েছে। চলচ্চিত্রের ইতিহাস যে পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে আলোকিত সেখানে আমরা দেখি, চলচ্চিত্রে সংগীত এসেছিল প্রাক গ্রিফিথ যুগে অর্থাৎ ১৯১৫ এর আগে। গ্রিফিথ চলচ্চিত্রের এক গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বজন স্বীকৃত ল্যাণ্ডমার্ক। প্রাক গিফিথ যুগে চলচ্চিত্রের অতি শৈশবে আদি সংস্করণের মুভি ক্যামেরা দিয়ে তোলা ছবি তুলে চলমান ছবি দ্বারা কোনো গল্প বলার চেষ্টা করা হতো। সে সময় সেই ছবিতে সংগীত সংযোজন ছিল শুধু অসম্ভবই নয় বরং অকল্পনীয়ও। পরবর্তীকালে চলচ্চিত্রকে দর্শকের কাছে যখন আরও আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করার চেষ্টা শুরু হয় তখন সম্ভাব্য উপায় হিসেবে নির্মাতাদের সংগীতের কথাই প্রথম মনে আসে। বিশ শতকের প্রথম দশকে আমরা চলচ্চিত্র নির্মাতাদেরকে প্রদর্শনের দায়িত্বেও দেখি এবং তাদের উদ্যোগেই বাণিজ্যিকভাবে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের জন্য প্রেক্ষাগৃহ খোলা হয়। সেই আদি প্রেক্ষাগৃহে ছবি চলাকালীন ভাড়া করা পিয়ানো বা অর্গান বাদকরা ছবি দেখতে দেখতে নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী সুর বাজাতেন। চলচ্চিত্রের আদি সংগীত মূলত এগুলোই। বাংলা চলচ্চিত্রেও সংগীত প্রয়োগের আদি ইতিহাস এর চেয়ে খুব বেশি আলাদা নয়।

গ্রিফিথ প্রেক্ষাগৃহে বাদন ব্যবস্থারও ধারণাগত পরিবর্তন ঘটান। তিনি ভাড়াটে বাদকদের মর্জির উপর নির্ভর না করে ছবির দৃশ্য ও পারস্পরিকতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে একটি সম্পূর্ণ স্বরলিপি তৈরি করেন। এ জন্য তিনি তৎকালীন বিখ্যাত স্রষ্টাদের সৃষ্ট সুরের আশ্রয় নেন। এই স্বরলিপি সেসময় ছবির দৃশ্যসমূহকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলেছে। কারণ গ্রিফিথ এই স্বরলিপি প্রণয়নে ছবির দৃশ্যসমূহের প্রকৃতি ও অন্তর্নিহিত বক্তব্যের দিকে বেশ গুরুত্বারোপ করেছেন। চলচ্চিত্রের সংগীত রচনার ক্ষেত্রে এক শতাব্দী পরেও এটি মূলকথা হিসেবে বিবেচিত। গ্রিফিথ সৃষ্ট দৃষ্টান্ত থেকেই সংগীত চিত্রনির্মাতার দায়িত্ব হিসেবে বিবেচিত হতে থাকে এবং নির্বাক যুগের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নির্মাতাদেরকেও আমরা সংগীতের ব্যাপারে উৎসাহী ও সচেতন হয়ে উঠতে দেখি। এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি– জার্মান সুরকার Edmund Migel এর সুর অবলম্বনে তৈরি Eisenstein এর 'Battleship Potemekin'[৩] ছবির

Dhaka University Institutional Repository

স্বরলিপি। নির্বাক ছবি হলেও ‘Battleship potemkin’ এর সংগীত এতটা সুপ্রযুক্ত ছিল বলেই তা কালোত্তীর্ণ হতে পেরেছিল। ১৯২৭ সালে হলিউডে পৃথিবীর প্রথম সবাক ছবি Jazz singer[8] মুক্তি পায়। সংলাপ চলচ্চিত্রের নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিলেও প্রথম পর্যায়ের নির্মাতাদের জন্য সংলাপই অন্যতম সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়। চলচ্চিত্রে সংলাপের প্রথম আবির্ভাব ছিল শুষ্ক নদীতে হঠাৎ জোয়ারের মতন, যেখানে গ্রহণ–বর্জন, পরিমিতিবোধ পুরোমাত্রাই অনুপস্থিত। তাই তখনকার চলচ্চিত্রে দেখা যায় কৃত্রিমতাপূর্ণ সংলাপের প্রাচুর্য। সংলাপ নিখুঁতভাবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত অনগ্রসরতাও ছিল আর একটি বড় প্রতিবন্ধকতা।

সবাক যুগের প্রথম পর্যায়ে গ্রামোফোনে সংলাপ ও সংগীত রেকর্ড করে ছবি চলাকালীন বাজানো হতো। অর্থাৎ এই গ্রামোফোন রেকর্ডকে গ্রিফিথ প্রবর্তিত সেই স্বরলিপি পদ্ধতিরই যান্ত্রিক উত্তরসূরি বলতে পারি। পরবর্তীকালে ক্রমশ চলচ্চিত্রে সংগীতের ভূমিকা নিয়ে আরও গভীর মূল্যায়ন হতে থাকে। নির্বাকযুগে সংগীতের যে ব্যয়ভার বহন করতে দেখি আমরা প্রদর্শককে সবাক যুগে সেটি চলে আসে প্রযোজকের উপর। এটি শুধু আর্থিক দায় হস্তান্তর নয়, বরং এর মধ্য দিয়ে সংগীত চলচ্চিত্রের নির্মাণ বিভাগের কাজ কিনা সে প্রশ্নেরও নিষ্পত্তি হয়ে যায়। এই সময়েই দেখা যায় চলচ্চিত্রের সংগীত পেশাদার অর্কেস্ট্রার অনুপ্রবেশ। চলচ্চিত্রের মতো এমন একটি দ্রুত বিকাশমান শিল্পের এই বিশাল আয়োজনের সাথে যুক্ত থাকার দরুন অর্কেস্ট্রাগুলোতে যোগ দিতে থাকেন সেই সময়কার ইউরোপের শীর্ষ সংগীতকারগণ। অর্কেস্ট্রা সৃষ্ট সংগীত ছিল মূলত মেলোডি নির্ভর এবং গ্রিফিথ প্রবর্তিত সেই পুরোনো নিয়মেই ছবির দৃশ্যানুযায়ী সেগুলোকে সাজিয়ে নেয়া হতো।

ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে চলচ্চিত্রের সংগীতে তেমন কোন বৈপ্লবিক মাপের পরিবর্তন আমরা দেখতে পাইনা। কিন্তু এর মধ্যেই দুই-চারজন মেধাবী ও অনুসন্ধিৎসু নির্মাতার ছবিতে সংগীতের প্রচলিত আঙ্গিক ভাঙ্গার নমুনা আমাদের চোখে পড়ে। এ সময়ের বেশ কিছু ছবিতে আমরা দেখি সংগীতকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করা হয়েছে। তবে এই চলচ্চিত্রগুলো যেহেতু প্রচলিত জনপ্রিয় কাঠামোর বাইরে অন্বেষাপ্রসূত ছবি ছিল কাজেই কিছু নিরীক্ষা বা ব্যতিক্রম এখানে প্রত্যাশিতই ছিল। সংগীতের বিষয়ে এ ছবিগুলোর নির্মাতারা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন বক্তব্য, বিন্যাস ও বিষয় নির্বিশেষে সব চলচ্চিত্রে সংগীতের ব্যবহার অভিন্ন বা অপরিহার্য হতে পারে না। তাদের এই মূল্যায়ন শতভাগ সঠিক ছিল এবং আজও চলচ্চিত্রে সংগীত ব্যবহারের ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

ষাটের দশকে হলিউডের ছবিতে প্রযুক্তির বেশ সরব উপস্থিতি দেখি। রেকর্ডিং-এর আধুনিক যন্ত্রপাতির আবির্ভাবে সংগীতের কাজ অনেক সহজ হয়ে যায়। এভাবেই চলচ্চিত্র তার চলার পথে অর্জিত শক্তি ও

Dhaka University Institutional Repository

গতিময় প্রযুক্তিকে তার সহযোগী হিসেবে পেয়ে যায়। এর ফলাফল সর্বাংশে কল্যাণকর কিনা সেটি নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও প্রযুক্তি ছাড়া আধুনিক চলচ্চিত্র অচল এ কথায় দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই। এই প্রযুক্তির কল্যাণেই ষাটের দশকে হলিউডের চলচ্চিত্রে পাই stereophonic sound system[৫] যা সংগীতের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী বিপ্লব ঘটায়।

বাংলা চলচ্চিত্রে সংগীতের ভূমিকা ব্যাপক। সংগীতের মধ্য দিয়ে পরিচালক অনেক সময়ই তার বক্তব্য দর্শকের কাছে তুলে ধরার প্রয়াস পান। সবাক চিত্রের জন্মলগ্ন থেকেই বাংলা চলচ্চিত্রে সংগীতের অবাধ প্রবেশাধিকার দেখি আমরা।

নির্বাক যুগের মতো সবাক যুগের শুরুতেও পৌরাণিক কাহিনি নির্ভর বেশ কিছু চলচ্চিত্র থাকলেও সামাজিক কাহিনি নির্ভর চলচ্চিত্রের প্রাধান্যই বেশি লক্ষ্যণীয়। কাজেই গানের ক্ষেত্রেও আমরা বিষয়বস্তু হিসেবে দেবদেবী নির্ভরতার পরিবর্তে মানব-মানবীর মানবীয় অনুভূতিরই বহিঃপ্রকাশ বেশি দেখি।

বিদেশে প্রচলিত ধারার অনুকরণে ছবি দেখার সময় প্রজেক্টরের শব্দ যেন দর্শকের বিরক্তির উদ্রেকের কারণ না হয় সে কারণে প্রথম সংগীতের প্রয়োগ করা হয়।[৬] প্রথম দিকে ছবি চলার সময় পর্দার পাশে বা পিছন দিক থেকে কোন একজন বাদ্যযন্ত্রী পিয়ানো বা অর্গানে নিজের মনের মতো সংগীত পরিবেশন করত। নির্বাক যুগে আমাদের দেশেও সেই প্রবণতা দেখতে পাই আমরা।

> ইংরেজি ছবি প্রদর্শিত হলে পিয়ানো ছিল অনিবার্য বাদ্যযন্ত্র। সেদিন ইংরেজি ছবির অধিকাংশ দর্শক ছিল ব্রিটিশ সেনা। তাদের জন্য বাজনার পাশাপাশি গান শোনানো হতো। সে সময়ের পপুলার ইংরেজি গান গাইত গায়ক। কখনো–কখনো দর্শকদের কাছ থেকে বিশেষ কোনো জনপ্রিয় গানের অনুরোধ আসত। অর্থাৎ ছবির সঙ্গে গানের পারস্পর্য রাখবার প্রসঙ্গটি ছিল গৌণ। ছবি এক হলেও একই গান প্রতিদিন হতো না। গায়ক তার জানা গান বা দর্শকের দাবি অনুযায়ী গান শোনাত। পর্দায় ডাকাতের আবির্ভাব হলে তবলায় গুড় গুড় ধ্বনি শোনা যেত। এক সময় শামতা প্রসাদের মতো তবলিয়াও এ কাজে ব্যস্ত হয়েছেন। পর্দায় মৃত্যু হলে কঁকিয়ে উঠত বেহালা। সে সময় এলিট সিনেমার ছবির সঙ্গে অর্গান বাজাতেন বায়রন হপার। ফিচার ফিল্ম তৈরি হওয়ার পর প্রেক্ষাগৃহে বসে ছবির কোনো কোনো দৃশ্যে মুড অনুযায়ী দুঃখের বা আনন্দের সুর বাজাত বাদ্যযন্ত্রী। আজকের মূল ধারার সিনেমাতেও আবহসংগীত প্রয়োগে তারই রকমফের চলেছে। দুঃখ-আনন্দ-ভয়–সংঘর্ষ বা রঙ্গের দৃশ্যে কয়েকটি টাইপ মিউজিকের প্রয়োগ ঘটে চলেছে। 'স্টক মিউজিক' কথাটি এই সূত্রেই প্রচলিত। ছবির চাহিদা অনুযায়ী সংগীত রচনার বদলে ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিকের স্টক থেকে সিচ্যুয়েশন অনুযায়ী মিউজিক বেছে নেওয়ার রেওয়াজ হয়েছে সম্প্রতি। এর ফলে দুঃখ বা আনন্দের 'টাইপ' মিউজিকটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একরকম চরিত্র পায়। দুঃখের দৃশ্যে বেহালা বা সারেঙ্গি, আনন্দের দৃশ্যে পিয়ানো বা সেতার, হাসির দৃশ্যে গুপিযন্ত্র বা মিরচা হামেশাই সোচ্চার। গুণী চিত্রপরিচালকের মেধা সংগীত রচনা বা প্রয়োগে বিনিয়োগ হলেই ঘটেছে এর ব্যতিক্রম।
>
> নির্বাক ছবিতে আড়াল থেকে সংগীত এবং গানের এই অনুপ্রবেশ বাংলা ছবিতেও ঘটেছিল। প্রেক্ষাগৃহে বসে নায়ক–নায়িকা বা বিবেকের হয়ে গান শুনিয়েছেন গায়ক–বাদক। উত্তর কলকাতার ক্রাউন ও কর্ণওয়ালিশ সিনেমায় এই ব্যাপারটি বেশ চালু হয়েছিল। পরবর্তীকালে যিনি সিনেমা সংগীতের ক্ষেত্রে বড় আসন অর্জন করেছিলেন সেই সলিল চৌধুরীর জ্যাঠতুতো দাদা নিখিল চৌধুরী পিয়ানো, বেহালা, এস্রাজ এমন নানা বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পারতেন। তাঁর কাছে সলিল চৌধুরী কৈশোরে সংগীত শিক্ষাও নিয়েছেন। নিখিল চৌধুরীর একটি অর্কেস্ট্রাও ছিল– 'মিলন পরিষদ'। তিনি ছায়া প্রেক্ষাগৃহে সিনেমা চলাকালীন মূক ছায়াছবির মুখর মেজাজ আনতে নেপথ্য থেকে নানা বাদ্যযন্ত্র বাজাতেন।
>
> পুরাতনি গানের ভাণ্ডারী রামকুমার চট্টোপাধ্যায় কম বয়সে কর্নওয়ালিশ সিনেমায় আড়াল থেকে পরিবেশিত গানের সঙ্গে তবলা বাজিয়েছেন কয়েকবার। গায়ক হিসেবে এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি কদর ছিল সেকালের

Dhaka University Institutional Repository

বিখ্যাত রাগসংগীত গাইয়ে অনাথনাথ বসুর। তিনি পুরুষ ও মহিলা দুই কণ্ঠেই গান গাইতে পারতেন। নির্বাক ছবির পর্দার পাশে বসে একবার নায়কের একবার নায়িকার হয়ে একাই গান গেয়ে জমিয়ে দিতেন অনাথ বসু। ক্ষীরোদ মুখোপাধ্যায়েরও এই কাজে বেশ নামডাক ছিল। সংগীত পরিচালক হিসেবে ক্ষীরোদ বাবুর অভিষেক হয়েছিল নির্বাক ছবির পর্দায় পাশে বসে গান শুনিয়ে। প্রথম বাংলা সবাক ছিল ম্যাডানের 'জামাইষষ্ঠী'। সে ছবিতে সংগীত পরিচালক থাকলেও গান দেওয়া যায়নি। কিন্তু সশরীরে সংগীত পরিচালক পর্দার পাশে বসে, সেই অভাব পূরণ করে দর্শকদের সন্তুষ্ট করেছিলেন।[৭]

প্রথম সর্বভারতীয় সবাক ছবিতে 'আলম আরা'[৮]-তে আমরা দেখি সাতটি গান আর 'শিরি ফরহাদ'[৯] চলচ্চিত্রে সংখ্যাটা দাঁড়িয়ে ছিল ৬ গুণ বেশি অর্থাৎ বিয়াল্লিশে। শব্দের হাত ধরে প্রায় প্রতিটি ছবিতেই গড়ে ২৫-৩০টির মতো গান রাখা হতো এবং সেটিই ছিল স্বাভাবিক। ১৯৩২সালে 'ইন্দ্রসভা'[১০] ছবিটিতে ৭১টি গান ছিল। মূলত সংলাপের পরিবর্তে গানের ব্যবহার হতো প্রথম যুগের সিনেমায় এবং বিষয় হিসেবে প্রাধান্য ছিল পৌরাণিক কাহিনির। এই বিপুল সংখ্যক গান অভিনয় করার সঙ্গে সঙ্গেই গাইতে হতো অভিনেতা-অভিনেত্রীদের। গান গাইতে জানলেই যে অভিনয় ভালো করতে পারবে এটি যেমন সঠিক নয় আবার অভিনয়ে সুনিপুণ হলে যে গানেও পারদর্শী হবে এরও কোন যৌক্তিকতা নেই। কিন্তু গান যেহেতু রাখতেই হবে এই চিন্তাধারার ফলে গত শতকের তিনের দশকের সিনেমায় দেখি অনেক হাস্যকর কাণ্ডকারখানার আবির্ভাব। চলচ্চিত্রের সবাক যুগের প্রাথমিক পর্ব থেকেই আমরা দেখি গান নিয়ে নানা নিরীক্ষা।

এমনই আর একটি নিরীক্ষার দাবিদার, সবাক সিনেমার প্রথম যুগের গীতিকার– সুরকার– শিল্পী হীরেন বসু। ১৯৩১ সালের ২৭ জুন মুক্তি পেয়েছিল একটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের সবাক ছবি– 'জোর বরাত'। মঞ্চের পপুলার নাটক অবলম্বনে তৈরী সে ছবির পরিচালক ছিলেন জ্যোতিষ বন্দোপাধ্যায়। নায়িকা কাননবালা, নায়ক জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়। চার রিলের এই ছবিটিতে ৬টি গান ছিল। ছবির সংগীত পরিচালক হীরেন বসু গেয়েছিলেন চারটি গান, কানন দেবী নাটকের সুরেই গেয়েছিলেন বাকি দুটি। হীরেন বসুকে দুটি গান গাইবার জন্য একজন ভিখারির ভূমিকায় অভিনয় করতে হয়েছিল। ছবির টাইটেলে ছিল একটি গান। কিন্তু ছবির নায়ক জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায় গায়ক ছিলেন না, অথচ তাঁর কণ্ঠে একটি গান রাখা যায় কী করে– এই চিন্তা থেকে গড়ে উঠেছেল সেই সময়ের পক্ষে একটি অভিনয় নিরীক্ষা। শুটিং হচ্ছিল ইন্দ্রপুরী স্টুডিয়োতে। দৃশ্যটি ছিল, নায়ক জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায় একটি জানালার ধারে দাঁড়িয়ে গাইছেন– 'কে নিবি গো কিনে আমায়'; অদূরে আর একটি জানালায় কানন দেবী, তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করাই নায়কের লক্ষ্য। নায়িকার অভিব্যক্তি দেখে বোঝা যায় নায়কের উদ্দেশ্য সফল। কানন দেবী সজাগ এবং আগ্রহী হয়ে শুনছেন সেই গান। নায়ক এবং নায়িকার এই দুটি ক্রিয়া ধরে রাখছে দুটি ক্যামেরা। একটিতে ইটালিয়ান ক্যামেরাম্যান মার্কনি, অন্যটিতে যতীন দাস। কিন্তু নায়ক গান গাইলেও গানের জন্য মাইক্রোফোনটি রয়েছে ফ্লোরের অন্য কোনায়। সেখানে বসে গানটি গেয়ে চলেছেন ছবির সংগীত পরিচালক হীরেন বসু। অর্থাৎ ঠোঁট নাড়ছেন জয়নারায়ণ, এক্সপ্রেসন দিচ্ছেন কানন দেবী, আড়াল থেকে গান গাইছেন অন্য লোক।[১১]

সবাক যুগের প্রথম দিককার গানের সুরে উচ্চাঙ্গ সংগীতের ক্লাসিকাল মেজাজ এবং রাগ সংগীতের প্রত্যক্ষ প্রভাব যথেষ্টই দেখা যায়। রাগ সংগীতের এই প্রত্যক্ষ প্রভাবই পরবর্তী সময়ে ভারতীয় সিনেমায় এক বৈপ্লবিক সংযোজনের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল যাকে আমরা টেকনিকাল ভাষায় বলে থাকি প্লে ব্যাক।

এ প্রসঙ্গে বলতে গেলে আমাদের ফিরে যেতে হয় ১৯৩৫-এ। ১৯৩৫ সালে নীতিন বসু পরিচালনা করেন 'ভাগ্যচক্র' চলচ্চিত্রটি। সে সময়ের প্রথা অনুযায়ী বাংলা এবং হিন্দি, দুই ভাষাতেই ছবিটি তোলা

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছিল। হিন্দি ভার্সনের নাম ছিল 'ধূপছাঁও'। হিন্দি ভার্সনের নায়ক নায়িকা ছিলেন তৎকালীন সময়ের জনপ্রিয় জুটি প্রেমঅদীব এবং বেগমপারা। সংগীত পরিচালক হিসেবে ছিলেন নিউ থিয়েটার্সের স্থায়ী সংগীত পরিচালক রাইচাঁদ বড়াল। সংগীত পরিচালক খুব স্বাভাবিক ভাবেই ছবির বিন্যাসানুযায়ী একটি গানের সুর করেছিলেন রাগ সংগীতের প্রত্যক্ষ প্রভাবে। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী গানটি নায়িকার কণ্ঠে গীত হওয়ার কথা থাকলেও বেগম পারা রাগ সংগীতে তেমন অভ্যস্ত না হওয়ার কারণে সংগীত পরিচালক এবং চিত্র পরিচালকের কাছ থেকে সহযোগিতা পাবার পরও গানটি ফুটিয়ে তুলতে পারছিলেন না। রাইচাঁদ বড়াল গানের সুর পরিবর্তন করে সহজ করে দিতে চাইলেও পরিচালক নীতির বসুর গানের সুরটি এতটাই পছন্দ হয়েছিল যে উনি কোনভাবেই সুর পাল্টাতে রাজি হলেন না। এই গানটি তিনি পি. হীরালক্ষীকে দিয়ে গাওয়াতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু পি. হীরালক্ষী এই প্রস্তাবে রাজি হলেও বেগম পারা এই প্রস্তাবে রাজি হন নি। নায়িকা-পরিচালক দ্বন্দ্বে এই ছবির কাজ স্থগিত থাকে প্রায় দেড় বছর। অবশেষে বম্বে টকিজের প্রতিষ্ঠাতা হিমাংশু রায়ের মধ্যস্থতায় বেগম পারা ক্যামেরার সামনে মুখ নেড়ে অঙ্গভঙ্গি করে যান আর মোটা পর্দার আড়ালে গানটি গান হীরালক্ষী।

সিনেমায় সংগীতের এই প্রয়োগটিকে আক্ষরিক অর্থে প্লে ব্যাক বলা না গেলেও এর মধ্য দিয়েই 'অভিনেতাই গাইয়ে'-এই প্রচলিত ধারাটি ভেঙ্গে যায়। এর মধ্যে দিয়েই সিনমায় শুরু হয় নতুন যুগ। একে আমরা প্লে ব্যাক প্রথার প্রসূতি পর্ব হিসেবে আখ্যায়িত করতেই পারি। 'ভাগ্যচক্র' ছবি নীতিন বসুকে দেয় নতুন যুগের পথিকৃতের কৃতিত্ব। এই পদ্ধতি উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে পঙ্কজকুমার মল্লিকেরও একটি ছোট্ট ভূমিকা রয়েছে।

> ১৯৩৫ সালে তৈরি 'ভাগ্যচক্র' সিনেমার গল্পটিতে যে খুব একটা মৌলিকত্ব বা অভিনবত্ব আছে তা নয়, তবে প্রথম ভারতীয় কাহিনিচিত্র। 'রাজা হরিশ্চন্দ্র' থেকে শুরু করে বছর পনেরো ধরে পৌরাণিক আখ্যান নিয়ে সিনেমা তৈরির প্রবল ঢেউ পেরিয়ে সামাজিক কাহিনির প্রতি দর্শক এবং চিত্র নির্মাতাদের আগ্রহী হওয়ার একটি দৃষ্টান্ত এই ছবির কাহিনি। আবার অন্য দিক দিয়ে দেখলে, সাত দশক পেরিয়ে এসে আজকের আধুনিক কোনো পপুলার সিনেমাতেও কাহিনির এই ছকটি পাওয়া যাবে। শিশু চুরি, পালক পিতা, জাতগোত্রহীনতার সূত্রে প্রেমে বাঁধা, প্রেমিকার গৃহত্যাগ, দুর্ঘটনায় স্মৃতিভ্রংশ, আবার স্মৃতি ফিরে পাওয়ার জন্য আঘাতের আয়োজন এবং শেষে মধুর মিলন। এসব গল্প মহা সমারোহে চলছে আজও শতাব্দী পূর্তির মেনস্ট্রিম সিনেমায়। এক্ষেত্রে আলোচ্য গান– ফলে এই কাহিনির মধ্যে গানের সম্ভাবনা কতটা তা খুঁজতে হবে বলেই গল্পটির অবতারণা।
> সুরদাস সংগীত সাধক– অতএব তার গানবাজনা নিয়ে মন থাকাটাই স্বাভাবিক। দীপক নিশ্চয়ই গান শিখবে তার পালক পিতার কাছে। নাটকের দৃশ্য যখন আছে নাট্যগীতি থাকাটা তাই অনিবার্য জরুরি। গান শেখাতে গিয়েই মীরার সঙ্গে দীপকের প্রেম। ফলে দুজনে মিলে গানটান না করলে দৃশ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি হয় না। সব মিলিয়ে গানটা বেশ জবরদস্ত এলিমেন্ট করে তোলার সম্ভাবনা রয়েছে এই গল্পে। অন্তত বাণিজ্যিক সিনেমার শর্তানুসারে এটাই স্বাভাবিক ভাবনা। ফলে দর্শক মনোরঞ্জনের প্রতি পর্যাপ্ত গুরুত্ব দিতে গিয়ে এই 'ভাগ্যচক্র' ছবির গানের জন্য নিতে হয়েছিল একটি সাহসী সিদ্ধান্ত। আর পরিচালকের ওই সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করে তোলবার একগুঁয়েমি থেকেই, ভারতীয় সিনেমায় ঘটেছিল এক বৈপ্লবিক সংযোজন। সেই সংযোজনেরই টেকনিকাল নাম 'প্লে ব্যাক'। এই যুগান্তকারী ঘটনাটি ঘটিয়েছিলেন 'ভাগ্যচক্র' ছবির পরিচালক নীতিন বসু।।[১২]

Dhaka University Institutional Repository

‘ভাগ্যচক্র’ ছবির হিন্দি ভার্সনের কাজ, গানঘটিত সমস্যার কারণে বেশ কিছুদিন স্থগিত থাকলেও বাংলা ভার্সনের নির্মাণে তেমন কোন বিপত্তি ঘটেনি; বরং এই চলচ্চিত্রের মাধ্যমেই নীতিন বসু এক বৈপ্লবিক কাজ সম্পন্ন করেন। ‘ভাগ্যচক্র’ চলচ্চিত্রের কাহিনিকার ছিলেন পণ্ডিত সুদর্শন। হীরালাল ও শ্যামলাল দুই ভাইয়ের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বনাথ ভাদুড়ি। সেকালের বিখ্যাত গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে অভিনয় করেছিলেন অন্ধ গায়ক সুরদাসের ভূমিকায়। এই ভূমিকায় অভিনয় করার কারণে কৃষ্ণচন্দ্রকে স্বভাবতই গানও গাইতে হয়েছিল। অন্ধ গায়ক সুরদাসের পালিত পুত্র চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন পাহাড়ি সান্যাল। নায়িকা মীরার চরিত্র উমাশশী এবং নায়িকার মায়ের চরিত্রে ছিলেন দেববালা। কৃষ্ণচন্দ্র দে এর কণ্ঠে গীত ‘ওরে পথিক-তাকা পিছন পানে’ গানটি সে সময় বেশ সাড়া জাগিয়েছিল নায়ক হিসেবে পাহাড়ি সান্যাল গেয়েছিলেন ‘কেন পরান হল বাঁধনহারা’ গানটি। নায়িকা হিসেবে অভিনয়ের দরুন প্রচলিত ধারা হিসেবে উমাশশী গেয়েছিলেন নায়িকা কণ্ঠের গান। অভিনয় করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের গান গাইতে হয়েছিল। কিন্তু নাটকের দৃশ্যেই নীতিন বসু, বৈপ্লবিক পদ্ধতির সোনার কাঠি ছুঁইয়েছিলেন। নাটকের দৃশ্যে অভিনয় করার জন্য তিনি নিয়েছিলেন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান নৃত্যশিল্পীদের। তাঁদের দিয়ে বাংলা গান গাওয়ানো সম্ভব নয় জেনেই তিনি ‘প্লে ব্যাক’ পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়েছিলেন। উমাশশী-হরিমতী-সুপ্রভা সরকার কে দিয়ে ‘মোরা পুলক যাচি’ গানটি রেকর্ড করিয়ে শ্যুটিংয়ের সময় সেই রেকর্ড বাজিয়ে, স্টেজের মেয়েদের মুখ নাড়ানো এবং নৃত্যের দৃশ্য গ্রহণ করা হয়েছিল। এভাবেই রিপ্লে বা প্লে ব্যাক পদ্ধতির উদ্ভাবনা এবং প্রয়োগের কৃতিত্ব নীতিন বসু অর্জন করেন। তবে প্লে ব্যাকের সূত্রপাত হয়ে গেলেও আড়াল থেকে গাওয়ার প্রক্রিয়াটি আরো বেশ কিছুদিন চলছিল। কিন্তু ক্যামেরার চোখ বাঁচিয়ে গায়ক–গায়িকার কণ্ঠ ঠিকভাবে ধরে রাখা যেমন সহজ ছিলনা তেমনি গানের সাথে যন্ত্রানুসঙ্গীদের আড়ালে রাখার ব্যাপারটিও ছিল বেশ দুরূহ। এই পন্থা অবলম্বনে সময় এবং বাজেট উভয়ই বেশ বেড়ে যেত।

> ১৯৩৫ এ ‘ভাগ্যচক্র’ ছবির সূত্রে প্লে ব্যাক শুরু হয়ে গেলেও অভিনেতা-অভিনেত্রীদেরই গান গাইবার রেওয়াজ চলেছিল পরবর্তী প্রায় এক দশক। আসলে প্লে ব্যাক শুরুর সময় থেকেই সিনেমার গানের সংগঠিত উদ্যোগের সূত্রপাত এবং সেই সময়ের গান আজও ইচ্ছে করলে শোনা সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে ‘দেবদাস’ বা ‘অচ্ছুৎকন্যা’ থেকেই সিনেমার গানের নমুনা রেখে আলোচনা হতে পারে। তার আগের পর্বটি ছিল সলতে পাকানোর। তবে প্লে ব্যাক চালু হল মানেই সিনেমায় গানের প্রয়োগ প্রক্রিয়াটি সহজ হয়ে গেল এমন নয়। কারণ, শব্দধারণ প্রক্রিয়াটি তিরিশের দশক জুড়েই ছিল সমস্যাসংকুল। যেখানে শুটিং হচ্ছে, সেখানেই হচ্ছে গানের টেক অর্থাৎ রেকর্ডিং হত ওপন এয়ার স্টুডিয়োতে। কেউ কেউ আলাদাভাবে গান রেকর্ডিং করতেন বিচিত্র সব লোকেশনে। যেমন মুম্বাইয়ে রেওয়াজ হয়েছিল পার্কে গানের রেকর্ডিং করবার। তিরিশের দশকের শেষ দিকেও এটা ঘটেছে।[১৩]

Dhaka University Institutional Repository

বেশ মহাসমারোহের সাথেই বাংলা ছবির শুরু থেকেই গানের চাহিদা এবং সরবরাহ হয়ে চলেছে। এইজন্যেই এক্ষেত্রে মজাদার কাহিনির কোন ঘাটতি ছিল না। নিউ থিয়েটার্সের সাফল্যের অগ্রযাত্রা যে 'চণ্ডীদাস'[১৪] (১৯৩২) ছবি দিয়ে এই ছবির সাফল্যের পেছনেও গানের ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। কবি চণ্ডীদাস গীতরচনা করে স্বকণ্ঠে গাইছেন এটিই স্বাভাবিক হবার কথা ছিল। কিন্তু এই ছবিতে 'চণ্ডীদাস' চরিত্রের অভিনেতা দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যেহেতু গান জানতেন না কাজেই চণ্ডীদাস-এর কণ্ঠে কোনো গান ছিল না। চণ্ডীদাসের রচিত গান রামী গাইতেন ঘাটে বসে। রামী চরিত্রে উমাশশীও তাই করেছেন। এই গানগুলির সুর করেছিলেন ছবির সংগীত পরিচালক রাইচাঁদ বড়াল। কিন্তু এই চলচ্চিত্রের বেশিরভাগ গান গীত হয়েছিল শ্রীদাম চরিত্রের অভিনেতা সুগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে'র কণ্ঠে। 'সেই তো বাঁশি বাজিয়েছিলে', 'ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা বধূ', 'ফিরে চল আপন ঘরে'এবং চণ্ডীদাসের পদ 'শতেক বয়ষ পরে' এই গানগুলি কৃষ্ণচন্দ্র দে নিজেই সুর করে গেয়েছিলেন এবং এই গানগুলো পরবর্তীসময়ে প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এই গানগুলি পদাবলীর স্বর্ণযুগকেই আবার দর্শকদের সামনে নিয়ে এসেছিল।

নায়ক-নায়িকা বা বিশিষ্ট অভিনেতারা গান গাইতে না পারলে বা সংগীত তেমন দক্ষ না হলে সেই ঘাটতি পূরণ করতে বোষ্টমি বা অন্ধভিখারি থেকে বৈতালিক পর্যন্ত গায়ক চরিত্র তৈরি করে দেওয়া হতো। আর সেই সব চরিত্রে অভিনয় এবং একই সঙ্গে গান গাইবার জন্য নেওয়া হতো দক্ষ গাইয়েদের। অন্ধ ভিক্ষুকের ভূমিকা যেমন বাঁধা থাকত কৃষ্ণচন্দ্র দের জন্য। ধর্মীয় বিষয় বা দেবদেবী নিয়ে কাহিনি হলে অনিবার্য ছিল নারদ চরিত্র। নারদের ভূমিকায় বাঁধা অভিনেতা ছিলেন ধীরেন দাস। টকির প্রথম দশকে অন্তত আধ ডজন সিনেমায় নারদ সেজে গান গাইতে হয়েছে কাজী নজরুলের ঘনিষ্ঠ সহযোগী এই ধীরেন দাসকে। গানের সুবাদেই অভিনয়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন ইন্দুবালা, আঙুরবালা, কমলা ঝরিয়ার মতো পরবর্তীকালের শীর্ষস্থানীয় গায়িকারা। যে কোনো প্রকারে ডজন ডজন গানের ভার সিনেমার ওপর এভাবে চাপিয়ে দেওয়া হত কেন–এ প্রশ্ন সেদিন না উঠলেও পরবর্তী কালে নানাভাবে আলোচিত লজিকটি খুব সহজ– আমাদের জাতীয় জীবনে গানের অমোঘ প্রভাব। ধর্মীয় আচার এবং সামাজিক জীবন সর্বত্রই জড়িয়ে আছে গান। পালাপার্বণ– জন্ম–বিবাহ এমনকি মৃত্যুতেও থাকে গানের আয়োজন। পূজা–প্রার্থনায় ভজন– পার্বণের গান, টুসু-ভাদু-মনসার বয়ানি-গাজন যেমন আছে, তেমনই শ্রাবণ মাসে শাওনি–ঝুলা–কাজরী, চৈত্র মাসে চৈতি, বসন্তের হোরি। একতারা হাতে বাউল, বইঠা হাতে মাঝি, এমনকি ছাদ পেটাতেও গান গায় কুলি–কামিন। গানে আমরা মজি বা মনোযোগী বলেই ভিখিরি গান গেয়ে ভিক্ষে চায়। কীর্তনে শুধু নদিয়াই নয়, সমগ্র বাংলাদেশও ভেসেছে একদা। কবিয়াল লড়াই করেছে গানে গানে। মাইফেলে গজল সুরেই পড়া হতো। ঘুম পাড়ানোর জন্য গানের আয়োজন যেমন আছে, রয়েছে জেগে ওঠার জন্যও। এ ছাড়া সিনেমার আগে বিনোদন বলতে গাঁয়ে গঞ্জেও ছিল পাচাঁলি–যাত্রা-নৌটঙ্কি-পাণ্ডবানী, সবই গান নির্ভর। শহরের থিয়েটার, যা থেকে ছবি তুলে সিনেমার হামাগুড়ি দেওয়া, সেই থিয়েটারও ছিল গানে ভরপুর। ফলে নতুন কোনো বিনোদন মাধ্যমের পক্ষে দর্শক শ্রোতার এই সাংগীতিক চাহিদাকে উপেক্ষা করে প্রতিষ্ঠা পাওয়া ছিল অসম্ভব। তাই সিনেমা কথা বলতে শেখার সঙ্গেই গেয়ে উঠেছে গান– যা দর্শককে কমিউনিকেট করবার ক্ষেত্রে প্রায় ব্রহ্মাস্ত্র। চিত্রনির্মাতাদের এই ধারণা যে কতখানি সঠিক তা সিনেমার গানের জনপ্রিয়তা থেকেই অনুমান করে নেওয়া যায়। টানটান উত্তেজনায় চলমান ছবির স্বাদ নিতে গিয়ে, গান গুলি হয়ে উঠত আরামকেদারা। এই বিলাসিতাকেই প্রশ্রয় দিয়েছেন চিত্রনির্মাতারা এবং আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি। গানের সংখ্যা কমে এলেও মেনষ্ট্রিম সিনেমায় ছবির চেয়ে ছবির গান অনেক ক্ষেত্রেই বেশি গুরুত্ব পেয়ে থাকে। পঞ্চাশের দশকে সিনেমা নিজের আইডেনটিটি বা ভাষা খুঁজে পাওয়ার সময় থেকে গানের পরিমিত প্রয়োগ নিয়ে একটি স্বতন্ত্র ধারা তৈরি হলেও, সবাক ছবির প্রথম কুড়ি বছরে গানহীন ছবির সংখ্যা গুনতে লাগবে কয়েক সেকেণ্ড।

Dhaka University Institutional Repository

... বাংলায় নীরেন লাহিড়ীর 'ভাবীকাল ' ছবিতেও কোনো গান ছিল না। তবে তা ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত। মূল ধারার সিনেমায় তাই গড়ে উঠেছে গানবাহুল্যেরই ট্রাডিশন। বাংলায় এই ট্রেণ্ডটিই তৈরি হয়েছে একটু সংযমী স্টাইলে।[১৫]

বাংলার প্রথম সবাক ছায়াছবিতে গান না থাকলেও দ্বিতীয় ছবিতে আমরা ঠিকই গান শুনতে পাই অর্থাৎ বাংলা ছায়াছবির গান আমরা প্রথম শুনি দ্বিতীয় ছবিতে। এই চলচ্চিত্রটিও ম্যাডার্ন প্রযোজিত ছিল এবং মুক্তি পেয়েছিল ১৯৩১-এর ৩ আগস্ট। ছবির নাম ছিল 'ঋষির প্রেম'[১৬] এবং ছবিটির কাঠোমো ছিল পৌরাণিক কাহিনি নির্ভর। ছবির পরিচালক ছিলেন জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সংগীত পরিচালক ছিলেন হীরেন বসু ও ধীরেন দাস। রাজকন্যা উৎপলা এবং ঋষির প্রেমিকা চিত্রার ভূমিকায় অভিনয় ঐতিহ্যবশত গানও গেয়েছিলেন কানন দেবী এবং সরযূবালা দেবী। নায়ক চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন সংগীত পরিচালক হীরেন বসু স্বয়ং। কলহনের চরিত্রের গান গাইবার জন্যই মূলত হীরেন বসুকে অভিনয় করতে হয়েছিল। ধীরেন দাসও অভিনয় ও গান করেছিলেন বৈতালিকের ভূমিকায়। যেহেতু বাংলা সিনেমায় প্রথম গান কাজেই গানের সহযোগী অর্কেস্ট্রা দলকেও সংগঠিত করা বেশ কষ্টসাধ্য ছিল। বিখ্যাত ফ্লুট বাজিয়ে টি পালিতকে গভর্নর ব্যাণ্ড থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল, বেহালা বাদক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন তারকনাথ দে। এভাবেই মূলত বাংলা সিনেমার গানের সূত্রপাত হয়। ১৯৩১-এ সবাক ছবির প্রথম বছরেই আরও দুটি ছবি তৈরি হয়েছিল। এর মধ্যে একটি হচ্ছে 'দেনা পাওনা'। এটি ছিল নিউ থিয়েটার্সের ব্যানারে প্রযোজিত প্রথম ছবি। পুরান নির্ভর ছবির ডামাডোলের মধ্যে শরৎচন্দ্রের সামাজিক কাহিনি নির্ভর এই চলচ্চিত্রটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকচিহ্ন স্বরূপ। ছবির পরিচালক ছিলেন প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। অভিনেতাদের মধ্যে ছিলেন দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর গাঙ্গুলি, অমর মল্লিক, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। মঞ্চে অভিনীত 'ষোড়শী' নাটকের গানগুলি এ চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত হয়েছিল।[১৭] 'ষোড়শী' নাটকের গান এই ছবিতে গেয়েছিলেন ভিখারিবেশী নৃপেশ রায়। গাজনের দৃশ্যে অভিনেত্রী উমাশশী'র কণ্ঠে শোনা গিয়েছিল 'বাবা আপনভোলা মোদের পাগলা ছেলে' গানটি। নিভাননী ও আভাবতীর গানের ট্রেনার হিসেবে ছিলেন অমর মল্লিক ।

অপর ছবিটি ছিল ম্যাডার্ন প্রযোজিত 'প্রহ্লাদ'[১৮]। এটিও পৌরাণিক কাহিনি অবলম্বনে রচিত এবং নাটক থেকে নেওয়া। গানের সুরও ছিল মঞ্চে ব্যবহৃত গানের অনুরূপ। গান গেয়ে অভিনয় করেছিলেন প্রহ্লাদবেশী জ্যোতি, শান্তি গুহ, মৃণালকান্তি ঘোষ, ধীরেন দাস, নীহারবালা, বীণাপাণি ও দেববালা, মাত্র পাঁচ দিনের ব্যবধানে 'ঋষির প্রেম' ও 'প্রহ্লাদ' ছবি দুটি মুক্তি পেয়েছিল কিন্তু কোনো ছবিতেই সংগীত পরিচালকের নামের কোনো স্বীকৃতি ছিল না। ১৯২৬ সালে অর্থাৎ নির্বাক যুগের সময় থেকেই টাইটলে কলাকুশলীদের পরিচিতি লেখার সূত্রপাত হলেও সবাক যুগেও বহু ছবিতেই সংগীত পরিচালকের নাম

Dhaka University Institutional Repository

স্বীকৃতি পায়নি। গায়ক–গায়িকার নামও ছিল অনুপস্থিত। প্রথম পর্বে যদিও ধরে নেয়া সম্ভব ছিল যিনি অভিনেতা এবং যিনি গাইয়ে উভয়েই একই ব্যক্তি কিন্তু প্লে ব্যাক প্রথা চালু হবার বেশ অনেকদিন পর্যন্তও সংগীত শিল্পীদের যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়া হয়নি।

> ১৯৩২ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত নয়টি বাংলা ছবির মধ্যে দুটি ছবিতে সংগীত সম্পর্কিত কোনো ক্রেডিট দেওয়া হয়নি। শুধু নিউ থিয়েটার্সের দুটি ছবিতে, স্টুডিয়োর স্থায়ী সংগীত পরিচালক রাইচাঁদ বড়ালের নাম পাওয়া যায়। তার মধ্যে একটি ছবি প্রেমাঙ্কুর আতর্থী পরিচালিত রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা'। অক্ষয় চরিত্র তিনকড়ি চক্রবর্তী, শৈলবালা-নীরবালা-নৃপবালা ভগিনীত্রয়ের ভূমিকায় যথাক্রমে নিভাননী-সুনীতি-অনুপমা অভিনয়ের সঙ্গে গেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের গান। অষ্টম ছবিটি 'চণ্ডীদাস' যা নিউ থিয়েটার্সকে বিখ্যাত করে তুলেছিল। নবম ছবিটিও নিউ থিয়েটার্সেরই প্রযোজনা– তবে সেই ছবিটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব পেয়ে যায় ভিন্ন কারণে। যেহেতু ওই ছবির শুটিংয়ে স্টুডিয়োতে উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। বঙ্গ সংস্কৃতির যুগান্তর স্রষ্টা, সিনেমা সবাক হওয়ায় প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, একবারের জন্য হলেও সিনেমার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসেছিলেন, শুধু এই কারণেই স্মরণীয় হয়ে আছে 'নটীর পূজা'। কবির সত্তরতম জন্মতিথি উপলক্ষে নিউ এম্পায়ারে উপস্থাপিত হয়েছিল 'নটীর পূজা' নৃত্যনাট্যটি। শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীরাই অংশ নিয়েছিলেন ওই অনুষ্ঠানে। বেশ কয়েক দিন ধরে অভিনীত হলেও, ওই অনুষ্ঠানের টিকিট না পেয়ে ফিরে যেতে হচ্ছিল বহু দর্শককেই। নিউ থিয়েটার্সের কর্ণধার বি এন. সরকারের কানে এই তথ্য আসতেই তিনি বাণিজ্যের গন্ধ পেলেন। যদি 'নটীর পূজা' সিনেমায় তোলা যায় সাফল্যের সম্ভাবনা যথেষ্ট– এমন ভাবনায় প্রস্তাব দেওয়া হলো এবং কবি তাতে রাজি হলেন। কিন্তু রবীন্দ্ররচনার চিত্রনাট্য করার দায় কে নেবে এবং নৃত্যনাট্যের দল শহরে থাকাকালীন তা হয়ে উঠবে কি না এই দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত সাব্যস্ত হলো, যেভাবে স্টেজে হচ্ছে নৃত্যনাট্যটি, সেভাবেই স্টুডিয়োতে অভিনয় করিয়ে তুলে নেওয়া হবে সেলুলয়েডে। তেমনই ব্যবস্থা হলো, নিউ থিয়েটার্সের এক নম্বর ফ্লোরে শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীরা অভিনয় করলেন 'নটীর পূজা' নৃত্যনাট্য। তিনটি ক্যামেরা ক্লোজ–মিড-লং পজিশনে রেখে ছবি তুলে রাখা হলো নীতিন বসুর নির্দেশনায়। প্রেমাঙ্কুর আতর্থী তদারকি করলেন। দিনু ঠাকুর পরিচালিত গীত অংশ ধরে রাখলেন মুকুল বসু। একদিন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ রইলেন শুটিংয়ে, দিনের শেষে এডিটিং টেবিলে বসে মুভির খানিকটা রাশ দেখলেন। সবাই তটস্থ-কোনো মতে কাজ শেষ করাটাই উদ্দেশ্য হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ যেখানে বসেছিলেন, পরবর্তীকালে স্টুডিয়োর সেই স্পটটি ঘেরাটোপ দিয়ে 'গোলঘর' করা হয়েছিল।[১৯]

১৯৩৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ১০টি বাংলা ছবির মধ্যে অধিকাংশই পৌরাণিক কাহিনিনির্ভর। মাত্র ছয় মাসের ব্যবধানে 'সাবিত্রী সত্যবান' আখ্যানের কাহিনি নিয়েই তৈরি হয়েছিল দুটি ছবি। এ ছবির সংগীত পরিচালক ছিলেন বিষেনচাঁদ বড়াল। গায়িকা হিসেবে শ্রীমতি মানিকমালা ও প্রফুল্লবালা দুজন গায়িকার নাম পাওয়া যায়। 'রাধাকৃষ্ণ' বা 'কলঙ্কভজন' নাম নিয়ে মুক্তি পেয়েছিল একটি ছবি। মীরাবাঈ, জয়দেব এবং শ্রী গৌরাঙ্গ এই তিন জনের চরিত্রকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছিল তিনটি ছবি এবং বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসকে উপজীব্য করে নির্মিত 'কপালকুণ্ডলা' চলচ্চিত্রে কপালকুণ্ডলা চরিত্রে উমাশশী এবং মতিবিবির ভূমিকায় নিভাননী অভিনয়ের সঙ্গে গান গেয়েছিলেন। গায়িকা-অভিনেত্রী মলিনা দেবী ও অন্য একটি চরিত্রে অভিনয়ের পাশাপাশি গান গেয়েছিলেন।

১৯৩৪ সালে হীরেন বসু পরিচালিত নিউ থিয়েটার্সের 'মহুয়া' চরিত্রে মলিনা দেবী অভিনয় করেন। ওই ছবিতে বেদের মেয়ের চরিত্রে অভিনয়ের পাশাপাশি মলিনা দেবীর গাওয়া 'দোলে অন্তর দোলা' গানটি সেসময় বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এই ছবির আরেকটি আলোচিত গান ছিল ফুল্লনলিনীর কণ্ঠে 'গীত মম যৌবন আজি জাগে' গানটি। ছবির সংগীত পরিচালক ছিলেন বিষেনচাঁদ বড়াল তবে পরিচালক

Dhaka University Institutional Repository

হীরেন বসু রচিত এবং সুরারোপিত গানও শোনা গিয়েছিল এই ছবিতে। বিষেনচাঁদের সংগীত পরিচালনায় 'সীতা' ছবির দুটি গানের প্রথমটি 'ধরার মেয়ে'- নৃপেন মজুমদারের সুরে গেয়েছিলেন প্রফুল্লবালা, দ্বিতীয়টি মঞ্চে কৃষ্ণচন্দ্র দে-র কণ্ঠের বিখ্যাত গান 'অন্ধকারের অন্তরের' গানটি গেয়েছিলেন মানিকমালা। গিরিশ ঘোষের 'বিল্বমঙ্গল' ছবিটিতেও মঞ্চের সুরেই গানগুলো রাখা হয়েছিল।[২০] চৈতন্যদেবের জীবনী অবলম্বনে রচিত 'শ্রী গৌরাঙ্গ' ছবির নাম ভূমিকায় অভিনয়ের সাথে বিনয় গোস্বামী শুনিয়েছিলেন উল্লেখযোগ্যসংখ্যক ভক্তিগীতি।[২১] নিউ থিয়েটার্স প্রযোজিত ভক্তসাধিকা 'মীরাবাঈয়ের' চরিত্র অবলম্বনে 'মীরাবাঈ'[২২] ছবির পরিচালক এবং সংগীত রচনাকার ছিলেন যথাক্রমে দেবকী বসু ও রাইচাঁদ বড়াল। মীরাবাঈয়ের ভূমিকায় চন্দ্রাবতী দেবী অভিনয় করেছিলেন। তাঁর কণ্ঠে 'প্রলুব্ধ আঁখি মম জীবন উদাস' বা মীরার ভজন 'নয়না লালচ আয়ে' ও 'হমকো চাকর রাখো জি' ছিল ঐ ছবির উল্লেখযোগ্য গান। মীরাবাঈয়ের প্রধান ভক্ত চাঁদভট্ট ও তার স্ত্রী সুনন্দার ভূমিকায় অভিনয় এবং গান গেয়েছিলেন পাহাড়ি সান্যাল ও মলিনা দেবী। পাহাড়ি সান্যালের গাওয়া 'আঁখিতে রহ গো নন্দদুলাল' এবং মলিনার 'জয় জাগ্রত ভগবান' খুবই সুখশ্রাব্য গান হিসেবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। চারণীর ভূমিকায় অভিনয়ের সূত্রে ইন্দুবালা গেয়েছিলেন– 'মধুচন্দ্রতলে' এবং 'মধুকামিনী' গান দুটি। গানে দক্ষতার জন্যই মূলত ইন্দুবালাকে সিনেমায় আনা হয়েছিল। ইন্দুবালার প্রথম ছবি 'যমুনা পুলিনে' তে রাধার ননদিনী কুটিলার ভূমিকায় তিনি অভিনয় করেছিলেন। এই ছবিতে আর এক নিপুণ গায়িকা আঙুরবালা অভিনয় করেছিলেন 'দূতী বৃন্দে' চরিত্রে।

১৯৩৩ সালেই কমলা ঝরিয়া কুশলী গায়িকা হিসেবে 'যমুনা পুলিনে' ছবিতে রাধা সখী বিশাখার চরিত্রে অভিনয় এবং সংগীত পরিবেশন করেন আর ললিতা চরিত্রে ছিলেন বীনাপাণি। 'বিল্বমঙ্গল', 'বাঙালী', 'তরুবালা', 'মন্ত্রশক্তি', 'স্বয়ংবরা', 'পাতালপুরী', 'সোনার সংসার' প্রভৃতি অনেক ছবিতেই কেন্দ্রীয় চরিত্রে না হলেও শুধু গান গাইবার জন্যই বৈষ্ণবী-ভিখারিনী-বাইজি বা নিতান্তই প্রতিবেশী হিসেবেও দেখি কমলা ঝরিয়াকে। প্রায় একইভাবে আঙুরবালা এসেছেন 'আবর্তন', 'নয়না', 'ইন্দিরা' বা 'ধ্রুব' ছবিতে। ইন্দুবালাকেও পাই 'ভিখারিনী' বা 'চাঁদ সদাগর' এর মতো সিনেমায়। এই একই ধরণের ভূমিকায় রাধারানী এবং হরিমতীর মতো পেশাদার গায়িকারাও অবতীর্ণ হয়েছেন রূপালি পর্দায়। ভারতলক্ষ্মীর 'বাঙালী' ছবিতে বাইজির ভূমিকায় অভিনয় করে গান গেয়েছিলেন মালকাজান।

মঞ্চের নাটক, মঞ্চের অভিনেতা–অভিনেত্রী সব মিলিয়ে থিয়েটারের আমোঘ প্রভাব দেখি আমরা সবাক ছবির প্রথম দশকে। থিয়েটার নির্ভরতা ক্রমশ হ্রাস পেলেও আজকের বাংলা ছবিও সেই সময়ের নাটুকেপনা থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে আসতে পারেনি। বাংলা গানের আধুনিক ধারার অন্যতম পথিকৃৎ

Dhaka University Institutional Repository

এবং কম্পোজার কাজী নজরুল ইসলামও তাঁর মেধা ও মনন নিযুক্ত করেছিলেন সিনেমার গানে এবং সিনেমা নির্মাণে। ১৯৩৪ সালে নববর্ষের দিনে ক্রাউন সিনেমার রূপালি পর্দায় দর্শক ধ্রুব চরিত্রে নারদের ভূমিকায় কাজী নজরুলকে গান গেয়ে অভিনয় করতে দেখেছিল।

> সেদিনের ছবিতে শুধু গান রাখবার জন্যই তৈরি হত বাউল–বৈষ্ণবী, বৈতালিক, ভিখারি, বাইজির চরিত্র। তবে সবচেয়ে বেশি চাহিদা ছিল 'নারদ' চরিত্রের। নারদ সুগায়ক অতএব তার কণ্ঠে অনায়াসে গান জোগানো যায়, উপরন্তু পৌরাণিক ছবিতে নারদ চরিত্র আমদানি করা চিত্রনাট্যকারের কাছে সহজ কাজ। ১৯৩৩ সাল থেকে চার–পাঁচ বছরের নারদ চরিত্রের উপস্থিতির একটি তালিকা করলে ব্যাপারটি বোঝা সহজ হবে। 'যমুনা পুলিনে' ছবিতে নারদ সেজেছিলেন ধীরেন দাস, 'রাধাকৃষ্ণ'-র নারদ ক্ষীরোদ মুখোপাধ্যায়, 'সাবিত্রী' ছবিতে ধীরেন দাস, 'দক্ষযজ্ঞ'র নারদ মৃণাল ঘোষ, 'প্রভাস মিলন' এবং 'কৃষ্ণ সুদামা' ছবিতেও নারদের ভূমিকায় মৃনাল ঘোষ, 'ধ্রুব' ছবিতে নারদ ছিলেন নজরুল ইসলাম। লক্ষণীয় যে, প্রত্যেক নারদ চরিত্রের অভিনেতাই সুগায়ক। পাইয়োনিয়ার ফিল্মসের ধ্রুব ছবির কাহিনি গিরিশচন্দ্র ঘোষের। ছবিটি যুগ্মভাবে পরিচালনা করেছিলেন নজরুল ইসলাম এবং সত্যেন্দ্রনাথ দে। সুর রচনার দায়িত্ব নেওয়ার পাশাপাশি নিজেও গান গেয়েছিলেন নজরুল এবং তাঁর গানের একজন বিশ্বস্ত পরিবেশক আঙুরবালাকে, ধ্রুবর মায়ের ভূমিকায় অভিনয়ের সূত্র ধরে গাইতে হয়েছিল। সেই সময়ের আরও তিনটি ছবির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন নজরুল। ১৯৩৭ সালে মুক্তি পাওয়া 'গ্রহের ফের' ছবির সুরকার নজরুল, অজয় ভট্টাচার্য ছিলেন গীত রচয়িতা। সংলাপ লিখেছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র, গান গেয়েছিলেন শীলা হালদার। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস 'গোরা' অবলম্বনে তৈরি সিনেমারও সংগীত পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন নজরুল। ১৯৩৯ সালে তৈরি নিউ থিয়েটার্স–এর 'সাপুড়ে' তো গানে গানে জমজমাট ছবি। একদিকে কানন দেবী অন্যদিকে পাহাড়ি সান্যাল, সেই সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্র দে গেয়েছিলেন সাপুড়ের গান। তবে সে ছবির কাহিনি এবং গীতরচনার দায়িত্ব পালন করেছিলেন নজরুল। সংগীত পরিচালক ছিলেন রাইচাঁদ বড়াল। বাংলা ছবির ক্ষেত্রে ছবি সবাক হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গানের জোগান দেওয়ার জন্য হীরেন বসু, রাইচাঁদ বড়াল, কৃষ্ণচন্দ্র দে, পঙ্কজ মল্লিক, অনাথ বসু প্রমুখ গায়ক সংগীত পরিচালক, সেই সঙ্গে কানন দেবী, উমাদেবী, পাহাড়ি সান্যাল, ইন্দুবালা, আঙুরবালা, কমলা ঝরিয়ার মতো গাইয়ে পাওয়া গিয়েছিল।[২৩]

প্রথম বাংলা গান শুনতে পাই আমরা 'জোরবরাত' ছবিতে।[২৪] এ ছবিতে কানন দেবীর গান দর্শক মুগ্ধ হয়ে শুনেছে। ১৯৩৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'শ্রী গৌরাঙ্গ' ছবিতে বিষ্ণুপ্রিয়ার চরিত্রে গান গেয়ে তিনি দর্শকদের আরো কাছাকাছি আসেন। ১৯৩৫ সালে মে মাসে মুক্তিপ্রাপ্ত 'মানময়ী গার্লস স্কুল' ছবির সাফল্য ও অনেকাংশেই নির্ভরশীল ছিল কানন দেবীর গান ও অভিনয়ের ওপর। এই ছবির পরিচালক ছিলেন জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুরকার ছিলেন– অনাথ বসু, মৃনাল ঘোষ এবং কুমার মিত্র। শর্তসাপেক্ষে স্বামী–স্ত্রীর অভিনয় করতে গিয়ে রাগ–অনুরাগের মধ্য দিয়ে অভিনয়ের অন্তরালে জন্ম নেয়া ভালোবাসার টানে সত্যিকারের দম্পতি হয়ে ওঠা–এমন গল্পে গানই নিয়েছিল প্রধান চালিকাশক্তির ভূমিকায়। ১৯৩৭ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'মুক্তি' ছবিটি ছিল বাংলা সিনেমায় প্রায়োগিক দিকের ক্ষেত্রে নতুন ধারার সংকেতবাহী, এই সিনেমার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবেও ছিল কানন দেবীর গান।

প্লে ব্যাক শুরু হওয়ার আগে বাংলা ছবিতে প্রমথেশ বড়ুয়ার আবির্ভাব পরবর্তী সিনেমার গানে এনেছিল বড়ো রকমের পালাবদল। ১৯৩২ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'বেঙ্গল ১৯৫৩' ছবিতে পরিচালক, প্রযোজক এবং নায়ক তিন ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেও চলচ্চিত্রটি তেমন সাড়া ফেলেনি। ১৯৩৩ সালে 'রূপলেখা'[৪৫] ছবির চিত্রনাট্য-পরিচালনা-নায়ক তিন ভূমিকায় প্রমথেশ বড়ুয়ার উপস্থিতি থাকলেও তাঁর সফলতার সূত্রপাত

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত নিউ থিয়েটার্সের 'দেবদাস' ছবির চিত্রনাট্যকার-নায়ক-পরিচালক হিসেবে। 'রূপলেখা' ছবির নায়িকা চরিত্রে ছিলেন উমাশশী এবং সুরকার হিসেবে ছিলেন রাইচাঁদ বড়াল। 'দেবদাস' পরবর্তী প্রমথেশ বড়ুয়ার মাইলফলক 'মুক্তি'। নিউ থিয়েটার্স প্রযোজিত এই চলচ্চিত্রের পরিচালক ছিলেন সিনেমার নায়ক প্রমথেশ বড়ুয়া স্বয়ং। এই ছবির নায়িকা চরিত্রে ছিলেন কানন দেবী এবং সংগীত পরিচালক ছিলেন পঙ্কজ মল্লিক। সিনেমায় রবীন্দ্র সংগীতের ব্যবহার এবং জনপ্রিয়তা অর্জনের ক্ষেত্রে 'মুক্তি' ছবিটি একটি মাইলফলকস্বরূপ।[৪০] ১৯৩৭ সালে ১৮ সেপ্টেম্বর মুক্তিপ্রাপ্ত 'মুক্তি' সিনেমার চারমাস পূর্বে অর্থাৎ ১২মে ১৯৩৭ মুক্তিপ্রাপ্ত 'রাঙা বৌ' চলচ্চিত্রে কৃষ্ণচন্দ্র দের সংগীত পরিচালনায় ছায়াদেবীর কণ্ঠে 'আমার সকল দুখের প্রদীপ' গানটি ব্যবহৃত হলেও তেমন জনপ্রিয় হয়নি। তাই 'মুক্তি' ছবিতে রবীন্দ্র সংগীতের প্রয়োগ এবং তার জনপ্রিয়তা পরবর্তীকালের সিনেমার গানের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। রবীন্দ্র সংগীত ছাড়াও সজনীকান্ত দাস এবং অজয় ভট্টাচার্যও 'মুক্তি' ছবির জন্য গান লিখেছিলেন। প্রমথেশ বড়ুয়া গান গাইতে পারতেন না বলে তিনি নায়ক চরিত্রে থাকলে সে ছবির নায়কের কণ্ঠে দর্শক গান পেতেন না। কাজেই 'মুক্তি' সিনেমায় কানন দেবীকেই নিতে হয়েছিল মুখ্য গায়িকার ভূমিকা। 'আজ সবার রঙে রঙ মেশাতে হবে', 'তার বিদায় বেলার মালাখানি, 'ওগো সুন্দর মনের গহনে' প্রতিটি গানই কানন দেবীর কণ্ঠে জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। অন্যদিকে পুরুষকণ্ঠ না থাকলে ছবিতে ভারসাম্য রক্ষিত হয় না এই ভেবে ঘন জঙ্গলে ঘেরা গারো পাহাড়ের কোলে সরাইখানার মালিকের চরিত্রে নেওয়া হয়েছিল পঙ্কজ মল্লিককে। অর্থাৎ গানের তাগিদেই অভিনেতা হিসেবে আমরা সংগীত পরিচালককে পাই। পঙ্কজ মল্লিকের কণ্ঠে 'আমি কান পেতে রই' এবং রবীন্দ্র রচনাকে সুরারোপ করে 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে' ব্যবহৃত হয় এই চলচ্চিত্রে।

১৯৩৮ সালে কানন দেবীর সাফল্যে আর একটি বড় পালক যুক্ত হয় 'বিদ্যাপতি' ছবির মধ্য দিয়ে। এই ছবিতে বিদ্যাপতি অনুরাগী অনুরাধা চরিত্রে অভিনয় করেছেন কানন দেবী। এই ছবিতে কানন দেবীর গাওয়া– 'অঙ্গনে আওব যব রসিয়া', 'সখি কে বলে পিরীতি ভাল', 'সজল নয়ন করি', 'যেতে নাহি দিব' প্রভৃতি গানগুলি সেসময়ের দর্শক শ্রোতার মনে গেঁথে গিয়েছিল দর্শক মনে। এই ছবিতে 'বিদ্যাপতি' চরিত্রে অভিনয় এবং গান করেছিলেন পাহাড়ি সান্যাল। ১৯৩০ সালে 'মীরাবাঈ' ছবিতে অভিনয়ের সঙ্গে 'আঁখিতে রহ গো নন্দদুলাল' যাত্রা শুরু করে পরবর্তীকালে 'ভাগ্যচক্র' ছবিতে 'কেন পরান হল বাঁধনহারা' এরপর 'অধিকার', 'মায়া', 'বিদ্যাপতি', 'বিজয়া', 'সাপুড়ে' প্রভৃতি ছবিতেও গায়ক হিসেবে সফলতার পরিচয় দিয়েছেন। ১৯৩৮ সালের আরেকটি সাড়া জাগানো গানবহুল সিনেমা 'সাথী'। এই ছবিতেও গায়িকা ও অভিনেত্রী উভয় ক্ষেত্রেই সফলতা অর্জন করেছেন কানন দেবী। এই ছবির

Dhaka University Institutional Repository

গানগুলোর মধ্য দিয়েই সিনেমার গানের রাজকুমার হয়ে ওঠেছিলেন ভারতীয় চলচ্চিত্রের আরেক কিংবদন্তী কে এল সায়গল। কানন দেবী আর সায়গলই প্লে ব্যাক বা সিনেমার গানের প্রথম সুপারস্টার জুটি।

> মাতৃপিতৃহীন ভবঘুরে ভুলুয়া এবং অনাথ আশ্রম থেকে বিতাড়িত মঞ্জু ঘটনাচক্রে হয়ে ওঠে পরস্পরের 'সাথী'। পথে পথে গান গেয়ে পয়সা রোজগার করে, ভুলুয়া কোনোরকমে মাথা গোঁজার ঠাঁই জুটিয়ে দিন কাটায়; আর স্বপ্ন দেখে কলকাতার থিয়েটার কোম্পানিতে গাইয়ে হিসেবে কাজ এবং সম্মান অর্জনের। মঞ্জু গান শেখে ভুলুয়ার কাছে। এভাবেই দুজনের কৈশোর পেরিয়ে যৌবন আসে এবং শেষ পর্যন্ত সেই আরাধ্য কেন্দ্রে পৌঁছেও যায় দুজনে। কিন্তু থিয়েটার কোম্পানির পছন্দ হয় শুধু মঞ্জুকে। মঞ্জু অল্পদিনেই খ্যাতি সচ্ছলতা পেয়ে যায় এবং থিয়েটারে তার অনুগ্রাহীদের সূত্রে ভুলুয়ার সঙ্গে হয় ভুল বুঝাবুঝি। এরপরেই বিচ্ছেদ। নানা বাধা পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত গানের সূত্রেই আবার দুজনের যোগাযোগ ঘটে এবং মঞ্জু সব ছেড়ে, সাথি ভুলুয়ার পাশেই এসে দাঁড়ায়। এমন কাহিনিনির্ভর সিনেমা 'সাথী' ১৯৩৮-এর ৩ ডিসেম্বর চিত্রা এবং নিউ সিনেমায় মুক্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রীতিমতো আলোড়ন তুলেছিল এবং তার প্রধান কারণ– ভুলুয়া আর মঞ্জুর ভূমিকায় যথাক্রমে কে এল সায়গল ও কানন দেবীর অভিনয় কিংবা আরও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি হল এই দুজন সিংগিং স্টারের সুপারহিট গান।
> 'সাথী' ছবিতেই সায়গলের গাওয়া 'বাবুল মোরা নৈহার ছুটহি যায়' চূড়ান্ত জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। এই গানেরই বাংলা ভার্সন গেয়েছিলেন কানন দেবী– 'ওরে বাবুল আমার ঘর বুঝি আজিকে ছুটে যায়।' নিজের ওরিজিন্যাল গানের এই বিকৃতি ছবির নায়ককে ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল। আবার রেডিয়োতে নায়কের গাওয়া 'এ গান তোমার শেষ করে দাও, নতুন সুরে বাঁধো বীণাখানি'–গানটি শুনেই ছবির নায়িকা উতলা হয়েছিল নতুন করে। কানন দেবীর গাওয়া– 'সোনার হরিণ আয়রে আয়', 'তোমারে হারাতে পারি না যে প্রিয়', 'রাখাল রাজারে'– গানগুলির মহিমায় 'সাথী', গানবহুল সিনেমার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সুপারহিট এইসব গান লিখেছিলেন অজয় ভট্টাচার্য এবং সংগীত পরিচালক ছিলেন সেকালের অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাইচাঁদ বড়াল।[২৬]

অনেক চলচ্চিত্রেই যে গানই বাণিজ্যিক সাফল্যের তুরুপের তাস হয়ে উঠেছিল তার একটি অনন্য উদাহরণ ১৯৩৫ সালের প্রমথেশ বড়ুয়া পরিচালিত 'দেবদাস' ছবিটি। এই চলচ্চিত্রে সায়গলের কোন চরিত্র না থাকলেও চন্দ্রমুখীর কোঠায় যেসব রসপিয়াসীর আনাগোনা, তাদের দলে সায়গলকে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছিল। গান শুনিয়ে তিনি পর্দায় উপস্থিত চরিত্র এবং প্রেক্ষাগৃহে পর্দায় চোখ রাখা দর্শক–শ্রোতা উভয়পক্ষকেই মোহিত করেছিলেন। 'কাহারে জড়াতে চায় এ দুটি বাহুলতা'এবং 'গোলাপ হয়ে উঠুক ফুটে' 'দেবদাস' ছবির এই গান দুটি সায়গলের শিল্পীজীবনের এক বড় মাইলফলক। বাংলা ভাষায় নির্মিত 'দেবদাস' সিনেমার সংগীত পরিচালক ছিলেন রাইচাঁদ বড়াল। 'দেবদাস' ছবিতে সায়গলের ঠুংরি অঙ্গের গান শুনে কিরানা ঘরানার সম্রাট আবদুল করিম খান মোহিত হয়ে সায়গলকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। খেয়াল ঠুংরি চালের গান, গজলের আঙ্গিক সিনেমার গানে তিনি নিপুণভাবে ব্যবহার করে ছিলেন।

'দেবদাস' সিনেমার পর সায়গলের কণ্ঠে 'দিদি' ছবিতে প্রেমের পূজায় এই তো লভিলি ফল', 'স্বপন দেখি প্রবাল দ্বীপে', 'প্রেম নহে মোর মৃদু ফুলহার', 'রাজার কুমার পঙ্খিরাজে' এই গানগুলো প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম দিকের সিনেমায় সায়গলের অভিনয়ের মান ভালো না হলেও গান গাওয়ানোর জন্যই তাঁকে অভিনয়ে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রাখা হতো এবং সহজে তাঁর গান গাইবার মতো পটভূমিও তৈরি করা হতো। গান শেখানো বা গান গাওয়া ব্যাপারটা সায়গল অভিনীত বেশিরভাগ ছবির কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে থাকত।

এধরনেরই আর একটি গীতবহুল সুপারহিট ছবি নিউ থিয়েটার্সের 'পরিচয়'।[২৭] নীতিন বসুর নির্দেশনায় এই ছবির সংগীত পরিচালক ছিলেন রাইচাঁদ বড়াল। এই ছবিতে সংগীতশিক্ষক কবি অনন্ত রায়ের ভূমিকায় ছিলেন কে এল সায়গল, আর ছাত্রী 'সতীর' ভূমিকায় কানন দেবী। এই ছবিতেও নায়িকা গুণী শিল্পীর মর্যাদা পেলেও নায়ক অবহেলিত হয়েই থাকেন। শেষ পর্যন্ত দুজনের সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা হলেও নায়িকা যেহেতু ততদিনে পরস্ত্রী তাই দুজনের মিলন সম্ভব হয় না। কিন্তু নায়ক নায়িকার মিলন না হলেও দর্শক তাদের গানে পায় মুগ্ধতা। সায়গলের কণ্ঠে 'যখন রব না আমি', কানন দেবীর কণ্ঠে 'আমার বেলা যে যায়', 'আমার হৃদয় তোমার আপন হাতের' গানগুলি ছবিটির জনপ্রিয়তায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

নিউ থিয়েটার্সের আরেক উল্লেখযোগ্য ছবি 'জীবন মরণ' ছবিতেও আমরা সায়গলকে পাই রেডিয়োর গায়ক হিসেবে। নায়িকা 'গীতা'র ভূমিকায় ছিলেন লীলা দেশাই। নায়িকার মায়ের চরিত্রে ছিলেন নিভাননী। এই চরিত্রটি ছিল নায়ক–নায়িকার বিয়ের বিরুদ্ধে। রেডিয়োতে গাওয়া সায়গলের গান ছবির এবং পাত্র–পাত্রীদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি দর্শককেও মুগ্ধ করেছে। 'জীবন মরণ' ছবিতে সায়গলের গাওয়া 'এই পেয়েছি অনল জ্বালা', 'শুনি ডাকে মোরে ডাকে', 'পাখি আজ কোন কথা কয়' গানগুলি প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এই ছবিতে সায়গলের গাওয়া 'আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলেম গান' এবং 'তোমার বীণায় গান ছিল' এ দুটি গানে উচ্চারণ এবং পরিবেশনার সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও সায়গলের আন্তরিক ভঙ্গির জন্য স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের প্রশংসা করেছিলেন।

নিউ থিয়েটার্সের 'দেশের মাটি' ছবিতেও নায়কের ভূমিকায় সায়গল মাটিতে আনন্দে চাষ করার ব্রত নিয়ে গেয়েছিলেন কয়েকটি সাড়া জাগানো গান। এর মধ্যে পঙ্কজ মল্লিকের সুরে অজয় ভট্টাচার্যের লেখা 'বাঁধিনু মিছে ঘর' এবং 'ছায়াঘেরা ওই পল্লী ডাকিছে' বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

টকির শুরু থেকে সায়গলের যুগ, গায়িকা–নায়িকা হিসেবে কানন দেবী হয়ে উঠেছিলেন অনবদ্য। বাংলা ছবির গানে তিরিশ ও চল্লিশের দশকে আর কোন মহিলা শিল্পী তাঁর উচ্চতার কাছাকাছি পৌঁছোতে পারেননি। 'মুক্তি' এবং 'বিদ্যাপতি' গানেই দর্শক শ্রোতার হৃদয়ে স্থায়ী আসন পেলেও 'সাথী' ছবির গানগুলি তাঁকে নিয়ে যায় জনপ্রিয়তার শিখরে। এরপর তিনি শুধু সাফল্যের সিঁড়িকে আরো উঁচুতে নিয়ে গিয়েছেন। ছবি জনপ্রিয় না হলেও শুধু গায়কীর জন্য তাঁর অনেক গান জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে–যেমন

Dhaka University Institutional Repository

‘অভিনেত্রী’ ছবির ‘প্রিয় তোমার তুলনা নাই’, ‘যে কাঁদনে হায় কেঁদেছিল রাধা’, ‘বাঁকালেখা’ ছবির ‘নীল পাহাড়ের ওধারে’, ‘শুধাই আমার ভাগ্যরাতের তারাকে’, ‘অনির্বান’ ছবির ‘তোমায় সাজাব যতনে’ প্রমুখ গানগুলো।

তিরিশ বা চল্লিশের দশকের গোড়ার দিকে মূলত অভিজাত শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ রবীন্দ্র সংগীতকে সর্ব সাধারণ শ্রেণির শ্রোতাদের কাছে প্রচার এবং জনপ্রিয় করার ও সিনেমায় রবীন্দ্র সংগীতের সার্থক ব্যবহারে পঙ্কজ মল্লিক এবং কানন দেবীর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে।[২৮]‘মুক্তি’ ছবিতে রবীন্দ্র সংগীতের অনবদ্য ব্যবহার ছাড়াও ‘পরাজয়’ ছবির ‘প্রাণ চায় চক্ষু না চায়’, ‘পরিচয়’ ছবিতে ‘আমার বেলা যে যায়’ ও ‘আমার হৃদয় তোমার আপন হাতের দোলে’, ‘অনির্বাণ’ ছবিতে ‘সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে’, ‘অনন্যা’ ছবিতে ‘এই লভিনু সঙ্গ তব’ কানন দেবীর কণ্ঠে এমন অনেক রবীন্দ্র সংগীতই সাধারণ শ্রোতাদের কাছে রবীন্দ্র সংগীতকে পরিচিত করেছে। এছাড়া ‘যোগাযোগ’ ছবিতে ‘হারা মরু নদী’, ‘শেষ উত্তর’ ছবির ‘যদি আপনার মনের মাধুরী মিশায়ে’, ‘আমি বনফুল গো’ কানন দেবীর শিল্পীজীবনের গুরুত্বপূর্ণ গান হিসেবে স্বীকৃত এবং এ গানগুলোর চাহিদা এখনোও শ্রোতাদের কাছে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ধরে রেখেছে।

সিনেমায় গান গাইতে বা প্লে ব্যাক করতে গিয়ে কানন দেবী কাউকে আইডল হিসেবে না পেলেও ট্রেনারদের সাহচর্যে নিজস্ব স্টাইল গড়ে তুলেছিলেন। দীর্ঘকাল ধরে তিনি সংগীত রসিক, বোদ্ধা, সাধারণ শ্রোতা দর্শকদের তৃপ্ত করে সিনেমার গানে নিজেকে তৈরি করেছেন একজন অন্যতম ‘কিংবদন্তি’ হিসেবে। তাঁর সাফল্যের পেছনে এ প্রসঙ্গে তিনি নিউ থিয়েটার্সকে বলেছেন ‘জহরিদের হাতে শিল্পী নির্মাণের কর্মশালা’। তিনি কম্পোজারদের কাছ থেকে কীভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছেন, এ প্রসঙ্গে বলেছেন–

> অত্যন্ত ক্ষমতাবান সব সংগীত পরিচালক ছিলেন আমাদের মাথার ওপর। তাঁরা এমনভাবে শেখাতেন যাতে গাইবার সামর্থ্য বেড়ে যেত। রাইচাঁদ বড়াল, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, কমল দাশগুপ্ত সবাই দারুণ। এদেঁর কাছেইতো গান গাইতে শেখা। তবে পঙ্কজ মল্লিক ছিলেন অতুলনীয়–ভীষণ গোছানো, গানের ফিলিং, সেন্টিমেন্ট সব কী সুন্দর বুঝিয়ে দিতেন। এমন করে সুর তোলাতেন, যেন বুকের ভিতর এমব্রয়ডারি হয়ে যেত। ম্যাডানে যখন প্রথম রেকর্ডিংয়ের যন্ত্র এল, বুক কেঁপে উঠেছিল। কথা বলা যদি পছন্দ না হয় পরিচালকের, তার ওপর গান গাইতে হবে। পরিচালক এবং সংগীত পরিচালকদের সহায়তায় সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া গিয়েছে।[২৯]

বাংলা ছবির গানের শৈশব–কৈশোর যুগকে ‘রাইচাঁদ–পঙ্কজ’ যুগ হিসেবেও চিহ্নিত করা যায়। ভারতীয় সিনেমার গানের প্রথম স্থপতি বউবাজারের জমিদার বাড়ির সন্তান–কিংবদন্তী গায়ক লালচাঁদ বড়ালের পুত্র রাইচাঁদ রামপুর-সহস্বান ঘরানার মুস্তাক হুসেন খান এবং ধ্রুপদি বিশ্বনাথ রাওয়ের কাছে তালিম নিয়ে কণ্ঠ সংগীতে যথেষ্ট পরিণত হয়েও কখনো আসরে গান পরিবেশন করেননি, তবে ফারুখাবাদ ঘরানার

Dhaka University Institutional Repository

দিক্‌পাল মসিদ খানের তবলার শিষ্য রাইচাঁদ রাগ সংগীতের মাইফেলের অভিজাত শিল্পী ছিলেন। পশ্চিমী সংগীতের প্রতি আগ্রহ থেকে জার্মান শিল্পীর কাছে নিয়ম করে পিয়ানোও শিখেছেন তিনি। ওস্তাদ হাফিজ আলি খানের সঙ্গে রাইচাঁদের তবলা সে সময়ের সংগীত বোদ্ধাদের কাছে খুবই আকর্ষণীয় ছিল। এর পাশাপাশি কলকাতা রেডিয়োর যাত্রাপথের শুরুর সময়ে সংগীত বিভাগের অন্যতম চালিকা শক্তিও হয়ে উঠেছিলেন রাইচাঁদ। এই দুয়ের পাশাপাশি সিনেমা সংগীতেও আমরা তাঁর অনবদ্য ভূমিকার দেখা পাই। যে দিন থেকে বাংলা সিনেমার মুখে কথা ফুটতে শুরু করেছে তার আগে থেকেই রাইচাঁদ এবং সিনেমা সংগীত দুয়ে একত্রে গাঁটছড়া বেঁধেছে। প্রথম সবাক বাংলা ছবি 'জামাইষষ্ঠী' মুক্তির বাইশ দিন আগে 'চিত্রা' সিনেমায় মুক্তিপ্রাপ্ত চারু রায় পরিচালিত এগারো রিলের নির্বাক ছবি 'চোরকাঁটা' প্রদর্শনকালেও প্রেক্ষাগৃহে বসে সংগীত পরিবেশন করেছিলেন বাংলা সিনেমার গানের দুই দিকপাল রাইচাঁদ বড়াল আর পঙ্কজ মল্লিক।

১৯৩১ সালে সবাক চলচ্চিত্রের একেবারে প্রথম বছরেই নিউ থিয়েটার্স প্রযোজিত প্রেমাঙ্কুর আতর্থী পরিচালিত সামাজিক কাহিনি নির্ভর ছবি 'দেনা পাওনা' ছবির সংগীত পরিচালক ছিলেন রাইচাঁদ বড়াল। টকির দ্বিতীয় বছরে মুক্তিপ্রাপ্ত ৯টি ছবির ৪টি ছবিরই সংগীত পরিচালক ছিলেন রাইচাঁদ বড়াল।[৩০] বাকি ৫টি ছবির ৪টি ছবিরই সংগীত পরিচালকের ক্রেডিট দেয়া হয়নি। পঞ্চম ছবিটি ছিল রবীন্দ্রনৃত্যনাট্য আশ্রিত 'নটীর পূজা' যার সংগীতাংশের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রাইচাঁদ বড়ালের সংগীত পরিচালনায় 'চণ্ডীদাস' ছবিটি বাংলা সিনেমার ক্ষেত্রে মাইলফলক স্বরূপ। এই ছবিতে কৃষ্ণচন্দ্র দের গাওয়া 'ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা বঁধু' এবং 'ফিরে চল আপন ঘরে' গানগুলি বাংলা সিনেমায় গানের চাহিদা এবং জনপ্রিয়তার স্বরূপ চিনিয়ে দিয়েছিল। এ ছবিতেই সর্বপ্রথম আবহ সংগীত এবং পুরোদস্তুর অর্কেস্ট্রার ব্যবহার হয়েছিল।[৩১] এরপর থেকে পরবর্তীকালে নিউ থিয়েটার্স যেমন হয়ে উঠেছিল বাংলা ছবি নির্মাণের ক্ষেত্রে দৃষ্টান্তমূলক সংস্থা তেমনি রাইচাঁদ বড়ালও হয়েই উঠেছিলেন সিনেমার সংগীত পরিচালকদের পথিকৃৎ।

> সিনেমা সংগীতে রাইচাঁদ বড়ালের পরবর্তী তাৎপর্যবাহী বছর ১৯৩৫। সে বছর প্রমথেশ বড়ুয়ার 'দেবদাস' ছবিতে 'গোলাপ হয়ে উঠুক ফুটে' এবং 'কাহারে জড়াতে চায় এ দুটি বাহুলতা' এই দুটি গান কণ্ঠে নিয়ে পর্দায় আবির্ভাব ঘটেছিল পরবর্তী কালের প্লে ব্যাকের রাজকুমার কুন্দনলাল সায়গলের। সায়গলের কণ্ঠকে নানা ব্যঞ্জনায় কাজে লাগিয়েছেন রাইচাঁদ বড়াল। 'দিদি' ছবির 'প্রেমের পূজায় এই তো লভিলি ফল', 'প্রেম নহে মোর মৃদু ফলহার', 'স্বপ্ন দেখি প্রবালদ্বীপে', 'সাথী' ছবির 'এ গান তোমার শেষ করে দাও', 'বাবুল মোরা' রাইচাঁদ-সায়গল যুগলের অমর গীতির কয়েকটি দৃষ্টান্ত। সায়গলের বিপরীতেই কানন দেবীর অবস্থান। নিউ থিয়েটার্সকে যিনি শিল্পী তৈরীর কারখানা মনে করতেন এবং রাইচাঁদ বড়ালের ট্রেনিংয়ে গান গাওয়া যাঁর কাছে ছিল সৌভাগ্য। 'বিদ্যাপতি' ছবির 'অঙ্গনে আওব যব রসিয়া', 'সখি কে বলে পীরিত ভাল', 'সজল নয়ান করি', 'সাথী' ছবির 'সোনার হরিণ, আয়রে আয়', 'তোমারে হারাতে পারি না যে প্রিয়', 'রাখাল রাজারে', 'সাপুড়ে' ছবির 'কথা কইবে না বউ', 'অভিনেত্রী' ছবির 'যে কাঁদনে হায় কেঁদেছিল রাধা', 'প্রিয় তোমার তুলনা নাই', 'পরাজয়' ছবির 'সে নিল বিদায়', 'বারে বারে পেয়েছি যে তারে'–রাইচাঁদ বড়ালের সংগীত পরিচালনায় কানন

Dhaka University Institutional Repository

> দেবীর কণ্ঠে এমন উল্লেখযোগ্য চিত্রগীতির তালিকা দীর্ঘ। ‘মীরাবাই’, ‘দেবদাস’, ‘মায়া’, ‘সাপুড়ে’, ‘দিদি’, ‘পরিচয়’, ‘উদয়ের পথে’, এমন অনেক ছবিতেই সংগীত পরিচালনায় রাইচাঁদের প্রতিভার স্বাক্ষর বিছানো।[৩২]

ত্রিশ এবং চল্লিশের দশকে সিনেমা সংগীতের মানচিত্রে প্রায় অভিভাবকের স্থান ছিল রাইচাঁদ বড়ালের। মায়ের মতো করে তিনি গড়ে তুলেছেন সদ্যোজাত সিনেমা সংগীতকে। জন্মগত প্রতিভা, যথার্থ শিক্ষা,পরিবেশ থেকে পাওয়া অভিজাত বোধ রাইচাঁদকে এক্ষেত্রে পথিকৃৎ করে তুলেছে। সে সময়ের জনপ্রিয় গান সম্পর্কে তাঁর মত ছিল–

> গিল্টির গয়না যতই চকচক করুক তা সোনা নয়, তাই স্বল্পস্থায়ী তার জৌলুস, চটক থাকলেও গভীরতা নেই, যথার্থ মূল্য দিয়ে না করলে কোনো কাজই মহিমা পায় না।[৩৩]

এ কথা থেকেই তাঁর শিক্ষা–রুচি এবং জীবনবোধ সম্পর্কে আমাদের সম্যক ধারণা জন্মায়। তাঁর জীবনের অফুরান প্রেরণার উৎস হিসেবে তিনি বারবার রবীন্দ্রনাথ এবং চার্লি চ্যাপলিনের কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথকে রাইচাঁদ দেখেছেন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের আদর্শ হিসেবে। সংগীত রচয়িতা হিসেবে রাইচাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষণীয়।[৩৪] সিনেমায় রবীন্দ্রসংগীত ব্যবহারে তাঁর অগ্রণী ভূমিকা দেখা যায়। ‘উদয়ের পথে’ ছবিতে ‘তোমার বাঁধন খুলতে লাগে বেদন কি যে’ গানটিতে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব এতটাই প্রকট ছিল যে, বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ কবির কোন অপ্রকাশিত রচনা কি না তা নিয়ে বেশ ধাঁধাঁয় পরে গিয়েছিল।[৩৫]

সুর রচনায় রাবীন্দ্রিক প্রভাবের পাশাপাশি যেমন রাগ সংগীতের কুশলী প্রয়োগ ঘটিয়েছেন রাইচাঁদ তেমনি পশ্চিমি আবহের দক্ষ প্রয়োগের সাথে দেশজ সুর বিশেষত কীর্তনের অসাধারণ প্রয়োগের দৃষ্টান্ত পাই আমরা তাঁর কম্পোজিশনে। যেমন– ‘চণ্ডীদাস’ ছবির সুর রচনায় তিনি কীর্তন সম্রাট রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্রের কাছ থেকে কীর্তনের নানা আঙ্গিক সংগ্রহ করে নিজের মতো করে কম্পোজিশন তৈরি করেছিলেন। তাতে প্রামাণ্য কীর্তনের রূপের দেখা না পাওয়া গেলেও ভক্তিরসাশ্রিত গানের এক নতুন ধারার আবির্ভাব ঘটেছিল। ‘বিদ্যাপতি’ ছবির সংগীত রচনাতেও তিনি দক্ষতার সাথে কীর্তনাঙ্গের গানের আভা ছড়িয়েছেন।

সিনেমার গানের সেই প্রাথমিক যুগেও রাইচাঁদের ভাবনাচিন্তা এবং কর্মপ্রণালী ছিল তাঁর সময়কাল থেকে অনেক অগ্রসর। প্রাচ্য–পাশ্চাত্য সংগীতের ক্রিয়াগত বৈশিষ্ট্যের মেলবন্ধনের পাশাপাশি মাইক্রোফোনের ব্যবহার থেকে শিল্পীদের ভয়েস ট্রেনিং পর্যন্ত খুঁটিনাঁটি সকল বিষয়ই গুরুত্ব পেত তাঁর ভাবনায়। এই সবকিছু মিলিয়েই তিনি সিনেমার গানে পথিকৃৎ ব্যক্তিত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পেরেছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

‘গৃহদাহ’, ‘দেবদাস’, ‘মায়া’, ‘দিদি’ প্রমুখ ছবিতে রাইচাঁদ বড়ালের সহযোগী সুরকার হিসেবে পঙ্কজ মল্লিক থাকলেও ১৯৩৭ সালের সাড়াজাগানো ‘মুক্তি’ সিনেমাতেই পঙ্কজ মল্লিক প্রথম এককভাবে সংগীত পরিচালনা করেন। শুরুতেই তিনি সিনেমার গানে প্রথম সাফল্যের সাথে রবীন্দ্র সংগীতের প্রয়োগ করে রবীন্দ্র সংগীতের প্রায়োগিক কৃতিত্বে পথিকৃতের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। সজনীকান্ত দাস, অজয় ভট্টাচার্যের গানের মতো রবীন্দ্রনাথের রচনাতেও সুরপ্রয়োগ করেছিলেন তিনি। সেই গানটি হলো– ‘দিনের শেষে ঘুমের দেশে’। এই গানটি আজও তার জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ন রেখেছে। ‘মুক্তি’ সিনেমায় ‘দিনের শেষে’ গানটি গাইবার জন্য পঙ্কজ মল্লিককে অভিনয়ও করতে হয়েছে। গভীর জঙ্গলে ঘেরা গারো পাহাড়ের কোলে তুলোর কুলিদের যাওয়া আসায় মুখর এক সরাইখানার মালিকের কণ্ঠে এই রবীন্দ্র সংগীতটি প্রয়োগের যৌক্তিকতা নিয়ে দর্শক মোটেই মাথা ঘামায়নি সে সময়। গান শুনেই তারা পরিতৃপ্ত হয়েছে। এ ছবিতে পঙ্কজ মল্লিক ৪টি রবীন্দ্র সংগীত ব্যবহার করেছিলেন। সেই জনপ্রিয়তার সূত্র ধরেই সিনেমায় রবীন্দ্র সংগীতের প্রয়োগ আজও অব্যাহত রয়েছে। নিজস্ব সুর এবং রবীন্দ্র সংগীতের সমান্তরাল ব্যবহার তাঁর ছবিতে যথেষ্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। সংগীত পরিচালনা, গান গাওয়ার পাশাপাশি তিনি অভিনয়ও করেছেন বেশ কিছু ছবিতে। যেমন– ‘দেশের মাটি’, ছবিতে তিনি অভিনয় করেছিলেন এক উকিলের পার্শ্বচরিত্রে। ফলে উকিলের কণ্ঠেই দর্শক শুনেছিল ‘শেষ হল তোর অভিযান’ গানটি। এই ছবিতেই মাটির কাছাকাছি পৌঁছে নায়ক চরিত্রে সায়গল এবং নায়িকার বাবার ভূমিকায় কৃষ্ণচন্দ্র দে গান গেয়েছিলেন পঙ্কজ মল্লিকের সুরে।‘জীবন মরণ’ ছবিটিও পঙ্কজ মল্লিকের সুরে সায়গলের গানে মুখর ছিল। এই ছবিতে অজয় ভট্টাচার্যের লেখা ‘পাখি আজ কোন কথা কয়’, এই পেয়েছি অনল জ্বালা’ গানের পাশাপাশি চণ্ডীদাসের পদাবলী এবং রবীন্দ্রনাথের ‘তোমার বীণায় গান ছিল’ গানের সমাবেশ ছিল।

‘অধিকার’ ছবিতেও পঙ্কজ মল্লিক ‘বেহারী’ পার্শ্বচরিত্রের ভূমিকায় তিমিরবরণের সুরে ‘দুঃখে যাদের জীবন গড়া’ এবং ‘মরণেরে মুখে রেখে’ বিখ্যাত গান দুটি গেয়েছেন।

‘বড়দিদি’ ছবিরও সুরকার ছিলেন পঙ্কজ মল্লিক। নায়ক নায়িকার কণ্ঠে গান ছাড়াও মাঝি-ভিখারি-গাড়োয়ানদের কণ্ঠেও গানের জোগান দিতে হয়েছিল তাঁকে এই সিনেমায়।

১৯৪০ সালে অ্যাসোসিয়েটেড প্রোডাকশনসের ‘আলোছায়া’ ছবিতে নায়কের ভূমিকায় কৃষ্ণচন্দ্রের সুরে গান গেয়েছেন পঙ্কজ মল্লিক। এই ছবিতে নায়িকা মলিনা এবং নায়িকার বৈষ্ণব ঠাকুরদার চরিত্রে কৃষ্ণচন্দ্রের পেশাই গান গেয়ে বেড়ানো। সেই সূত্র ধরে এই দুই চরিত্রে প্রচুর গান শুনতে পাওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪০ সালেই মুক্তপ্রাপ্ত নিউ থিয়েটার্সের 'ডাক্তার' সিনেমায় মেডিকেল পাশ করা ডাক্তারের ভূমিকায় নায়ক হিসেবে পঙ্কজ মল্লিক আদর্শবাদী চরিত্রে অভিনয়ের সঙ্গে গেয়েছেন– 'চৈত্রদিনের ঝরা পাতার পথে','কী পাইনি তারি হিসাব মিলাতে', 'ওরে চঞ্চল' প্রভৃতি রবীন্দ্র সংগীত।

সংগীত পরিচালকের ভূমিকায় পঙ্কজ মল্লিক ধারাবাহিক ভাবে সক্রিয় থেকে নিজস্ব স্টাইল তৈরি করেছিলেন। সামগ্রিকভাবে সংগীতের সুপরিকল্পিত প্রয়োগ ঘটিয়েছেন তিনি।

ছবি সবাক হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ১৯৩২ সালে নিউ থিয়েটার্সের দ্বিতীয় ছবি 'চণ্ডীদাস' এ শ্রীদামের ভূমিকায় কৃষ্ণচন্দ্র দে প্রথম অভিনয় এবং গান করেন। প্রথম ছবিতেই গান গেয়ে তিনি শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছেন। শ্রোতারা ভালবেসে তাঁকে ডাকতেন 'কানাকেষ্ট'। 'সাবিত্রী' ছবিতেও সত্যবানের বাবার ভূমিকায় গায়ক-অভিনেতা কৃষ্ণচন্দ্র দে-কে আমরা পাই। প্লে ব্যাকের প্রথম ছবি 'ভাগ্যচক্রে' তিনি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দক্ষ অভিনয়ের পাশাপাশি গান গেয়েছিলেন। অসংখ্য ছবিতে কৃষ্ণচন্দ্র দে মূলত গান গাইবার জন্যই অভিনয় করেছেন। বিবেকের ভূমিকায় গান গেয়ে ছবির পালাবদলে তিনি সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন। গায়ক এবং অভিনেতার পাশাপাশি সংগীত পরিচালনায়ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন তিনি। ১৯৩০ সালে পপুলার পিকচার্সের সতু সেন পরিচালিত 'মন্ত্রশক্তি' ছবিতে শৈলেন রায়ের লেখা গান নিজের সুরে গেয়েছিলেন তিনি। তার পরিচালনায় হরিমতি, কমলা ঝরিয়া, বলাই ভট্টাচার্য, শান্তি গুপ্তা প্রমুখ শিল্পী গান গেয়েছিলেন। হরিমতি গানের জন্য অভিনয় করেছিলেন কীর্তনওয়ালির চরিত্রে, কমলা ঝরিয়া বাইজি এবং বলাই ভট্টাচার্য করেছিলেন বৈরাগী চরিত্র আর শান্তি গুপ্তা ছিলেন নায়িকা চরিত্রে। ১৯৩৫ সালেই তিনি গিরীশ ঘোষের মঞ্চপ্রিয় নাটক 'প্রফুল্ল'-এর চিত্ররূপে সুর করেছিলেন। ১৯৩৫ সালেই কৃষ্ণচন্দ্র দে-র সংগীত পরিচালনায় 'বিদ্রোহী' নামে আরেকটি ছবি মুক্তি পেয়েছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানির এই ছবিতে কৃষ্ণচন্দ্রের সহযোগী সুরকার ছিলেন বাংলা গানের অপর দিকপাল সুরকার সুরসাগর হিমাংশু দত্ত। ইন্দ্রবালা খুবই গৌণ চরিত্রে অভিনয় করেও গান গেয়েছিলেন। এই ছবিতেই শুধু গায়কই নয় অভিনেতা হিসেবেও আত্মপ্রকাশ ঘটে শচীন দেববর্মন ও অনুপম ঘটক এই দুই দিকপালের। ১৯৩৫-এই হেমেন্দ্র কুমার রায়ের 'বিদ্যাসুন্দর' ছবির সুরকার হিসেবেও আমরা পাই কৃষ্ণচন্দ্র দে'কে। ভক্তি সংগীত বিশেষত কীর্তনাঙ্গের গানে যেমন তাঁর অবিসংবাদী দক্ষতা ছিল তেমনি রাগ সংগীতেও তিনি ছিলেন সাবলীল, সুরেলা কণ্ঠের অধিকারী।

> সিনেমার প্রয়োজন ব্যাপারটাকে তেমন গুরুত্ব না দিয়ে, সিনেমা গানপ্রেমী দর্শক–শ্রোতাকে খুশি রাখবার দায়িত্ব পালনে উদ্যোগী চিত্র নির্মাতারা গুণী গীতরচয়িতা, সুরস্রষ্টা, গায়ক–গায়িকাদের নিয়ে ভরিয়ে তুলেছিলেন টকির ছেলেবেলা রাইচাঁদ-পঙ্কজ, কৃষ্ণচন্দ্র ত্রয়ীর পাশাপাশি হীরেন বসু, তুলসী লাহিড়ি, বিষেনচাঁদ বড়াল, নিতাই মতিলাল, অনাথনাথ বসু, রঞ্জিত রায়, কাজী নজরুল, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, তিমিরবরণ, হিমাংশু দত্ত, বাণীকুমার, অজয় ভট্টাচার্য, কানন দেবী, সায়গল, পাহাড়ি সান্যাল, আঙুরবালা, ইন্দুবালা, কমলা ঝরিয়া,

Dhaka University Institutional Repository

> উমাশশী, শৈল দেবী, মলিনা দেবী, হরিমতী, রাধা রাণী প্রমুখের সক্রিয় অংশীদারি এবং অনিবার্যভাবেই রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি সহযোগে সে দিনের বাংলা সিনেমার গান ক্রমশ পুষ্টি পেয়ে 'চণ্ডীদাস', 'দেবদাস', 'মুক্তি', 'ভাগ্যচক্র', 'বিদ্যাপতি', 'আলিবাবা', 'দিদি', 'সাপুড়ে', 'জীবনমরণ', 'ডাক্তার'-এর মতো মাইলফলক পিছনে রেখে ক্রমশ সুবর্ণ যুগের অভিসারী।[৩৬]

১৯৩৫ সালে প্লে ব্যাক প্রথার সূত্রপাত হলেও নথিপত্রে মাত্র হাতে গোনা দু-চারজন শিল্পীকে আমরা দেখি যাঁরা গায়ক-গায়িকা হিসেবে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কণ্ঠে প্লে-ব্যাক করেছেন। সে সময়ের অধিকাংশ ছবির গানই অভিনেতা-অভিনেত্রীরাই করেছেন অর্থাৎ অভিনেতা-অভিনেত্রীরাই নিজেদের জন্যই প্লে-ব্যাক করেছেন। 'বিল্বমঙ্গল','জয়দেব' ছবিতে গানের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে সাতাশ এবং আটাশ। পরেরদিকে গানের সংখ্যা খানিকটা কমে গেলেও সুযোগ পেলেই গান ঢুকানো হত এবং এইসব গান গাওয়ানো হতো বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয়কারী গায়ক–গায়িকাদের দিয়ে।

বাংলা সিনেমার ইতিহাসে প্রথম প্লে-ব্যাক করেছিলেন 'সুপ্রভা সরকার'।[৩৭] নীতিন বসুর 'জীবন মরণ' ছবিতে পঙ্কজ মল্লিকের সুরের সায়গলের সঙ্গে। 'কভু যে আশায় কভু নিরাশায়' গানটি দিয়েই তাঁর প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত। পরবর্তীসময়ে 'রাজনতর্কী' ছবিতে 'রাধেশ্যাম যেথা করে খেলা', 'স্বপ্ন ও সাধনা' ছবিতে 'গানের সুরে জালব তারার দীপগুলি' বা 'স্বয়ংসিদ্ধ' ছবির 'হে অজানা', 'তু শক্তি দে মাতা' এবং 'জাগে সত্য সুন্দর জাগো শিব আজি' প্রভৃতি গানের মধ্য দিয়ে তাঁর নামকে বাংলা সিনেমার গানে স্মরণীয় করে রাখেন। তিনিই প্রথম সনাতন অভিনেত্রী-গায়িকা রীতির মাঝখানে গড়ে দেন বাংলা সিনেমায় 'শুধুই গায়িকার' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার রাজপথ।

স্বাধীনতাপূর্ব বাংলা সিনেমায় প্লে-ব্যাক গাইয়ের আবির্ভাব সংখ্যার দিক থেকে খুব হলেও চল্লিশের দশকের শেষ প্রান্তে এসে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। চল্লিশের দশকের শেষ প্রান্তে শুরু হয় গাইয়েদের যুগ। তখন অভিনয়ের শিল্পী আর গায়ক-গায়িকা একই ব্যক্তি এটিই বরং ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্তের উদাহরণ হয়ে দাঁড়ায়। এ পালা বদলের পটভূমি বুঝতে হলে যে সময়ের গান তৈরির কারিগর এবং তাঁদের উল্লেখযোগ্য গানের ছবিগুলোর উপর আলোকপাত করাটাই সঙ্গত। প্রথম যুগের হীরেন বসু, অনাথনাথ বসু, তুলসী লাহিড়ি, বিষনচাঁদ বড়াল, নিতাই মতিলাল, মৃণাল ঘোষ, ধীরেন দাস, পৃথ্বীশ ভাদুড়ি, কুমার মিত্র, হরিপ্রসন্ন দাস, রঞ্জিত রায় প্রমুখ গুণী পরিচালকদের মধ্য থেকে নিজেদের বিশিষ্ট করে তুলেছিলেন রাইচাঁদ বড়াল, পঙ্কজ মল্লিক এবং কৃষ্ণচন্দ্র দে যাঁদের বাংলা সিনেমার গানের ক্ষেত্রে 'থ্রি মাস্কেটিয়ার্স'[৩৮] বলে অভিহিত করা যায়। এঁদের মধ্যে যদিও সুরকার হিসেবে রাইচাঁদ বড়াল ও পঙ্কজ মল্লিকের সাফল্যের পাল্লা বেশি ভারী বলা চলে। এরপর অগ্রণী সংগীত পরিচালকের নাম বলতে গেলে বলতে হয় হিমাংশু দত্ত সুরসাগরের কথা। অসাধারণ প্রতিভাধর এই সুরকার ধ্রুপদ থেকে গজলের তালিম নিয়ে রাগ

Dhaka University Institutional Repository

সংগীতের বোধ যেমন পরিণত করেছেন তেমনি পাশ্চাত্য সুরেও ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সৃষ্টির আনন্দেই সুর করতেন তিনি। ১৯৩৪ সালে কালী ফিল্মমের 'তরুণী' ছবির সূত্র ধরেই এ জগতে তাঁর পদার্পণ। পরবর্তীকালে 'দক্ষযজ্ঞ', 'তুলসীদাস', 'বিদ্রোহী', 'প্রভাস মিলন' ছবিগুলোতে যৌথভাবে অন্য সুরকারদের সাথে সংগীত পরিচালনার কাজ করেছেন। 'দক্ষযজ্ঞ' সিনেমার অপর সুরকার ছিলেন হরিপদ রায় এবং নেপথ্য সংগীত রচনার দায়িত্বে ছিলেন অনাথনাথ বসু এবং কুমার মিত্র; গান গেয়েছিলেন সতী চরিত্রে চন্দ্রাবতী এবং নারদ চরিত্রে মৃণাল ঘোষ। ১৯৩৭ সালে রাধা ফিল্মমের 'প্রভাস মিলন' ছবিতেও হিমাংশু দত্তর সাথে অপর দুজন সুরকার ছিলেন মৃণাল ঘোষ এবং পৃথ্বীশ ভাদুড়ি। শচী চরিত্রে গান গেয়েছিলেন শান্তি গুপ্তা, নারদ চরিত্রে এখানেও ছিলেন মৃণাল ঘোষ এবং সেই সঙ্গে হরেন নন্দীও ছিলেন গায়ক–অভিনেতা হিসেবে। হিমাংশু দত্ত এককভাবে সংগীত পরিচালকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন মধু বসু পরিচালিত ভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের 'অভিনয়' ছবিতে। থিয়েটারের একটি বড় ভূমিকা ছিল মন্মথ রায়ের এ ছবিতে। গীতনৃত্যপটীয়সী সাধনা বসু সেই নাট্যাংশের নায়িকার ভূমিকায় গান গেয়ে দর্শকশ্রোতাকে মোহিত করেছেন। 'রাতের দেউলে জাগে', 'যে ধূপ জ্বলে হিয়ায়', 'তব মধুর আঁখি' এ গানগুলো এই ছবির উল্লেখযোগ্য জনপ্রিয় গান।

১৯৩৭ সালে ভারত পিকচার্স নিবেদিত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদের কাহিনি অবলম্বন করে নির্মিত 'আলিবাবা' ছবিটি 'সাধনা-মধু বসু' দম্পতির একটি উল্লেখযোগ্য ও উপভোগ্য ছবি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিল। এই ছবির পরিচালকের পাশাপাশি 'অবদাল্লা' চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন মধু বসু আর সাধনা বসু করেছিলেন 'মর্জিনা' চরিত্র। প্রচুর গানে ভরপুর ছিল এ সিনেমা। বিদেশি অর্কেস্ট্রার সহযোগে এই ছবির 'ছি ছি এত্তা জঞ্জাল' গানটি প্রবাদপ্রতিম হয়ে আছে।

মন্মথ রায়ের কাহিনি নিয়ে মধু বসুর পরিচালনায় 'মীনাক্ষী' ছবিতে সংগীত পরিচালক হিসেবে পঙ্কজ মল্লিক এবং নায়িকা–অভিনেত্রী চরিত্রে সাধনা বসু থাকলেও ছবিটি সফলতার মুখ দেখেনি।

১৯৩৯ সালে 'পরশমণি' ছবিতে সুরকার ছিলেন– হিমাংশু দত্ত। শৈলেন রায়ের লেখা শৈল দেবী এবং রাণীবালা'র কণ্ঠে 'রাতের ময়ূর ছড়ালো যে পাখা', 'শুধু কাঙ্গালের মতো চেয়েছিনু তার মালাখানি', 'কাঁটা রহে কুসুম ঝরিয়া যায়' গানগুলো ছিল এই সিনেমার উল্লেখযোগ্য গান।

পরবর্তীকালে 'রুক্মিনী' ছবির 'আমার পূজার ফুল মালা হতে চায়', 'আমি বনের পখি হতাম যদি', ' স্বামী স্ত্রী' ছবির 'আপনার মনে ভাসায়ে গানের ভেলা', 'মনের হরিণ ঘুমিয়েছিল', 'পথভুলে' ছবির 'ওগো সুন্দর স্মরণীয়', 'নয় ওতো নয় ওরে স্বপন হায়', 'অবতার' ছবির জগন্ময় মিত্রের কণ্ঠে 'জীবনতারা হারিয়ে কাঁদে', 'লুকিয়ে আছিস কোন গহনে', 'নন্দিনী' ছবির 'চৈতি রাতের চাঁদ','বনফুল সই','জীবনসঙ্গিনী'

Dhaka University Institutional Repository

ছবির 'মিলনরাগে গানটি এবার', 'নদীর দুটি তীরে ভাঙ্গাগড়ার খেলা', জগন্ময় মিত্রের কণ্ঠে এবং শৈল দেবীর কণ্ঠে 'ওগো পূজারিনী', 'অভিসার' ছবির 'কথা নয়', 'মোর আশার মুকুল' ইন্দ্রানী রায়ের কণ্ঠে, 'জননী' ছবির ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের কণ্ঠে 'নবঘন সুন্দর শ্যাম', 'পাপের পথে' ছবির 'আশা পাখি মোর তব নীড় খোঁজে হায়', 'তারে বাঁধিবি কেমন করে', 'সমাজ' ছবির 'তোমার সাগর কূলে কূলে মোর' হিমাংশু দত্ত রচিত উল্লেখযোগ্য সিনেমার গান।

১৯৪৫ সালে 'বন্দিতা' ছবির কাজ শেষ করার আগেই দিকপাল কম্পোজার হিমাংশু দত্ত প্রয়াত হন, তাঁর অসমাপ্ত কাজ শেষ করেছিলেন তিমিরবরণ। এই ছবিতে রবীন মজুমদার-অভিনয় এবং গান করেছিলেন। বাংলা সিনেমায় সুরকার হিসেবে তিমিরবরণের প্রথম কৃতিত্ব 'বিজয়া'। প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের কাহিনি আশ্রিত এ ছবিটি ১৯৩৪ সালে মুক্তি পায়। প্রধান চরিত্রে অভিনয়ের পাশাপাশি গান গেয়েছিলেন পাহাড়ি সান্যাল ও চন্দ্রাবতী। ছবিতে গানের সংখ্যা বাড়াতে সে সময়ের দুই দিকপাল গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে 'অন্ধ বৈরাগীর' ভূমিকায় এবং সায়গল 'মাঝি' চরিত্রে অভিনয় করে গান গেয়েছিলেন।

১৯৪০ সালে এমপি প্রোডাকশন্সের 'উত্তরায়ণ' ছবিতে তিমিরবরণ রবীন্দ্র সংগীতের পাশাপাশি অতুলপ্রসাদের গানও ব্যবহার করেছেন। অজয় ভট্টাচার্য এবং হাসিরাশি দেবীর লেখা গানও সুর করে ব্যবহার করেছিলেন এই সিনেমায়। ১৯৪০ সালে 'রাজনর্তকী' ছবির গানও তিমিরবরণের সুরে দারুণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। নায়িকা সাধনা বসুর গানের পাশাপাশি মৃণাল ঘোষের গাওয়া 'দুয়ার খানি খুলল না রে' গানটিও এক অনন্য কম্পোজিশনের দৃষ্টান্ত।

> রবীন্দ্র-নজরুল-দ্বিজেন্দ্র-রজনীকান্ত-অতুলপ্রসাদ গীতিকার এই পঞ্চকবির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের গানই সিনেমায় সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হলেও এদেঁর মধ্যে একমাত্র কাজী নজরুল ইসলাম সিনেমার ফরমায়েশ অনুযায়ী গান লিখেছিলেন। 'অভিনয় নয়' ছবিতে নায়কের পুত্রকন্যা ব্যাং আর টুনটুনির জন্য নজরুল লিখেছিলেন–
>
> টুনটুনি : ও শাপলা ফুল নেব, বাবলা ফুল এনে দে। নইলে দেব না বাঁশি ফিরিয়ে।
> ব্যাং : খুলে বেনীর বিনুনি, খোঁপার চিরুনি। হাতে দে, যাব খানিক জিরিয়ে।
>
> ১৯৪৫ সালের এই ছবির সুর রচয়িতা ছিলেন গিরীন চক্রবর্তী। রাজার ছেলে আর ভিখারি মেয়ের সম্পর্কের গল্প নিয়ে তৈরি 'চৌরঙ্গী' ছবির জন্য নজরুল গান লিখেছিলেন– 'চৌরঙ্গী চৌরঙ্গী/ চারদিকে রং ছড়িয়ে বেড়ায় রঙ্গিলা কুরঙ্গী... ওপারে যে ফিল্মোর ঝিলমিল আলোয় দেয়ালি/ এপারে যে পথের ভিখারিনী চোখের বালি' ছবিটা আজও খুব একটা পালটায়নি। গানটি সুর করেছিলেন পঙ্কজ মল্লিক। 'দিক্‌শূল' ছবির জন্য নজরুল নিঃসন্তান স্ত্রীর জন্য গান লিখেছিলেন 'ঝুমকা লতায় জোনাকি, মাঝে মাঝে বৃষ্টি/ আবোল তাবোল বকে কে তার চেয়ে মিষ্টি।'
>
> 'বিদ্যাপতি' ছবির জন্য নজরুল লিখেছিলেন প্রথাগত লিরিক 'রাই বিনোদিনী দোলে, ঝুলন দোলায়/ একা লাগে না ভালো, সাথে এসে দোলো শ্যামরায়।' সবচেয়ে বেশি গান নজরুল লিখেছিলেন 'ধ্রুব', 'পাতালপুরী' এবং 'সাপুড়ে' ছবির জন্য। ধ্রুব ছবির অধিকাংশ গানই যেমন ভক্তিরসশ্রিত, তেমনই অন্য দুটি ছবিতে লোকসংগীতের আঙ্গিক পেয়েছিল প্রাধান্য। 'সাপুড়ে' ছবিতে নজরুলের লেখা রাইচাঁদ বড়ালের সুরে 'আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায় ওই/ ওই পাহাড়ের ঝরনা আমি/ ঘরে নাহি রই গো উধাও হয়ে বই' এবং 'কথা কইবে না বউ/ তোর সাথে তার, আড়ি আড়ি'– অসাধারণ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। কানন দেবীর এই সুপারহিটের পাশাপাশি পাহাড়ি সান্যাল-মেনকা এবং কানন দেবীর পালা করে গাওয়া গান ছিল 'পিছল পথে কুড়িয়ে পেলাম হিজল ফুলের মালা'। এছাড়াও ছিল 'ফুটফুটে ওই চাঁদ হাসেরে ফুল ফোটানো হাসি'। এই সঙ্গে গ্রামীণ স্ল্যাং যুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

গানও লিখেছিলেন নজরুল 'সাপুড়ে' ছবির জন্য। যেমন 'কলার মান্দাস বানিয়ে দাও ... বর তোর ভেড়া হয়ে থাকবে মালার ভয়ে' 'পাতালপুরীর' জন্যও এমন গান লিখেছেন-'ধীরে চল চরণ টলমল/ এ কি খাওয়ালে মুখপোড়া কালো ছোঁড়া।' ছবিতে আরও অনেক গান ছিল নজরুলের লেখা যেমন– 'দুখের সাথী গেলি চলে, কোন সে দেশে বিহানবেলা','তালপুকুরে তুলছিল সে শালুক সুজির ফুল রে', 'এলো খোঁপায় পরিয়ে দে পলাশফুলের কুঁড়ি লো; 'আঁধার ঘরের আলো ও কালোশশী' এবং 'ও শিকারি মারিস না তুই মানিক জোড়ের একটিকে হে/ সাথীহারা পাখিটিও মরিবে বঁধুর বিরহে'।

সিনেমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা, জনপ্রিয়তা পাওয়ার কাজটি ঘটলেও কিন্তু নজরুল প্রতিভার ছটা তেমন করে মেলে না অধিকাংশ গানেই। একাধিক রেকর্ড কোম্পানির সঙ্গে বেশি জড়িয়ে পড়ার সুবাদে নজরুলকে ছায়াছবির গানে বেশি পাওয়া যায়নি।

চিরকালের জন্য মূক হয়ে যাওয়ার আগে কাজী নজরুল সিনেমার সঙ্গে শেষ যুক্ত হয়েছিলেন ফজলি ব্রাদার্সের 'চৌরঙ্গী' ছবির সূত্রে। তাতে গীতরচনা এবং দুর্গা সেনের সঙ্গে যুগ্মভাবে সংগীত পরিচালনা করেছিলেন নজরুল। কিন্তু ছবিটি মুক্তি পায় ১৯৪২ সালে সেপ্টেম্বরে বিদ্রোহী কবি স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার দুমাস পরে।[৩৯]

পঞ্চকবির মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বেশ কিছু গান প্রথম যুগের সিনেমায় ব্যবহৃত হয়েছে। নাটক অবলম্বনে তৈরি সিনেমাগুলোতে নাটকের গানগুলোই প্রয়োগের রেওয়াজ ছিল বলে নাটকের সূত্র ধরে নাটকে ব্যবহৃত ডি.এল.রায়ের গানগুলো অনিবার্যভাবেই সিনেমায় ব্যবহৃত হয়েছে।[৪০] রজনীকান্ত সেনের গান খুব কম ব্যবহৃত হতে দেখি বাংলা সিনেমায়।[৪১]

১৯৪২ সালের 'উত্তরায়ণ' ছবিতে সংগীত পরিচালক তিমিরবরণ ব্যবহার করেছিলেন অতুলপ্রসাদের গান। ১৯৪৬ সালে 'বন্দে মাতরম' ছবিতেও সংগীত পরিচালক সুকৃতি সেন অতুলপ্রসাদের গান ব্যবহার করেছিলেন। 'অতিথি' ছবিতে 'কে তুমি বসে নদীতীরে একেলা' বা 'এখানে পিঞ্জর' ছবিতে 'একা মোর গানের তরী' গানগুলো ব্যবহৃত হয়েছিল।

বাংলা সিনেমার আদি পর্বের সিনেমা সংগীত পরিচালনা বোম্বাই বা পুনের মতোই মার্গ সংগীতের শিল্পীরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছেন। রাইচাঁদ বড়াল, কৃষ্ণচন্দ্র দে, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সংগীত সাধকদের আমরা পেয়েছি সিনেমার গানের পরিচালনায়।

১৯৩৭ সালে ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় সংগীত পরিচালনা করেছিলেন কালী ফিল্মমের 'মুক্তিস্নান' ছবিটি। পরিস্থিতির কারণে হয়ে ওঠা এক গুণ্ডার নানা অপকর্মের পর অবশেষে অপকর্মের জন্য অনুশোচনা এবং সব পাপ স্বীকার করে শুদ্ধাচরণ-এমন কাহিনি নিয়ে চিত্রনাট্য এবং পরিচালনা করেছিলেন সুশীল মজুমদার। গীতিকার ছিলেন অজয় ভট্টাচার্য, সুরকার ছিলেন ভীষ্মদেব এবং নায়িকা চরিত্রে গান গেয়েছিলেন রানিবালা।

'মুক্তিস্নান' ছবি মুক্তি পাওয়ার পাঁচ মাস আগে ১৮ ফেব্রুয়ারি মুক্তিপ্রাপ্ত 'রাজগী' ছবিতেও ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সংগীত পরিচালক কিন্তু এখানে তাঁর ভূমিকা ছিল তত্ত্বাবধায়ক এবং উপদেষ্টার। এ ছবির জন্য অজয় ভট্টাচার্যের গানগুলির সুরকার ছিলেন আরেক কিংবদন্তি কম্পোজার শচীন দেববর্মন। হীরেন বসু পরিচালিত, ফিল্ম কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়ার 'অমরগীতি' ছবিটির সুররচয়িতা শচীন দেববর্মনের

Dhaka University Institutional Repository

পাশাপাশি ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ও যুক্ত ছিলেন। এ ছবির কাহিনি ও গীতিকার ছিলেন হীরেন বসু। ছবিতে এক থিয়েটার দলের বাঁশিবাদক চরিত্রকে কেন্দ্রীয় চরিত্র করে সে পটভূমিতে গান ব্যবহারের সুযোগ রেখেছিলেন তিনি। এই ছবিতে প্রথম প্লে ব্যাক করেন দেবব্রত বিশ্বাস, তবে এককভাবে নয়; বরং সম্মেলক কণ্ঠে। ভীষ্মদেব সুশীল মজুমদার পরিচালিত 'তটিনীর বিচার' ছবিতেও সংগীত পরিচালক হিসেবে থাকলেও তিনি সবচেয়ে বেশি সাফল্য অর্জন করেছেন 'রিক্তা' ছবির গানে। 'রিক্তা' ছবিতে নায়িকা ছায়াদেবীর জন্য সুপ্রভা সরকারের প্লে ব্যাক 'একটু সরে বসতে পারো' গানটি সেইসময়ে প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

১৯৪১ সালে হিমাংশু দত্তের সংগীত পরিচালনায় 'অবতার' ছবিতে জগন্ময় মিত্র প্রথম প্লে ব্যাক করেন। শৈলেন রায়ের লেখা তিনটি গান গেয়েছিলেন জগন্ময় মিত্র এ ছবিতে– 'তুমি প্রেমতীর্থে', 'জীবনতারা হারিয়ে' ও 'লুকিয়ে আছিস গহনে'। একই বছর 'ব্রাহ্মণকন্যা' ছবিতে দুর্গা সেনের সুরে প্রণব রায়ের লেখা 'সাতমহলা স্বপ্নপুরী', 'হারিয়ে গেছে গো', আঁকাবাঁকা পথ বুঝি' এবং 'নয়নজলে গভীর গাঙে' গান চারটি গেয়েছিলেন জগন্ময় মিত্র। ১৯৪২ সালের 'জীবনসঙ্গিনী' ছবিতে হিমাংশু দত্তর সুরে জগন্ময় গেয়েছিলেন শৈলেন রায়ের লেখা গান 'নদীর দুটি তীরে', 'আলেয়া' ছবিতে প্রণব রায়ের কথায় এবং সুবল দাশগুপ্তের সুরে জগন্ময়ের কণ্ঠে 'স্বপ্নে আমায় কে পরালে মালা' এবং 'আমার গানে তোমার হৃদয়' বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। 'শহর থেকে দূরে' ছবির 'ও পরদেশি কোকিলা' এই গানটিও সেই সময় শ্রোতাদের কাছে খুব সমাদৃত হয়েছিল। 'দম্পতি' ছবিতে 'স্বপ্ন দিয়ে একখানি ঘর বাঁধা' এবং 'চাঁদের কলঙ্ক' ছবিতে 'কলঙ্কী চাঁদ সে যে' ও 'চিররাত্রির যাত্রীরা চল' এ গানগুলোও তাঁর উল্লেখযোগ্য গানের তালিকায় স্থান পেয়েছে। 'মানে না মানা' ছবিতে 'জয় হবে হবে জয়' এবং 'ও তুই ডাকিস মিছে' এ দুটি গানও জগন্ময় কণ্ঠের সার্থক উপস্থাপনার দৃষ্টান্ত। এছাড়া 'পাপের পথে','শ্রীদুর্গা','বঞ্চিতা'- এমন অনেক ছবিতেই জগন্ময় মিত্রের গান গেয়েছেন।

'রিক্তা' ও 'তটিনীর বিচার' ছবিতে সুরকার ছিলেন ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় এবং গীতিকার ছিলেন কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র। চলচ্চিত্রের জন্য কাহিনি বা গান রচনার পাশাপাশি চিত্র পরিচালনা, সংলাপ ও রচনা করেছেন। তবে একজন জাত কবি হিসেবে সিনেমার গান রচনার ক্ষেত্রে তিনি ব্যতিক্রমধর্মী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। চল্লিশের দশকে 'অভয়ের বিয়ে','প্রতিশোধ','পথ ভুলে','মিলন','দাবী', 'যোগাযোগ, 'সদানন্দের মেলা','সমাধান','বিদেশিনী', 'নন্দিতা', 'প্রতিকার', 'কতদূর','পথ বেঁধে দিল','আহুতি', 'অভিযোগ','নতুন খবর','ব্যবধান'-এমন অনেক সিনেমার গীতিকার ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। কবি সাহিত্যিকদের সিনেমার জন্য গানরচনার আরও দৃষ্টান্ত দেখা যায় চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে। বাণীকুমার,

Dhaka University Institutional Repository

শৈলজানন্দ, অখিল নিয়োগী, সজনীকান্ত দাস, মনোজ বসু, হেমেন্দ্রকুমার রায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বনফুল প্রমুখ অনেকের নামই এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায়। এমনকি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ও 'কবি', 'ডাকহরকরা', 'চাঁপাডাঙ্গার বউ', বা 'মঞ্জরী অপেরা' প্রভৃতি ছবির জন্য গান লিখেছিলেন। এছাড়া বিমল ঘোষ গান লিখেছিলেন 'পরিবর্তন', 'পাশের বাড়ি', 'তাসের ঘর', 'ধ্রুব', 'তুলি', 'দুই বোন', 'শেষ পরিচয়' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ছবিতে। সবাক ছায়াছবির প্রথম দু দশকের ইতিহাস ঘাঁটলে অন্তত চল্লিশজন গীতিকার এবং কমপক্ষে পঞ্চাশজন সুরকারের দেখা মেলে। তাঁদের সম্মিলিত অবদানেই গড়ে উঠেছে বাংলা সিনেমার গানের ভিত্তি। তবুও তারমধ্যে পঙ্কজ মল্লিক এবং রাইচাঁদ বড়ালের রয়েছে অগ্রগণ্য ভূমিকা সেই সাথে গীতিকার হিসেবে অজয় ভট্টাচার্য ও শৈলেন রায়ের।

প্লে-ব্যাক প্রথার জন্মলগ্নের বছর অর্থাৎ ১৯৩৫ সালের ৩ আগস্ট মুক্তি পেয়েছিল ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালিত ঐতিহাসিক পটভূমির উপর ভিত্তি করে নির্মিত ছবি 'বিদ্রোহী'। কৃষ্ণচন্দ্র দে ও হিমাংশু দত্ত এ ছবির সুরকার ছিলেন। গীত রচয়িতাও ছিলেন দুজন– অজয় ভট্টাচার্য এবং শৈলেন রায়। এ ছবিতে চারণ গায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন পরবর্তীকালের দুজন পথিকৃৎ কম্পোজার অনুপম ঘটক এবং শচীন দেববর্মন। ইন্দুবালাও ছিলেন একটি নগণ্য চরিত্রে একজন নাগরিকের স্ত্রীর ভূমিকায়। ১৯৩৪ সালে, হীরেন বসুর 'মহুয়া' ছবিতে অভিনয় ও গান গাওয়ার সূত্র ধরেই অনুপম ঘটকের চলচ্চিত্রের যাত্রা শুরু। 'মহুয়া' ছবিতে সংগীত পরিচালক বিষেনচাঁদ বড়ালের সহকারী হিসেবেও কাজ করেছেন তিনি। এরপর 'বিদ্রোহী' এবং ১৯৩৬ সালে রাইচাঁদ বড়ালের সুরে প্রমথেশ বড়ুয়ার 'গৃহদাহ' এবং কৃষ্ণচন্দ্র দে-র সংগীত পরিচালনায় 'পরপারে' ছবিতে গাওয়া গান তার যাত্রাপথকে মসৃণ করেছে। ১৯৩৫-এ ইস্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানির 'পায়ের ধূলো' ছবিতে সংগীত পরিচালক হিসেবে অনুপম ঘটকের অভিষেক ঘটে। এই ছবির গীতরচয়িতা, কাহিনি এবং চিত্রনাট্য ছিল হেমেন্দ্রকুমার রায়ের। সরযূবালা, বীণাপাণি, ডলি দত্ত অভিনয় ও গানে ছিলেন। তবে সংগীত পরিচালক হিসেবে অনুপম ঘটকের যথার্থ স্বীকৃতি এবং সাফল্য মেলে ১৯৪০ সালের 'শাপমুক্তি' ছবির হাত ধরে। ১৯৪০ সালেই 'সিভিল ম্যারেজ' নামেও একটি ছবিতে সুরকার হিসেবে কাজ করেছেন তিনি।

কিন্তু 'শাপমুক্তি' সিনেমা তাঁর মাইলফলক ছবির চিত্রনাট্য-পরিচালনা-চিত্রগ্রহণ-তিনটিতেই করেছিলেন প্রমথেশ বড়ুয়া। দারিদ্র্যই অভিশাপ এবং মৃত্যুতেই ঘটে সে 'শাপ' থেকে 'মুক্তি' এটিই ছিল ছবির মূল বক্তব্য। এ চলচ্চিত্রের ব্যবসায়িক সাফল্যে গানের বেশ বড় ভূমিকা ছিল। এর কৃতিত্ব সংগীত পরিচালক অনুপম ঘটক এবং অভিনেতা-গায়ক রবীন মজুমদারের। এ ছবির সূত্র ধরেই রবীন মজুমদারের সাফল্যের শুরু। এই ছবিতে রবীন মজুমদারের কণ্ঠে উল্লেখযোগ্য গান ছিল 'বনে নয় মনে রঙের আগুন', 'বাংলার

Dhaka University Institutional Repository

বঁধু বুকে তার মধু' এবং 'তোমার গোপন কথা স্বপন মুখর', এ ছবিতে অজয় ভট্টাচার্যের সাতটি এবং মোহন রায়ের রচনায় দুটি গান ছিল। অভিনেতা-গায়ক হিসেবে একজন অর্থাৎ রবীন মজুমদার হলেও নায়িকা চরিত্রে রূপদানকারী পদ্মা দেবীর জন্য প্লে ব্যাক করেছিলেন আন্না সেন। রবীন মজুমদারের সাথে তাঁর তিনটি দ্বৈত কণ্ঠে গান ছিল। এছাড়াও 'এক চাঁদ আজি শত চাঁদ কেন হল', 'শুক কহে সারি', 'যে পথে যাবে চলি', 'নয়নের ধারা মুছে যায়'-এ গানগুলিও আন্না সেনের কণ্ঠে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। প্রথম ছবিতেই রবীন মজুমদারের আসনটি স্থায়ী হয়ে যায় বাংলা সিনেমায়। এরপর শুধুই অগ্রযাত্রা। ১৯৪২ সালে নীরেন লাহিড়ি পরিচালিত 'গরমিল' ছবিতে রবীন মজুমদারের নায়িকা ছিলেন শীলা হালদার। প্রণব রায়ের কথা এবং কমল দাশগুপ্তের সুরে এ ছবিতে রবীন মজুমদার গেয়েছিলেন 'মোর অনেক দিনের আশা' এবং বাংলার সিনেমার গানে একটি অসাধারণ কালজয়ী কম্পোজিশন 'এই কি গো শেষ দান'। ১৯৪৩ সালে নীরেন লাহিড়ির 'দম্পতি' ছবিতে রবীন মজুমদার অভিনয় করেছিলেন গান এবং কবিতাপাগল, কল্পনাবিলাশী চরিত্রে। অতএব, গান গাওয়াটা এখানে অনিবার্যই ছিল বলা যায়। কমল দাশগুপ্তর সুরে সেই অনিবার্য কাজটি করতে গিয়ে জনপ্রিয়তার চূড়ায় উঠেছিল রবীন মজুমদারের গাওয়া 'নীলপরী স্বপ্নে' এবং 'চাঁদ হাসে মোর গগনে' গান দুটি।

রবীন মজুমদারের আরেকটি দারুণ সফল গানের ছবি এম.পি প্রোডাকশন্সের 'যোগাযোগ'। সুশীল মজুমদার পরিচালিত কানন দেবী, আহীন্দ্র চৌধুরী, জহর গাঙ্গুলি, সন্ধ্যারানী অভিনীত এ ছবিতে কমল দাশগুপ্তের সুরে প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং শৈলেন রায়ের লেখা গান গেয়েছিলেন রবীন মজুমদার। এ ছবির 'নাবিক আমার' এবং 'এই জীবনের যত মধুর ব্যথা, যত কিছু পরাজয়' গানের অভাবনীয় জনপ্রিয়তা রবীন মজুমদারের খ্যাতি আরো অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছিল।

১৯৪৩-এর আরেকটি সিনেমা 'সমাধান' কাহিনিকার, গীতরচয়িতা এবং পরিচালক ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, সংগীত পরিচালক ছিলেন রবীন চট্টোপাধ্যায়। এ ছবিতে রবীন মজুমদারের গাওয়া 'দেখা হল কোন লগনে' এবং 'বালুকাবেলায় মিছে' এ দুটি গানও যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

১৯৪৪ সালে 'নন্দিতা' ছবির নায়কের ভূমিকায় কমল দাশগুপ্তের সুরে রবীন মজুমদার গেয়েছিলেন 'মালাখানি চাই না'।

১৯৪৫ সালে 'বন্দিতা' ছবিতেও তিমিরবরণের সুরে রবীন মজুমদার গান গেয়েছিলেন। ১৯৪৫ সালেই নীরেন লাহিড়ির 'ভাবীকাল' সিনেমায় কোন গানের ব্যবহার ছিল না-যা সে সময়ের পক্ষে এক অভূতপূর্ব ঘটনা।

Dhaka University Institutional Repository

‘শাপমুক্তি’ ছবিটি রবীন মজুমদারের মত অনুপম ঘটকেরও শিখরে আরোহণের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল। ১৯৪১ সালে অনুপম ঘটক ‘কর্ণার্জুন’ ও ‘মায়ের প্রাণ’ ছবির সংগীত পরিচালনা করেন।‘মায়ের প্রাণ’ ছবির প্রযোজক, পরিচালক এবং আলোকচিত্রশিল্পী ছিলেন প্রমথেশ বড়ুয়া। এ ছবিতে কাহিনি ছিল ‘মাতৃস্নেহ’ নামে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ সংশ্লিষ্ট ঘটনা। এর গীতিকার ছিলেন অজয় ভট্টাচার্য। ১৯৪২ সালের ‘পাষাণ দেবতা’ ছবিতেও সংগীত পরিচালক ছিলেন অনুপম ঘটক। বাংলা সিনেমার গানে সুর রচয়িতা হিসেবে অবিস্মরণীয় নাম অনুপম ঘটক। তাঁর কম্পোজিশনের চরিত্রানুযায়ী তিনি শিল্পী নির্বাচনের উপর গুরুত্ব দিতেন।

১৯৪৪ সালে শচীন দেববর্মনের সুরে ‘ছদ্মবেশী’ ছবিতে প্লে ব্যাক শিল্পী হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটে সাবিত্রী ঘোষের। যোগেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো বিষ্ণুপুর ঘরানার সংগীতগুণীদের কাছে তালিম পাওয়া এই শিল্পী বাংলা মৌলিক গানে সত্তর পেরিয়েও বেতারে মাইক্রোফোনের সামনে গলায় সুর তুললেও নিতাই মতিলালের সংগীত পরিচালনায় ‘তপোভঙ্গ’,‘বিক্রমোর্বশী’,‘অভিশপ্ত’ এমন কিছু ছবিতে গান করলেও পরবর্তীকালে সিনেমার গানে তাঁকে আর খুব বেশি পাওয়া যায়নি।

একই ছবিতে দুজন সুরকারের যেমন প্রচুর দৃষ্টান্ত রয়েছে তেমনি একই ছবিতে তিন চারজন করে সুরকারের দৃষ্টান্তও শুরু হয়েছে প্লে ব্যাকের সূত্রপাতের বছর থেকেই। ১৯৩৫ সালেই ‘মানময়ী গার্লস স্কুল’ ছবিতে অনাথ বসু, মৃণাল ঘোষ, কুমার মিত্র এই তিনজন সংগীত পরিচালক ছিলেন। ওই একই ত্রয়ী একই বছরেই আবারো একসাথে সংগীত পরিচালনা করেছেন ‘কণ্ঠহার’ ছবিতেও। ১৯৩৭ সালের ‘প্রভাস মিলন’ ছবিতে সুরকার ছিলেন হিমাংশু দত্ত, মৃণাল ঘোষ ও পৃথ্বীশ ভাদুড়ি। ‘বামনাবতার’ (১৯৩৯), ‘দাদু’ (১৯৪৬) প্রভৃতি ছবিতে ছিলেন চারজন সংগীত পরিচালক। নর নারায়ণ (১৯৩৯) এ পাঁচজন সংগীত পরিচালক ছিলেন।

প্লে ব্যাক চালু হবার পাঁচ বছর পরেও গায়ক-নায়ক একই ব্যক্তি এ প্রথার প্রচলন ছিল। এর সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত রবীন মজুমদার আর অসিতবরণ। রবীন মজুমদারের প্রথম ছবি ‘শাপমুক্তি’র ঠিক পরের বছর অর্থাৎ ১৯৪১ সালে অসিতবরণের অভিষেক হয় নিউ থিয়েটার্সের ছবিতে রাইচাঁদ বড়ালের সুরে ‘প্রতিশ্রুতি’ ছবিতে। এ ছবিতে গ্রামের ছেলে শহুরে পরিবেশে পৌঁছে দিশাহারা এবং হোস্টেলের বন্ধুর পাল্লায় পড়ে বারবিলাসিনী চন্দ্রাবতীর ঘরে উপস্থিত হয় এমন চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন অসিতবরণ। অজয় ভট্টাচার্যের লেখা ‘রাজার মেয়ে কাহার লাগি গাঁথছ মালা’ অসিতবরণের কণ্ঠে এই গানটি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। ‘কাশীনাথ’ ছবিতে অসিতবরণ ছিলেন নাম ভূমিকায়। নিউ থিয়েটার্সের এ ছবির সংগীত পরিচালক ছিলেন পঙ্কজ মল্লিক। এ ছবিতে ‘অসিতবরণের’ গাওয়া ‘তুমি ডেকেছো মোরে

Dhaka University Institutional Repository

জানি গো' বা 'ও বনের পাখি' খুবই সাফল্য পেয়েছিল। নিরুদ্দেশ ছবির 'এ কি আনন্দরে', 'নিষ্কৃতি' ছবির 'চায়ের পেয়ালা যদি সাগর হত' এই গানগুলোও অসিতবরণের উল্লেখযোগ্য গান। 'জয়দেব', 'নিষিদ্ধ ফল', 'কথা কও', 'ধুলার ধরণী', 'ছায়াসঙ্গিনী'-এ ছবিগুলোতেও অসিতবরণের কণ্ঠে গান শুনতে পাওয়া গিয়েছিল। অভিনেতা-গায়ক হিসেবে সাফল্য পেলেও পরবর্তীকালে রবীন মজুমদার এবং অসিতবরণ দুজনেই শুধু অভিনয়ে মন দিয়েছিলেন। ১৯৩১ সালে যে প্রথার সূত্রপাত, অভিনয়ের সাথে গান গাওয়ার যে প্রথা এ দুজন শিল্পীর শুধু অভিনেতা হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে সে যুগের অবসান ঘটে। এরপর থেকে অভিনেতাদের গান গাওয়া দৃষ্টান্তকে বিক্ষিপ্ত ঘটনা হিসেবেই চিহ্নিত করতে হয়।

> প্রমথেশ বড়ুয়ার মাথার অসুখ, তিনি সব কিছু ভুলে যান। বিলিতি ডাক্তারের কাছে চিকিৎসার জন্য রায়বাহাদুর অহীন্দ্র চৌধুরীর বাড়িতে পাঠানো হয়েছিল তাঁকে। রায় বাহাদুরের কন্যা যমুনার সঙ্গে প্রমথেশের বিয়ে স্থির হয়ে আছে, দুজনের একটু বোঝাপড়াও এই সফরের উদ্দেশ্য। কিন্তু মাঝপথে উদ্দেশ্য ভুলে প্রমথেশ নেমে যান এক অচেনা স্টেশনে, অসহায় অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে সেবা শুশ্রূষায় সুস্থ করে তোলেন স্টেশন মাস্টারের নাতনি কানন দেবী। পপুলার সিনেমার ছক ধরে বাকিটা সহজেই অনুমান করে নেওয়া যায়। এরপর যমুনা আসবেন তাঁর দাবি নিয়ে, কানন- যমুনার দ্বন্দ্ব হবে, প্রমথেশ শেষ পর্যন্ত কাননকেই জীবনসঙ্গিনী হিসেবে বেছে নেবেন এবং অনিবার্য ভাবেই এইসব টানাপোড়নের ভিতর দিয়ে সুস্থ হয়ে উঠবেন। শশধর দত্তর গন্ধ নিয়ে এমন একটি সিনেমা প্রযোজনা এবং পরিচালনা করেছিলেন প্রমথেশ বড়ুয়া স্বয়ং। ছবিটির নাম 'শেষ উত্তর'। 'দেবদাস', 'মুক্তি', 'শাপমুক্তির' পথ ধরে এই ছবিটিও পেয়েছিল অভাবনীয় সাফল্য এবং দর্শকদের খুশি করার উপকরণের মধ্যে অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল এ ছবির গান। 'আমি বনফুল গো' কিংবদন্তি হয়ে ওঠা এই গানটি 'শেষ উত্তর' ছবির। শুধু এটিই নয় 'চলে তুফান মেল', 'যদি আপনার মনের মাধুরী', 'লাগুক দোলা' এমন সাড়া জাগানো হিট গান এই ছবিতে গেয়েছিলেন কানন দেবী। আজকের বহু–প্রৌঢ়–বৃদ্ধ এই গান শুনে কিছুক্ষণের জন্য ফিরে পান কৈশোর যৌবন। ১৯৪২ সালে মুক্তি পাওয়া 'শেষ উত্তর' ছবির গানের সাফল্যের পিছনে ছিলেন বাংলা গানের এক অনন্য কম্পোজার কমল দাশগুপ্ত।[৪২]

'শেষ উত্তর' ছবির গীতিকার ছিলেন শৈলেন রায়। ১৯৩৬ সালে 'পণ্ডিতমশাই' ছবিতে সংগীত পরিচালনার সূত্র ধরেই কমল দাশগুপ্তর অভিষেক হয় বাংলা সিনেমার গানে। এই ছবিতে শৈলেন রায় ও প্রণব রায় গীতিকার হিসেবে ছিলেন। গান গেয়েছিলেন শান্তি গুপ্তা, গিরিন চক্রবর্তী, ভবানী দাশ। সতু সেন পরিচালিত 'সার্বজনীন বিবাহোৎসব' কমল দাশগুপ্তের পরবর্তী সংগীত পরিচালনা। এরপর ১৯৩৭ সালে মৃণাল ঘোষের সঙ্গে যৌথভাবে মতিমহল পিকচার্সের 'দেবযানী' ছবিতে সংগীত পরিচালনা করেছেন কমল দাশগুপ্ত। কমলা ঝরিয়া, আঙুরবালা এবং রাধা রাণীকে অভিনয় করানো হয়েছিল গানের সূত্রে। এরপর ১৯৪০ সালে 'শেষ উত্তর' ছবিটি কমল দাশগুপ্তকে দিয়েছিল দারুণ সাফল্য এবং প্রতিষ্ঠা। এই একই বছর অর্থাৎ ১৯৪০-এ নীরেন লাহিড়ি পরিচালিত চিত্রবাণী ফিল্মসের 'গরমিল' ছবির গানও কমল দাশগুপ্তকে দিয়েছিল সাফল্য। এই ছবিতে রবীন মজুমদারের গাওয়া 'এই কি গো শেষ গান' বাংলা ছবির কালজয়ী গান হিসেবে চিহ্নিত।

এরপর 'সহধর্মিণী' ছবির সংগীত পরিচালনা করেছিলেন কমল দাশগুপ্ত। এ ছবিতে তিনি একটি রবীন্দ্র সংগীত ব্যবহার করেছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

কমল দাশগুপ্তের সংগীত পরিচালনায় পরবর্তী সুপারহিট ছবি ছিল সুশীল মজুমদারের পরিচালনায় এম পি প্রোডাকশন্সের ‘যোগাযোগ’ (১৯৪৩)। এ ছবিতে প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং শৈলেন রায় দুজন গীতিকার ছিলেন। এ ছবির ‘যদি ভালো না লাগে তো দিও না মন’, ‘এই জীবনের যত মধুর’, বা ‘হারা মরু নদী’ অসাধারণ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল।

১৯৪৩ সালেই ‘দম্পতি’ ছবির কমল দাশগুপ্তের সুরে সুপারহিট গান ছিল ‘চাঁদের আলোর দেশে গো’ এবং ‘নীলপরী স্বপ্নে’।

১৯৪৪ সালে প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাহিনি এবং পরিচালনায় ‘বিদেশিনী’ ছবির কমল দাশগুপ্তের সুরে উল্লেখযোগ্য গান ছিল কানন দেবীর কণ্ঠে ‘বলতে কি চাই, চেয়ে রই শুধু।’

‘নন্দিতা’ ছবিতে কমল দাশগুপ্ত সুরকার হিসেবে থাকলেও নীরেন লাহিড়ির ‘ভাবীকাল’ ছবিটির শুধুই আবহ সংগীত রচনা করেছিলেন কমল দাশগুপ্ত।

১৯৪৭ সালের ‘চন্দ্রশেখর’, সুরকার কমল দাশগুপ্ত এবং গীতিকার সুবোধ পুরকায়স্থ জুটির অন্যতম সেরা কাজ। বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক কাহিনি অবলম্বনে দেবকী বসু পরিচালিত এ ছবিতে প্রতাপ এবং শৈবলিনীর ভূমিকায় ছিলেন অশোককুমার এবং কানন দেবী। এ ছবিতে গান গেয়েছিলেন নায়ক-নায়িকা স্বয়ং। আশোককুমার কানন দেবীর যৌথ কণ্ঠে গাওয়া ‘অনাদিকালের স্রোতে ভাসা, মোরা দুটি প্রাণ’ এবং ‘তোমারে সুরভিসম দূর হতে পাব বলে’ বাংলা সিনেমার গানে উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

পুরাতনির আঙ্গিক, রাগাশ্রয়ী মেজাজ, সেই সঙ্গে কীর্তনের ছায়ামাখা কমল দাশগুপ্তর কম্পোজিশনে এক ধরনের স্বাতন্ত্র্য এনে দিয়েছিল।

সিনেমায় প্রথম যুগের গীতরচনায় প্রখ্যাত থ্রি মাস্কেটিয়ার্স ছিলেন অজয় ভট্টাচার্য, শৈলেন রায় এবং প্রণব রায়। সেই সাথে প্রেমেন্দ্র মিত্র আর কাজী নজরুলের নামও বারবার উঠে এসেছে। চিত্রগীতির মান বা সাফল্যে সুরকার বা গায়ক-গায়িকার পাশাপাশি গীতিকারদেরও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকলেও বরাবরই তাঁরা তুলামূলকভাবে অনালোচিত এবং প্রাপ্য গুরুত্ব থেকে বঞ্চিত থেকেছেন।

১৯৩৫-এ ‘বিদ্রোহী’ ছবিতে কৃষ্ণচন্দ্র দে এবং হিমাংশু দত্ত দুজন সুরকারের পাশাপাশি গীতিকারও ছিলেন দুজন– অজয় ভট্টাচার্য এবং শৈলেন রায়। একই বছর মুক্তিপ্রাপ্ত ‘কাল পরিণয়’ ছবিরও গীতরচয়িতা ছিলেন এই যুগল। ১৯৩৬ সালে বড়ুয়ার ‘গৃহদাহ’ ছাড়াও অজয় ভট্টাচার্য গীতরচনা করেছিলেন ‘দীপান্তর’ ‘ব্যথার দান’ ছবির জন্য। এরপর রাইচাঁদ বড়াল ও পঙ্কজ মল্লিক সুরারোপিত ‘মায়া’ তে। ১৯৩৭ থেকে একের পর এক অবিস্মরণীয় সিনেমার গান পেয়েছি আমরা ‘দিদি’, ‘মুক্তি’, ‘অভিজ্ঞান’, ‘দেশের মাটি’, ‘সাথী’, ‘অধিকার’, ‘জীবনমরণ’, ‘বড়দিদি’, ‘ডাক্তার’, ‘পরাজয়’, ‘শাপমুক্তি’ ছবিতে-যা

Dhaka University Institutional Repository

অজয় ভট্টাচার্যের ধারাবাহিক সাফল্যের পরিচয় বহন করে। রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র- অতুলপ্রসাদ- নজরুল পরবর্তী পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ গীতিকার হয়ে উঠেছিলেন তিনি। রাইচাঁদ বড়াল- পঙ্কজ মল্লিক- শচীন দেববর্মন- তিমিরবরণ- অনুপম ঘটকের সুরে অসংখ্য কালজয়ী চিত্রগীতি তৈরি হয়েছে তাঁর বাণীকে আশ্রয় করে। 'দুঃখে যাদের জীবন গড়া', 'প্রেমের পূজায় এই তো লভিলি ফল'; 'এই পেয়েছি অনলজ্বালা' 'একটি পয়সা দাও গো বাবু'; 'এ গান তোমার শেষ করে দাও', 'তোমার কাছে চাইতে বধূ', 'পাখি আজ কোন কথা কয়', 'বাংলার বঁধু', 'আমি বন বুলবুল গাই গান', 'বিদেশিরে, উদাসীরে'– এমন অসংখ্য গানে অজয় ভট্টাচার্যের কৃতিত্বের দৃষ্টান্ত ছড়ানো রয়েছে।

১৯৪০-এ হরি প্রসন্ন দাসের সংগীত পরিচালনায় 'নিমাই সন্ন্যাস' ছবির গীতিকার ছাড়াও কাহিনি এবং চিত্রনাট্য ও ছিল অজয় ভট্টাচার্যের রচনা।

১৯৪২ সালে অজয় ভট্টাচার্য নিজের কাহিনি নিয়েই 'অশোক' ছবিটি পরিচালনা করেছিলেন। এ ছবির সংগীত পরিচালক ছিলেন শচীন দেববর্মন। 'অশোক' ছবির সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে অজয় ভট্টাচার্য ১৯৪৩ সালে 'ছদ্মবেশী' ছবিটি নির্মাণ করেন। এ ছবিটিও দারুণ সাফল্য পেলেও তিনি তা দেখে যেতে পারেননি। মাত্র সাইত্রিশ বছর আয়ুকালের মধ্যে বিশ বছর অজয় ভট্টাচার্য গীত রচনা করেছিলেন। এর মধ্যে তিনি প্রায় দেড় হাজারের মত গান রচনা করেছিলেন এবং বেশিরভাগ গানই লিখেছিলেন ছায়াছবির জন্য। চিত্রগীতির ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা একজন পথিকৃতের।

অজয় ভট্টাচার্যের সঙ্গী হিসাবে সিনেমায় গীতিকার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন শৈলেন রায়। ১৯৩৫ সালে 'বিদ্রোহী'র পর রাইচাঁদ বড়ালের সুরে 'মন্ত্রশক্তি' ছবিতে শুনি আমরা শৈলেন রয়ের গান। ১৯৩৬ সালে 'সরলা', 'সোনার সংসার', 'ইন্সপেক্টর' ছবির জন্য গান লেখেন শৈলেন রায়। পরবর্তীসময়ে কমল দাশগুপ্তর সুরে 'সর্বজনীন বিবাহোৎসব', তুলসী লাহিড়ির সুরে 'ঠিকাদার', হিমাংশু দত্তের সুরে 'পরশমণি', 'পথ ভুলে' প্রভৃতি ছবির জন্য গান রচনা করে সিনেমার সাথে নিবিড় সম্পর্কে যুক্ত হন। 'শুকতারা', 'স্বামী –স্ত্রী', 'অবতার', 'বিজয়িনী', 'জীবনসঙ্গিনী', 'নারী' ছবির পর ১৯৪২-এ শৈলেন রায়ে লেখা কমল দাশগুপ্তের সংগীত পরিচালনায় জনপ্রিয় ছবি 'শেষ উত্তর'। 'চলে তুফান মেল', 'যদি আপনার মনের মাধুরী', 'লাগুক দোলা' শেষ উত্তর ছবিতে কাননবালার গাওয়া শ্রোতাদের মনে দোলা লাগানো এই গানগুলোর রচয়িতা হবার সুবাদে শৈলেন রায় হয়ে উঠেন স্বক্ষেত্রে খ্যাতিমান। অজয় ভট্টাচার্য পরবর্তীকালে শৈলেন রায়ই প্রধান গীতিকার হিসেবে আবির্ভূত হন। তাঁর কাছ থেকে আমরা পেয়েছি 'জজ সাহেবের নাতনী', 'জননী', 'দ্বন্দ্ব', 'নীলঙ্গুরীয়', 'পাপের পথে', 'যোগাযোগ', 'শহর থেকে

Dhaka University Institutional Repository

দূরে', 'উদয়ের পথে', 'মাটির ঘর', 'সন্ধ্যা', 'পথের সাথী', 'মাতৃহারা' একের পর এক উল্লেখযোগ্য ছবির গান।

কমল দাশগুপ্ত, হিমাংশু দত্ত, শচীন দেববর্মন, সুবল দাশগুপ্ত, দুর্গা সেন প্রমুখ সংগীত পরিচালকের সুরে বেশি ব্যবহৃত হয়েছে শৈলেন রায়ের গান। 'গানের সুরে জ্বালাবো তারার দীপগুলি', 'গেয়ে যাই গান গেয়ে যাই', 'যদি ভাল না লাগে তো দিও না মন', 'হারা মরু নদী', 'রাধে ভুল করে তুই', 'মোর গান গুন গুন', 'দুখের কাছে হার মেনেছি' প্রভৃতি শৈলেন রায় রচিত কালজয়ী সিনেমার গান ।

১৯৩৬ –এ 'পণ্ডিতমশাই' ছবিতে শৈলেন রায়ের পাশাপাশি আর একজন যে নবীন গীতরচয়িতার মেধা কাজে লাগিয়েছিলেন সুরকার কমল দাশগুপ্ত, তিনি প্রণব রায়। বহু কালজয়ী গানের রচয়িতা প্রণব রায়ের চলচ্চিত্রের জন্য প্রথম গান রচনা 'পণ্ডিতমশাই' ছবিতে। সে গানটি ছবিতে বৈরাগীর ভূমিকায় অভিনয়ের সাথে ভবানী দাস নিজেই গেয়েছিলে। এরপর কৃষ্ণচন্দ্র দে–র সংগীত পরিচালনায় 'পরপারে' এবং হিমাংশু দত্তর সুরে 'রুক্সিনী' ছবির জন্য গান লিখলেও প্রণব রায়ের যথার্থ স্বীকৃতি ও ধারাবাহিক সাফল্য মেলে ১৯৪১ সালের 'নন্দিনী' ছবির গান রচনার সূত্রে। এ ছবিরও সংগীত পরিচালক ছিলেন হিমাংশু দত্ত।

এরপর প্রণব রায় গান রচনা করেন রাইচাঁদ বড়ালের সংগীত পরিচালনায় 'পরিচয়', 'প্রতিশ্রুতি' এবং দুর্গা সেনের সংগীত পরিচালনায় 'ব্রাহ্মণ-কন্যা', 'রাস পূর্নিমা' ছবিতে। কমল দাশগুপ্তের সুরে 'গরমিল' ছবির 'এই কি গো শেষ দান', শেষ উত্তর ছবির 'আমি বনফুল গো' গানগুলি প্রণব রায়ের সাফল্যের ক্ষেত্রে মাইলফলকস্বরূপ। রাইচাঁদের সুরে শৈলেন রায়, প্রণব রায় দুজনেই 'নারী' ছবিতে গীতরচনা করেছেন। এরপর থেকে গীতরচয়িতা হিসেবে প্রণব রায় ক্রমাগত সাফল্যের শিখরের দিকে এগিয়ে গিয়েছেন। 'আলেয়া' ছবির 'মাটির এ খেলাঘরে','কাশীনাথ' ছবির 'তুমি ডেকেছ মোরে', 'দম্পতি' ছবির 'চাঁদের আলোর দেশে' বা 'নীলপরী স্বপ্নে', 'দিক্‌শূল', 'দেবর', 'পোষ্যপুত্র', 'বিচার', 'সহধর্মিনী', 'নন্দিতা', 'কলঙ্কিনী', 'বন্দিতা', 'এইতো জীবন' একের পর এক সিনেমায় গান রচনার সূত্রে সিনেমার গানে প্রণব রায়ের অবিসংবাদী প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত হয়। রাইচাঁদ–পঙ্কজ মল্লিক–কমল দাশগুপ্ত–সুবল দাশগুপ্ত, দুর্গা সেন- কালীপদ সেন– গোপেন মল্লিক- তিমিরবরণ- শচীন দেববর্মন প্রমুখ বিখ্যাত সংগীত পরিচালকরা সুর বসিয়েছেন প্রণব রায়ের কথায়।

১৯৪৬ সালে রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সুরে 'সাত নম্বর বাড়ি' ছবিতে গীতিকার হিসেবে ছিলেন প্রণব রায়। এ ছবির কাহিনি এবং সংলাপও ছিল প্রণব রায়ের। পরবর্তীকালের দিক্‌পাল গায়ক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে এই ছবির 'ফেলে আসা দিনগুলি' গানটি কালজয়ী গানে পরিণত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

‘মন্দির’ ছবিরও কাহিনি –চিত্রনাট্য- গীতরচনা এই ত্রিমুখী দায়িত্ব পালন করেছিলেন প্রণব রায়।

বাংলা সিনেমার গানের আর একজন উল্লেখযোগ্য গীতিকার সুবোধ পুরকায়স্থ। হিমাংশু-সুবোধ জুটির সুর ও কথার মেলবন্ধন বাংলা চলচ্চিত্রের গানের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ১৯৪৪ সালে ‘সন্ধি’ ছবিতে প্রথম গীত রচয়িতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটে সুবোধ দাশ পুরকায়স্থের। পরবর্তীতে অনিল বিশ্বাসের ‘শান্তি’, কমল দাশগুপ্তের সুরে ‘চন্দ্রশেষর’ ছবির গীত রচনা তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজ।

তিন ও চারের দশকের বাংলা ছবির সংগীত পরিচালনায় আরেক উল্লেখযোগ্য নাম সুবল দাশগুপ্ত। ১৯৩৩ সালে ম্যাডান থিয়েটারের ‘জয়দেব’ ছবির কাহিনিকার এবং গীতিকার হীরেন বসুর তত্ত্বাবধানে প্রথম সংগীত পরিচালনা করেন সুবল দাশগুপ্ত। সিনেমার আটাশটি গান সুপ্রভা সরকার, রানিবালা, বাসন্তী দাশগুপ্ত, হীরেন বসু প্রমুখ শিল্পীকণ্ঠে গীত হয়েছিল।

১৯৪৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘আলেয়া’ ছবির গানগলো তাঁকে সফলতার দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়। এ ছবিতে প্রণব রায়ের লেখা ‘মাটির এ খেলাঘরে কেউ হাসে কেউ কাঁদে’ গানটি ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের কণ্ঠে গীত একটি উল্লেখযোগ্য চিত্রগীতি।

১৯৪৩ সালেই ‘দেবর’,‘নীলাঙ্গুরীয়’ ছবি দুটির সংগীত পরিচালনা করলেও সুবল দাশগুপ্তের পরবর্তী সাফল্য আসে ‘শহর থেকে দূরে’ ছবির গানের মধ্য দিয়ে। এখানেও প্রধান শিল্পী ছিলেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য। এ ছবির কাহিনি এবং পরিচালক ছিলেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। এ ছবির একটি দৃশ্যে নায়িকা মলিনা দেবী শাশুড়ির সঙ্গে ঝগড়া করে ব্রিজের ওপর থেকে নদীর ঝাঁপ দেয়ার সময় পিছন থেকে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের গান ‘রাধে ভুল করে তুই চিনলি নারে প্রেমিক শ্যাম রায়/ ঝাঁপ দিলি তুই মরণ যমুনায়’ ভেসে আসে। ওই নাটুকে দৃশ্য ভুলে গেলেও সুবল দাশগুপ্ত সুরারোপিত গানটি দর্শক শ্রোতা ভুলতে পারেনি। এমনই গান ছিল ‘মেজদিদি’ ছবিতে জ্বলন্ত চিতার সঙ্গে ‘জনম মরণ পা ফেলা তোর’ গানটি।

১৯৪২ সালে ভারত লক্ষ্মী পিকচার্সের ‘জীবন সঙ্গিনী’ ছবিতে প্লে ব্যাক গায়ক হিসেবে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্জের আত্মপ্রকাশ ঘটে।

হিমাংশু দত্তর সুরে ‘জীবন সঙ্গিনী’ ছবির সূচনা সংগীত গেয়েছিলেন শচীন দেববর্মন, সুপ্রভা সরকার এবং ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য তিনজন মিলে। ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য এককভাবে হিমাংশু দত্তর সুরে এককভাবে প্লে ব্যাক করেছিলেন ‘পাপের পথে’ ছবিতে। ‘আলেয়া’ এবং ‘মাটির এই খেলাঘরে’ ছবিতে গান গেয়ে প্রথম সাফল্য পান। ১৯৪৩ সালে সুবল দাশগুপ্তের সুরেই ‘শহর থেকে দূরে’ ছবিতে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য পান পরবর্তী সাফল্যের স্বাদ।

Dhaka University Institutional Repository

চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি থেকে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য হয়ে উঠেছিলেন বাংলা ছবির অন্যতম প্রধান প্লে ব্যাক শিল্পী। ১৯৪৭ সালের 'রামপ্রসাদ' ছবিতে চব্বিশটি গানের মধ্যে তেইশটি গানই গেয়েছিলেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'শহর থেকে দূরে' ছবিতে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের গানের পাশাপাশি 'কালো আঙুর' গীত 'শ্যাম রাখি না কূল রাখি' গানটি জনপ্রিয় হয়েছিল। জটাধর পাইন তুলনায় স্বল্প পরিচিত হলেও এ গুণী শিল্পী 'আমার দেশ', 'আশাবরী','১০৯ ধারা' এবং 'সীতার পাতাল প্রবেশ' প্রভৃতি ছবিতে সংগীত পরিচালনা করেছিলেন।

'আলেয়া' এবং 'শহর থেকে দূরে' ছবির পর সুবল দাশগুপ্তের সংগীত পরিচালনায় ১৯৪৪ সালে 'চাঁদের কলঙ্ক' মুক্তি পায়। প্রমথেশ বড়ুয়া অভিনীত এবং পরিচালিত এ ছবিতে রবীন মজুমদারের কণ্ঠে শোনা গিয়েছিল অনন্য সাধারণ কম্পোজিশন। শৈলেন রায়ের গানের কথাই সুবল দাশগুপ্তের সুরে বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। চাঁদের কলঙ্ক, শ্রী দুর্গা, নতুন বৌ ছবিতেও শৈলেন রায়– সুবল দাশগুপ্ত জুটি অটুট ছিল।

১৯৪৭ সালে সুবল দাশগুপ্ত 'মন্দির' ছবির সংগীত পরিচালনা করেছিলেন।

১৯৪৪ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত রবীন্দ্র কাহিনি অবলম্বনে রচিত 'শেষরক্ষা' ছবিতে সংগীত পরিচালক অনাদি দস্তিদারের সহযোগী হিসেবে দক্ষিণামোহন ঠাকুর আবহ সংগীত রচনা করেছিলেন।

১৯৪৬ সালে এ 'নিবেদিতা' ছবিরও সুর রচনা করেছিলে দক্ষিণামোহন ঠাকুর।

স্বাধীনতার বছরে অর্থাৎ ১৯৪৭-এ 'পথের দাবী' ছবিতে দক্ষিণামোহনের সুরে সত্য চৌধুরী গেয়েছিলেন উল্লেখযোগ্য উদ্দীপক চিত্রগীতি 'প্রলয় ঝঞ্ঝা হানিছে'।

১৯৩৬ –এ 'রজনী' ছবিতে সংগীত পরিচালক হিসেবে আর এক গুণী সংগীত পরিচালকের আবির্ভাব ঘটে। তিনি রাম চন্দ্র পাল। এ ছবিতে তাঁর সুরে গেয়েছিলেন মৃণাল ঘোষ, বীরেন বল।

বাংলা সিনেমার গানে একটি বিশেষ ধারার সৃষ্টি করে দেয়া অসংখ্য কালজয়ী গানের স্রষ্টা রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সংগীত পরিচালনায় প্রথম ছবি, ছবি বিশ্বাস-সন্ধ্যারানী অভিনীত 'পরিনীতা'ও ১৯৪২ সালে মুক্তি পেয়েছিল। শরৎ কাহিনির চিত্ররূপ এ ছবিতে রবীন চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্র সংগীত ব্যবহার করেছিলেন এবং সেই সঙ্গে সুর করেছিলেন অজয় ভট্টাচার্যের লেখা গানও। ১৯৪৩ সালে প্রেমেন্দ্র মিত্রের চিত্রনাট্য এবং পরিচালনায় 'সমাধান' ছবিতে সংগীত পরিচালক রবীন চট্টোপাধ্যায় এবং গায়ক-অভিনেতা রবীন মজুমদার দুয়ের মনিকাঞ্চন যোগ হয়েছিল। এ ছবিতে শোনা গিয়েছে শ্রুতিমধুর গীতমালা। ১৯৪৫ সালে 'কত দূর' এবং এরপরই 'পথ বেঁধে দিল' এবং 'তুমি আর আমি' ছবিতে সংগীত পরিচালক রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সুরে গায়িকা–অভিনেত্রী কানন দেবী গান গেয়েছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৬ সালে এম পি প্রোডাকশন্সের ‘সাত নম্বর বাড়ি’ ছবিতে কাহিনিকার-সম্পাদক- গীতিকার প্রণব রায়ের লেখা ‘ফেলে আসা দিনগুলি মোর’ গান দিয়ে সংগীত পরিচালক রবীন চট্টোপাধ্যায় এবং গায়ক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জয়রথ একসাথে চলা শুরু করে। এ ছবিতেই তালাত মাহমুদ ওরফে তপন কুমারের কণ্ঠে ‘কথা নয় আজি রাতে’ গানটি সে সময় খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ঐতিহাসিক দিনে এম. পি-রই ছবি অগ্রদূত পরিচালিত ‘স্বপ্ন ও সাধনা’ মুক্তি পেয়েছিল। শৈলেন রায়ের লেখা ‘গানের সুরে জ্বালব তারার দীপগুলি’ গানটিতে অবিস্মরণীয় সুর রচনা করেছিলেন রবীন চট্টোপাধ্যায়।

গ্রাজুয়েট ছেলে শখ করে রাজপথে রিকশা টানছে, কুলির কাজ করছে, এমনই এক কুলির সঙ্গে ধনী কন্যার প্রণয় নিয়ে কমেডি নির্ভর ছবি ‘সখের শ্রমিক’ নির্মিত হয়েছিল ১৯৩৮ সালে প্রফুল্ল পিকচার্সের ব্যানারে। এ ছবির সুরকার ছিলেন সুধামাধব দাশগুপ্ত এবং আবহ সংগীত পরিচালনায় ছিলেন রবি রায়চৌধুরী। এ ছবিতে সুপ্রভা সরকারের কণ্ঠে চারটি গান ছিল।

স্বাধীনতাপূর্ব সিনেমার যুগে যখনও প্লে ব্যাক গাইয়েদের তেমন অর্থে স্বীকৃতি মেলেনি, সংগীত পরিচালকদের হাতেই যখন সিনেমার গানের সাম্রাজ্য- সেই পর্বের আরেকজন প্রতিভাবান সংগীত পরিচালক ছিলেন নজরুল ইসলামের সহযোগী দুর্গা সেন। ১৯৪০ সালে ফিল্ম প্রোডিউসার্স লিমিটেডের ‘শুকতারা’ ছবিতে দুর্গা সেনের আবির্ভাব ঘটে সংগীত পরিচালক হিসেবে। এ ছবিতে শৈলেন রায় এবং বিজয় গুপ্ত গীতিকার ছিলেন। ১৯৪১ সালে ‘রাস পূর্নিমা’ এবং ‘ব্রাহ্মণকন্যা’ এ দুটি ছবির সুরকারও ছিলেন দুর্গা সেন। ‘রাস পূর্নিমা’ ছবিতে প্রণব রায়ের লেখা গানের সাথে রবীন্দ্রনাথের গানও ব্যবহার করেছিলেন।

জনপ্রিয়তার শীর্ষ না ছুঁলেও অনেক শ্রুতিমধুর সিনেমার গান উপহার দিয়েছেন গোপেন মল্লিক। কালীপদ সেনের সাথে যুগ্মভাবে ‘এই তো জীবন’ ছবিতে সংগীত পরিচালক হিসেবে তাঁর যাত্রা শুরু হয়। একই বছর ‘মৌচাকে ঢিল’ এই মজাদার সিনেমায় একক ভাবে সংগীত পরিচালনা করেছিলেন গোপেন মল্লিক। প্রমথনাথ বিশীর কাহিনি অবলম্বনে, মনুজেন্দ্র ভঞ্জ পরিচালিত এ ছবিতে তুলসী লাহিড়ি এবং প্রণব রয়ের লেখা গানে সুর দিয়েছিলেন গোপেন মল্লিক।

১৯৪৭ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘দুই বন্ধু’ ছবির গীতিকার ছিলেন মোহিনী চৌধুরী এবং সুর করেছিলেন গোপেন মল্লিক।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের কাহিনি অবলম্বনে ১৯৪৪ সালে ‘সন্ধি’ ছবিটি প্রযোজনা করেছিলেন দেবকী বসু। এ ছবিতে অহীন্দ্র চৌধুরী, অন্ধ দীননাথের ভূমিকায় আসরে আসরে যাত্রাগান পরিবেশন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

ফলে এ ছবিতে গানের প্রচুর চাহিদা ছিল এবং সে জন্য পাঁচ জনকে সুরকারের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। তাঁদের একজন ছিলেন অনিল বাগচী, যিনি পরবর্তীসময়ে বাংলা ছবির একজন অন্যতম সংগীত পরিচালকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তিনি প্রথম এককভাবে সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন ১৯৪৭ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'ঝড়ের পর' ছবিতে। এর পরিচালক ছিলেন অপূর্ব মিত্র।

শচীন দেববর্মন প্রথম সিনেমার গান করেছিলেন ১৯৩৫ সালে তিনকড়ি-চক্রবর্তীর 'সাঁঝের পিদিম' ছবিতে। এ বছরই গান গাওয়ার পাশাপাশি শচীন দেববর্মন অভিনয় করেছিলেন ধীরেন গাঙ্গুলি পরিচালিত 'বিদ্রোহী' ছবিতে। এ ছবিতে সংগীত পরিচালক ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র দে এবং হিমাংশু দত্ত। ১৯৩৭ সালে সুকুমার দাশগুপ্ত পরিচালিত 'রাজগী' ছবিতে সুর রচয়িতার ভূমিকায় ছিলেন শচীন দেববর্মন কিন্তু সংগীত পরিচালক হিসেবে ছিলেন ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়। গুরু এবং শিষ্যের যৌথ উদ্যোগে অজয় ভট্টাচার্যের লেখা গান শোনা গিয়েছিল এ ছবিতে।

১৯৩৯ সালে শচীন দেববর্মন তাঁর দ্বিতীয় ছবির সংগীত পরিচালনার কাজও করেছিলেন ধীরেন দাসের সাথে যৌথভাবে। শিশু সাহিত্যিক হেমেন্দ্রকুমার রায় এ ছবিতে স্বরচিত কাহিনির সঙ্গে সংলাপ ও গীতরচনা করেছিলেন। ১৯৪০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত হীরেন বসুর 'অমর গীতি' ছবিতেও গুরুশিষ্য জুটি ভীষ্মদেব এবং শচীন দেববর্মন ছিলেন সংগীত পরিচালনা ও সুর রচনায়। 'রাজকুমারের নির্বাসন' ছবিতেও সুর রচয়িতা শচীন দেববর্মনের সাথে সংগীত পরিচালক হিসেবে ছিলেন হরিপ্রসন্ন দাস। সুশীল মজুমদার পরিচালিত 'অভয়ের বিয়ে' ছবিতে সুরকার হিসেবে শচীন দেববর্মন থাকলেও সংগীত পরিচালক ছিলেন রবীন চট্টোপাধ্যায়। ১৯৪০ সালে নিউ টকিজের 'এপার ওপার' ছবিতে শচীন দেববর্মন নিজের সুরে গেয়েছিলেন 'বিদেশি রে উদাসী রে' গানটি। এ গানটি প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। তবে ছবির সংগীত পরিচালক ছিলেন বিনোদ গঙ্গোপাধ্যায়।

১৯৪১ সালে প্রথম শচীন দেববর্মনের সুযোগ আসে এককভাবে সংগীত পরিচালনার সুশীল মজুমদার পরিচালিত ফিল্ম কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়ার 'প্রতিশোধ' ছবিতে। ছবির কাহিনি– সংলাপ- গীতিকার ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। এ ছবিতে দ্বিজেন চৌধুরীর গাওয়া 'কি মায়া লাগাল চোখে' গানটি বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। ১৯৪২–এ 'অভয়ের বিয়ে', 'মিলন' এবং 'শোক' তিনটি ছবির সুর রচনা করেছিলেন শচীন দেববর্মন। ১৯৪৩ সালে তিনি 'জজ সাহেবের নাতনি' ছবির সুরারোপ করেন। এ ছবির 'বড় নষ্টামি দুষ্টামি করে চাঁদ রে' গানটি খুব জনপ্রিয় হয়েছিল।

অজয় ভট্টাচার্যের পরিচালনায় 'ছদ্মবেশী' ছবিটিতে সংগীত পরিচালক শচীন দেববর্মন স্বয়ং প্লে-ব্যাক করেছিলেন 'বন্দর ছাড়ো যাত্রীরা সবে' কালজয়ী গানটিতে। এ বছরই 'মাটির ঘর' ছবিতেও সংগীত

Dhaka University Institutional Repository

পরিচালক শচীন দেববর্মন গেয়েছিলেন 'শ্যামরূপ ধরিয়া এসেছে মরণ' এ জনপ্রিয় গানটি। রবীন মজুমদারের কণ্ঠে এ ছবির 'কি নামে ডাকিব তারে যারে অনুরাগে জাগে হিয়া' গানটিও বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। কাছাকাছি সময়েই 'প্রতিকার', 'কলঙ্কিনী'এবং 'মাতৃহারা' নামে ছবি তিনটির সংগীত পরিচালনা করেছিলেন শচীন দেববর্মন। এ ছবিগুলোতে অজয় ভট্টাচার্য, শৈলেন রায়, প্রণব রায় এবং প্রেমেন্দ্র মিত্র গীতিকার হিসেবে ছিলেন। 'প্রতিকার' ছবিটির পরিচালক ছবি বিশ্বাসই ছিলেন নায়কের ভূমিকায় এবং এ ছবিতে শচীন দেববর্মন প্রথম রবীন্দ্র সংগীতের ব্যবহার করেছিলেন।

বাংলা লোকসুরের সাথে রাগ সংগীতের মিশ্রণ তাঁর কম্পোজিশনকে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত করেছিল।

বাংলা সিনেমার গানে দরাজ-মাদকতা জড়ানো স্বর্ণকণ্ঠ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের অভিষেক ঘটে ১৯৪০ সালের মতিমহল পিকচার্সের 'নিমাই সন্ন্যাস' ছবিতে। কাহিনি- চিত্রনাট্য- গীতিকার ছিলেন অজয় ভট্টাচার্য এবং পরিচালক ছিলেন ফনী বর্মা। নিমাইয়ের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন ছবি বিশ্বাস আর এ ভূমিকায় প্লে-ব্যাক করেছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। এ ছবিতে 'পন্থা দেখালো ঝঞ্ঝা বাজালো বাঁশী' গান দিয়েই যাত্রা শুরু করেছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

১৯৪২ সালে মধু বসুর পরিচালনায় নিউ থিয়েটার্সের 'মীনাক্ষী' ছবিতেও গান গেয়েছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

পঙ্কজ মল্লিকের সংগীত পরিচালনায় দুর্গাদাস চক্রবর্তী অভিনীত 'প্রিয় বান্ধবী' ছবিতে 'পথের শেষ কোথায়' রবীন্দ্র সংগীতটি গেয়েছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

১৯৪৬ সালে 'সাত নম্বর বাড়ি' ছবিতে প্রণব রায়ের লেখা রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সুরে 'ফেলে আসা দিনগুলি' গানটি হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে প্লে-ব্যাক গানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা এনে দেয়।

১৯৪৭ সালে 'অভিযাত্রী' এবং 'পূর্বরাগ' ছবি দিয়েই হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সংগীত পরিচালক হিসেবে যাত্রারম্ভ করেন।

উপর্যুক্ত পর্যালোচনা থেকে বাংলা চিত্রগীতির ইতিহাসে (১৯৩১-১৯৪৭) কতগুলি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। এ বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নোক্তভাবে নির্ধারণ করা যেতে পারে–

১. সবাক যুগের শুরুতে পৌরাণিক কাহিনির প্রাধান্য বেশি থাকলেও এর পাশাপাশি সামাজিক কাহিনি নির্ভর সিনেমাও প্রচলিত ও জনপ্রিয় হতে শুরু করে। এ কারণে গানের ক্ষেত্রেও আমরা বিষয়বস্তু হিসেবে দেবদেবী নির্ভরতার পাশাপাশি মানবীয় অনুভূতি নির্ভরতার প্রবেশ দেখতে পাই। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি-'ধ্রুব'(১৯৩৪) চলচ্চিত্রে যেমন ব্যবহৃত হয়েছে 'জাগো ব্যথার ঠাকুর','আয়রে আয় হরি বলে','নাচো বনমালী করতালি দিয়া' প্রভৃতি ভক্তিগীতি তেমনি

Dhaka University Institutional Repository

'পাতালপুরী'(১৯৩৫) চলচ্চিত্রে ব্যবহার করা হয়েছে 'আঁধার ঘরের আলো','এলো খোঁপায় পরিয়ে দে','দুখের সাথী গেল চলে' প্রভৃতি মানবীয় আবেগপ্রসূত গান।

২. সবাক যুগে প্রাথমিক পর্বে প্লে ব্যাক পদ্ধতি চালু হওয়ার পূর্বে অভিনেতা–অভিনেত্রীরা ক্যামেরার সামনে নিজেরাই গান গাইত এবং অন্যজন সুটিংয়ের সময়–ক্যামেরার পাশে থেকে গান গাইত আর অভিনেতা-অভিনেত্রীরা গানের সাথে ঠোঁট মেলাত। '১৯৩৫'-এ প্লে-ব্যাক পদ্ধতি প্রবর্তনের আরো পাঁচ-ছয় বছর পর্যন্তও অভিনেতা-অভিনেত্রীরাই গায়ক-গায়িকার ভূমিকাও পালন করেছেন। চল্লিশ দশকের শেষপ্রান্তে এসে অভিনেতাই গাইয়ে এ রীতির পরিবর্তে অভিনয় শিল্পী আর গায়ক-গায়িকা হিসেবে ভিন্ন ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে। ১৯৩১ সালে যে প্রথার সূত্রপাত রবীন মজুমদার, অসিতবরন এ দুই গায়ক-অভিনেতার গান বাদ দিয়ে শুধু অভিনয়ে মনোনিবেশ করার সাথে সাথে অভিনয়ের সাথে গান গাইবার যে প্রথা সে যুগের অবসান ঘটে। এরপর থেকে অভিনেতা-গায়ক একই ব্যক্তি দৃষ্টান্তকে ব্যতিক্রম ঘটনা হিসেবেই চিহ্নিত করা যায়।

৩. চলচ্চিত্রের কাহিনির নাটকীয়তা ফুটিয়ে তুলতে যেমন গানের ব্যবহার করা হয়েছে তারচেয়ে বেশি গানের ব্যবহার করা হয়েছে কেবল বাঙালি দর্শকের সংগীত প্রিয়তার জন্য। এজন্য অপ্রয়োজনেও অনেক ক্ষেত্রে গানের বাহুল্য দেখা যায়। যেমন: ১৯৩৩ সালের 'বিল্বমঙ্গল' এবং 'জয়দেব' ছবিতে গানের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২৭ ও ২৮টি। এছাড়া 'ঋষির প্রেম'(১৯৩১),'চণ্ডীদাস'(১৯৩২),'ধ্রুব'(১৯৩৪) প্রভৃতি চলচ্চিত্রগুলোও ছিল সংগীতবহুল। প্রথম পর্যায়ের অধিকাংশ ছবিতেই ২৫-৩০টির মতো গান রাখা হতো বিশেষত পৌরাণিক কাহিনি নির্ভর চলচ্চিত্রগুলোতে।

৪. এ সময়ে মূলত সংলাপের বিকল্প হিসেবে গানের ব্যবহার হত। বিশেষত পৌরাণিক কাহিনি ও জীবনী নির্ভর চলচ্চিত্রগুলোতে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে পারি- 'ধ্রুব' চলচ্চিত্রের 'কাঁদিস নে আর কাঁদিস নে মা','ফিরে আয় ওরে ফিরে আয়','আয়রে আয় বলে' প্রভৃতি গানগুলোর কথা।

৫. এই বিপুল সংখ্যক গান অভিনয় করার সময় অভিনেতা–অভিনেত্রীরাই গাইতেন। গান গাইতে জানলেই অভিনয়ে ভাল হবে বা অভিনয়ে ভালো করলেই গানেও পারদর্শী হবে এর নিশ্চয়ই কোন যৌক্তিকতা নেই। তা সত্ত্বেও গান যেহেতু রাখতেই হবে এ চিন্তাধারা থেকে গত শতকের তিনের দশকে সিনেমায় ঘটেছে অনেক হাস্যকর কাণ্ডকারখানা। 'শিরি ফরহাদ' ছবিতে নায়িকার চেয়ে নায়ক ছিলেন দ্বিগুন বয়সের বা 'চণ্ডীদাস' ছবিতে যেখানে কবি চণ্ডীদাসের কণ্ঠে গান থাকার কথা কিন্তু 'চণ্ডীদাস' চরিত্র রূপদানকারী অভিনেতা দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় গান না জানায়

Dhaka University Institutional Repository

‘চণ্ডীদাস’-এর কণ্ঠে আমরা কোন গান পাই না। অধিকাংশ গান গেয়েছিলেন সুগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে ‘শ্রীদাম’ চরিত্রে এবং উমাশশী গেয়েছিলেন ‘রামী’ চরিত্রের গানগুলো।

৬. এই সময়েই গান নিয়ে নানা নিরীক্ষার সূত্রপাত হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে পারি- রাঁইচাঁদ বড়াল, কমল দাশগুপ্ত বা শচীন দেববর্মনের কম্পোজিশনের কথা।

৭. সবাক যুগের প্রথম দিককার গানের সুরে উচ্চাঙ্গ সংগীতের ক্ল্যাসিক্যাল মেজাজ এবং রাগ সংগীতের প্রত্যক্ষ প্রভাব যথেষ্ট দেখা যায়। রাগ সংগীতের এই প্রত্যক্ষ প্রভাবই পরবর্তী সময়ে এক বৈপ্লবিক সংযোজনের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল যাকে আমরা টেকনিক্যাল ভাষায় ‘প্লে ব্যাক’ নামে অভিহিত করে থাকি।

৮. নায়ক-নায়িকা বা বিশিষ্ট অভিনেতারা গান গাইতে পারদর্শী না হলে সে ঘাটতি পূরণের জন্য বোষ্টমী বা অন্ধ ভিখারী থেকে বৈতালিক পর্যন্ত গায়ক চরিত্র তৈরি করে নেয়া হত। যেমন: গান না জানার কারণে প্রমথেশ বড়ুয়া অভিনীত ‘নায়ক’ কণ্ঠে আমরা গান পাইনি। তবে অন্য ছোট চরিত্র সৃষ্টি করে হলেও নায়কের কণ্ঠের গানের অভাব পুষিয়ে নেয়া হতো সংগতি-অসংগতির বিবেচনা না করেই। এ ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত হিসেবে বলতে পারি ‘মুক্তি’ সিনেমার কথা। এ ছবিতে প্রমথেশ বড়ুয়ার কণ্ঠে গান না থাকলেও বন-জঙ্গলের ভেতর এক ছোট হোটেল মালিক চরিত্রে পঙ্কজ মল্লিকের কণ্ঠে দেখি ‘দিনের শেষে ঘুমের দেশে’ গানটি। গানের প্রয়োজনে সৃষ্ট ছোট ছোট চরিত্রগুলোতে দক্ষ গাইয়েদের সমাবেশ ছিল। অন্ধ ভিক্ষুকের চরিত্র যেমন প্রায়ই বাঁধা থাকত কৃষ্ণচন্দ্র দে’র জন্য তেমনি ধর্মীয় বা দেবদেবী নির্ভর পৌরাণিক চরিত্রে নারদের ভূমিকা বাঁধা থাকত ধীরেন দাসের জন্য। গানের কারণেই অভিনয়ে এসেছেন ইন্দুবালা, আঙ্গুল বালা, কমলা ঝরিয়ার মতো পরবর্তীকালের শীর্ষ স্থানীয় গায়িকারা। শুধু গান ব্যবহার করার জন্যই ‘বড়দিদি’ সিনেমায় মাঝি, গাড়োয়ান, ভিখারি চরিত্রের সন্নিবেশ করা হয়েছে,‘আলোছায়া’ চলচ্চিত্রে সংযোজিত হয়েছে ‘ঠাকুর দা’ চরিত্র যেখানে ‘ঠাকুর দা’ চরিত্র রূপদানকারী কৃষ্ণচন্দ্র দে-র পেশাই গান গাওয়া। ‘মন্ত্রশক্তি’ চলচ্চিত্রেও গান প্রয়োগের জন্যই সৃষ্টি হয়েছে কীর্তনওয়ালী,বাইজি,বৈরাগী চরিত্রগুলোর। অনেক চলচ্চিত্রেই গান ব্যবহারোপযোগী করেই চরিত্র নির্মিত হয়েছে। যেমন-‘ভাগ্যচক্র’(১৯৩৫) চলচ্চিত্রের অন্যতম প্রধান দুই চরিত্র সংগীত সাধক ‘সুরদাস’ ও তার পালক পুত্র ‘দীপক’ চরিত্র। ‘দম্পতি’(১৯৪৩) চলচ্চিত্রে রবীন মজুমদার অভিনয় করেছিলেন গান ও কবিতাপাগল কল্পনাবিলাসী যুবকের চরিত্রে। চরিত্রানুযায়ী গান এ চলচ্চিত্রগুলোতে প্রাসঙ্গিকভাবেই এসেছে।

Dhaka University Institutional Repository

৯. মঞ্চের অনেক মঞ্চসফল নাটকই এ সময় চলচ্চিত্রের কাহিনি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এ ধরনের মঞ্চসফল নাটকের কাহিনি নির্ভর সিনেমাগুলোতে নাটকের ব্যবহৃত গানগুলোই ব্যবহার করা হতো। যেমন- মঞ্চসফল 'প্রফুল্ল','বিল্বমঙ্গল','প্রহ্লাদ' প্রভৃতি নাটকের কাহিনি অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্রগুলোতে মঞ্চের গানগুলোই ব্যবহৃত হয়েছে। 'ষোড়শী' নাটকের কাহিনি অবলম্বনে রচিত 'দেনাপাওনা' চলচ্চিত্রেও ব্যবহার করা হয়েছে 'ষোড়শী' নাটকের গানগুলি।

১০. অনেক গানেই রাগ সংগীতের প্রভাবের পাশাপাশি রবীন্দ্রপ্রভাব এবং কীর্তনের অসাধারণ প্রয়োগের দৃষ্টান্ত দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে একটি গানের কথা না বললেই নয়-'উদয়ের পথে' চলচ্চিত্রে রাইচাঁদ বড়ালের সুরে 'তোমার বাঁধন খুলতে লাগে বেদন কি যে' গানটিতে রবীন্দ্র প্রভাব এতটাই প্রকট ছিল যে,বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ কবির কোন অপ্রকাশিত রচনা কিনা তা নিয়ে বেশ ধাঁধাঁয় পড়ে গিয়েছিল। পৌরাণিক কাহিনি নির্ভর গানগুলোতে মূলত কীর্তনাঙ্গের সুরের প্রভাব অনেক বেশি লক্ষণীয়। এক্ষেত্রে 'চণ্ডীদাস' সিনেমার গানের উদাহরণ স্মর্তব্য। এই কম্পোজিশনগুলোতে প্রামাণ্য কীর্তনের রূপ খুব একটা দেখা না গেলেও ভক্তিরসাশ্রিত গানের এক নতুন ধারার আবির্ভাব ঘটেছিল। 'চণ্ডীদাস' সিনেমার 'সেই তো বাঁশী বাজিয়েছিল','ছুঁয়ো না,ছুঁয়ো না বঁধু','শতেক বরষ পরে' গানগুলো পদাবলীর স্বর্ণযুগকেই আবার দর্শকদের সামনে নতুন করে তুলে এনেছিল। এছাড়া 'নিমাই সন্ন্যাস','বিদ্যাপতি','যমুনা পুলিনে' প্রভৃতি চলচ্চিত্রেও পদাবলী,কীর্তন সুরের বহুল প্রভাব লক্ষণীয়।

১১. সিনেমার প্রয়োজনে লোকসুর, আঞ্চলিক শব্দের প্রয়োগের সূত্রপাত এসময় ঘটলেও লোকসুরের প্রভাবের খুব বেশি দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। লোকসুরের এবং আঞ্চলিক শব্দের সার্থকতা দেখি কাজী নজরুল ইসলামের পরিচালনায় কিছু সিনেমার গানে। এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় 'সাপুড়ে','পাতালপুরী' ছবির গানগুলোর কথা। 'পাতালপুরী' সিনেমার সাতটি গানে রাঢ় বাংলার প্রচলিত ঝুমুরের সঙ্গে সাঁওতালী সুরের মিশ্রণ করা হয়েছে, 'সাপুড়ে' চলচ্চিত্রের সবগুলো গানের সুরেই বেদে-বেদেনীদের সুরের প্রভাব লক্ষণীয়।

১২. বাংলা লোকসুরের সাথে রাগ সংগীতের মিশ্রণে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত কম্পোজিশনের সূত্রপাতও এ সময়েই শুরু হয়। এ ধারায় অগ্রগণ্য নাম শচীন দেববর্মনের কম্পোজিশনগুলো।

১৩. গানের বাণীতে কাব্যধর্মিতা অনেক বেশিমাত্রায় লক্ষণীয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে পারি- 'দিকশূল' চলচ্চিত্রের 'হে নয়ন আনন্দ ক্ষণিক দাঁড়াও','ফুরাবে না এই মালা গাঁথা মোর','আমার এই অশ্রু বীণার তারে','শহর থেকে দূরে' চলচ্চিত্রের 'ও পরদেশী কোকিলা','চাঁদের কলঙ্ক'

Dhaka University Institutional Repository

চলচ্চিত্রের 'কলঙ্ক চাঁদ সে যে','চিররাত্রির যাত্রীর চল','অভিনয় নয়' চলচ্চিত্রের 'চোখে চোখে রাখি হায়রে','খাঁচার পাখি কবে মেলবে আঁখি' প্রভৃতি গানের কথা। প্রেমাত্মক গানের প্রচলন বেশি থাকলেও দেশের গান বা উদ্দীপনা মূলক সংগীতের চলচ্চিত্রে ব্যবহারের সূত্রপাতও ১৯৩৫ পরবর্তীসময়েই। যেমন-'বঞ্চিতা' চলচ্চিত্রের 'গাঁয়ের মাটি ডাকে','সংগ্রাম' চলচ্চিত্রের 'একসূত্রে বাঁধিয়াছি','মানে না মানা' চলচ্চিত্রের 'জয় হবে,জয় হবে','ও তুই ডাকিস মিছে','জয়যাত্রা' চলচ্চিত্রের 'হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার' গানগুলো।

১৪. পৌরাণিক কাহিনি নির্ভর ও জীবন চরিত্র অবলম্বনে রচিত চলচ্চিত্রের গানগুলি মূলত ভক্তিরসাশ্রয়ী যেমন-'নিমাই সন্ন্যাস', 'বিদ্যাপতি', 'মীরাবাই', 'জয়দেব', 'যমুনা পুলিনে', 'শ্রী গৌরাঙ্গ', 'রাধাকৃষ্ণ', 'কৃষ্ণ সুদামা','ভক্ত কবীর' প্রভৃতি এবং সামাজিক কাহিনি অবলম্বনে রচিত চলচ্চিত্রের গানগুলি অধিকাংশই প্রেমনির্যাসে সিক্ত কাব্যগীতি ধারাশ্রয়ী। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে পারি-

'ভাগ্যচক্র','মুক্তি','জীবনমরণ','সাথী','অভিনেত্রী','যোগাযোগ','ডাক্তার','শেষউত্তর','নন্দিনী',' অভিসার' প্রভৃতি চলচ্চিত্রের গানের কথা।

১৫. পঞ্চকবিদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের গান এ সময়ের(১৯৩১-১৯৪৭) চিত্রগীতিতে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। 'মুক্তি' চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়ে বাংলা চলচ্চিত্রে সার্থকভাবে রবীন্দ্র সংগীতের প্রয়োগ শুরু হয়। পরবর্তীসময়ে 'হালবাংলা','অভিজ্ঞান','চোখের বালি',' গোরা', 'অধিকার', 'পরাজয়', 'ডাক্তার','আলোছায়া',অভিনেত্রী','পরিচয়','আহুতি','পরিণীতা','অনন্যা','অনির্বাণ' অনেক ছবিতেই রবীন্দ্র সংগীত ব্যবহৃত হয়েছে। পঞ্চকবিদের মধ্যে একমাত্র কাজী নজরুল ইসলামই সিনেমার ফরমায়েশ অনুযায়ী গান লিখেছিলেন এবং সুর করেছেন। এক্ষেত্রে 'চৌরঙ্গী','ধ্রুব','পাতালপুরী','সাপুড়ে' প্রভৃতি চলচ্চিত্রের নাম উল্লেখ করতে পারি। মঞ্চসফল নাটকের কাহিনি অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্রগুলোতে মূলত নাটকের গানগুলোই ব্যবহৃত হতো। এ সূত্র ধরে দ্বিজেন্দ্র লাল রায়ের গান বেশ কিছু চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। অতুলপ্রসাদের কিছুসংখ্যক গান এ সময়ের চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত হলেও রজনীকান্তের গানের ব্যবহার হয় নি বললেই চলে।

১৬. এ সময়ের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গীতিকার হচ্ছেন অজয় ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ী, প্রণব রায়, শৈলেন রায়, সৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়, বাণীকুমার প্রমুখ এবং সংগীত পরিচালক ও সুরকার

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে উল্লেখযোগ্য নামগুলো হচ্ছে– রায়চাঁদ বড়াল, পঙ্কজ মল্লিক, কমল দাশগুপ্ত, সুবল দাশগুপ্ত, রবীন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

বর্ণে গন্ধে ছন্দে গীতিতে (১৯৪৮-১৯৭১)

১৯৪৭ সালের ভারতীয় উপমহাদেশ ভেঙ্গে ১৪ আগস্ট ও ১৫ আগস্ট পাকিস্তান ও ভারত দুটি পৃথক রাষ্ট্রের জন্ম হয়। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবিভক্তির পর তৎকালীন পূর্ববাংলা (বর্তমান বাংলাদেশ) পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। তখন এর নাম হয় পূর্ব পাকিস্তান। ভারত ভাগের পর তৎকালীন পূর্ব পকিস্তানের সাংস্কৃতিক অঙ্গনও অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতির মতই অস্থির ছিল। সম্ভবত এ কারণেই পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক কেন্দ্র ঢাকায় প্রথম ছবি তৈরি হতে অনেক অপেক্ষা করতে হয় যদিও ঢাকাতে চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রয়াস দেখি ১৯২৭-২৮ সালে নির্মিত 'সুকুমারী' ছবির মধ্য দিয়েই। এটি পরীক্ষামূলক চলচ্চিত্র হলেও ১৯৩১ সালে দ্বিতীয় ছবি নির্মিত হয় 'দ্য লাস্ট কিস' ছবিটি। ছবিটি নির্বাক হলেও ঢাকায় নির্মিত এটিই ছিল প্রথম পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র। কলকাতাকেন্দ্রিক বড় পরিসরে পরিবেশনার আওতায় আনার চেষ্টা করা হলেও সে চেষ্টা সফল না হওয়ার দরুন ঢাকায় নির্মিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্রটি খুব বড় পরিসরে প্রদর্শিত হওয়ার সুযোগ পায়নি। দেশ বিভাগের পর ঢাকায় চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রয়োজন ও সম্ভাবনা উভয়ই দেখা দেয়। সে সময় কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্বল্প দৈর্ঘ্যের তথ্য চিত্র নির্মিত হয়েছিল। ঢাকায় নির্মিত প্রথম তথ্যচিত্রের নাম 'ইন আওয়ার মিডস্ট'। ১৯৫৬ সালে পূর্ববঙ্গের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য সবাক কাহিনিচিত্র 'মুখ ও মুখোশ' মুক্তি পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ঢাকায় তথা পূর্ববঙ্গে নির্মিত চলচ্চিত্র বলতে এগুলোকেই বোঝানো হয়। ১৯৫৬ সালে প্রথম সবাক কাহিনিচিত্র নির্মিত হলেও পরবর্তী দু'বছর আমরা পূর্ববঙ্গে নির্মিত আর কোন বাংলা ভাষার চলচ্চিত্র পাইনি। ১৯৫৯ সাল থেকে মূলত এ দেশে চলচ্চিত্র নির্মাণের অবিছিন্ন ধারার সূচনা হয়েছিল। এত দীর্ঘ সময় ছবি না তৈরি হওয়ার পেছনে কুশলী শিল্পী এবং প্রযোজনা সংস্থার অভাব ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির সাথে সমানভাবে দায়ী ছিল। কলকাতা তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার প্রাদেশিক রাজধানী হওয়ায় চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা সকলেই কলকাতা কেন্দ্রিক ছিলেন। দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ বিভাগের ফলে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে এক বিশাল শূণ্যতা সৃষ্টি হয়। ১৯৫৬ সালের পূর্বে তৎকালীন পূর্ববঙ্গে বাংলা ছবি নির্মিত না হলেও উর্দু ছবির প্রদর্শিত হওয়ার পাশাপাশি ভারতীয় বাংলা ছবিও প্রদর্শিত হত। ভারতীয় ছবির প্রদর্শন ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এই ছবিগুলো পূর্ববঙ্গের দর্শকদের বাংলা ছবির অভাব মিটিয়েছে। পঞ্চাশের দশকের এক ঝাঁক তরুণ প্রতিভাবান গীতিকার, সুরকার এবং শিল্পীর আগমন বাংলা গানের শ্রোতাদের

Dhaka University Institutional Repository

বিমোহিত করেছে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কিশোর কুমার, শ্যামল মিত্র, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, সুবীর সেন, গীতা দত্ত, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়,আল্পনা বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, আরতী মুখোপাধ্যায়, লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে শিল্পী হিসেবে, গীতিকার হিসেবে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল গুপ্ত, সলিল চৌধুরী, সুধীন দাশগুপ্ত এবং সুরকার হিসেবে সলিল চৌধুরী, সুধীন দাশগুপ্ত, রবীন চট্টোপাধ্যায়, অনুপম ঘটক, নচিকেতা ঘোষ, আর ডি বর্মন, অসীমা ভট্টাচার্য, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় প্রতিভার বর্ণিল দীপ্তিচ্ছটায় আলোকময় করেছেন তৎকালীন চিত্রগীতিকে। এই সময়ের এমন কিছু গান রয়েছে যা পাঁচ দশক পরও শ্রোতাদের মনে তার রেখা ফেলে রেখেছে। এত বছর ধরে শোনার পরও দর্শকদের মনের তৃষ্ণা যেন মেটে না। আবার চলচ্চিত্রের গানকে আশ্রয় করেই গানে প্রিলিউড, ইন্টারলিউডের ব্যবহার শুরু হয়েছিল।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে 'শাপমোচন' (১৯৫৫) সিনেমার প্রতিটি গান যেমন 'শোন বন্ধু শোন','ঝড় উঠেছে বাউল বাতাস','বসে আছি পথ চেয়ে', চিন্ময় লাহিড়ী ও প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বৈতকণ্ঠে 'ত্রিবেণী তীর্থ পথে' গানগুলি দর্শক-শ্রোতার মুখে মুখে ফিরত। এ চিত্রগীতিগুলোর গীতিকার ও সুরকার ছিলেন যথাক্রমে বিমল ঘোষ ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সুরে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া 'সবার উপরে' ছবির 'জানি না ফুরাবে কবে', 'ঘুম ঘুম চাঁদ' গানগুলিও ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

পঞ্চাশের দশকেই হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে 'লুকোচুরি' সিনেমার 'মুছে যাওয়া দিনগুলি' গানটিও অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠস্বরের গাম্ভীর্য, সুখশ্রাব্য পরিবেশনা, মার্জিত উচ্চারণ তাঁর গাওয়া গানগুলোকে ভিন্ন ব্যঞ্জনা দান করেছে। তিনি 'লুকোচুরি' সিনেমাতে বাংলা চিত্রগীতিতে নতুন ধারা নিয়ে এসেছিলেন কিশোর কুমারকে দিয়ে নির্ভেজাল হাসির গান 'শিং নেই তবু নাম তার সিংহ' গাইয়ে। এছাড়া 'এক পলকে একটু দেখা', কিশোর কুমার ও গীতা দত্তের দ্বৈতকণ্ঠে 'শুধু একটু খানি চাওয়া' গানগুলিও 'লুকোচুরি' ছবির ব্যবসায়িক সাফল্যে বেশ বড় ভূমিকা রেখেছিল। এ চলচ্চিত্রের গীতিকার ও সুরকার হিসেবে ছিলেন যথাক্রমে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের কথা ও অনুপম ঘটকের সুরে 'অগ্নিপরীক্ষা' ছবিতে 'কে তুমি আমারে ডাক', 'গানে মোর ইন্দ্রধনু' সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে গীত এ গান দুটো গোল্ডেন ডিস্কের মর্যাদা পেয়েছিল। 'হারানো সুর' (১৯৫৭) ছবিতে গীতা দত্তের কণ্ঠে 'তুমি যে আমার' এবং 'আজ দুজনার দুটি পথ' গান

Dhaka University Institutional Repository

দুটি উত্তম-সুচিত্রা জুটির রোমান্টিক রূপকথার সোনালি ফ্রেমে বাঁধানো। এ গানগুলোরও গীতিকার ছিলেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার।

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের কথায় এবং নচিকেতা ঘোষের সুরে 'পৃথিবী আমারে চায়' (১৯৫৭) ছবিতে রবীন মজুমদারের কণ্ঠে 'পৃথিবী আমারে চায়', হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে 'নিলাম বালা ছ'আনা', গীতা দত্তের কণ্ঠে 'নিশি রাত বাঁকা চাঁদ', 'তুমি বিনা এ ফাগুন', প্রতিটি গানই অনেক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। 'দ্বীপ জ্বেলে যাই' সিনেমার 'এই রাত তোমার আমার', 'আর যেন নেই কোন ভাবনা','এমন বন্ধু আর কে আছে' হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, লতা মঙ্গেশকর ও মান্না দে-র গাওয়া এ গানগুলো সুরকার হিসেবে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের বৈচিত্র্য এবং সার্থকতার প্রমাণই বহন করে।

বাংলা গানের আরেক দিকপাল শ্যামল মিত্রের কণ্ঠে 'সাগরিকা' ছবিতে রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সুরে এবং গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের কথায় 'আমার স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা' গানটি আর এক সার্থক সৃষ্টি। সুরকার হিসেবে রবীন চট্টোপাধ্যায় 'দেয়া নেয়া' সিনেমায় 'জীবন খাতার প্রতি পাতা', 'আমি চেয়ে দেখি সারাদিন', 'গানে ভুবন ভরিয়ে দিলে', আরতি মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে 'মাধবী মধুতে হল মিতালী' এবং 'দোলে দোদুল দোলে ঝুলনা' মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে যৌথভাবে গেয়ে দর্শক-শ্রোতাকে বিমুগ্ধ করেছেন।

মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'মায়ামৃগ' সিনেমায় 'ম্যাটেরিয়া মেডিকার কাব্য' গানে চিকিৎসা শাস্ত্রের মত জটিল বিষয়কেও কৌতুকের ছলে অনবদ্য সুর সংযোজন করে বাংলা গানে নতুন পথের সন্ধান দেখান। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের 'ও বাক বাক বাকুম পায়রা' এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের 'আপনা হাত জগন্নাথ করব ভাই বাজিমাৎ' এ গানগুলি চলচ্চিত্রে মিলন কিংবা হাসির উপাদানের অভাবকে পূরণ করেছে।

পঞ্চাশের দশকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়,শ্যামল মিত্র ও মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পাশাপাশি ষাট ও সত্তর দশকে সুধীন দাশগুপ্ত, অনীল বাগচী, অসীমা ভট্টাচার্য, নচিকেতা ঘোষ জনপ্রিয় ও কালজয়ী অনেক গান সৃষ্টি করেছেন।

লতা মঙ্গেশকরের 'কত যে কথা ছিল' (১৯৬০), 'শেষ পরিচয়' ছবিতে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরে 'দুই ভাই' ছবিতে (১৯৬১), 'আমার জীবনে এত হাসি এত খুশি', 'ওগো যা পেয়েছি', 'তারে বলে দিও' ইত্যাদি গানগুলো প্রভূত জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। ষাট দশকের আরেকটি বিখ্যাত গান 'ভুল সবই ভুল', সুজাতা মুখোপাধ্যায় এই গানটি গেয়েই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। 'মনিহার' (১৯৬৫) ছবিতে 'আষাঢ় শ্রাবণ', 'নিঝুম সন্ধ্যা', 'কেন গেল পরবাসে', 'সে কথা বলা হল' গানগুলো অনবদ্য সৃষ্টি ছিল। 'আমি যে জলসা ঘরে', 'আমি যামিনী তুমি সখী হে' মান্না দের কণ্ঠে এবং মান্না দে ও সন্ধ্যা

Dhaka University Institutional Repository

মুখোপাধ্যায়ের দ্বৈত কণ্ঠে 'চম্পা চামেলী' খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের কথা ও অনিল বাগচীর সুরে 'এ্যান্টনী ফিরিঙ্গী' (১৯৬৭) ছবির গানগুলোর ও ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। অসীমা ভট্টাচার্যের সুরে 'চৌরঙ্গী' ছবিতে মান্না দে-র 'বড় একা লাগে এই আঁধারে' একটি অনবদ্য কালজয়ী জনপ্রিয় গান।

সুধীন দাশগুপ্তের সুরে 'আলো আমার আলো' সিনেমায় মান্না দে-র কণ্ঠে 'এত আলো এত আকাশ' এবং 'ছদ্মবেশী' ছবিতে 'আমি কোন পথে যে চলি', 'বাঁচাও কে আছ', অনুপ ঘোষালের গাওয়া 'কি তাজ্জব কি বাত' গানগুলো হাসির গান হিসেবে আজও অনবদ্য। আশা ভোঁসলের গাওয়া 'আমার দিন কাটেনা', 'আরো দূরে চল যাই' গানগুলো শ্রোতাদের হৃদয় পটে আজও আঁকা আছে।

পরবর্তীকালে শ্যামল মিত্রের সুরে 'আনন্দ আশ্রম' ছবিতে কিশোর কুমারের কণ্ঠে 'আশা ছিল ভালবাসা ছিল', 'পৃথিবী বদলে গেছে', কিশোর ও আশার দ্বৈত কণ্ঠে 'আমার স্বপ্ন তুমি', শ্যামল মিত্র ও আরতি মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া 'কথা কিছু কিছু বলে যেতে হয়' এবং 'ধন্যি মেয়ে' ছবিতে তারই সুরে 'যা যা বেহায়া পাখি যা না' এবং শ্যামল মিত্রের নিজের কণ্ঠে 'দেখুক পাড়া পড়শিতে' গানগুলো রচনা ও পরিবেশনার দিকে থেকে অনন্য। 'অমানুষ' ছবিতে 'কি আশায় বাঁধি খেলাঘর' শ্যামল মিত্র ও কিশোর কুমার উভয়ের জন্যই মাইলফলকস্বরূপ। হৈমন্তী শুক্লার গাওয়া 'এমন স্বপ্ন কখনও দেখেনি আমি' এবং অনুপম ঘোষালের গাওয়া 'এক যে ছিল কন্যা' শ্যামল মিত্রের সুরে 'আমি, সে ও সখা' ছবির উল্লেখযোগ্য শ্রুতিমধুর লোকপ্রিয় গান। এই গানগুলি শুধু যে শ্রোতাদের কাছে নন্দিত হয়েছে তা নয়, এই গানগুলোর প্রভাব পরবর্তীকালের বাংলাদেশের সুরস্রষ্টাদেরকেও প্রভাবিত করেছে।

ষাটের দশকটা ছিল বাঙালি জাতীয়তাবোধে জাগ্রত হওয়ার দশক। চলচ্চিত্র থেকেও উর্দুর দাপট কাটিয়ে বাংলাকে প্রতিষ্ঠিত করার দশক আর চলচ্চিত্রের গানের ক্ষেত্রেও এ কথাটি প্রযোজ্য।

সিনেমা যেহেতু বাণিজ্যিক মাধ্যম কাজেই অর্থ লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়গুলো স্বাভাবিকভাবেই এর মধ্যে চলে আসে। ব্যয়বহুলতা এবং কলাকুশলী ও প্রযুক্তিগত অভাব সব মিলে ভারত বিভাগের নয় বছর পর নানা রকম প্রতিকূলতা পেরিয়ে 'মুখ ও মুখোশ' এর মধ্য দিয়ে ঢাকার তথা পূর্ব বাংলার সিনেমার যাত্রা শুরু। এই ছবিতে দুটো গান ছিল। একটি ছিল আব্দুল আলীমের কণ্ঠে 'আমি ভীন গেরামের নাইয়া' এবং অন্যটি মাহবুবা হাসনাত (রহমানের) এর কণ্ঠে 'মনের বনে দোলা লাগে-আসলো দখিন হাওয়া' দুটো গানেরই গীতিকার ও সুরকার ছিলেন যথাক্রমে আব্দুল গফুর সমাদ্দার ও সমর দাস। 'আমি ভীন গেরামের নাইয়া' গানটিতে লোকজ সুরের পাশাপাশি আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার লোকজ জীবনের প্রতিচ্ছবিকে আমাদের সামনে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। বিরহী মনের স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশকে

Dhaka University Institutional Repository

আব্দুল আলীম তাঁর দরাজ কণ্ঠে মূর্ত করেছেন। এ গানটিতে কথা ও সুরের এক অপূর্ব মেলবন্ধন রচিত হয়েছে।

‘আমি ভীন গেরামের নাইয়া–
বাণিজ্যেরি লাইগ্যা ফিরি–সোনার তরী বাইয়া ॥
গায়েঁর বধূ আউলা চুলে
আসে যখন গাঙের কূলে
আমার ঘরের কথা মনে পড়ে থাকি শুধু চাইয়া ॥
পংখী যদি হইতাম আমি উইড়্যা যাইতাম ঘরে
একলা ঘরে যেথায় বঁধু – কাইন্দ্যা মরে।
আমার গাঁয়ে নদীর ঘাটে; বন্ধুরে...
মোর লাগি তার দিন যে কাটে
কখন আমি দেখা দিব, সেই ঘাটেতে যাইয়া ॥’

খুব সহজ-সরল সুরে ও কথায় বিরহী মনের আকুলতা ব্যক্ত হতে দেখি এ গানে। আমাদের চলচ্চিত্রের গানের প্রথম যুগ থেকেই দেখি গানের বিষয়বস্তু হিসেবে রোমান্টিকতার প্রাধান্য। এ চলচ্চিত্রের ‘মনের বনে দোলা লাগে’ এ গানটি আমাদের অজয় ভট্টাচার্য, প্রণব রায় প্রমুখ গীতিকবিদের কাব্যগীতির ধারার কথাই মনে করিয়ে দেয়।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রশিল্পের ভিত্তিভূমি ‘মুখ ও মুখোশ’ এর মধ্য দিয়ে নির্মিত হলেও এ ছবি মুক্তির পরবর্তী দু’বছর ঢাকায় আর কোন ছবি মুক্তি পায় নি। ১৯৫৯ সাল থেকে এদেশে চলচ্চিত্র নির্মাণের অব্যাহত ধারা সূচিত হয়েছিল। ১৯৫৭ সালে চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থার (এফডিসি) প্রতিষ্ঠার পর ‘আকাশ আর মাটি’ ছিল প্রথম ছবি। এ ছবির সুরকার ছিলেন সুবল দাস। ফেরদৌসী বেগম এবং কলিম শরাফী এ ছবিতে কণ্ঠ দিয়েছিলেন। এ ছবির ‘সুদূর ওগো, পথিক তোমার কোথায় আনাগোনা’ বা ‘এই পৃথিবীতে তবে কি আমার নাই ওগো কোন ঠাঁই’ গানগুলোতে কাব্যগীতির ধারাকে নতুন করে পাই আমরা, আবার ‘আমার মনে মানসী গান গাইবে’ গানটি নিতান্তই রোমান্টিকতার আবেশ আর মাধুর্যে সিক্ত। বাংলা চলচ্চিত্রের গানে প্রথম জীবনঘনিষ্ঠ বাস্তবতার দেখাও পাই আমরা এ সিনেমার গানে। ‘সাহেব যত দিলওয়ালা/জুতো তাদের সব ময়লা’ গানের

‘আজব এইতা নগরী
বেকার মরে ভুখারী
কেউ করে না মানা।’

এ কথাগুলো কঠিন বাস্তবতাকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় চলচ্চিত্র আসলেই আমাদের সমাজ জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। এ গানটির প্রতি অন্তরার শেষের ‘টারালাম পম পম’ এক অনবদ্য নাটকীয়তার সৃষ্টি

Dhaka University Institutional Repository

করেছে। এ গানের আরেকটি বিশেষত্ব আমরা দেখি উর্দু-বাংলা মেশানো রঙ্গ ভাষার প্রয়োগ যা গানটিকে আরো স্বতঃস্ফূর্ত করে তুলেছে। ১৯৫৯ সালেই ঢাকায় এ জে কারদার নির্মিত এ দেশের প্রথম আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন 'জাগো হুয়া সাভেরা' মুক্তি পেয়েছিল। চলচ্চিত্রটির ভাষা উর্দু হলেও বাংলার জেলে জীবনের বাস্তব চিত্রই এ ছবির চিত্রপটে ফুটে উঠেছিল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রখ্যাত উপন্যাস 'পদ্মা নদীর মাঝি'র কাহিনি অবলম্বনে এ চলচ্চিত্রের চিত্রায়ন করা হয়।

১৯৫৯ সালের মুক্তিপ্রাপ্ত অন্য দুটি ছবি ছিল 'মাটির পাহাড়' এবং 'এদেশ তোমার আমার'। 'মাটির পাহাড়' চলচ্চিত্রের সংগীত পরিচালনায় ছিলেন সমর দাস, কণ্ঠশিল্পী আবু হেনা মোস্তফা কামাল ও শামসুর রাহমান ছিলেন গীতিকার। আবু হেনা মোস্তফা কামাল ও শামসুর রাহমান দু'জনেরই যেহেতু একটি বড় পরিচয় তারা দুজনেই কবি হিসেবে খ্যাতিমান কাজেই এই ছবির গানগুলোতে আমরা কাব্যগীতি ধারার স্পষ্ট ছোঁয়া দেখতে পাব এটাই স্বাভাবিক।

'এদেশ তোমার আমার' সিনেমাটি বাংলা চলচ্চিত্রের এক মাইলফলকস্বরূপ। এ চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়েই যাকে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের মহীরুহ 'এহতেশাম' চলচ্চিত্র পরিচালক হিসেবে যাত্রা শুরু করেন। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে ২৫ আগস্ট মুক্তিপ্রাপ্ত এ ছবির মধ্য দিয়েই 'সুমিতা-আনিস' জুটি বাংলাদেশের প্রথম রোমান্টিক জুটি হিসেবে আবির্ভূত হয়ে জনপ্রিয় হয়েছিল। প্রথম সর্বাধিক ব্যবসাসফল ছবির খেতাবও নিজের ঝুলিতে পুরেছিল এই ছবিটি। ঢাকার চলচ্চিত্রের প্রথম 'স্টার' ইমেজের অধিকারী সুমিতা দেবীর উত্থানের মাইলফলকও বলা চলে এই ছবিটিকে। এ চলচ্চিত্রের 'কে কাঁদিস এই দুর্দিনে' বা 'সেই তো আমার পাগল করা সূর্য কাটা আলো' গানগুলোও গীতিকাব্য ধারার সার্থক নিদর্শন।

১৯৬০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'রাজধানীর বুকে' ছবির 'এই রাজধানীর বুকে', 'এই সুন্দর পৃথিবীতে আমি এসেছি কিছু নিতে', 'এই রাত বলে ওগো তুমি আমার', 'তোমারে লেগেছে এত যে ভাল', এই গানগুলিও বাংলা কাব্যগীতির ধারার উজ্জ্বল ও স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত নিদর্শন। কে জি মোস্তফার কথায় রবীন ঘোষের সুরে তালাত মাহমুদের কণ্ঠে 'তোমারে লেগেছে এত যে ভালো' এই গানটি প্লেটোনীয় রোমান্টিসিজমের এক অনন্য মূর্তি, কথা ও সুরের অপূর্ব মেলবন্ধনে এ গানের ঔজ্জ্বল্য আজও অম্লান। এ সিনেমায় ফেরদৌসী রহমানের কণ্ঠে গীত 'হে সুন্দর পৃথিবী/ আমি এসেছিনু কিছু নিতে' গানটিও বাণী আর সুরের মেলবন্ধনের আরেক উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

বাংলার লোকসংগীত যে কতটা সমৃদ্ধ এবং আমাদের লোকজ জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত তার সার্থক দৃষ্টান্তের দেখা মেলে 'আসিয়া' (১৯৬০) ছবির গানগুলিতে। বাংলা চলচ্চিত্রের শুরু থেকেই তার চিত্রগীতিতে লোকসুর তার ঈর্ষণীয় প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে। এর সার্থক দৃষ্টান্ত দেখতে পাই আমরা

Dhaka University Institutional Repository

'আসিয়া' ছবিতে। এ ছবির সবগুলো গানই লোকসুরের প্রভাব সৃষ্ট। এ চলচ্চিত্রের সুরকার হিসেবে আমরা পেয়েছি আবদুল আহাদ, আব্বাসউদ্দীন, রাধারমনের মত বিখ্যাত সংগীত গুণীদের। কর্মসংগীতের সার্থক প্রয়োগ হিসেবে আমরা এ সিনেমায় পেয়েছি 'ধান বানি আমি নারী ওডুম কি গাইনে' গানটি। বিরহী মনের রূপ প্রতিমূর্তিত হতে দেখি 'বিধি বইসা বুঝি নিরলে' গানে। আবার লোকমানসের বিশ্বাস বা লোকজীবনে স্বরূপ দেখি 'দ্যায়ায় করছে মেঘ মেঘালি' বা 'পাগলা পীরের দরগায় জ্বলে ঘিয়ের বাতি' গানে।

১৯৬১ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'যে নদী মরুপথে' সিনেমার গানে গ্রাম বাংলার দুদর্শাগ্রস্ত রূপটি সহজ সরল সুরে আঞ্চলিক কথায় খুব স্বতঃস্ফূর্তভাবে বর্ণিত হয়েছে।

'আইলোরে আইলোরে সর্বনাশী ঢল
ক্ষেত-খামার ঘর-বাড়ী গেল পানির তল ॥
ও ভাই ক্ষেতের ধান পঁচিয়া যায়
গোলার ধান ভাসিয়া যায়,
গরুগুলান ভাইস্যা যায়,
মোরগ-মুরগী ছট-ফডায়,
বুড়া ছাওয়ালে মাইয়ায়-
হাবুডুবু খায়–
হায় হায় টুপ্পুর কইরা দেখি বারেরে পানির তল ॥
ও ভাই দেশ পাইয়াছি আজরে,
দেইখ্যা পরান বিদরে,
গাছের মগ্‌ডালেরে–
মাইনসে বাসা বানছেরে,
ছডফডাইয়া মরেরে,
দেশ উজাড়ে যায়–
হায় হায় দেশের বুকে সোয়ার হইল
সায়র – প্রমাণ ঢল ॥'

মানুষের অসহায়ত্ব এ গানে 'পাখি যেমন পিঞ্জিরে/ছডফডাইয়া মরেরে' লাইনের মধ্য দিয়ে পুরো দৃশ্যপটের বর্ণনা আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছে। চিত্রগীতি যে অনেক ক্ষেত্রেই বিষয়বস্তু বা দৃশ্যপটকে আমাদের সামনে মেলে ধরতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে এ গানটি তারই উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

১৯৬১ সালের মুক্তিপ্রাপ্ত আরেকটি সিনেমা 'তোমার আমার'। এ সিনেমার গানেও আমরা কাব্যগীতির ধারার সার্থক প্রায়োগ দেখি। গানগুলোতে রোমান্টিকতা, বিরহ কাতরতার প্রাধান্য থাকলেও এ সিনেমায়-

'সোনা ঝরায় আকাশ আর সোনা ফলায় মাটি
আহা আমার সোনার দেশ'

Dhaka University Institutional Repository

এ গানটির মধ্য দিয়েই আমাদের চলচ্চিত্রে প্রথম দেশের প্রকৃতি, মানুষের সহজ সরল সহজাত রূপের বর্ণনা পাই আমরা। আমাদের চিত্রগীতির ধারায় এ গানটি নতুনত্ব এনেছে। এ ছবির গানগুলো সুরের মাধুর্য ও স্বাতন্ত্র্যতায় পরিপূর্ণ। এ ছবিতে আসাফ উদ্দৌলার কণ্ঠে 'মুখের হাসি নয়গো শুধু' এবং ফেরদৌসী রহমানের কণ্ঠে 'মনে হল যেন এই নিশি লগনে' গান দুটি প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। দুটি গানেরই সুরকার ছিলেন কাদের জামেরী এবং 'মুখের হাসি নয় গো' এ গানটির গীতিকার ছিলেন কবি আহসান হাবীব এবং 'মনে হল যেন' এ গানটির গীতিকার ছিলেন আবু হেনা মোস্তফা কামাল। সুরকার হিসেবে কাদের জামেরী এ ছবিতে সাফল্যের নিদর্শন রাখার সত্ত্বেও পরবর্তীকালে আর কোন ছবিতে সংগীত পরিচালক হিসেবে কাজ করেন নি। 'মুখের হাসি নয়গো শুধু' গানটিকে সুরগত বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখি এ গানটিতে ভূপালীর সাথে চারুকেশী রাগের মিশ্রণ ঘটিয়ে তৃতীয় একটি নতুন সুরের ব্যঞ্জনা ঘটানো হয়েছে এবং সঞ্চারীতে কোমল গান্ধারকে কৌশিক অঙ্গে ব্যবহার করে শব্দের রূপকল্প তৈরি করা হয়েছে। রাগসুরের প্রয়োগ থাকলেও উপস্থাপনাগত দিক থেকে লোকসংগীতের বিভিন্ন আঙ্গিকেরই পরীক্ষামূলক সংযোজন ঘটানো হয়েছে এ গানে। 'হারানো দিন'(১৯৬১) সিনেমা বাংলা চিত্রগীতির ক্ষেত্রে এক অনবদ্য মাইলফলক স্বরূপ। এ ছবিতে আঞ্জুমান আরা বেগম ও নাজমুল হুদার দ্বৈত কণ্ঠে গীত নিরীক্ষাধর্মী গান 'অভিমান করো না, তুমি কি গো বুঝ না' গানটি বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। গানটিতে আঞ্চলিক কথ্য শব্দের প্রথম দুই চরণে 'অভিমান করো না, তুমি কি গো বোঝ না/এ যে শুধু মন নিয়ে মনে মনে ছলনা' তে চলিত ভাষার রূপ স্পষ্ট কিন্তু তৃতীয় লাইনেই দেখি 'যার লাইগা মুই কাইন্দা মরিরে সে জন বুঝে না/মনের দুঃখে মরলাম আমি মন যে পাইলাম না'-এ কথাগুলোয় আঞ্চলিকতাই মূর্তির্ত হয়। শুধু বাণীগত দিকেই নয় সুরগত বিশ্লেষণেও নতুনত্বের ছোঁয়া পাওয়া যায় এ গানে। পাশ্চাত্য গীতিকার 'বাখ' এর গতিময়তার সাথে রাগ সংগীতের মেলবন্ধন করা হয়েছে এ গানে, শুধু তাই নয় সঞ্চারীতে আমরা আবার দেখতে পাই ভাওয়াইয়া গানের সুরের আদল। গানটির বিষয়বস্তুও হাস্যরসে পরিপূর্ণ। এ গানে কিছু অংশে যাত্রার ঢঙ এর মতো অভিনয় করেও গাওয়া হয়েছে।

এ ছবির আরেকটি দারুণ জনপ্রিয় নিরীক্ষাধর্মী গান হলো ফেরদৌসী রহমান গীত 'আমি রূপনগরের রাজকন্যা' গানটি। এ গানে কাওয়ালী গানের গতি এবং চৈতী গানের উচ্ছল সুর প্রয়োগ করা হয়েছে। গানটির যন্ত্রানুষঙ্গে হিন্দি গানের মাদকতা মেশানো সুরের চাপল্য থাকলেও কোন সুরের অনুকরণকে এড়িয়ে এ গানটি একটি স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত গানে পরিণত হয়েছে। এ গানে অসাধারণ চিত্রকল্পের ব্যবহার করা হয়েছে। এ ছবির গীতিকার ও সুরকার ছিলেন যথাক্রমে আজিজুর রহমান এবং রবীন ঘোষ। এ ছবিতে 'এই যে নিঝুম রাত' এবং 'বুঝি না মন যে দোলে বাঁশীরও সুরে' গানে অনবদ্য কাব্যগীতিময়তা ছড়িয়ে

Dhaka University Institutional Repository

আছে। 'এই যে নিঝুম রাত ঐ যে মায়াবী চাঁদ' গানে প্রেমের অনুষঙ্গ হিসেবে মায়াবী চাঁদ, ঝিরঝির হাওয়া, রাতের আকাশে মিটিমিটি তারা প্রভৃতি উপমার ব্যবহার কাব্যগীতি ধারার স্বর্ণালি সময়ের কথাই যেন মনে করিয়ে দেয়। আবার 'বুঝি না মন যে দোলে বাঁশিরও সুরে' গানে পদাবলীর প্রেমের প্রতীক বাঁশীর সুর যা শুনে নায়িকার মন উচাটন হয়, বিরহের কাতরতায় অস্থির প্রেমিকা চিত্তের আর্তি এগুলো মধ্যযুগীয় পদাবলীর ধারাকেই আবার ঊনবিংশ শতকে নতুন করে দর্শক শ্রোতার কাছে 'পুরোনো বোতলে নতুন সুরা'র মত করে পরিবেশন করাই যেন।

'সালাহউদ্দিন' পরিচালিত ১৯৬২ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'সূর্যস্নান' চলচ্চিত্রের গানগুলো বাংলা চিত্রগীতির ভাণ্ডারে সমৃদ্ধ। এই সিনেমার গানগুলো হল 'সাওয়ারিয়া রে', 'ঝুম ঝুমকে কোয়েল বলে', 'এই সোনালি ভোরে', 'সাধের সোহাগ ঝরে নিঝুম আঁখি পাতে', 'পথে পথে ছড়াইয়া দিলাম', 'জনকাকলী কল্পনা শুধু বিজন বনানী ঘিরে' সবগুলো গানই তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জল। তবে এ সিনেমার 'পথে পথে ছড়াইয়া দিলাম' গানটির কথা না বললেই নয়। আলমগীর জলিলের কথায় খান আতাউর রহমানের সুরে এই কালজয়ী গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছিলেন কলিম শরাফী। এ গানটির প্রতি ছত্রে বর্ণিত হাহাকার শ্রোতার হৃদয়কে স্পর্শ করে। গানটির গভীর বেদনার প্রকাশ দর্শক মনকে শূণ্যতায় ভরে তোলে। গানটিতে খান আতাউর রহমান রাগ সংগীত ও লোক সংগীত রীতির মিশ্রণ ঘটিয়েছেন শুধু তাই নয় এ মিশ্ররীতির সাথে যোগ করেছেন পাশ্চাত্যের চলন। এটিই গানটিকে অনবদ্য করেছে। উল্লেখ্য যে, খান আতাউর রহমান লণ্ডনে পাশ্চাত্য সংগীতের সাথে গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন এর প্রতিফলন তাই তার সুরে রচিত গানগুলোতে বারবারই উঠে এসেছে তবে তিনি পাশ্চাত্যের সুরের অনুকরণ করেননি সর্বক্ষেত্রেই বাংলার সুরের সাথে পাশ্চাত্যের সুরের মেলবন্ধন করেছেন যা তার গানগুলোকে স্বকীয়তা দিয়েছে। 'পথে পথে ছড়াইয়া দিলাম' গানে বাউলের সুরের ভাব যেমন গ্রহণ করা হয়েছে আবার ঝিঁঝিট ও মারোয়া রাগের ব্যবহারও করা হয়েছে। পাশ্চাত্য সংগীতে 'সা' পরিবর্তন করে যে ক্রোমোফনিজমের সৃষ্টি করা হয় তারও সার্থক প্রয়োগ ঘটিয়েছেন তিনি এ গানে। যন্ত্রানুষঙ্গের ক্ষেত্রেও তিন পাশ্চাত্য ধারার সাথে রাগ সংগীত ও লোক সংগীতের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন।

এ বছরের 'এহতেশাম' এর 'নতুন সুর' সিনেমার 'তারা ভরা এই রাত' বা 'কৃষ্ণচূড়া রূপের আগুন ছড়িয়ে দিলো/আহা এ কোন সুরে আমায় এমন ভরিয়ে দিলো' গানগুলো রাগ-অনুরাগ, মান-অভিমানের দ্বন্দ্বে, প্রেমের সাথে অনুষঙ্গ হিসেবে প্রকৃতির ব্যবহারে গীতিকাব্য ধারার সার্থক প্রয়াস।

'জোয়ার এলো' (১৯৬২) সিনেমায় আমরা কিছু অনবদ্য গান পেয়েছি। এই চিত্রগীতিগুলোতে যেমন পেয়েছি কাব্যগীতিধারার সার্থক নিদর্শন তেমনি পেয়েছি কিছু অনন্য লোকসংগীত। আঞ্জুমান আরা'র

Dhaka University Institutional Repository

কণ্ঠে 'বলতো পাখীরা কেন গায়' গানটি বাংলা কাব্যগীতির ধারার এক সার্থক প্রয়াস। এই সিনেমাতেই আমরা পেয়েছি ফেরদৌসী রহমানের কণ্ঠে 'সোনার বরণ লখাইরে আমার', বা 'মনে যে লাগে এত রং' এর মত গানগুলো। এ গানগুলো আমাদের লোকসংগীত যে কত বৈচিত্র্য নির্ভর আর সমৃদ্ধশালী সে কথাই যেন মনে করিয়ে দেয়। 'সোনার বরণ লখাইরে' গানটি বাংলার ঐতিহ্যবাহী 'কথকতা'র সুরের স্মরণ করিয়ে দিয়ে চোখকে ফিরিয়ে নিয়ে যায় 'মনসামঙ্গলে'। প্রাচীন কবির কাহিনিই আবার নতুন করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উপস্থাপিত হয়েছে আমাদের সামনে।

১৯৬৩ সালে জহির রায়হান পরিচালিত 'কাঁচের দেয়াল' সিনেমার একটি অনবদ্য গান 'না না তার নাম বলব না, নাম বলব না' গানটি। এই গানের নাটকীয়তার ব্যবহার গানটিকে স্বতঃস্ফূর্ততা ও অনবদ্যতা দান করেছে। এ ছবির সংগীত পরিচালক ছিলেন খান আতাউর রহমান। সংগীত পরিচালনার পাশাপাশি এ ছবিতে তিনি কণ্ঠও দিয়েছেন। ১৯৬৩ সালের পাঁচটি মুক্তিপ্রাপ্ত ছবির মধ্যে ৩টি ছবিই ছিল উর্দু ভাষায় নির্মিত বাকি দুটির মধ্যে অন্য সিনেমাটি ছিল সালাহউদ্দিন পরিচালিত 'ধারাপাত'। এই সিনেমায় গানকে বহুমাত্রিকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। ষাটের দশক যে চিত্রগীতির এক উজ্জ্বল সময় তার অন্যতম দৃষ্টান্ত এ চলচ্চিত্রের গানগুলো। চলচ্চিত্রে যে গানের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে তার উদাহরণ হিসেবেও আমরা এ চিত্রগীতিগুলোর উল্লেখ করতে পারি। এ সিনেমায় যেমন সরাসরি রাগ-সংগীতের ব্যবহার হয়েছে তেমনি প্রতিটি গানই তার নিজস্বতা আর বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমাদের সামনে এসেছে। এ সিনেমায় ওস্তাদ ফজলুল হকের কণ্ঠে আমরা শুনেছি রাগ 'দরবারী' ও 'মালকোষ' এর দুটো বন্দিশ, আবার এ চলচ্চিত্রেই প্রথম বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে ফাহমিদা খাতুনের কণ্ঠে 'আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ' রবীন্দ্র সংগীতের ব্যবহার দেখেছি 'আহা শান্তি দন্ত কান্তি দাঁতেরই মাজন' গানে সামাজিক অসংগতি, বেকারত্ব, অভাবের তীব্র হাহাকার, সমস্যা থেকে উত্তরণের চেষ্টা প্রভৃতি জীবনঘনিষ্ঠ দিকের ব্যবহারে গানে বিষয়বস্তুর নতুনত্বের সাথে সাথে হরলাল রায় ও স্বপ্না রায়ের কণ্ঠে তত্ত্ব দর্শন সমৃদ্ধ বাংলার লোকায়ত ধারার প্রকাশও পেয়েছে 'দিন চারেক তোর বসত করা রে' গানে। আবার গীতিকাব্যধারার ছোঁয়া পেয়েছি 'ইসমাত আরা'র কণ্ঠে রোমান্টিকতায় পরিপূর্ণ'এত কাছে চাঁদ বুঝি কখনো আসেনি' গানের মধ্যে।

১৯৬৪ সালের মুক্তিপ্রাপ্ত প্রথম বাংলা ছবি 'জিল্লুর রহিম' পরিচালিত 'এইতো জীবন' চলচ্চিত্রে আব্দুল হালিম চৌধুরীর সুরে পেয়েছি 'ঝির ঝির বাতাসের ছন্দে', 'এত যে সুরভী ফুলের গহনে'র মত রোমান্টিকতার আবেশে মোড়া কিছু গান। শুধু ১৯৬৪ সালের হিসেবেই নয় বরং বাংলা সিনেমার যাত্রার শুরুর দিক থেকেও 'সুতরাং' কে বলা চলে প্রথম ব্যবসা সফল ছবি এবং এর সফলতার পেছনে ছিল এর

Dhaka University Institutional Repository

গানগুলো। গানগুলোর জনপ্রিয়তার ভেলায় ভর করেই সিনেমাটি দর্শকপ্রিয়তা পেয়েছিল। এ সিনেমার গীতিকার ছিলেন সৈয়দ শামসুল হক এবং সুরকার ছিলেন সত্য সাহা। আঞ্জুমান আরা বেগমের কণ্ঠে গীত 'তুমি আসবে বলে' গানটিতে অ্যাকর্ডিয়ান ও ক্ল্যারিওনেটের সংযোজন গানটিকে নতুনত্ব দান করেছে। এই গানটিতে আমরা প্রথম হাওয়াই গিটারের 'ইন্টারলিউড' এর ব্যবহার পেয়েছি যা পরবর্তীকালে সত্য সাহার অনেক গানেই দেখেছি। গানটিতে বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োগ এবং শব্দগুলিতে যে আনন্দের ব্যঞ্জনা রয়েছে সেটি আঞ্জুমান আরা খুব চমৎকার স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে রূপদান করেছেন। কাজী আনোয়ার হোসেন ও আব্দুল আলীমের কণ্ঠে গীত 'এই যে আকাশ, এই যে বাতাস' গানটির সুরবিশ্লেষণে আমরা দেখি এর প্রথম অংশে জারি গানের সাথে গজলের 'মুড়কী' কে মেশানো হয়েছে আবার দ্বিতীয়াংশে দেখি ভাটিয়ালীর উদাস করা উদাত্ত সুরের আহ্বান। এই দুই ভিন্নধর্মী বৈশিষ্ট্য গানটিকে স্বতন্ত্রতা দান করেছে। সিনেমায় প্রথম সার্থক শিশুতোষ গানের ব্যবহারও আমরা এই চলচ্চিত্রে দেখেছি। আলেয়া শরাফীর গাওয়া 'এমন মজা হয় না' গানটিকে বাংলা সিনেমায় ব্যবহৃত সার্থক শিশুতোষ গানের দৃষ্টান্ত হিসেবে বলতে পারি। এই গানটির সহজ-সরল সুর ও গায়কী এবং কৌতুকপ্রিয়তাই গানটিকে অনন্য করে তুলেছে। লোক সুরাাশ্রিত 'পরানে দোলা দিল এ কোন ভ্রমরাই' ফেরদৌসী রহমানের কণ্ঠে গীত আরেকটি উল্লেখযোগ্য গান। এ গানটিতে ভাটিয়ালির সাথে দাদরা গানের সুরের অলংকার মিশিয়ে গানে ভিন্নতা আনা হয়েছে। মহীউদ্দিন পরিচালিত 'শীতবিকেল' ছবিটির গানেও আমরা গীতিকাব্যধর্মিতারই দৃষ্টান্ত পাই। তবে আব্দুল হালিম চৌধুরীর কণ্ঠে বাউলের গান 'মনরে তোমার সবই ছিল জানা' এবং আঞ্জুমান আরা'র কণ্ঠে জিপসী মেয়ের গান 'নাচে যোয়ানী নাচে/বাজে ঢোলক বাজে' গান দুটি বাংলা চিত্রগীতির ভাণ্ডারে এক অনন্য অবদান। এ বছরের 'রাজা এলো শহরে' বা 'অনেক দিনের চেনা' এই সিনেমাগুলোর গানেও কাব্যগীতি ধারারই সন্ধান পাই।

১৯৬৫ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ১১টি ছবির মধ্যে ৬টি ছবিই ছিল উর্দু ভাষায় নির্মিত। 'রূপবান' ছবিটি ব্যতীত অন্য চলচ্চিত্রের গানের বৈশিষ্ট্যে কাব্যগীতির ধারাই লক্ষ করি। 'একালের রূপকথা' চলচ্চিত্রের 'ভোরে স্বপন নামে আমার নয়ন কোনে', 'এতো যে কাছে পেয়েছি তোমায়' বা 'এখনো আকাশ রাতের বাসরে তারায় রয়েছে ঘিরে' গানগুলি বা 'গোধূলীর প্রেম' সিনেমার 'রংধনু রঙ্গে আঁকা আগুনে আবীর মাখা' গানের মধ্য দিয়ে যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়ে মানব মনের বহিঃপ্রকাশের ছবি দেখি বা 'হায় সজনী আমার কেন চলে গেলে ফিরে এসো ওগো' গানের বিরহকাতর ভরা বিচ্ছেদবেদনার ছবি দেখি তা আমাদের কাব্যগীতি ধারার কথাই মনে করিয়ে দেয়। 'রূপবান' চলচ্চিত্রটি বাংলা চলচ্চিত্র ও চিত্রগীতির ক্ষেত্রে নতুন ধারার সূচনা করেছে। মঞ্চসফল 'রূপবান' যাত্রাপালার কাহিনি অবলম্বনেই এ সিনেমাটি

Dhaka University Institutional Repository

নির্মিত হয়েছে। লোকজ সুর বাংলা সিনেমায় এর পূর্বে ব্যবহৃত হলেও এ সিনেমার মত এত ব্যাপকভাবে করা হয়নি, সেই সঙ্গে আঞ্চলিক ও কথ্য শব্দের ব্যবহার গানগুলোয় আরো স্বতঃস্ফূতর্তা ও প্রাণের সঞ্চার করেছে। 'রূপবান' যাত্রার ব্যবহৃত গানগুলোও এ সিনেমায় ব্যবহার করা হয়েছে। এ সিনেমা ও সিনেমার গানগুলো এত জনপ্রিয় হয়েছিল যে পরবর্তীতে এর বেশ কয়েকটি 'সিক্যুয়াল' এর দেখাও আমরা পেয়েছি। এ সিনেমার উল্লেখযোগ্য গানগুলো হচ্ছে – 'ঢেউ উঠেছে সাগরে রে/কেমনে পারি ধরি রে/দিবানিশি কান্দিরে নদীর কূলে বইয়া', 'সাগর কূলের নাইয়া অপর বেলায়/ও মাঝি কোথায় চলছ বাইয়ারে', 'দুঃখ যে মনের মাঝে হাসিল আমায়'। এ সিনেমার গানগুলো বিরহ বেদনায় আচ্ছন্ন করুণ সুরাশ্রিত।

'রূপবান' সিনেমার আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তায় পরবর্তী বছর উর্দুতে নির্মিত হয় 'রূপবান' ছবিটি। শুধু তাই নয় ১৯৬৫ সালেই আমরা পেয়েছি 'রূপবান' ছবির দুটি সিক্যুয়াল 'রহিম বাদশা ও রূপবান' এবং 'আবার বনবাসে রূপবান'। লোককাহিনি নির্ভর সিনেমার প্রাধান্য দেখি আমরা ১৯৬৫ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমাগুলোতে। 'জরিনা সুন্দরী', 'আপন দুলাল', 'বেহুলা', 'ভাওয়াল সন্ন্যাসী', 'মহুয়া', 'গুনাই', 'গুনাইবিবি' সবগুলো সিনেমাই ছিল লোকজ কাহিনি নির্ভর। আর লোকজ কাহিনি নির্ভরতার জন্য সিনেমার গানগুলোতেও ব্যবহৃত হয়েছে লোকজসুর। 'রহিম বাদশাহ ও রূপবান', 'আবার বনবাসে রূপবান' দুটি সিনেমাতেই যাত্রাগানের লোকায়ত ঢঙ ও সুরের ব্যবহার করা হয়। মৈমনসিংহ গীতিকার কাহিনি অবলম্বনে নির্মিত 'মহুয়া' ও 'আপন দুলাল' সিনেমায় গীতিকার সহজ সরল সুর ও আখ্যানধর্মিতারই নিদর্শন পাই। ১৯৬৬ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'ডাকবাবু' সিনেমার 'চুপি চুপি এলো সে আলোকে হারায়', 'কে গো তুমি দূরে থেকে আমারে শুধু যাও ডেকে' গানে আমরা যেমন পেয়েছি কাব্যগীতিময়তার ছোঁয়া তেমনি আঞ্চলিক শব্দ ও সহজ সুরে রচিত বিয়ের গীতের যে উৎসবমুখরময় চিরায়ত আমেজের দেখাও পেয়েছি 'হলুদ বাট মেন্দি বাট, বাট ফুলের মউ, গানটিতে। 'বিয়ের গীত' বা 'বিবাহের গান' বাংলা লোকসংগীতের একটি অতি প্রচলিত ধারা। প্রচলিত এ ধারার সার্থক রূপায়ন ঘটানো হয়েছে 'ডাকবাবু' সিনেমার 'হলুদ বাট মেন্দি বাট' এ গানের মধ্য দিয়ে। আবার 'চুপি চুপি এলো সে' গানে ছোট তানের ব্যবহার করা হয়েছে যা গানটিকে বিশেষত্ব দান করেছে।

লোকসুরাশ্রিত ও লোককাহিনি নির্ভর 'জরিনা সুন্দরী' সিনেমায়-

> 'আমি কি হেরিলাম গো/আমি কি হেরিলাম গো–
> আচম্বিতে বনের মাঝে আমি কি হেরিলাম গো–
> পাগল করা রূপ দেখিয়া – আমি আকুল হইলাম গো–
> আমি কি হেরিলাম গো।'

Dhaka University Institutional Repository

এখানে গান সংলাপের স্থান নিয়েছে। শুধু তাই নয় আমরা একই সাথে সাধু ভাষার শব্দ 'হেরিলাম' এর ব্যবহার যেমন দেখতে পাচ্ছি তেমনি আঞ্চলিক শব্দ 'আচম্বি' সেই সাথে কথ্য ভাষার আঞ্চলিক টান প্রতি লাইনের সাথে 'হেরিলাম গো' বা 'আকুল হইলাম গো' ব্যবহৃত হয়েছে। বর্তমানে চলিত ভাষার সাথে আঞ্চলিকতার প্রয়োগ দেখা গেলেও সাধুভাষার সাথে এ ধরনের মিশ্রণ দেখা যায় না। এ সিনেমার গানগুলোতে ও যাত্রাগানের ঢঙয়ের প্রভাব দেখা যায়। আমার মনের কথা আমার প্রাণের কথা' 'সাধ করিয়া পোষলাম আমি সোনার ময়না পাখি' এ গান দুটিকে আমরা বাংলার 'বিচ্ছেদী গানের' ধারার সার্থক উপস্থাপন বলতে পারি। এ সিনেমার আর একটি গান 'আমার মন বনে ফুল ফুটেছে/ভ্রমর মধু নিও না' গানটিতে বাংলার অনেক লোকায়ত গানে যে 'ধুয়া' ধরবার রীতি রয়েছে, 'আমার মন বনে ফুল ফুটেছে/ভ্রমর মধু নিও না' এ লাইনের পুনরাবৃত্তি আমাদের সে দিকেই ফিরিয়ে নিয়ে যায়।

'কাগজের নৌকা' (১৯৫৬) সিনেমার গানেও আমরা কাব্যগীতি ধারার দেখা পাই তবে এ সিনেমার 'ওগো এমন করে আর বেজো না' গানে প্রতি স্তবকের শেষে 'উহু অমন করে আর বেজো না' লাইনটি নাটকীয়তা সৃষ্ট করে নতুনত্ব এনেছে।

লোকসুরাশ্রিত 'গুনাই বিবি' (১৯৬৬) চলচ্চিত্রের গানগুলো দিয়েই কাহিনির বর্ণনা করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই গান সংলাপের ভূমিকা নিয়েছে। গীতিকার সুরগত বৈশিষ্ট্যের সাথে এ সিনেমার গানগুলোর মিল লক্ষ করা যায়। দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করতে পারি–

'সখী তুমি মইজা গেছ নাগরের রূপ দেখে
তাই বুঝি বেড়াও সখী তুমি স্নো পাউডার মেখে
এই দিনে বুঝলাম সখী তুমি কারে দিছ মন
তাহার জন্য বুঝি সখী থাক সদা তুমি মলিন বদন
মিছামিছি বইলোনা কথা শুনবে ভাইজানে
লজ্জা শরমে সখী বাঁচি না আমি
লজ্জা শরমে সখী বাঁচিনা পরানে, আমি বাঁচব না পরানে
কেবা তোতা মিয়া আমি চিনিনা তাহারে
সখী চিনিনা তাহারে। তার কথা লইয়া সখী জ্বালাইসনা মোরে
তুমি জ্বালাইও না মোরে। হইছে হইছে আর বইল না
ছলনার কথা এক নজরেই বুঝছি সখী আমি তোমার মনের কথা।'

'মৈমনসিংহ গীতিকা'-র কাহিনি নির্ভর 'আপন দুলাল' (১৯৬৬) চলচ্চিত্রের গানগুলিতেও লোকজ সুরেরই প্রভাব দেখা যায়। 'হেইয়া হেঁই সামাল সামাল' গানটিতে আমরা লোকসংগীতের ধারার সাক্ষাৎ পাই।

জহির রায়হান পরিচালিত পৌরাণিক কাহিনি নির্ভর যদিও প্রথমে লোকজ কাহিনি হিসেবে প্রচলিত ছিল পরবর্তীকালে লোক কাহিনিটিই *পদ্মপুরাণে* স্থান পেয়েছে 'বেহুলা' চলচ্চিত্রে সার্থকভাবে লোকসুরের

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োগ করা হয়েছে। এ চলচ্চিত্রের গীতিকার ও সুরকার যথাক্রমে জহির রায়হান ও আলতাফ মাহমুদ। এ চলচ্চিত্রের ‘ও বেহুলা সুন্দরী, ও বেহুলা নাচুনী’ গানটি শাহনাজ রহমতুল্লাহ’র কণ্ঠে এবং ‘ঢেউ দিও না ঢেউ দিও না জলে’ গান দুটি প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। ‘ও বেহুলা সুন্দরী ও বেহুলা নাচুনী’ গানটিতে গীতিকার আঙ্গিকে রূপবর্ণনা করা হয়েছে এবং উপমার প্রয়োগও বেশ লক্ষ করা যায়। গানটির শুরুতে দেখি–

‘ও বেহুলা সুন্দরী ও বেহুলা নাচুনী
তোর রূপের কথা দেশ দেশান্তরে জানেন সকলে’

আবার অন্য কলিতে দেখি ডাগর ডাগর দেহখানি, কুচবরণ কন্যা, মেঘবরণ কেশ, কাজলবরণ নয়ন প্রভৃতি উপমা মিশ্রিত রূপকল্পের প্রয়োগ। ‘হায়রে পিতলের কলসী তোরে লয়ে যামু যমুনায়’ এ গানে প্রেমের অনুষঙ্গ হিসেবে সেই যমুনার জল, কলসী এগুলোকেই দেখি যা আমাদের পদাবলীর চিরকালীন প্রেম ভাবনার কথাই মনে করিয়ে দেয়।

প্রতিদিনকার সাংসারিক দ্বন্দ্ব, খুঁটখাঁট নিয়ে একটি নির্ভেজাল হাস্যরসাত্মক গান, ‘মরি হায়রে হায় দুঃখে পরান যায়’ গানটি। বাংলা চিত্রগীতিতে নির্মল বিনোদনের এক সার্থক দৃষ্টান্ত এ রঙ্গময় গানটি।

আমাদের চলচ্চিত্রে আমরা নিখাদ হাস্যরস নির্ভর সিনেমার সংখ্যা পেয়েছি একেবারেই হাতে গোনা। এমন হাস্যরস নির্ভর সিনেমার সার্থক দৃষ্টান্ত বা পথিকৃৎ হিসেবে যে নামটি চলে আসে তা হচ্ছে ‘১৩ নম্বর ফেকু ওস্তাগার লেন’। সিনেমার গানগুলোতেও পাই ব্যঙ্গবিদ্রূপহীন নিখাদ হাস্যরসের ছোঁয়া যা বাংলা চিত্রগীতিতে নাটকীয়তার অনবদ্য দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে।

‘গান নয় গান নয় যেন সাইরেন
কান ফাটা সিটি মারে বুঝি কোন ট্রেন।
কি মধুর ধ্বনি ঐ সা-রে-গা-মা-পা
হেড়ে গলা ঝেড়ে তাই ছেড়ে লোক লাজ
পিলে ফাটা গান গায় যেন ফাটে বাজ
চট করে হাট হলো বুঝি তাই ব্রেন
গান নয় গান নয় যেন সাইরেন।
হয়ত বা হাঁকে কোন ফেরিওয়ালা
সেই হাঁক শুনে বুঝি কানে লাগে তালা।
তালা যদি লেগে যায় চাবি কোথা পাই
তালা আছে চাবি নাই তেমন মজা ভাই
খুঁজে খুঁজে দেখ যাত অলিগলি ড্রেন ॥
না না তা-ও নয় বুঝি গাধা গায় গান
সেই গান শুনে কান হলো খান খান
তাই বুঝি খাড়া করে গরু দু’টি কান

Dhaka University Institutional Repository

হাম্বা হাম্বা ডাকে তার যায় বুঝি প্রাণ
বাঁচিয়ে ছাড়িলে ফেকু ওস্তাগার লেন ॥'

'মৈমনসিংহ গীতিকা'র কাহিনি অবলম্বনে চিত্রায়িত 'মহুয়া'(১৯৬৬) ছবিতে গানগুলোতেও লোকসুরাশ্রিত গানেরই প্রয়োগ ঘটেছে।

'আমার বাইদার মত রসের নাগর নাই
ও বাবু প্রথমে সালাম জানাই...
মোরা যা করি তা করি ভাই
মোদের মনে কোন দুঃখ নাই
পরকে মোরা কইরা লই আপন
দ্যাশ বিদেশে ঘুরি ফিরি মোরা
পরকে করি ঘরের ভাই ॥ '

এ গানের যে বক্তব্যধর্মিতা তার সাথে গীতিকার ধারাবর্ণনা বৈশিষ্ট্যের মিল লক্ষণীয়। 'এত সুখ যদি দিলে মোরে বিধি নিওনা কাড়িয়া তায়' বা 'যারে পাখী ওহোরে পাখী/ও তুই উইড়া উইড়া যারে বন্ধুর দ্যাশে' গানগুলিতে বাংলা ঐতিহ্যমণ্ডিত 'বিচ্ছেদী' গানের সুরের করুণ রসই প্রতিফলিত হয়েছে। গান অনেকক্ষেত্রেই সংলাপের ভূমিকা আশ্রয় করেছে। 'ওরে বিধি, নিঠুর বিধি একি তোর মনে' গানটিতে মহুয়া কণ্ঠের-

'সাক্ষী থাইকো চন্দ্র-সুরুজ বনের লতাপাতা/
সাক্ষী থাইকো আল্লা-রসুল লই ও আমার কথা/
দারুণ বাপে দিল হাতে বিষলক্ষার ছুরি/
তোমারে না মাইরা তাতে নিজেই আমি মরি'

গানের কথাগুলো সংলাপের স্থানই দখল করেছে।

১৯৬৬ সালের প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত 'কার বউ' চলচ্চিত্রের চিত্রগীতিগুলোর একটি সাধারণ বিশ্লেষণে দেখা যায়, এ চিত্রগীতিগুলোতে গীতিকবিতার ধারার যেমনি দেখা পাই 'এই প্রণয় রাঙানো প্রভাতে' গানে, তেমনি হাস্যরসের উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি দেখি-

'নাম তার বেঁটে ভাই তারে-নারে-না
তার মত স্বামী যেন কারো হয় না
হায়রে কারো হয় না' গানে।

'এসো বন্ধু আজ রাত্রে শুধু স্বপ্ন দেখে যাই' গানে প্রতি স্তবকের শেষে 'তার চেয়ে এসো কথা বলি,' 'ছিঃ দুষ্ট কোথাকার' বা 'এসো চোখে চোখে চেয়ে থাকি' অনুপ্রাসমণ্ডিত এ ধরনের বাক্যের ব্যবহার গানটিতে নাটকীয়তার সৃষ্টি করেছে এবং দৃশ্যোপযোগী করে তুলেছে।

১৯৬৭ সালের মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা সিনেমাগুলো হলো 'নবাব সিরাজউদ্দৌলা','অপরাজেয়','আগুন নিয়ে খেলা','হীরামন','অভিশাপ','আয়না ও অবশিষ্ট','জংলী মেয়ে','ময়ূরপঙ্খী','আনোয়ারা','কাঞ্চনমালা',

Dhaka University Institutional Repository

‘চাওয়া পাওয়া’,‘সয়ফুলমূলক বদিউজ্জামান’,‘আলীবাবা’,‘নয়নতারা’,‘জুলেখা’। ১৯৬৭ সালে প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র ঐতিহাসিক কাহিনি নির্ভর খান আতাউর রহমানের পরিচালনায় ‘নবাব সিরাজউদ্দৌলা’। বাঙালির নবজাগরণের উন্মেষকালে এই ছবির বেশ ভূমিকা ছিল। এই ছবিতে নাম ভূমিকায় অভিনয় করে অভিনেতা আনোয়ার হোসেন আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। যাত্রা হিসেবে নবাব সিরাজউদ্দৌলা এত জনপ্রিয় হয়েছিল সেই জনপ্রিয়তার অব্যাহত ধারাটিকেই কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন এ ছবির পরিচালক খান আতাউর রহমান এবং এক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট সার্থক হয়েছেন। পূর্বতন যাত্রার সাফল্যের ধারাবাহিকতার সূত্র ধরে এ চলচ্চিত্রটি প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল জনমানসের কাছে এবং বাংলা চলচ্চিত্র অঙ্গনে আরেকটি কারণে এ ছবিটি গুরুত্বপূর্ণ। এ ছবির মধ্য দিয়ে বাংলা চলচ্চিত্রে একটি নতুন ধারার সূত্রপাত হয়েছে। এ ছবি মুক্তির মধ্য দিয়ে লোককাহিনি নির্ভর ছবির প্রভাব অনেকটাই স্তিমিত হয়েছিল। এ ছবির অনুপ্রেরণায় স্বজাত্যবোধে উজ্জীবিত হয়ে পরবর্তীকালে তৈরি হয়েছে ‘শহীদ তিতুমীর চলচ্চিত্রটি। ‘নবাব সিরাজউদ্দৌলা’ চলচ্চিত্রের সংগীত পরিচালক ছিলেন পরিচালক স্বয়ং। এ চলচ্চিত্রের ‘ও আমার জন্মভূমি মাগো’ গানটি বাঙ্গালিকে বিনোদিত, আমোদিত করার পাশাপাশি স্বাজাত্যবোধেও অনুপ্রাণিত করেছে। এ গানে জন্মভূমির প্রতি মমতায় আপ্লুত হওয়া করুণ সুর যেন বাঙালিমানসে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকেই জাগিয়ে তোলে। এ গানটি বাঙালিকে যেন জাগরণের গানই শোনায়।

এ চলচ্চিত্রে আলেয়ার কণ্ঠে গীত আরেকটি গান ‘বেদরদী তুমি রসিকার কদর জান না’ গানটিতে দৃশ্যের সাথে উপজীব্য করে বৈঠকী আমেজ ব্যবহার করা হয়েছে।

‘অপরাজেয়’(১৯৬৭) ছবির ‘ঐ বাতাসে শুনেছি চৈত্রের হাহাকার’, ‘ভোমরা গুন গুন গুন গুনিয়ে /চায় কি গান শুনিয়ে’, ‘কেন যে লজ্জা আসে আঁখিরও পাতা ভরে’ গানগুলো রোমান্টিকতার সুরে আচ্ছন্ন করে শ্রোতাকে। এই গানগুলোতেও আমরা কাব্যগীতি ধারারই সাক্ষাত পাই। এ গানগুলোতে প্রকৃতিকে প্রেমের গানের অনুষঙ্গ হিসেবে খুব সুন্দরভাবে উপমার প্রয়োগে রূপদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে উল্লেখ করতে পারি– বিরহী মনের অবস্থা বোঝাতে ‘ঐ বাতাসে শুনেছি চৈত্রের হাহাকার’ গানটিতে উপমা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে– ‘ঝিনুকের ব্যথা গোপনে কখন মুক্তা হয়ে যে ফোটে’ উপমাটির প্রয়োগের কথা। ‘ভোমরা গুন গুন গুন গুনিয়ে/চায় কি গান শুনিয়ে’, ‘কেন যে লজ্জা আসে’ এ গানগুলিতেও প্রকৃতি খুব সার্থকভাবে প্রেমের অনুষঙ্গ হিসেবে উঠে এসেছে।

Dhaka University Institutional Repository

‘আগুন নিয়ে খেলা’(১৯৬৭) চলচ্চিত্রের গানগুলো রোমান্টিক চপলতার আবেশে পরিপূর্ণ। এ চলচ্চিত্রের ‘কি যে মিষ্টি মিষ্টি লাগছে তোকে আজ’, ‘কাল রূপ অপরূপ আমি দেখেছি নয়ন মেলে’ গানগুলোকে আমরা কাব্যগীতির ধারা হিসেবেই আখ্যায়িত করতে পারি।

‘হীরামন’(১৯৬৭) চলচ্চিত্রের গানগুলোতেও কাব্যগীতি ধারার সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখতে পাই। এ সিনেমার ‘সবুজ বনের বুকে জাগে আকাশ ছোঁয়া ঐ পাহাড়’ এ গানটিতে সহজ-সরল প্রকৃতির বর্ণনা, আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে বিরহী মনের আকুলতা, দেশের প্রতি আকুল ভালোবাসা খুব স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

উল্লেখ্য–

‘শীতল দিঘির বুকে দোলে পদ্মফুলের রাশি
বৌ ঝিউড়ি নাইতে নেমে করছে হাসাহাসি–
ফুলে ভরা ফলে ভরা এই যে সোনার দেশ আমার
আমার মনের পঙ্খী কাঁদে, উইড়া যাইতে কাছে তার’

‘জংলী মেয়ে’(১৯৬৭) চলচ্চিত্রে বন্ধুদের কোরাস কণ্ঠে গীত ‘আহা এই মন ছুটে যায় উড়ে যায়’ গানটি বেশ নিরীক্ষাধর্মী। এ গানটিতে উর্দু ও বাংলা ভাষার মিশ্রণ এবং হাস্যরসাত্মকতা গানটিতে নতুনত্বের ছোঁয়া দান করেছে।

‘অভিশাপ’(১৯৬৭) সিনেমার ‘কে তুমি এলে মোর এই জীবনে’, ‘চাওয়া পাওয়ার মাঝে কি পেয়েছি বলো না’ গানগুলোও রোমান্টিক আবেশে পরিপূর্ণ এবং এ গানগুলোকেও কাব্যগীতির উদাহরণ হিসেবেই আমরা উপস্থাপন করতে পারি। জি.এম.আনোয়ারের কথায় ও সত্য সাহার সুরে কিছু অনবদ্য গান পেয়েছি আমরা ‘আয়না ও অবশিষ্ট’(১৯৬৭) চলচ্চিত্রে। এ চলচ্চিত্রের ‘অথৈ জলে ডুবেই যদি’, ‘যার ছায়া পড়েছে’, ‘আকাশের হাতে আছে এক রাশ নীল’, ‘আমার এ মন আমি যারে দিতে চাই’ একান্তই রোমান্টিকতায় পূর্ণ। এ গানগুলোর মধ্যে ফেরদৌসী রহমানের কণ্ঠে ‘যার ছায়া পড়েছে’ এবং বশির আহমেদ ও আঞ্জুমান আরা’র দ্বৈত কণ্ঠে ‘আকাশের হাতে আছে একরাশ নীল’ গান দুটি প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। ‘চাওয়া পাওয়া’ (১৯৬৭) চলচ্চিত্রের ‘কিছু আগেই হলে ক্ষতি কি ছিল’, ‘এই রাত যাবে চলে এইক্ষণ যেয়ো না ভুলে’ গানগুলো রাগ, অনুরাগ আর অভিমানের নির্যাসে সিক্ত রোমান্টিকতায় পূর্ণ। ১৯৬৭ সালে আরবি-ফারসি কাহিনি নির্ভর বেশ কিছু চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। তারমধ্যে ‘ময়ূরপংখী’, আরব্য রজনীর কাহিনি অবলম্বনে ‘আলী বাবা’, ‘সয়ফুলমূলক বদিউজ্জামান’ উল্লেখযোগ্য। গানগুলোতে লোকসুরের সাথে মধ্যপ্রাচ্যের বিশেষত পারস্যের সুরের ঢঙের সমন্বয় করা হয়েছে। যন্ত্রানুষঙ্গেও পারসি প্রভাব লক্ষণীয়। গানের কথায় বাংলা শব্দের সাথে অবলীলায় মিশে গেছে আরবি-ফারসি শব্দ। যেমন :

Dhaka University Institutional Repository

'সয়ফুলমূলক বদিউজ্জমান' সিনেমার 'না না না সরাবী', 'ময়ূরপংখী' সিনেমায় 'এ মায়াবী আঁখি দুটি' গানে 'তনুর পেয়ালাতে সুধা', 'রাঙা গোলাপের নেশা', মায়াবী সুরের তনু রাগ মেশা','মন বনে পিয়া পিয়া ডাক' এ সবই ফারসি গজলের উপমার প্রয়োগের কথাই আমাদের মনে করিয়ে দেয়। 'আলী বাবা' সিনেমার মর্জিনার কণ্ঠে 'ছি ছি এত্তা জঞ্জাল', আবদুল্লাহর কণ্ঠে 'আয়া হুকুম বরদার', ভিখারী কণ্ঠে 'দেনে ওয়ালা দেরে বাবা/মিসকিনরে দয়া কর', আবদুল্লাহ ও মর্জিনার 'আয় বাঁদী তুই বেগম হবি, খোয়াব দেখেছি/আমি বাদশা বনেছি' গানগুলিতে গীতিকার হিসেবে সিকান্দার আবু জাফর, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, আবদুল লতিফ এবং সুরকার হিসেবে সুবল দাস বেশ মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন।

আরবি, ফারসি সাহিত্যের কাহিনি অবলম্বনে যেমন চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে তেমনি বাংলা উপন্যাস নির্ভর সিনেমার সূত্রপাতও এ সময়। নজিবুর রহমান সাহিত্যরত্ন এর বিখ্যাত উপন্যাস 'আনোয়ারা' অবলম্বনে জহির রায়হান তৈরি করেছেন 'আনোয়ারা' সিনেমাটি। এ চলচ্চিত্রের গানগুলোও বেশ স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এ চলচ্চিত্রের 'আমি কেন তারে মনরে দিলাম' গানটিতে উপমার প্রয়োগ বা সুরশৈলী আমাদের 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র কথাই মনে করিয়ে দেয়। আরেকটি গান 'লীলাবালি, লীলাবালি বড় যুবতী সইলো' গানটি আবহমান বাংলার 'বিয়ের গীত'-র ঐতিহ্যের কথাই যেন স্মরণ করিয়ে দেয়। 'এই না ঘরে সোনার বুলবুল' গানটিও লোকসুরে অবলম্বনে রচিত। 'মরিব মরিব সখী নিশ্চয় মরিব' এই গানটিতে লৌকিক পদাবলী কীর্তনের সুরের প্রয়োগ করা হয়েছে। 'কানু ছাড়া গীত নাই' মধ্যযুগের এই কথার পরবর্তীকালে নব রূপায়ন দেখতে পাই সিনেমার অনেক গানেও। প্রেমের রূপক হিসেবে রাধা, কৃষ্ণ, সখী সবগুলো চরিত্রই দেখতে পাই এই গানে এগুলো যেন রাধা-কৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলারই চিত্র অর্থাৎ চিরায়ত পদাবলী কীর্তন তথা লোকমানসের অনবদ্য রূপই আমাদের সামনে হাজির করে।

'কাঞ্চনমালা','জুলেখা','নয়নতারা' এ চলচ্চিত্র গুলো মূলত লোকজ কাহিনি নির্ভর। গানের সুরেও তাই লোকজ সুরের প্রভাব অত্যাবশ্যকীয় ভাবেই চলে এসেছে। 'জুলেখা' চলচ্চিত্রের দুটি গান অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। জনপ্রিয়তা অর্জনই শুধু নয়; বাংলা লোকগানের ভাণ্ডারে এ দুটো গান আমাদের লোকজ গান কতটা আমাদের হৃদয়ের কাছাকাছি এবং সমৃদ্ধ তারও নিদর্শন। 'প্রেমের মরা জলে ডুবে না', 'জগতবাসীরে ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দেরে'-এ গানদুটিই সেই বিখ্যাত গানের উদাহরণ। 'প্রেমের মরা জলে ডুবে না' এ গানটিতে আরবি-ফারসি সাহিত্যের প্রেমের চরিত্রগুলো অনায়াসে চিরায়ত বাংলার চরিত্র হিসেবে অনুপ্রবেশ করেছে। আব্দুল আলীম-এর কণ্ঠে এ লোকজ সুরের গানটি অসম্ভব শ্রোতাপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। 'ফান্দে পরিয়া বগা কান্দে রে' গানটি আলতাফ মাহমুদ কণ্ঠে গীত এক

Dhaka University Institutional Repository

অনন্য সাধারণ ভাওয়াইয়া গানের দৃষ্টান্ত। ‘ও আমি মইলাম মইলাম গো’ গানটিতেও লোকসুর ও আঞ্চলিক ভাষার সার্থক প্রয়োগ ঘটেছে সেই সাথে রয়েছে প্রবাদের প্রয়োগ।

‘নয়নতারা ’(১৯৬৭) সিনেমায় ‘মাছরাঙা পাখীটা আয় আয় আয়’ গানটির সুর নাটকীয়তায় পূর্ণ। সহজ-সরল সুরের মধ্য দিয়েই খুবই স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে গানে নাটকীয়তা সৃষ্টি করা হয়েছে। এ চলচ্চিত্রের আরেকটি গান ‘কথা ছিল তুমি থাকবে আমার পাশে’ গানটি কাব্যগীতি ধারারই দৃষ্টান্ত বহন করে।

লোকজ কাহিনি নির্ভর ‘কাঞ্চন মালা’ চলচ্চিত্রে গানের সংখ্যা যেন আমাদের অনেকটাই যাত্রার গান বহুলতার কথা মনে করিয়ে দেয়। এ চলচ্চিত্রের সবগুলো গানই লোকজ সুর নির্ভর। অনেক গানেই গীতিকার কথার দ্যোতকতা পাওয়া যায়। যেমন : ‘জল ভরে এনেছ কন্যা জল দিয়ে ঢেউ’, ‘এস এস কন্যা গো কন্যা পুরাইব আশা’, ‘আমার মন প্রাণ সঁপে দিলাম’ গানগুলো।

১৯৬৮ সালের চলচ্চিত্রগুলোকে কাহিনিগত দিক থেকে আমরা তিনভাগে ভাগ করতে পারি-

১. সামাজিক কাহিনি নির্ভর

২. লোকজ কাহিনি নির্ভর

৩. ঐতিহাসিক কাহিনি নির্ভর

যদিও সামাজিক ও লোকজ কাহিনি নির্ভর চলচ্চিত্রই বেশি নির্মিত হয়েছে। ঐতিহাসিক কাহিনি নির্ভর চলচ্চিত্র শুধুমাত্র ‘শহীদ তিতুমীর’। এ চলচ্চিত্রটি ‘নবাব সিরাজউদ্দৌলা’ চলচ্চিত্রের অনুপ্রেরণায় নির্মিত হয়েছে। এ সিনেমায় ‘অভিমানী গো আর একটু থাকো’, ‘তুমি যে আমার সখা আমি যে তোমার’ গানগুলিতে যেমন রোমান্সধর্মী কাব্যগীতির ধারার দেখা মেলে তেমনি ‘আ-আ-এসেছি রূপের ডালি’ তে পাওয়া যায় আর্কেস্ট্রার চপল সুরের আভাস, ‘আয়ে হ্যাঁয়-মেরে সরকার ইহা’ গানে ব্যবহৃত হয়েছে উর্দু ভাষার।

‘মধুমালা’(১৯৬৮) চলচ্চিত্রটি লোকজ কাহিনি নির্ভর। এই চলচ্চিত্রে নিখাদ লোকসুরের যেমন আমেজ পাওয়া যায় তেমনি ‘তুমি যে ডেকেছ আমারে কেন’ গানে কাব্যগীতির ধারারও প্রতিফলন পাওয়া যায়।

সামাজিক কাহিনি নির্ভর ‘এতটুকু আশা’ সিনেমায় ‘তুমি কি দেখেছ কভু জীবনের পরাজয়’ গানটি লোকসুর নির্ভর কাব্যগীতি ধারার বাইরে নতুনত্বের ছোঁয়া এনেছে। বাংলা চলচ্চিত্রে এমন জীবন ঘনিষ্ঠ ও বাস্তবনির্ভর গানের সংখ্যা হাতেগোনা। বাংলা চলচ্চিত্রে এ গানটি জীবনধর্মী গানের সফল প্রয়োগের এক অনন্য উদাহরণ। জীনবধর্মী গান প্রয়োগের পাশাপাশি লোক সংগীতের চিরায়ত নদী, নৌকা, ভবনদী এবং কাব্যগীতি উভয় ধারার গানের প্রয়োগও করা হয়েছে এ চলচ্চিত্রের গানগুলিতে। গীতিকার মাজহারুল আনোয়ার ও সত্য সাহার সুরে এ চলচ্চিত্রের গানগুলো প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

Dhaka University Institutional Repository

‘ভাবী যেন লাজুক লতা/ছলাকলা কিছুই জানে না’ এই গানটি যেন চিরাচরিত নারী মূর্তিকেই আমাদের সামনে গানের ভাষায় দৃশ্যমান করে। ‘আবির্ভাব’ সিনেমার গানগুলো তৎকালীন সময়ের শ্রোতাদের যেমন মুগ্ধ করেছে তেমনি এখনো এ গানগুলো শ্রোতাদের কাছে তার আকর্ষণ ধরে রেখেছে। সত্য সাহার সুর এবং গাজী মাজহারুল আনোয়ারের কথায় এ চলচ্চিত্রের গানগুলো বাংলা চিত্রগীতির ইতিহাসে মাইলফলকস্বরূপ। এ ছবিতে সত্য সাহা শুধু সুরকারই নন ‘ভাবী যেন লাজুক লতা’ গানটির গায়ক হিসেবেও প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। মাহমুদুন্নবীর কণ্ঠে ‘তুমি কখন এসে দাঁড়িয়ে আছ’,‘খন্দকার ফারুক আহমেদ’র কণ্ঠে রোমান্টিক আমেজের ‘আমি নিজের মনে নিজেই যেন গোপনে ধরা পড়েছি’, আঞ্জুমান আরার কণ্ঠে ‘সাতটি রঙের মাঝে আমি মিল খুঁজে না পাই’, ‘আয় ঘুম আয়’, সাবিনা ইয়াসমীন ও খন্দকার ফারুকের দ্বৈত কণ্ঠে ‘কাছে এসে যদি বলি’ গানগুলো সত্যিই স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত বৈশিষ্ট্যের সফল দৃষ্টান্ত।

‘দুই ভাই’ চলচ্চিত্রে ‘তুমি বলতে পার কেন দু’জনে দু’জনকে ভালবাসলাম’ বা ‘আড় করে পালিয়ে গেলে তোমায় পিছু ডাকবো না’ এই রোমান্টিক আমেজের গানগুলির পাশাপাশি বাংলা চলচ্চিত্রের গানে নতুনত্ব নিয়ে হাজির হয়েছে ‘ভাবী তোমার পাঠশালাতে ভর্তি হলো ভাই’ গানটি। সহজ-সরল সুর আর চটকদার কথা নিতান্ত হাস্যরসের আমেজে এ গানটি বাংলা চলচ্চিত্রের গানে বেশ নতুনত্বের সৃষ্টি করেছে।

লোকজ কাহিনি নির্ভর ‘সকিনা’ চলচ্চিত্রের গানগুলি আঞ্চলিক কথা ও সুরের আবেশে তৈরি।

‘মৈমনসিংহ গীতিকা’র অন্যতম একটি গীতিকা ‘আপন দুলাল’ এর কাহিনি নির্ভর ‘আপন দুলাল’ চলচ্চিত্রের সংগীতগুলো লোকসুরের মূর্ছনায় সিক্ত। এ চলচ্চিত্রের গানগুলি আমাদের লোকগীতির বিচিত্র ধারার সাথে পরিচিত করিয়ে দেয়। কর্ম সংগীত হিসেবে সারি গানের দেখা পাই, দেখা পাই বিচ্ছেদী সুরেরও।

লোকজ কাহিনি নির্ভর ‘রাজকুমারী’, ‘রাখাল বন্ধু’, ‘সাত ভাই চম্পা’ সিনেমাগুলোতে গান ব্যবহৃত হয়েছে বহুলভাবে। ব্যবহৃত গানগুলো অনেকক্ষেত্রেই সংলাপের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। অধিকাংশই বৈচিত্র্যমণ্ডিত লোকসুর অবলম্বনে রচিত। গানগুলিতে যাত্রা এবং গীতিকার প্রভাব লক্ষণীয়। ‘সাত ভাই চম্পা’ সিনেমায় আমরা পেয়েছি বাংলার ঐতিহ্যবাহী ‘বারমাসী গান’ এর আবহ, আছে গীতিকার কথা ও সুরের আবেশ, পাশ্চাত্য রীতির সঙ্গে লোকজ সুর এবং দাদরা-গজলের মিশ্রণের অপূর্ব সমন্বয়।

গীতিকার এবং সুরকার হিসেবে খান আতাউর রহমান ‘সাত ভাই চম্পা’ সিনেমায় গান ব্যবহারে বিভিন্ন আঙ্গিকের সফল নিরীক্ষা করেছেন। আব্দুল আলীম এবং সাবিনা ইয়াসমীনের কণ্ঠে ‘বন্ধুরে তুমি বৈদেশী নাগর/বৈদেশেতে যাইবা তুমি’ গানে গীতিকার কথা ও সুরের আমেজের মধ্যে সংযোগ ঘটিয়েছেন চৈতী

Dhaka University Institutional Repository

গানের। অন্য গানগুলিতেও আঙ্গিকগতভাবে নিরীক্ষা বিদ্যমান। জারি, পুঁথি এবং বারমাসী গানের আবহে অসাধারণ দক্ষতায় সৃষ্টি করেছেন 'জ্বালাইলে যে জ্বলে আগুন নিভানো যে দায়' গানটি। 'শোনেন শোনেন জাঁহাপনা শোনেন রানী ছয় জনা' সম্পূর্ণই পুঁথির আঙ্গিকে তবে নিরীক্ষা সবচেয়ে বেশি নতুনত্ব পেয়েছে 'সাত ভাই চম্পা জাগোরে' গানটিতে। শাহনাজ বেগম ও সাবিনা ইয়াসমীনের গীত এ গানটি প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এ গানটিতে পাশ্চাত্য গীতির চলনের সাথে লোকজ সুর এবং সেই সাথে দাদরা-গজলের উপস্থাপনের সংমিশ্রণ ঘটানো হয়েছে।

'নিশি হলো ভোর', 'চেনা অচেনা' সিনেমার গানগুলো সম্পূর্ণই রোমান্টিকতার আবেশে সিক্ত। কোথাও বিরহী মনের কাতরতার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে আবার কোথাও ফুটে উঠে অজানা পাওয়ার আনন্দের অভাবনীয় মধুরতা।

সামাজিক কাহিনি নির্ভর 'ভাগ্যচক্র','সংসার' চলচ্চিত্রে রোমান্টিক গানের পাশাপাশি আধ্যাত্মিক সংগীত এবং শিশুতোষ গান আমাদের নজর কাড়ে। 'রূপকুমারী', 'বাঁশরী' চলচ্চিত্রে লোকজসুরের পাশাপাশি কাব্যগীতি ধারামিশ্রিত গানেরও সাক্ষাত মেলে। 'বাঁশরী' চলচ্চিত্রের গানে মূলত বিচ্ছেদী সুর এবং পদাবলী সুরেরই ব্যবহার করা হয়েছে। এটি একটি গানবহুল চলচ্চিত্র এবং এতে মোট সতেরটি গান রয়েছে।

এ বছরের আরেকটি উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র 'বাল্যবন্ধু'। আমজাদ হোসেনের কথায় শুধু জনপ্রিয়তাই নয় সেই সাথে বাংলা চলচ্চিত্রের গানে এক নতুনত্বের আমেজও এনে দিয়েছিল এ চলচ্চিত্রের গানগুলো । 'ছিলাম ছিলাম শহরবাসী' গানটি বাংলার অন্যতম লোকজ সংস্কৃতি পুঁথি পাঠের আদলে করা হয়েছে। কিন্তু পুঁথি পাঠের প্রলম্বিত একই সুরের আবহে দ্রুতলয়ের গায়নরীতির পরিবর্তে করুণ, ধীর লয়ের আমেজ এ গানে নতুনত্ব এনেছে। 'ও কি গাড়িয়াল ভাই' গানটিতে ভাওয়াইয়ার করুণ ব্যাথাতুর আর্তিই প্রতিবিম্বিত হয়েছে। নামতা পাঠের মত টানা সুরে সাবিনা ইয়াসমীনের কণ্ঠে গীত 'পারিব না এ কথাটি বলিও না আর' গানটিও বাংলা চলচ্চিত্রের গানে নতুন বৈচিত্র্য এনেছে। বশির আহমেদের কণ্ঠে 'মায়াভরা এক রাজকন্যা' গানটিও এক নতুন মাত্রার সঞ্চার করেছে। যন্ত্রানুষঙ্গের ভিন্নতা, গায়ন শৈলীর স্বাতন্ত্র্যের দিক থেকে এ গানটিও বাংলা চলচ্চিত্রের গানে নতুন দিকের উন্মোচন করেছে। বাংলা গানের বৈশিষ্ট্য ঠিক রেখে যন্ত্রানুষঙ্গ ও গায়কীতে পাশ্চাত্যের গতিময়তার মিশ্রণ ঘটানো হয়েছে এ গানে।

এ বছরের আরো কিছু লোকজ কাহিনি নির্ভর আলোচিত চলচ্চিত্র যেমন, 'সুয়োরানী দুয়োরানী',' কুচ বরণ কন্যা', 'সপ্তডিঙা', 'অরুণ বরুণ কিরণ মালা', 'রূপবানের রূপকথা' এ চলচ্চিত্রের গানগুলোতেও লোকজ সুরের প্রভাবই মূলত লক্ষণীয়। কখনো কোন একক লোকজ ধারার বৈশিষ্ট্য যেমন আমাদের

Dhaka University Institutional Repository

নজর কাড়ে আবার লোকজ সুরের মধ্যেই নানা নিরীক্ষার ছোঁয়াও পাই। পদাবলী, যাত্রা, গীতিকা লোকজ গানের এ বিশিষ্ট ধারাগুলো কিছুটা নতুন রূপ পরিগ্রহ করে উঠে এসেছে আমাদের চলচ্চিত্রের গানে। লোকজ সুরে হাস্যরসাত্মক গান 'মুরগী ক্যার ক্যারায়' আমরা পেয়েছি 'সুয়োরানী দুয়োরানী' ছবিতে।

১৯৬৯ সালের উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রগুলো – 'পারুলের সংসার','গাজী কালু চম্পাবতী','পালাবদল', 'নতুন নামে ডাকো','পাতালপুরীর রাজকন্যা','মনের মত বউ','প্রতিকার','আলোমতি','ময়নামতি', 'বেদের মেয়ে','অবাঞ্ছিত','আলোর পিপাসা','আগন্তুক','মায়ার সংসার','স্বর্ণকমল','জোয়ার ভাঁটা', 'নীল আকাশের নীচে','নতুন ফুলের গন্ধ','মলুয়া' প্রভৃতি। এ সময়ের অধিকাংশ চলচ্চিত্রই লোকজ কাহিনি নির্ভর এবং এসব চলচ্চিত্রে সংগীত বহুলতা লক্ষণীয় এবং কথকতার ঢঙে সংগীত অনেক ক্ষেত্রেই সংলাপের ভূমিকা নিয়েছে। যেমন : 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র 'মলুয়া' পালার কাহিনি অবলম্বনে নির্মিত 'মলুয়া' সিনেমার কথা 'মলুয়া' চলচ্চিত্রটির গীতিকার আদলে সংলাপের ভূমিকা নিয়েছে সংগীত।

'পারুলের সংসার','আলোমতি','ময়নামতি','গাজী কালু চম্পাবতী','স্বর্ণকমল','বেদের মেয়ে' চলচ্চিত্রের গানগুলিতে লোকজ বিভিন্ন ধারা উপস্থাপিত হয়েছে। সরাসরি লোকজ সুরের যেমন ব্যবহার হয়েছে তেমনি বিভিন্ন ধারার লোকসুরের সাথে অন্য সুরের মিশেলে নতুন সুর সৃষ্টি করে উপস্থাপন করা হয়েছে। 'পারুলের সংসার' চলচ্চিত্রে বিভিন্ন লোকজ সুরের সমাবেশ হয়েছে। যেমন : 'পাল তুলে দে রে' গানটিতে সারি গানের সুর প্রযুক্ত হয়েছে তবে উপস্থাপনা ও গায়নশৈলীতে নতুনত্ব প্রযুক্ত হয়েছে। 'আলোমতি' ছবিতে 'আমার দেশের মাটি আমি' এই দেশের গানটিতে লোকসুর প্রযুক্ত হয়েছে।

'বেদের মেয়ে' চলচ্চিত্রে আবদুল আলীম ও নীনা হামিদের কণ্ঠে গীত জসীমউদ্দীনের কথা এবং আলতাফ মাহমুদের সুরে 'বাবু সেলাম বারে বার' গানটি চলচ্চিত্রে লোকসুরের ব্যবহারে নতুন মাত্রা এনেছে। বাংলা লোকগানের আরেকটি উপজীব্য বিষয় আধ্যাত্মিকতা। এই আধ্যাত্মিক ভাবনার নিদর্শন আমরা দেখতে পাই 'গাজী কালু চম্পাবতি' সিনেমার 'ভজরে মন', 'মিছে ভবের হাটে' গানুগলিতে। 'মনের মতো বউ' এবং 'নীল আকাশের নীচে' সামাজিক কাহিনি নির্ভর এ দুটি সিনেমা প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল এ সিনেমার গানগুলোর জনপ্রিয়তা সূত্র ধরে। 'মনের মত বউ' চলচ্চিত্রের গীতিকার ছিলেন গাজী মাজহারুল আনোয়ার এবং সুরকার ছিলেন সত্য সাহা। এ চলচ্চিত্রের সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী গান সাবিনা ইয়াসমীনের কণ্ঠে গীত 'এ কি সোনার আলোয় জীবন ভরিয়ে দিলে' গানটি। শাশ্বত প্রেমের এক অনবদ্য গান হিসেবে একে চিহ্নিত করা যায়। বাঙালি নারীর চিরন্তন নিবেদনের একটি চিত্রায়িত রূপই যেন এই গানটি। এ চলচ্চিত্রের আরেকটি উল্লেখযোগ্য রোমান্টিক গান বশির আহমেদের গাওয়া 'আমাকে পোড়াতে যদি এত লাগে ভালো' গানটিও প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

Dhaka University Institutional Repository

সত্য সাহার সুর এবং ড. মনিরুজ্জামান-এর কথায় 'নীল আকাশের নীচে' সিনেমার গানগুলো বাংলা চলচ্চিত্রের গানের স্বর্ণযুগের স্বাক্ষর বহন করে চলছে। খন্দকার ফারুক আহমেদের কণ্ঠে 'নীল আকাশের নীচে আমি/রাস্তায় চলেছি একা', শাহনাজ রহমতুল্লাহ এবং মাহমুদুন্নবীর কণ্ঠে 'প্রেমের নাম বেদনা', 'প্রেমের নাম বাসনা', ফেরদৌসী রহমানের কণ্ঠে 'গান হয়ে এলে' এ গানগুলো বাংলা চলচ্চিত্রের গান যে কতটুকু সমৃদ্ধ ছিল সে স্বাক্ষরই বহন করে। সামাজিক কাহিনি নির্ভর 'পালাবদল', 'নতুন নামে ডাকো','প্রতিকার','আলোর পিপাসা','আগন্তুক', 'মায়ার সংসার','আলিঙ্গন','জোয়ার ভাঁটা','নতুন ফুলের গন্ধ','অবাঞ্ছিত' সিনেমার গানগুলো মূলত রোমান্টিকতার মোড়কেই আবৃত। বেশিরভাগ গানে কাব্যগীতির ধারা এবং সেই সাথে প্রচলিত লোকগীতির পাশাপাশি প্রচলিত লোকসুরকে নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন করা হয়েছে।

রাগমিশ্রণের এক অনন্য উদাহরণ 'আগন্তুক' সিনেমায় খুরশিদ আলমের কণ্ঠে গাওয়া 'বন্দী পাখির মত' গানটির সুরারোপ বেশ অভিনব। বৈরাগী, মধুকোষ এবং পাঞ্জাবের হীর এই তিনটি ভিন্ন রাগের মিশ্রণে সুরকার এ গানের সুরের কাঠামো তৈরি করেছেন। সুরের অসাধারণ ব্যঞ্জনার কারণেই গানটি শ্রোতাপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এ চলচ্চিত্রের গানগুলোর সুরকার ছিলেন বিশিষ্ট খেয়াল গায়ক আজাদ রহমান। এ চলচ্চিত্রের আরো দুটো উল্লেখযোগ্য গান– একটি সোহরাব হোসেন এবং তাঁর সহশিল্পীদের কণ্ঠে গীত 'দেখ ভেবে তুই মান' গানটি। এ গানে বাউলের সুরের সাথে কবিগানের সুরকে সুরকার সার্থকভাবে মিশ্রণ করেছেন। আরেকটি গান হলো মাহমুদুন্নবী ও শাহনাজ রহমতুল্লাহ'র কণ্ঠে গীত রোমান্টিক গান 'আমি যে কেবল বলেই চলি' গানটি।

১৯৭০ সালে বাংলা চলচ্চিত্রে নতুন ধারার দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে। ১৯৬৯ পর্যন্ত বাংলা চলচ্চিত্রে লোকজ কাহিনি নির্ভর চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রবণতা বেশী লক্ষণীয়। লোকজ কাহিনি নির্ভর চলচ্চিত্রের পাশাপাশি সামাজিক কাহিনি নির্ভর চলচ্চিত্র তৈরি হলেও '৭০ এসে আমরা হঠাৎ পট পরিবর্তন হতে দেখি। ১৯৭০ সালের হাতে গোনা কিছু চলচ্চিত্র ব্যতীত সবগুলোই সামাজিক কাহিনি নির্ভর। দৈনন্দিন সমাজ বাস্তবতা, জীবনঘনিষ্ঠতা, শহরকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবনবোধ এ সবকিছুই এ সময় উঠে এসেছে বাংলা চলচ্চিত্রের কাহিনিতে আর চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে গান যেহেতু অনেকাংশেই কাহিনির প্রতিনিধিত্ব করে বা দর্পণস্বরূপ কাজেই এ পটপরিবর্তন বাংলা গানের ক্ষেত্রেও নতুন দিকের উন্মোচন করে। গতানুগতিকতার বাইরে গিয়ে অনেক সার্থক নিরীক্ষার দৃষ্টান্ত আমরা এ সময় পেয়েছি।

১৯৭০ সালের উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র গুলো – 'যে আগুনে পুড়ি','সূর্য উঠার আগে','সন্তান','তানসেন', 'ক খ গ ঘ ঙ','আদর্শ ছাপাখানা','আমীর সওদাগর' ও 'ভেলুয়া সুন্দরী','আঁকাবাঁকা','জীবন থেকে

Dhaka University Institutional Repository

নেয়া','পীচ ঢালা পথ', 'যোগ বিয়োগ', 'দর্পচূর্ণ', 'ছদ্মবেশী','স্বরলিপি', 'কত যে মিনতি', 'বাবলু', 'মধুমিলন', 'অধিকার', 'ঢেউ এর পর ঢেউ','টাকা আনা পাই' প্রমুখ। চলচ্চিত্রে গানের প্রয়োগের অনেক সার্থক নিরীক্ষা আমরা এ সময় পেয়েছি। এ বছরের সবচেয়ে আলোচিত চলচ্চিত্র 'জীবন থেকে নেয়া'। ১৯৬৯ এর গণআন্দোলনকে উপজীব্য করে একটি পরিবারকে একটি দেশের রূপকাশ্রয়ে নির্মাণ করেছেন জহির রায়হান এ চলচ্চিত্রটি। চলচ্চিত্রে গান হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে 'দেশের গান'। আলতাফ মাহমুদের সুরে একুশের অমর গান 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো' গানটি অনন্য মাত্রা প্রদান করেছে। এ চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা' গানটি তাঁর কৃত সুরের পরিবর্তিত সুরে গীত হয়েছে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে এবং বর্তমানে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের সুর হিসেবেও রবীন্দ্রকৃত সুরের পরিবর্তে 'জীবন থেকে নেয়া' চলচ্চিত্রে অজিত রায়, সাবিনা ইয়াসমীন ও অন্যান্যদের গাওয়া সুরটিই ব্যবহৃত হচ্ছে। দেশের গানকে আপামর জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ায় এবং দেশপ্রেমে উজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে 'জীবন থেকে নেয়া' চলচ্চিত্রের গানগুলো মাইলফলক স্বরূপ। চলচ্চিত্রের গানে বিষয়বস্তুগত ভিন্নতা আনয়নে এ চলচ্চিত্রের গানগুলো অনন্য স্বাক্ষর বহন করে।

রোমান্টিক কাব্যগীতি সমৃদ্ধ গানের পাশাপাশি অনবদ্য শিশুতোষ গান যেমন : 'সন্তান' চলচ্চিত্রে জি এম আনোয়ারের কথা ও সত্য সাহার সুরে আঞ্জুমান আরার কণ্ঠে 'খোকন সোনা বলি' গানটি উল্লেখযোগ্য।

জীবনধর্মী গানও পেয়েছি এ সময়ের চিত্রগীতিতে। 'কোথায় যেন দেখিছি' চলচ্চিত্রে 'নিজাম উল হক' এর কথা ও সুরে খন্দকার ফারুকের 'রিক্সাওয়ালা', অজিত রায়ের কণ্ঠে 'কাজী নজরুল ইসলামের' কথা ও সুরে 'জাগো অনশন বন্দী' এ গানগুলোর মধ্য দিয়ে গণসংগীতকে চলচ্চিত্রে ব্যবহার করে নতুনত্ব আনা হয়েছে। এ চলচ্চিত্রেই প্রথম সার্থকভাবে কাজী নজরুল ইসলামের গানকে উপস্থাপন করা হয়েছে। 'বাবলু' চলচ্চিত্রের 'মোরা এতিম সর্বহারা' গানটিও জীবন ঘনিষ্ঠতারই পরিচয় বহন করে। 'জীবন থেকে নেয়া' চলচ্চিত্রে কাজী নজরুল ইসলামের কথা ও সুরে 'কারার ঐ লৌহকপাট', খান আতাউর রহমানের সুরে 'দুনিয়ার যত গরীবকে আজ' গানগুলো শ্রমজীবি মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে চলচ্চিত্র যে বাস্তবজীবনেরই প্রতিরূপ এ কথারই সার্থকতার রূপায়ন করে।

'তানসেন' চলচ্চিত্রের 'পাখিরে', 'না না ডেকোনা', 'তুমি সুন্দর হে', 'ছম ছম ছম নাচে' গানগুলো মূলত রাগাশ্রয়ী। রাগসুরের আবহকেই মূলত প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। দরবারী কানাড়া, মিয়া কি মল্লার রাগগুলো ব্যবহৃত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

নিখাদ হাস্যরসাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে নাটকীয়তা সৃষ্টির মধ্য দিয়ে দর্শককে নিছক বিনোদন দানে ‘সন্তান’ চলচ্চিত্রের ‘চিড়াগুড়ের মত’ ,‘টানা আনা পাই’ ছবির ‘ডিম ডিম ডিম’ ,‘আঁকা বাঁকা’ সিনেমার ‘নেড়া কি কভু’ গানগুলো Dramatic Relief- এর কাজ করেছে।

পাশ্চাত্য সুরপ্রয়োগকে প্রাচ্যের মেলবন্ধনে একাত্ম করে সার্থকভাবে রূপায়ন করা হয়েছে ‘দর্পচূর্ণ’, ছবির ‘তুমি যে আমার কবিতা’, ‘দীপ নেভে নাই’ চলচ্চিত্রের ‘চোখ যে মনের কথা বলে’, ‘পীচঢালা পথ’ চলচ্চিত্রের ‘পীচ ঢালা এই পথটারে’, ‘অধিকার’ চলচ্চিত্রের ‘কে যেন আমায় ডাকে’, ‘টাকা আনা পাই’ চলচ্চিত্রের ‘পাপা আমায় দুষ্টু বলে’, ‘উড়ু উড়ু মন’, ‘ওরে জ্বালিয়ে মারলো তো’ প্রভৃতি গানে।

১৯৭১ আমাদের জাতীয় চেতনার বছর। মুক্তিযুদ্ধকালীন কোন চলচ্চিত্র নির্মিত হয় নি। ১৯৭১ এ শুধু জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে সাতটি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে এবং সবগুলো চলচ্চিত্রই সামাজিক কাহিনি নির্ভর। এ সময়ের চলচ্চিত্রের গানগুলোতেও আমরা দেখি প্রেম নির্ভর গানের সংখ্যাধিক্য এবং সেই সাথে কিছু জীবনধর্মী গান যেমন : ‘সুখ দুঃখ’ চলচ্চিত্রের ‘এইবার জীবনের জয়’, ‘আমাদের বন্দী করে’,‘নাচের পুতুল’ সিনেমার ‘একটি কাগজ কিনে নেন’, ‘আয়নাতে ঐ মুখ দেখবে যখন’, ‘জলছবি’ সিনেমার ‘এক বরষার বৃষ্টিতে’, ‘স্মৃতিটুকু থাক’ চলচ্চিত্রের ‘শহর থেকে দূরে’, ‘এক যে ছিল রাজার কুমার’, ‘আমার বউ’ চলচ্চিত্রের ‘এমন মনের মানুষ’ গানগুলো বাংলা চলচ্চিত্রের গানের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে।

উপর্যুক্ত পর্যালোচনা থেকে বাংলাদেশের বাংলা চিত্রগীতির ইতিহাসে দেশবিভাগ পরবর্তীকাল থেকে স্বাধীনতা (১৯৫৬-১৯৭১) পর্যন্ত কতগুলি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। এ বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নোক্তভাবে নির্ধারণ করা যেতে পারে–

১. প্রথম বাংলা সবাক চলচ্চিত্র ‘মুখ ও মুখোশ’ এ আব্দুল আলীমের কণ্ঠে ‘আমি ভীন গেরামের নাইয়া’ গানের মধ্য দিয়েই বাংলা চলচ্চিত্রে লোকগানের সূত্রপাত। লোকজ জীবনের প্রতিচ্ছবি স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে সহজ-সরল সুরে উঠে এসেছে এ সময়ের অনেক চলচ্চিত্রের গানেই। যেমন : ‘জোয়ার এলো’ (১৯৬২) চলচ্চিত্রে ফেরদৌসী রহমানের কণ্ঠে ‘সোনার বরন লখাইরে’ গানটি, এছাড়া ‘আসিয়া’, ‘বেহুলা’ প্রভৃতি চলচ্চিত্রেও সুরপ্রয়োগে লোক সুরেরই প্রাধান্য লক্ষণীয়।

২. আমাদের চলচ্চিত্রের গানের একদম শুরু থেকেই আমরা দেখি চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত অধিকাংশ গানই রোমান্টিকতার আবেশে সিক্ত। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করতে পারি-‘মুখ ও মুখোশ’(১৯৫৬) চলচ্চিত্রের ‘মনের বনে দোলা লাগে’,‘আকাশ আর মাটি’(১৯৫৯) চলচ্চিত্রের

Dhaka University Institutional Repository

'আমার মনে মানসী গান গাইবে','রাজধানীর বুকে'(১৯৬০) চলচ্চিত্রের 'এই রাত বলে ওগো তুমি যে আমার','তোমারে লেগেছে এত যে ভালো' প্রভৃতি গানের কথা।

৩. দেশবিভাগ পরবর্তী সময় থেকে স্বাধীনতার সময় পর্যন্ত বাংলা চলচ্চিত্রের গানে লোকজ ধারা ও কাব্যগীতির ধারা এই দুই ধারারই সমান্তরাল প্রবাহমানতা আমরা দেখতে পাই। ঢাকায় নির্মিত প্রথম সবাক চিত্র 'মুখ ও মুখোশে' দুটি গান ছিল। 'আমি ভীন গেরামের নাইয়া' গানটি ছিল লোকসুর ও কথাশ্রিত এবং অন্য গান 'মনের বনে দোলা লাগে' এ গানটি অজয় ভট্টাচার্য, প্রণব রায় প্রমুখ গীতিকবিদের গীতিকবিতার ধারার কথাই আমাদের মনে করিয়ে দেয়। ১৯৬৫সালের পূর্ব পর্যন্ত অধিকাংশ চলচ্চিত্রেই আমরা কাব্যগীতির ধারাশ্রিত গানের সাক্ষাৎ পাই। এক্ষেত্রে উল্লেখ করতে পারি–'আকাশ আর মাটি' (১৯৫৯) সিনেমার 'আমার মনে মানসী গান গাইবে', 'এই পৃথিবীতে তবে কি আমার নাই ওগো কোন ঠাঁই', 'রাজধানীর বুকে' (১৯৬০) সিনেমার 'তোমারে লেগেছে এত যে ভালো', 'এই সুন্দর পৃথিবীতে আমি এসেছি কিছু নিতে', 'তোমার আমার' (১৯৬১) সিনেমার 'মুখের হাসি নয়গো শুধু', 'মনে হল যেন এই নিশি লগনে', 'হারানো দিন' (১৯৬১) সিনেমার 'অভিমান করো না', 'সূর্যস্নান' (১৯৬২) সিনেমার 'সাধের সোহাগ ঝরে নিঝুম আঁখি পাতে', 'নতুন সুর' (১৯৬২) সিনেমার 'তারা ভরা এই রাত', 'কৃষ্ণচূড়া রূপের আগুন ছড়িয়ে দিলো', 'জোয়ার এলো (১৯৬২) সিনেমার 'বলোতো পাখীরা কেন গায়' প্রভৃতি অসংখ্য উল্লেখযোগ্য চিত্রগীতির।

৪. প্রেমের গানের আধিক্য থাকলেও চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত অনেক গানই চলচ্চিত্রের উপজীব্য বিষয়টিকে আমাদের সামনে খুব স্বতঃস্ফূর্ত ও সাবলীলভাবে আমাদের উপস্থাপন করেছে। যেমন: 'যে নদী মরূপথে' (১৯৬১) চলচ্চিত্রের 'আইলোরে আইলোরে সর্বনাশী ঢল' গানটিতে গ্রাম বাংলার দুদর্শাগ্রস্ত রূপটি খুব সহজ সরল সুরে ও আঞ্চলিক ভাষায় মূর্তিত হয়েছে। এ গানের 'পাখী যেমন পিঞ্জিরে ছডফডাইয়া মরেরে' লাইনের মধ্য দিয়ে মানুষের অসহায়ত্বকে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছে। চিত্রগীতি যে অনেকক্ষেত্রেই বিষয়বস্তু বা দৃশ্যপটকে আমাদের সামনে মেলে ধরতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে এ গানটি তারই উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

৫. দেশভাগ পরবর্তী বাংলাদেশের বাংলা চলচ্চিত্রের গানে প্রথম জীবন ঘনিষ্ঠ বাস্তবতার দেখা পাই 'আকাশ আর মাটি' (১৯৫৯) চলচ্চিত্রের 'সাহেব যত দিলওয়ালা/জুতো তাদের সব ময়লা' গানটির মধ্য দিয়ে। এ গানের-

'আজব এইতো নগরী

Dhaka University Institutional Repository

বেকার মরে ভুখারী
কেউ করে না মানা।'

কথাগুলো যেন কঠিন বাস্তবতাকেই চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় আর সেই সাথে মনে করিয়ে দেয় চলচ্চিত্র বা চলচ্চিত্রের গান শুধু বিনোদনের রং-মহলই নয় সেই সাথে সমাজ জীবনেরও প্রতিচ্ছবি। 'ধারাপাত' (১৯৬৩) চলচ্চিত্রের 'আহা শান্তি দন্ত কান্তি দাঁতেরই মাজন' গানেও সামাজিক অসংগতি, বেকারত্ব, অভাবের তীব্র হাহাকার, সমস্যা থেকে উত্তরণের চেষ্টা হাস্য রসিকতার ছলে যেন জীবনের কঠিন বাস্তবতাকেই চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। জীবনধর্মী গানের আরেকটি সফল প্রয়োগ সামাজিক কাহিনি নির্ভর 'এতটুকু আশা' (১৯৬৮) সিনেমার 'তুমি কি দেখেছ কভু জীবনের পরাজয়' গানটি। ১৯৭০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'জীবন থেকে নেয়া' ও 'সন্তান' চলচ্চিত্রে কাজী নজরুল ইসলামের কথা ও সুরে 'কারা ঐ লৌহ কপাট', 'জাগো অনশন বন্দী' গানগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। এই গানগুলো শ্রমজীবী মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে চলচ্চিত্রের জীবনঘনিষ্ঠতা রূপায়িত করে।

৬. এ দেড় দশকের গানের ভাষাগত আরেকটি বৈশিষ্ট্য আমাদের নজরে আসে। বেশ কিছু গানেই উর্দু-বাংলা মেশানো কথ্য ভাষার প্রয়োগ লক্ষণীয়। যেমন: 'আকাশ আর মাটি' সিনেমার 'সাহেব যত দিলওয়ালা','জংলী মেয়ে' (১৯৬৭) চলচ্চিত্রের বন্ধুদের কণ্ঠে কোরাস কণ্ঠে গীত 'আহা এই মন ছুটে যায় উড়ে যায়' গানটিতেও উর্দু-বাংলা ভাষার মিশ্রণ দর্শকমনে হাস্যরসাত্মকতা ও নতুনত্বের ছোঁয়া দান করেছে। এছাড়া 'শহীদ তীতুমীর', 'আলীবাবা' প্রভৃতি চলচ্চিত্রের গানেও আমরা এ বৈশিষ্ট্যগুলো দেখতে পাই। দেশবিভাগ পূর্ববর্তী বা স্বাধীনতোত্তর যুগের বাংলাদেশের বাংলা চলচ্চিত্রের গানে এই বৈশিষ্ট্য আর দৃষ্টিগোচর হয় না।

৭. এ সময়ের বেশ কিছু গানে সাধু ভাষার শব্দের সাথে চলিত ভাষার মিশ্রণ বা আঞ্চলিক শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে লোকসুরাশ্রিত ও লোককাহিনি নির্ভর 'জরিনা সুন্দরী' চলচ্চিত্রের 'আমি কি হেরিলাম' গানের বাণী বিশ্লেষণে দেখি–

'আমি কি হেরিলাম–
আচম্বিতে বনের মাঝে আমি কি হেরিলাম গো–
পাগল করা রূপ দেখিয়া–
আমি আকুল হইলাম গো–
আমি কি হেরিলাম গো–'

এখানে আমরা একই সাথে সাধু ভাষার 'হেরিলাম', তেমনি আঞ্চলিক শব্দ 'আচম্বি' আবার সেই সাথে কথ্যভাষার আঞ্চলিক টান প্রতি লাইনের সাথে 'হেরিলাম গো' বা 'আকুল হইলাম গো'

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবহৃত হয়েছে বর্তমানে চলিত ভাষার সাথে আঞ্চলিক শব্দের প্রয়োগ ঘটলেও সাধু ভাষার সাথে এ মিশ্ররীতির প্রয়োগ দেখা যায় না।

৮. দেশভাগ পরবর্তী বাংলাদেশের বাংলা চলচ্চিত্রের গানে বিষয়বস্তু হিসেবে 'দেশ প্রসঙ্গ' এসেছে প্রথম 'তোমার আমার' (১৯৬১) চলচ্চিত্রের 'সোনা ঝরায় আকাশ আর সোনা ফলায় মাটি/আহা আমার সোনার দেশ' গানটির মধ্য দিয়ে। দেশের প্রকৃতি, মানুষের সহজ সরল সহজাত রূপের বর্ণনা এসেছে এ গানে। পরবর্তীসময়ে 'নবাব সিরাজউদ্দৌলা', 'আলোমতি', 'জীবন থেকে নেয়া' প্রভৃতি চলচ্চিত্রেও দেশের গানের সার্থক প্রয়োগ ঘটেছে।

৯. সত্য সাহার সুরে আঞ্জুমান আরার কণ্ঠে সুতরাং (১৯৬৪) চলচ্চিত্রের 'তুমি আসবে বলে' গানটিতে অ্যাকর্ডিয়ান ও ক্ল্যারিওনেটের সংযোজন গানটিকে নতুনত্ব দান করেছে। এই গানেই আমরা প্রথম হাওয়াই গিটারের 'ইন্টারলিউড' এর ব্যবহার পেয়েছি যা পরবর্তীকালে সত্যসাহার অনেক গানেই ব্যবহৃত হয়েছে।

১০. ১৯৬৪ পরবর্তীসময়ে বাংলাদেশের বাংলা চলচ্চিত্রের গানে 'যাত্রা'র উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। জনপ্রিয় 'যাত্রা'র কাহিনি অবলম্বনে বেশকিছু চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। যেমন : 'নবাব সিরাজউদ্দৌলা' যাত্রাপালার জনপ্রিয়তায় আকর্ষিত হয়েই খান আতাউর রহমান নির্মাণ করেছিলেন 'নবাব সিরাজউদ্দৌলা' এই ঐতিহাসিক চলচ্চিত্রটি। জনপ্রিয় যাত্রা 'রূপবান' অবলম্বনে নির্মিত হয়েছে 'রূপবান'। 'রূপবান' চলচ্চিত্রের বহুল জনপ্রিয়তার দরুন 'রূপবান' চলচ্চিত্রের উর্দু সংস্করণও নির্মিত হয়েছে শুধু তাই নয় পরবর্তীতে 'রূপবান' এর জনপ্রিয়তার সূত্র ধরে তার ধারাবাহিকতায় নির্মিত হয়েছে 'আবার বনবাসে রূপবান', 'রহিম বাদশা ও রূপবান' প্রভৃতি চলচ্চিত্রগুলো। 'রূপবান' চলচ্চিত্রে মূলত যাত্রার ব্যবহৃত গানগুলোই ব্যবহার করা হয়েছে। 'রহিম বাদশা ও রূপবান',' আবার বনবাসে রূপবান' সিনেমাগুলোতেও যাত্রাগানের লোকায়ত ঢঙ ও সুরের ব্যবহার করা হয়েছে। যাত্রাগানের প্রচলিত সুরভঙ্গি ব্যবহার হয়েছে জরিনা সুন্দরী, বেহুলা, গুনাই, গুনাই বিবি প্রভৃতি লোকজ কাহিনি নির্ভর আরো বেশ কিছু চলচ্চিত্রে।

১১. 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র কাহিনি অবলম্বনে নির্মিত 'মহুয়া', 'আপন দুলাল' প্রভৃতি চলচ্চিত্রে গীতিকার সহজ সরল সুর এবং আখ্যানধর্মিতারই নিদর্শন পাওয়া যায়। এছাড়া লোককাহিনি নির্ভর 'গুনাই বিবি','জরিনা সুন্দরী' প্রভৃতি চলচ্চিত্রের গানগুলোর সাথেও গীতিকার সুরগত বৈশিষ্ট্যের মিল লক্ষণীয়।

Dhaka University Institutional Repository

১২. এ সময়ের বেশ কিছু চলচ্চিত্রেও আমরা গান বহুলতার নিদর্শন দেখতে পাই বিশেষত লোকজ কাহিনি নির্ভর চলচ্চিত্র গুলোতে। লোকজ কাহিনি নির্ভর অনেক চলচ্চিত্রেই গানই সংলাপের ভূমিকা দখল করেছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে পারি – 'মহুয়া', 'রূপবান', 'রহিম বাদশা ও রূপবান', 'আবার বনবাসে রূপবান', 'জরিনা সুন্দরী', 'গুনাই বিবি' প্রভৃতি চলচ্চিত্রের কথা। উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করছি 'গুণাই বিবি' চলচ্চিত্রের একটি গানের কিছু অংশ–

'সখী তুমি মইজা গেছ নাগরের রূপ দেখে
তাই বুঝি বেড়াও সখী তুমি স্নো পাউডার মেখে
এই দিনে বুঝলাম সখী তুমি কারে দিছ মন
তাহার জন্য বুঝি সখী থাক সদা তুমি মলিন বদন
মিছামিছি বইলোনা কথা শুনবে ভাইজানে
লজ্জা শরমে সখী বাঁচিনা আমি
লজ্জা শরমে সখী বাঁচিনা পরানে,
আমি বাঁচব না পরানে।
কেবা তোতা মিয়া আমি চিনিনা তাহারে
সখী চিনি না তাহারে। তার কথা লইয়া সখী জ্বালাইসনা মোরে
তুমি জ্বালাইওনা মোরে।
হইছে হইছে আর বইল না
ছলনার কথা এক নজরেই বুঝছি সখী
আমি তোমার মনের কথা ॥'

'বেহুলা' চলচ্চিত্রের 'ও বেহুলা সুন্দরী, ও বেহুলা নাচুনী' গানটিতেও গীতিকার আঙ্গিকে নায়িকার রূপবর্ণনায় নানা উপমার প্রয়োগ করা হয়েছে। গানটির শুরুর উপস্থাপন ভঙ্গিতেও গীতিকার সাথে সাযুজ্য লক্ষণীয়। গানটি শুরু হচ্ছে–

'ও বেহুলা সুন্দরী, ও বেহুলা নাচুনী
তোর রূপের কথা দেশ দেশান্তরে জানেন সকলে।'

আবার পরবর্তী কলিগুলোতে দেখি ডাগর ডাগর দেহখানি, কুচবরন কন্যা, মেঘ বরন কেশ, কাজল বরন নয়ন প্রভৃতি উপমা মিশ্রিত রূপকল্পের প্রয়োগ যা আমাদের 'গীতিকা'র কথাই মনে করিয়ে দেয়। 'কাঞ্চনমালা' চলচ্চিত্রের 'জল ভরে এনেছ জলে দিয়ে ঢেউ', 'এস এস কন্যা গো কন্যা পুরাইব আশা', 'আমার মন প্রাণ সঁপে দিলাম' গানগুলোতেও গীতিকার দ্যোতকতা, আখ্যানধর্মিতা, বক্তব্যধর্মিতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের দেখা মেলে।

১৩. বাংলা চলচ্চিত্রের প্রথম যুগে পদাবলীর সুর বা বিষয়বস্তু অনেক গানেই বিশেষত প্রেমভাবনা মূলক গানে বিরহ, বিচ্ছেদের রূপকল্প নির্মাণে ব্যবহৃত হয়েছে। পরবর্তীসময়ে এর প্রভাব

Dhaka University Institutional Repository

অনেকটা ম্লান হলেও বেশ কিছু গানেই পদাবলীর সাথে আঙ্গিকগত মিল লক্ষ করা যায়। এ প্রসঙ্গে ‘বেহুলা’ চলচ্চিত্রের ‘হায়রে পিতলের কলসী তোরে লয়ে যামু যমুনার জলে’ এ গানে প্রেমের অনুষঙ্গ হিসেবে যমুনার জল, কলসী এগুলো আমাদের পদাবলীর চিরকালীন প্রেম ভাবনার কথাই মনে করিয়ে দেয়। ‘আনোয়ারা’ সিনেমার ‘মরিব মরিব সখী নিশ্চয়ই মরিব’ গানটিতেও লৌকিক পদাবলী কীর্তনের সুরের প্রয়োগ হয়েছে।

১৪. আমাদের চলচ্চিত্রের গানে নিখাদ হাস্যরসাত্মক গানের সংখ্যা একেবারেই হাতে গোনা। এ সময়ের চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত কিছু উল্লেখযোগ্য হাস্যরসাত্মক গানের প্রসঙ্গে যে গান গুলোর কথা আমরা বলতে পারি তার মধ্যে – ‘১৩ নং ফেকু ওস্তাগার লেন’ চলচ্চিত্রের ‘গান নয় গান নয় যেন সাইরেন’, ‘কার বউ’ চলচ্চিত্রে ‘নাম তার বেঁটে ভাই তারে নারে না/তার মতো স্বামী যেন কারো হয়না’, ‘সুয়োরানী দুয়োরানি’ চলচ্চিত্রের ‘মুরগী ক্যার ক্যারায়’ প্রভৃতি।

১৫. (১৯৫৬-১৯৭১) এই দেড় দশকের বাংলাদেশের বাংলা চলচ্চিত্রে বেশ কিছু আরবি-ফারসি সাহিত্য নির্ভর চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। যেমন : ময়ূরপঙ্খী, আলীবাবা, সয়ফুলমূলক বদিউজ্জামান প্রভৃতি। এ চলচ্চিত্রগুলোর গানগুলিতে লোকসুরের সাথে পারসি সুরভঙ্গির সমন্বয় করা হয়েছে। গানের কথায়ও তাই যেন অবধারিত ভাবেই বাংলার সাথে আরবি-ফারসি শব্দ মিশে গেছে। যেমনঃ সায়ফুলমূলক বদিউজ্জামান চলচ্চিত্রের ‘না না না সরাবী’ ময়ূর পংখী সিনেমার ‘এ মায়াবী আঁখি দুটি’ গানে ‘তনুর পেয়ালাতে সুধা’ ‘রাঙা গোলাপের নেশা’, ‘মায়াবী সুরের তনু রাগ মেশা’, ‘মন বলে পিয়া পিয়া ডাক’ এসবই ফারসি গজলের উপমার প্রয়োগের কথাই আমাদের মনে করিয়ে দেয়। গানগুলোর যন্ত্রানুষঙ্গেও পারসি প্রভাব লক্ষণীয়। ‘জুলেখা’ চলচ্চিত্রের লোকসুরাশ্রিত ‘প্রেমের মরা জলে ডোবে না’ গানটিতে আরবি-ফারসি রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের চরিত্রগুলো অনায়াসেই চিরায়ত বাংলার চরিত্র হিসেবে প্রবেশ করেছে।

১৬. এ সময়ের (১৯৫৬-১৯৭১) বেশিরভাগ চলচ্চিত্রের গানেই গ্রাম বাংলার লোকজ জীবন, লোক মানস প্রতিফলিত হয়েছে। লোক সংগীতের বিভিন্ন ধারার গানের ব্যবহার এ সময়ের বিভিন্ন চলচ্চিত্রে করা হয়েছে। যেমনঃ আসিয়া (১৯৬০) চলচ্চিত্রে কর্মসংগীতের সার্থক প্রয়োগ হিসেবে আমরা পাই ‘ধান বানি আমি নারী ওডুম কি গাইনে’ বিচ্ছেদী গান হিসেবে ‘বিধি বইসা বুঝি নিরালে’ বা ‘আমার গলার হার খুলে নে’ আবার লোকমানসের বিশ্বাস বা লোকজীবনের চিত্র পাই ‘দ্যায়ায় করছে মেঘ মেঘালি’ বা ‘পাগলা পীরের দরগায় জ্বলে ঘিয়ের বাতি’ গানগুলি। ঐতিহ্যবাহী কথকতার ঢঙের প্রয়োগ দেখি ‘জোয়ার এলো’ চলচ্চিত্রের ‘সোনার বরন লখাইরে

Dhaka University Institutional Repository

আমার’ গানে। গ্রামবাংলার অতি প্রচলিত ও জনপ্রিয় ধারা ‘বিয়ের গীত’ এর সার্থক রূপায়ন দেখি ‘ডাকবাবু’ চলচ্চিত্রের ‘হলুদ বাট, মেন্দি বাট, বাট ফুলের মউ’ গানের মধ্য দিয়ে। ‘বাল্যবন্ধু’ চলচ্চিত্রের ‘ও কি গাড়িয়াল ভাই’ গানে ভাওয়াইয়ার তীব্র বেদনার্ত রূপটিই মূর্তিত হয়েছে। বাংলা লোকগানের বিষয়বস্তুতে যেমন জনজীবন, জনমানস, প্রকৃতি প্রভৃতি উঠে এসেছে তেমনি এসেছে আধ্যাত্মিকতাও। জনমানসের এই আধ্যাত্মিক তত্ত্বভাবনার নিদর্শনও রয়েছে আমাদের চলচ্চিত্রের গানে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে পারি ‘গাজী কালু চম্পাবতি’ সিনেমার ‘ভজরে মন’, ‘মিছে ভবের হাটে’ গানগুলির কথা।

১৭. লোকসংগীতের বিভিন্ন আঙ্গিকের পরীক্ষামূলক সংযোজনও করা হয়েছে এ সময়ের অনেক গানেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়– ‘পারুলের সংসার’ চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত ‘পাল তুলে দে রে’ গানটিতে সারি গানের সুর প্রযুক্ত হলেও উপস্থাপনা ও গায়নশৈলীতে নতুনত্ব আনা হয়েছে। ‘আগন্তুক’ চলচ্চিত্রের ‘দেখ ভেবে তুই মন’ গানটি বাউল সুরের সাথে কবিগানের সুরের মিশ্রণে করা হয়েছে। ‘বেদের মেয়ে’ চলচ্চিত্রের ‘বাবু সেলাম বারে বার’ গানটিও চলচ্চিত্রে লোকসুর ব্যবহারে এক নতুন মাত্রার সঞ্চার করেছে। ‘সাত ভাই চম্পা’ সিনেমার ‘জ্বালাইলে যে জ্বলে আগুন’ গানে একই সাথে জারি, পুঁথি ও বারমাসী গানের আবহ সৃষ্টি করা হয়েছে। ‘বাল্যবন্ধু’ চলচ্চিত্রে ‘ছিলাম ছিলাম শহরবাসী’ গানটি পুঁথিপাঠের সুরের আদলে করা হলেও পুঁথিপাঠের প্রলম্বিত একই সুরের আবহে দ্রুতলয়ের গায়নরীতির পরিবর্তে করুণ, ধীর লয়ের আমেজ গানটিকে স্বকীয়তা দান করেছে।

১৮. এ সময়ের (১৯৫৬-১৯৭১) বাংলা চলচ্চিত্রের গানে লোকজ সুরের প্রভাব বেশি দৃশ্যমান হলেও চলচ্চিত্রের অনেক গানেই এসেছে নানা রাগ-রাগিনীর ব্যবহার। শুধুমাত্র গানে রাগ-রাগিনীর ব্যবহারই নয় অনেক চলচ্চিত্রে মূল রাগেরও ব্যবহার করা হয়েছে। ‘সাওয়ারিয়া রে’, ‘ঝুম ঝুমকে কোয়েল বোলে’ রাগ প্রধান এই গানগুলো ব্যবহৃত হয়েছে ‘সূর্যস্নান’ (১৯৬২) চলচ্চিত্রে, ‘ধারাপাত’ (১৯৬৩) চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত হয়েছে রাগ দরবারী ও মালকোষের দুটো বন্দিশ। বিশিষ্ট সংগীত সাধক ‘তানসেন’ এর জীবন নির্ভর সংগীত বহুল ‘তানসেন’ (১৯৭০) চলচ্চিত্রে চৌদ্দটি গানই রাগপ্রধান।

১৯. অনেক ধরণের নিরীক্ষামূলক প্রয়োগ এ সময়ের (১৯৫৬-১৯৭১) চলচ্চিত্রের গানের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। অনেক গানেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সুরের মেলবন্ধন করা হয়েছে। আবার

Dhaka University Institutional Repository

অনেক গানে রাগ সুর ও লোক সুরের মিশ্রণ করা হয়েছে। রাগ, লোক ও পাশ্চাত্য তিন ধরনের সুরের মিশ্রণ করেও নিরীক্ষা করা হয়েছে। এ সময়ের চলচ্চিত্রের গানকে অনেকাংশেই নিরীক্ষাধর্মী বলা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে পারি বেশ কিছু গানের উদাহরণ- 'তোমার আমার' (১৯৬১) চলচ্চিত্রের 'মুখের হাসি নয়গো শুধু' গানটিতে 'ভূপালী' রাগের সাথে 'চারুকেশী' রাগের মিশ্রণ নতুন সুরের ব্যঞ্জনা এনেছে সেই সাথে সঞ্চারীতে কোমল গান্ধারের কৌশিক অঙ্গে ব্যবহার শব্দে সার্থক রূপকল্প সৃষ্টি করেছে। তবে রাগসুরের প্রয়োগ থাকলেও গানের উপস্থাপনাগত দিক থেকে লোকসংগীতের ব্যবহারই এ গানে সবচেয়ে নতুনত্ব এনেছে। 'হারানো দিন' (১৯৬১) চলচ্চিত্রের 'অভিমান কোরো না' ও 'আমি রূপনগরের রাজকন্যা' গান দুটি নিরীক্ষাধর্মী গানের ক্ষেত্রে মাইলফলক স্বরূপ। দ্বৈত কণ্ঠে গীত 'অভিমান কোরো না' গানটিতে পাশ্চাত্য সুরের গতিময়তার সাথে রাগ সংগীতের মেলবন্ধন করা হয়েছে শুধু তাই নয় সঞ্চারীতে দেখা যায় ভাওয়াইয়া গানের সুরের আদল। বিষয়বস্তুগত ভাবে হাস্যরসে পরিপূর্ণ এ গানের কিছু অংশে যাত্রার আঙ্গিকও ব্যবহার করা হয়েছে। 'আমি রূপনগরের রাজকন্যা' গানে কাওয়ালী গানের গতির সাথে চৈতী সুরের উচ্ছলতার মিশ্রণ করা হয়েছে। যন্ত্রানুষঙ্গে রয়েছে হিন্দী গানের সুরের ছোঁয়া কিন্তু তারপরও কোন সুরের অনুকরণকে এড়িয়ে এ গানটি স্বতন্ত্র্যমণ্ডিত গানে পরিণত হয়েছে। 'সূর্যস্নান' ছবির 'পথে পথে ছড়াইয়া দিলাম' গানে বাউলের সুরের পাশাপাশি হয়েছে ঝিঁঝিট ও মারোয়া রাগের ব্যবহার। পাশ্চাত্য সংগীতে 'সা' পরিবর্তন করে যে ক্রোমোফনিজমের সৃষ্টি করা হয় তার প্রয়োগও এ গানে ঘটেছে। 'সুতরাং' (১৯৬৪) চলচ্চিত্রের 'এই যে আকাশ, এই যে বাতাস' গানের প্রথম অংশে জারি গানের সুরের সাথে গজলের 'মুড়কী' মেশানো হয়েছে এবং দ্বিতীয়াংশে ব্যবহৃত হয়েছে ভাটিয়ালীর উদাস করা সুর। 'সাত ভাই চম্পা' সিনেমার 'সাত ভাই চম্পা জাগো রে' গানে পাশ্চাত্য চলনের সাথে লোকজ সুর এবং সেই সাথে দাদড়া ও গজলের সুরের মিশ্রণ করা হয়েছে।

২০. শহরকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবনবোধ এ সময়ের গানেই প্রথম উঠতে আসতে শুরু করে। 'পীচ ঢালা এই পথটারে ভালবেসেছি', 'নীল আকাশের নীচে আমি রাস্তা চলেছি একা' গানগুলোর উদাহরণ এ প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করতে পারি।

২১. এ সময়ের উল্লেখযোগ্য গীতিকার হিসেবে পেয়েছি বেশ কয়েকজন খ্যাতিমান কবিকে। যেমন : ড. মনিরুজ্জামান, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, শামসুর রাহমান, সৈয়দ শামসুল হক প্রমুখ। এছাড়া আরো পেয়েছি গাজী মাজহারুল আনোয়ার, নিজাম-উল-হক প্রমুখকে। সুরকার হিসেবে

Dhaka University Institutional Repository

পেয়েছি খান আতাউর রহমান, সুবল দাস, সত্য সাহা, আজাদ রহমান আলতাফ মাহমুদ, সালাহউদ্দিন প্রমুখ গুণীদেরকে। এ সময়কালের উল্লেখযোগ্য প্লে-ব্যাক শিল্পীরা হলেন–ফেরদৌসী রহমান, আঞ্জুমান আরা বেগম, নীনা হামিদ, শাহনাজ রহমতউল্লাহ, সাবিনা ইয়াসমীন, আব্দুল আলীম, আলতাফ মাহমুদ, কলিম শরাফী, খন্দকার ফারুক আহমদ, মাহমুদুন্নবী প্রমুখ।

হারায়ে খুঁজি (১৯৭২-২০১০)

স্বাধীনতা পরবর্তীসময়ে বাংলা চলচ্চিত্রের একটি বড় পট পরিবর্তন চোখে পড়ে। '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজে মূল্যবোধ, আর্থসামাজিক বা সাংস্কৃতিক সবধরনের কর্মকাণ্ডেই এক নতুন ধ্যান-ধারণার সৃষ্টি করে যার ফলশ্রুতি হিসেবে চলচ্চিত্রেও আসে নতুন বার্তা। চলচ্চিত্রের কাহিনি নির্বাচনের ক্ষেত্রেও আসে বৈচিত্র্যময়তা। স্বাধীনতোত্তর সময়ে লোকজ কাহিনি নির্ভর চলচ্চিত্র নির্মাণের ধারা থেকে আমাদের চলচ্চিত্র নির্মাতারা অনেকটাই বেরিয়ে এসে সামাজিক কাহিনি নির্ভর চলচ্চিত্র নির্মাণে বেশি আগ্রহ প্রকাশ করেন। সামাজিক কাহিনি নির্ভর চলচ্চিত্রেও বিষয়বস্তুগত বা কাহিনিগত বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। উপন্যাস নির্ভর চলচ্চিত্র, মুক্তিযুদ্ধ কেন্দ্রিক চলচ্চিত্রও নির্মিত হয়েছে এ সময়ে। সংখ্যায় অল্প হলেও রাজনৈতিক দর্শনের প্রতিফলনও দেখি এ সময়কালের চলচ্চিত্রে। এর ফলশ্রুতিতে চলচ্চিত্রে গানের ব্যবহারেও এসেছে পরিবর্তন এবং গানের বিষয়বস্তুতে বা সুর প্রয়োগেও লেগেছে বৈচিত্র্যের ছোঁয়া। গানের কথা এবং সুরে নতুন ভাবনার আঙ্গিকগত বিন্যাস দেখতে পাই আমরা যদিও সবক্ষেত্রেই এই নতুনত্ব সার্থক ও শিল্পমান বা রুচি সম্পন্ন তা বলা যায় না। গানের ক্ষেত্রে ভাষাগত পরিবর্তনও বেশ লক্ষণীয়। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সাধুভাষার সাথে আঞ্চলিক কথ্য ভাষা বা চলিত ভাষার মিশ্র শব্দ প্রয়োগ বা উর্দু এবং বাংলা শব্দের মিশ্রণের পরিবর্তে চলিত বাংলার সাথে ইংরেজি শব্দের প্রয়োগ অনেক গানেই দৃশ্যমান হয়। বাংলা কাব্যগীতির ধারা হাতে গোনা কিছু সংখ্যক গানে পরিলক্ষিত হলেও অধিকাংশ গানেই গদ্য ছন্দের প্রভাব এবং সংলাপধর্মিতা দৃশ্যমান। সুর বিশ্লেষণেরও কোন নির্দিষ্ট ধারার চেয়ে মিশ্ররীতিই এ সময়ের গানের বৈশিষ্ট্য। স্বাধীনতোত্তর সময়ের চলচ্চিত্র ও চলচ্চিত্রের গানগুলোকে আমরা সত্তরের দশক, আশির দশক, নব্বইয়ের দশক এবং নব্বই পরবর্তী দশক এই কয়টি ভাগে ভাগ করতে পারি আমাদের আলোচনার সুবিধার্থে। প্রথমত আমরা যদি দৃষ্টি দেই সত্তর দশকের দিকে তবে দেখতে পাই, সত্তর দশকের শুরুতে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

যেমন : ১৯৭২-এ নির্মিত হয়েছে 'জয় বাংলা','ওরা ১১ জন','রক্তাক্ত বাংলা','অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী','বাঘা বাঙালী'; ১৯৭৩-এ 'আবার তোরা মানুষ হ';১৯৭৪-এ 'আলোর মিছিল' প্রভৃতি চলচ্চিত্র। এ চলচ্চিত্রগুলোতে মুক্তিযুদ্ধকালীন চিত্র সেই সাথে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সমাজ বাস্তবতা ফুটে উঠেছে। এ চলচ্চিত্রগুলোতেই আমরা প্রথম দেখেছি শুধু গানের জন্যই গান নয়। এ চলচ্চিত্রগুলোতে গানের ব্যবহার করা হয়েছে চলচ্চিত্রের কাহিনির উপযোগী করে। বিশ্ব চলচ্চিত্রাঙ্গনে বাস্তবতার নিরিখে গানের ব্যবহারের উপযুক্ততা নিয়ে যে নিরীক্ষা সেই গান প্রয়োগের নিরীক্ষা সত্তর দশকেই আমরা প্রথম দেখেছি। এই চলচ্চিত্রগুলোতে আবহ সংগীত বেশ বড় স্থান জুড়ে থাকলেও গানের প্রয়োগ করা হয়েছে পরিশীলিতভাবে। যেমন : 'রক্তাক্ত বাংলা' চলচ্চিত্রে সূচনা সংগীত হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে,'এই দেশ এই দেশ আমার এই দেশ' গানটি, দেশ স্বাধীন করার পর মুক্তিযোদ্ধারা দেশে ফিরছেন সেখানে খুব প্রাসঙ্গিকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে 'ফিরে আয় ফিরে/ঘরে ফিরে আয়' গানটি; পারিবারিক আবহ সৃষ্টি করা হয়েছে 'দাদা ভাই, ও দাদা ভাই মূর্তি বানাও' গানটির মধ্য দিয়ে 'ওরা ১১ জন' চলচ্চিত্রে অনেকটা আবহ সংগীতের মত করেই ব্যবহৃত হয়েছে 'ও আমার দেশের মাটি','এক সাগর রক্তের বিনিময়ে' গানগুলো। 'বাঘা বাঙালী' চলচ্চিত্রে পেয়েছি 'এই আঁকাবাঁকা পথ', 'কিছুই আমার', 'হয়তো শুনেছ', 'সিরাজী আরো' গানগুলো। 'আলোর মিছিল' চলচ্চিত্রে একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের পারিবারিক বন্ধন উপস্থাপিত হয়েছে 'এই পৃথিবীর পরে' গানটির মধ্য দিয়ে। শুধু তাই নয় এ গানটি মালার সুতোর ন্যায় ঘটনাগুলোর সমন্বয়ও করেছে। লোকজ যাত্রা বা গীতিকার প্রভাব এ দশকে অনেকটাই স্তিমিত হয়ে যায়। 'নিমাই সন্ন্যাসী' (১৯৭২) চলচ্চিত্রের 'জলে ঢেউ দিও না', 'নিমাই দাঁড়ারে', 'কি আনন্দ হল রে', 'বল সখী বল কোন যে', 'রাগ করো না বিষ্ণু প্রিয়া', 'সখীরে কী হল, চোখ মেলে দেখ', 'সোনার দেশে নিমাই হাসে' গানগুলিতে পদাবলী কীর্তন এবং যাত্রার ঢঙ দেখতে পাই আমরা।

সত্তর দশকের চলচ্চিত্রের গানে দেশপ্রেম যেমন উদ্দীপনায় সঞ্জীবিত করেছে আমাদের সেই সাথে দেশের শান্ত-স্নিগ্ধ রূপ বর্ণনার পাশাপাশি দেশকে নতুন করে গড়ে তোলার আহ্বানও মূর্ত হয়েছে। দেশকে নূতন করে গড়ে তোলার যে বার্তা গানের মধ্য দিয়ে দেয়া হচ্ছে–তা সত্তর দশকের চলচ্চিত্রের গানেরও বিষয়বস্তুগত বৈচিত্র্যের একটি বড় বৈশিষ্ট্য। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি 'এখানে আকাশ নীল' (১৯৭৩) চলচ্চিত্রের এ গানটির কথা।

'এখানে আকাশ নীল, আকাশ নীল
সাগর নীল, সাগর নীল
এখানে মেহনতি গড়া, তোমার আমার সবার ধরা
রোদে পুড়ে জলে ভিজে, চলেছি মিছিল।

Dhaka University Institutional Repository

জাল নিয়ে চল সাগরে যাই, মাছ ধরিবার তরে
রূপালি ঐ ফসল তুলে, আনব সম্মান ভরে
মুক্তো মানিক তুলব এবার, দেবোনা ভাগ অন্যকে আর
মারব শকুন চিল।
আশার আলো জ্বালাব দেশের প্রতিটি অন্তরে
গড়ব এদেশ সোনায় মুড়ে
মনের মত করে–
শান্তি সুখের এদেশ আমার
প্রাণের চেয়ে প্রিয় সবার মনে মিল।
সবার হাতে হাত মিলিয়ে আমরা মেহনত করি
রক্তে ঘামে শ্রমের দামে আমরা মেহনত করি
আমরা এদেশ গড়ি। মেহনতে ভাই পাইনাতো ভয়
মেহনতে যে শান্তি জোগায় চালাই এ নিখিল
এখানে আকাশ নীল, সাগর নীল।'

বিষয়বস্তু হিসেবে পারিবারিক জীবন বিশেষত মাতৃস্নেহ অনেক চলচ্চিত্রের গানেই এসেছে। যেমন : 'মতিমহল' (১৯৭৭) চলচ্চিত্রের একটি গানে –

'মাগো তোর চরণ তলে বেহেস্ত আমার
মাগো তুই খোদাতালার সেরা উপহার
মাগো তোর মধুর বুকে দুনিয়া আমার,
মাগো তোর দোয়া ছাড়া চাইনা কিছু আর ॥
মরা গাছে ফুল ফোটে মাগো তুই হাসলে
দুনিয়া বিরান লাগে মাগো তুই কাঁদলে।
মা নাই যার দুনিয়াতে কিছু নাই তার ॥
দিশাহারা এই ছেলেকে দিলি পথের দিশা
তোর দোয়াতে একদিন মা কাটবে আমার নিশা
তোকে পেয়ে ভুলেছি মা দুঃখ ব্যথা ভার
মাগো তোর চরণ তলে বেহেস্ত আমার।'

'সমাধি'(১৯৭৬) চলচ্চিত্রে খুরশিদ আলমের কণ্ঠে পাশ্চাত্য চলনের 'মাগো মা ওগো মা আমারে বানাইলি তুই দিওয়ানা' এ গানটি প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এ গানটিও এ প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করতে পারি।

'মাগো মা ওগো মা আমারে বানাইলি তুই দিওয়ানা।
আমি দুনিয়া ছাড়ি যেতে পারি তোকে আমি ছাড়বোনা।
জন্ম নিলাম তোরই কোলে কোলে স্নেহ মায়ায় রাখলি আমায় বুকে তুলে।
তোকে কাছে পেলে যাই যে ভুলে মনের যত যন্ত্রণা।
পারবিনা তুই ফাঁকি দিতে যে খানে যাস হবে আমায় সঙ্গে নিতে।
আমি তোরই পাশে মা ঠাঁই যদি পাই মরনে ভয় পাবনা।'

Dhaka University Institutional Repository

ফেরদৌস ওয়াহিদের কণ্ঠে গীত 'লাভ ইন সিমলা' চলচ্চিত্রের এ গানটিও আমরা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে পারি–

' শোন ওরে ছোট্ট খোকা শোন তোর পাপ্‌পার কথা
দুঃখ যদি আসে কভু জীবনে হাসি দিয়ে তারে ঢেকে দিস
আমি তোর পিতা বন্ধু ও ভাই তোর চেয়ে প্রিয় আর কেহ নাই
আমি তোর সঙ্গী খেলার সাথী আমি তোর জীবনের আশা ভরসা
ছোট্ট এই সংসার পিতা আর পুত্রের আমি তোর তুই আমার
আয়রে আয়রে বুকে আয় – শোন ওরে ছোট খোকা
শোন তোর পাপ্‌পার কথা দুঃখ যদি আসে কভু জীবনে
হাসি দিয়ে তারে ঢেকে দিস কোন দিন যদি আমি মরে যাই
ভয় নাই ওরে কোন ভয় নাই তিনি বড় বন্ধু সুখে ও দুঃখে
তার চেয়ে বড় কোন বন্ধু যে নাই।
তিনি যে বিধাতা সৃষ্টির স্রষ্টা নাই, নাইরে কোন ভয় নাই ॥
শোনরে আমার খোকা শোন তোর পাপ্‌পার কথা,
দুঃখ যদি আসে কভু জীবনে হাসি দিয়ে তারে ঢেকে দিস ॥'

গানের বিষয়বস্তু হিসেবে এই পরিবারিক আবহ যেমন বিষয়বস্তুগত নতুনত্ব এনেছে সেই সাথে চলচ্চিত্রে গান যে শুধু গান হিসেবে নয় বরং কাহিনির পরিপূরকে তার অবস্থান এই বৈশিষ্ট্যগুলো সত্তর দশকেই গুরুত্ব পেতে শুরু করে।

জীবনের বাস্তবতা বা জীবন ঘনিষ্ঠতা এ সময়ের বেশ কিছু চলচ্চিত্রের গানে উঠে এসেছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে পারি– বশির আহমেদ-এর কণ্ঠে গীত 'তালাশ' চলচ্চিত্রের–

'আমি রিক্সাওয়ালা বেচারা লুটে গেটে সব সাহারা
ফিরছি যে দিশেহারা রিক্সাওয়ালা বেচারা ॥
সারা বেলা খেটে মরি তবু না সুখ পাই
রাত আর দিন আপন দুঃখে নিজেই জ্বলে যাই
মালিক তোমার দুনিয়াতে হায় এ কেমন দস্তুর
কেউ পরে সোনাদানা কেউ ভুকা মজবুর ॥'

শ্রেণি বৈষম্য, আমাদের পারিপার্শ্বিক জীবন বাস্তবতা সব কিছুই ফুটে উঠেছে এ গানটিতে। এ চলচ্চিত্রেরই আরেকটি গানে হাস্যরসাত্মকতার মধ্য দিয়ে আমাদের শ্রমজীবী সমাজের প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে 'রিক্সাওয়ালার' জীবন-চিত্র ফুটে উঠেছে–

'হা হা হো হো লাল্লার লাল্লা লাল্লা
আলি গলির রাখওয়ালা রিক্সাওয়ালা মাতওয়ালা
রিক্সাওয়ালা দিলওয়ালা রং বেরঙ্গের শহরের রাখওয়ালা

Dhaka University Institutional Repository

মেহনত করি খেটে মরি হোক না রাত আর দিন
রিক্সা আমার মোটরগাড়ী আমি তার ইঞ্জিন
নূরজাহানের গান শুনে দোলা মনে লাগে সুচিত্রা স্বপনে আসে হায় হায় মন যখনই মোজে আর
রুম ঝুমাঝুম নাচে হাসে হো হো হো
সবাইকে আপন করতে গিয়ে নিজের ভুলি জ্বালা ॥
ও... ও – এই দুনিয়া ভাই এই দুনিয়া এ দুনিয়া বাজার ভাই
মিছে সরগরম চলছে জীবনের রিক্সার
কয় দিন থাকে দম ও ভাইরে কয়দিন থাকে দম।
পয়সা পেলে প্রতি সপ্তায় রেস খেলতে যাই
এক ঘোড়াতে একের বদল চার চার বাজি লাগাই
জীবনের টাকার স্বপন দেখি পরে কিছু না রয়
এমনি হেসে গেয়ে যাবো কিসমতে যা তাই পাবো
লা লাল্লার লা লা মওজ করে দিন কাটিয়ে যাবো
এমনি দিলওয়ালা সারা দুনিয়া চক্কর কাটে–
আমার পায়ের সাথে আমি বেচারা রিক্সাওয়ালা
ফিরি খালি হাতে মোটা হোক আর পাতলা
সবাইকে ঘরে আমি পৌঁছাই রেল ক্রসিং বন্ধ হলে
মাঠে মারা যাই ধমক পুলিশওয়ালার খেয়ে
তবু সবার ভালো চেয়ে হায় হায় হায়
টিকিট কেটে পিকচার দেখি আমি রিক্সাওয়ালা ॥'

এ গানটির সুর ও কথায় অভিনবত্ব রয়েছে। এই ধরনের বৈচিত্র্যধর্মিতা সত্তর দশকেই প্রথম ঘটে। সুরে রয়েছে পাশ্চাত্য চলনের সাথে লোক সুরের মিশ্রণ। অনুপ্রাসমণ্ডিত অর্থহীন ধ্বনি 'হা হা হো হো লাল্লার লাল্লা লাল্লা' এর ব্যবহার নাটকীয়তা সৃষ্টি করেছে। বিষয়বস্তুগতভাবে ভিন্নতা,নতুনত্ব আর বৈচিত্র্য আনয়নে শ্রমজীবী মানুষের মোড়কে খুব সুন্দরভাবে তৎকালীন সমাজ-চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে এ গানগুলোতে। এ রকম অভিনবত্বপূর্ণ আরেকটি গানের দেখা মেলে ১৯৭২ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত সুবল দাস এর সংগীতে 'এরাও মানুষ' চলচ্চিত্রে–

'নিয়ে যাও খুকা খুকো মনি
অ-আ-ক-খ ছড়া ছবির বই
গল্পে ভরা
এ পৃথিবীর খেলাঘরে
কান্না হাসির অশ্রু ঝড়ে – আছে ভরে ॥
কান্না হাসি দিচ্ছে যেমন
রাখবো না আর এ জীবন
এ জীবনের পায়ের পরে
কেউবা পথে কেঁদে মরে
এ জীবন ভরে এ নিরাশা অন্ধকারে

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ে যাও খুকা খুকো মনি
অ-আ-ক-খ ছড়া ছবির বই ॥’

এ গানগুলোতে সুরগত অভিনবত্বের পাশাপাশি আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে গদ্যধর্মিতা। ষাটের দশকে বা পঞ্চাশের দশকের গানে যে কাব্যধর্মিতা সেই ধারা থেকে বেরিয়ে এসে নতুনত্বের সূত্রপাত এ সময়েই। এ প্রসঙ্গে ‘মানুষের মন’ ১৯৭২ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত আরেকটি গানের উল্লেখ করতে পরি–

‘এই শহরে আমি যে এক নতুন ফেরীওয়ালা
হরেক রকম সওদা নিয়ে ঘুরি সারা বেলা
ফেরীওয়ালা –
আয়না আছে চিরুনী আছে নেবে যদি এসো কাছে
আয়না আছে চিরুনী আছে আছে কাঁচের চুড়ি
স্নো পাউডার আলতা সাবান মিলবে না তার জুড়ি
আরো কাছে চুলের ফিতা রঙিন মতির মালা
ফেরিওয়ালা –
চার চাকাতে ভাগ্য বেঁধে বুঝে নিলাম ভাই
সব জিনিসের মূল্য আছে মানুষের দাম নাই ॥
ভাই বন্ধু সবাই শোন মিছে এত ভাব কেন
ভাই বন্ধু সবাই শোন, শোন খোকা খুকী
সস্তা দামে কিনবে যদি এসো গরীব দুঃখী
সবার মুখে হাসি দেখে ভুলবো মনের জ্বালা
ফেরিওয়ালা –’

এই গানগুলোতে সুরগত বৈচিত্র্যের সাথে বাণীগত বৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া যায়। গান যে চলচ্চিত্রে শুধু গান হিসেবে নয় বরং অনেক ক্ষেত্রেই গান চলচ্চিত্রের ঘটনাবলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে দৃশ্যের গাঁথুনিটি গড়ে নিতে সাহায্য করে তার প্রমাণ এ গানগুলো। গান যে সমাজচিত্রকে অনেকটাই তুলে এনে চলচ্চিত্রের দৃশ্যায়নে সহযোগীর ভূমিকা পালন করে এটি সত্তর দশকেই সার্থকভাবে প্রথম প্রতিমূর্তিত হতে শুরু করে। যেমন : উপরোল্লিখিত গানটির প্রথম কলি ‘এই শহরে আমি যে এক নতুন ফেরিওয়ালা’ এটি জীবনের বাস্তবতার নির্যাসে যেমন সিক্ত তেমনি আমাদের দেশবিভাগ পরবর্তী মানুষের গ্রামের নিস্তরঙ্গ জীবন ফেলে যে শহরমুখিতা যা কিনা আমাদের সামাজিক পরিবর্তনেরই দৃষ্টান্ত এ চিত্রেরই যেন চিত্রায়ন।

ভাষাগত পরিবর্তনের সূত্রপাতও আমরা পাই সত্তর দশক থেকে। চটুলতা পূর্ণ শব্দের ব্যবহার শুরু হতে থাকে এ দশক থেকেই। এ প্রসঙ্গ ‘মতিমহল’ (১৯৭৭) চলচ্চিত্রের একটি গানের কথা উল্লেখ করতে পারি–

Dhaka University Institutional Repository

‘দিওয়ানা বানাইয়া খাইবা আমায় গিল্লা
এতো কলিজা কোথায় পাবো হায়গো
দিওয়ানা বানাইয়া খাইবা আমায় গিল্লা
কুলসুম রাইতে কইয়া দিছে ভালবাসে আমারে
এই কথা আমি যেন বলি নাগো তোমারে
জরিনা বিহানে কইছে সে প্রেম করে আমারে
এই কথা ফাঁস হইলে হারাবো যে তাহারে
তোমাদেরই প্রেমের বন্যায় জীবন ভাইস্যা যায়গো
দিওয়ানা বানাইয়া খাইবা আমায় গিল্লা
এতো কলিজা কোথায় পাবো হায় গো গুলবানুরে গুরদা দিলাম
কলিজা দিলাম পরীরে ফুল জানেরে পরান দিলাম ফেপসা দিলাম বুড়িরে
আমার দেহ কাইটা কুইটা ভাগাভাগি কইরা নাও
হাড্ডি গুড্ডি নাড়ি ভুড়ি তোমরা যে যা নিতে চাও
মাইয়া মানুষ দেখলে আমার মাথা ঘুইরা যায় গো
দিওয়ানা বানাইয়া খায়বা আমায় গিল্লা, এত কলিজা কোথায়
পাবো হায়গো দিওয়ানা বানাইয়া খাইবা আমায় গিল্লা ॥’

‘মা’ (১৯৭৭) চলচ্চিত্রের আরেকটি গানে বলা হচ্ছে–

‘ওগো কবিরাজ আরে শোন বলি আজ
আমায় যদি না দেখ হে পড়বে মাথায় বাজ
হা আমায় যদি ঔষধ না দাও পড়লে মাথায় বাজ
অঙ্গ আমার জর জর আমি এখন মর মর মর
তুমি কেবল রোগী ছেড়ে যাত্রা যাত্রা কর
...
দাওনা একটু সঞ্জীবনী নাচিব গাইব হাসিব কাঁদিব
হেলিব দুলিব পিরীত করিব দুজনে দোহারে জড়ায়ে ধরিব
আঁধার মিশিয়ে কচু বনে বসি ঘুচাব তোমার লাজ
আমায় যদি না দেখ হে পড়বে মাথায় বাজ।’

নির্মল হাস্যরসাত্মকতার পরিবর্তে চটুল শব্দের আনয়ন করে হাস্যরসাত্মক গান সৃষ্টির প্রবণতা এ সময়ের হাসির গানগুলোর আরেকটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নির্মল হাস্যরস নির্ভর গান যে একেবারে তৈরি হয় নি তা নয়। একেবারে নির্মল হাস্যরসাত্মক গান হিসেবে ‘ঘরজামাই’ (১৯৭৯) চলচ্চিত্রের এ গানটির কথা বলতে পারি –

‘ চামচিকারে কে বানাইছে মাতাব্বর
আহা চামচিকারে কে বানাইছে মাতাব্বর
সে যে দিন দুপুরে ভূতের ভয়ে লেঙ্গুর তুইলা মারে দৌড়
চামচিকারে কে বানাইছে মাতাব্বর

Dhaka University Institutional Repository

সে যে ভিজা বিলাই সাইজা থাকে ড্যাব ড্যাবাইয়া চায়
এক কদম সামনে যাইতে তিন কদম পিছায় আবার বুলি ছাড়ে বেটাগিরি জাহির করে
জানি আমি জানি সে যে কত বড় বাহাদুর
চামচিকারে কে বানাইছে মাতাব্বর
ও সে গায় গতরে ডাংগর হইছে বুদ্ধি সুদ্ধি নাই
চামচিকারে কে বানাইছে মাতাব্বর
বামন হইয়া চাঁদের দিকে হাত বাড়াইতে চায়
আবার পাতি কাউয়া হইয়া সে যে পেখম ধইরা ময়ূর সাজে
জানি আমি জানি সে যে কত বড় বাহাদুর ॥'

হাস্যরসাত্মক গানের সার্থক ব্যবহার সে চলচ্চিত্রে নাটকীয়তা সৃষ্টির পাশাপাশি ' Dramatic relief '-এর কাজও করে এ দৃষ্টান্ত আমরা সত্তর দশকেই পেয়েছি।

বাংলা চলচ্চিত্রের গানে চলিত ভাষা বা কথ্য ভাষার শব্দের সাথে ইংরেজি শব্দের যে মিশ্রণ তার সূত্রপাত সত্তর দশকেই। এর পূর্বে অর্থাৎ ষাটের দশকে চলচ্চিত্রের গানে আমরা সাধু ভাষার সাথে চলিত বা আঞ্চলিক ভাষার শব্দের মিশ্র প্রয়োগ পেয়েছি বা কোথাও দেখেছি বাংলা শব্দের সাথে উর্দু শব্দের প্রয়োগ। উদাহরণ হিসেবে 'জীবন সংগীত'(১৯৭২) চলচ্চিত্রের একটি গানের উল্লেখ করতে পারি-

'এই মায়াবী আঁধারে লুকোচুরি খেলা চলে
যা চলে তা চল্‌তে দাও রং মাখা পর্দার অন্তরালে ॥
হো তার চেয়ে হো তুমি আমি হাসি মুখে এসো ভালবাসি
আজ কাল পরশু করে এ জীবন যাবে ঝরে
আনন্দ করি এসে তাল বেতালে।
হো আড় চোখে হো চেয়ে চেয়ে হয়ত বা কত ভাল লাগে
ফুলের মধু নিতে মনে, মনে তৃষ্ণা জাগে
নগদ যা পাবে হাতে লুটে নাও আজ এই রাতে
মিছে কেন বসে থাকা কৌতুহলে ॥
দুনিয়ার হাল দেখে হয়ে গেছি বেসামাল
সব যেন ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইট,
সত্যিটা যে হয়ে অকালেই পেয়ে গেছে অক্কা
মিথ্যেটা যে আছে অলরাইট রাইট? – রাইট
সভ্যতার মানে হোলো নগ্নতা ব্যাভিচার
ফ্যাসানের নামে কেটে যাচ্ছে বিলাসের কলকেতে দম মেরে হরদম
সব যেন ঘুরপাক খাচ্ছে সামনে পিছনে যা দেখি আসলে সবি যেন মেকি
মুখোশের আড়ালেতে চলছে স্বার্থের ফাইট,লেফ্‌ট রাইট, লেফ্‌ট রাইট, লেফ্‌ট রাইট ॥
মন্দিরে ভগবান মসজিদে আল্লা গীর্জায় যীশু বেশ আছে দেখেও দেখে না কিছু শুনেও শোনো কিছু
নাকে তেল দিয়ে যেন ঘুমিয়ে গেছে।
সমাজের এই রীতি চলছে আসলে মাতাল কেউ নয়
দিন রাত চলছে অভিনয়

Dhaka University Institutional Repository

সব কিছু দেখে শুনে হয়ে গেছি একেবারে কোয়াইট
কোয়াইট ... হিস ... চুপ ॥’

সামাজিক পাট পরিবর্তন, সামাজিক অস্থিরতা সবকিছুই এ গানে চিত্রায়িত হয়েছে। সামাজিক পট পরিবর্তন ভাষাগত প্রয়োগেরও ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনে যার ফলশ্রুতি হিসেবেই সত্তর দশক থেকে বাংলা-ইংরেজি শব্দের মিশ্রপ্রয়োগ শুরু হয় এবং যেটি পরবর্তী শতকগুলোতে আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে। আমাদের কথা বলার সময় আমরা যেমন চেতন বা অবচেতনে অনেক ইংরেজি শব্দই ব্যবহার করি এই কথ্য ভাষার ঢং-এর প্রয়োগই গানে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে মূলত এ মিশ্র প্রয়োগগুলো ব্যবহৃত হয়।

দীর্ঘপঙ্ক্তি বিশিষ্ট গানের সংখ্যা সত্তর দশক থেকে ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ দশকের অধিকাংশ গানই দীর্ঘপঙ্ক্তি বিশিষ্ট। ষাটের দশকে লোকজ কাহিনি নির্ভর চলচ্চিত্রগুলোতে বেশ কিছু গান যা কিছুটা সংলাপধর্মী বা ঘটনা বর্ণনাধর্মী সে গানগুলো দীর্ঘপংক্তি বিশিষ্ট হলেও সামাজিক কাহিনি নির্ভর চলচ্চিত্রে দীর্ঘপঙ্ক্তির অতিশয়োক্তি খুব একটা দেখা যায় না।

সত্তর দশকের গানের সুর বিশ্লেষণেও লোকসুরের প্রাধান্য লক্ষণীয়। যদিও হাতে গোনা কিছু ছবিতে সবগুলো গানে লোকসুর ব্যবহৃত হওয়ার বিষয়টি রয়েছে তবে প্রায় সব চলচ্চিত্রেই সরাসরি লোকসুরাশ্রিত বা পাশ্চাত্য সুরের সাথে লোকসুরের মিশ্রণের প্রভাব রয়েছে। সত্তর দশকের চলচ্চিত্রের গানে সরাসরি লোকসুরের ব্যবহারের তুলনায় পাশ্চাত্যের সাথে লোকজ সুরের মিশ্রণই বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। লোকজ সুরের বিচিত্র সম্ভারের মধ্য থেকে ভাওয়াইয়া, বাউল, মারফতি, মুর্শিদী, যাত্রা, পুঁথি এ ধারা গুলোর ব্যবহারই বেশি দেখি এ দশকে বিশেষত মারফতি, মুর্শিদীর আধিপত্য বেশি লক্ষণীয়।

‘মালকা বানু’ (১৯৭৪) চলচ্চিত্রের ‘মালকা বানুর দেশেরে’,‘ওরে আমার ময়না পাখি’,‘মনুর কাছে যাইয়া পাখি’, ‘মালকারে যায়’, ‘আমার পরান বুঝি যায়’, ‘যাইও না যাইও না’ সবগুলি গানেই লোকজ সুরের ব্যবহার করা হয়েছে। ১৯৭৬ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘বর্গী এলো দেশে’ চলচ্চিত্রের ‘সোনা বন্ধু তুই আমারে’,‘ভাইসাব গো কইয়েন না’,‘তুই মুখক্যা কইল্লা’,‘আঁরে ক্যানভাব পর’ সবগুলো গানই আঞ্চলিক কথা ও সুরে রচিত। ‘নোলক’ (১৯৭৮) চলচ্চিত্রের সবগুলি গানেই লোকজ সুর ব্যবহার করা হয়েছে। এ চলচ্চিত্রে ভাওয়াইয়া গানের একাধিপত্য দেখতে পাই। উদাহরণস্বরূপ ‘ও কি ও বন্ধু’, ‘দিবার চাইয়া নাকের নোলক’, ‘ও কি গাড়িয়াল ভাই’, ‘বাও কুমটা বাতাস’ গানগুলো।

‘তীর ভাঙা ঢেউ’ (১৯৭৫) চলচ্চিত্রেও নীনা হামিদ ও আব্দুল আলীমের উদাত্ত কণ্ঠে গীত লোকসংগীত গুলো চলচ্চিত্রে প্রাণ সঞ্চার করেছে। ‘আমার স্রোতের শ্যাওলা’, ‘পুবেতে উঠিল ভানু’। গানগুলোকে আমরা চলচ্চিত্রে সার্থকভাবে লোকসুর প্রয়োগের দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখতে পারি। লোক সুর প্রয়োগের

Dhaka University Institutional Repository

অনবদ্য উদাহরণ হিসেবে 'সাগর ভাসা' (১৯৭৭) চলচ্চিত্রে কথা না বললেই নয়। ধীর আলী মনসুরের সুরে রথীন্দ্রনাথ রায়ের কণ্ঠে 'বুকের মানিক কেড়ে' এবং আব্দুল আলীমের কণ্ঠে 'কাঁদিস নারে সাগর' গানগুলো আমাদের লোকসংগীতের ভাণ্ডার যে কত সমৃদ্ধ তাই বহন করে।

আঞ্চলিক কথা ও সুরের সার্থক প্রয়োগ ঘটেছে 'মনিহার' (১৯৭৬) চলচ্চিত্রের শেফালী ঘোষের কণ্ঠে 'ওরে সাম্পান ওয়ালা' গানের মধ্য দিয়ে।

'নাগরদোলা' (১৯৭৯) চলচ্চিত্রে রথীন্দ্রনাথের রায়ের কণ্ঠে 'তুমি আর একবার আসিয়া' গানটিতে সুরকার আলাউদ্দিন আলী অনবদ্যভাবে লোকসুরের প্রয়োগ করেছেন। এ চলচ্চিত্রের আরেকটি অনবদ্য লোকসুরের গান হচ্ছে আহমেদ ইমতিয়াজের সুরে সাবিনা ইয়াসমীনের কণ্ঠে 'ও আমার মন কান্দেরে' গানটি।

খান আতাউর রহমানের সংগীত পরিচালনায় 'সুজন সখি' (১৯৭৫) চলচ্চিত্রের 'সব সখীরে পার করিতে', 'হায়রে কথায় বলে', 'গুন গুন গুন গান গাহিয়া', 'শ্যাম পিরিতি', 'আগুন জ্বলে রে', 'ও কি ও নিদয়া' গানগুলো লোকসুরের বৈচিত্র্যের আরেক সার্থক নিদর্শন।

সংগীত সাধক 'লালন ফকির' –এর জীবন নির্ভর 'লালন ফকির' (১৯৭২) চলচ্চিত্রে সংগীত পরিচালক নাজমুল হুদা ব্যবহার করেছেন বাউল সম্রাট লালন ফকিরের গান। এ চলচ্চিত্রে লালনের গানের ব্যবহার হবে এটিই স্বাভাবিক। তবে 'যার আপন খবর', 'কে কথা কয়', চিরদিন পোষলাম এক অচিন পাখি' প্রভৃতি লালনগীতির পাশাপাশি আসকার ইবনে শাইখের কথা এবং আব্দুল গফুরের সুরে 'অকূল দরিয়ায় ভাসে' লোকসুরাশ্রিত এ গানটিও ব্যবহৃত হয়েছে।

'মা' (১৯৭৭) চলচ্চিত্রে আঞ্জুমান আরা বেগম ও সুবীর নন্দীর কণ্ঠে 'শোনেন শোনেন শোনেন ভাই আরে শোনেন সর্বজন' গানটিতে আবহমান বাংলার পুঁথি পাঠের দ্যোতনা বা আবহ সৃষ্টি হলেও গানটিকে সুরগতভাবে নিরীক্ষাধর্মীও বলতে পারি। গানটিতে গ্রামীণ প্রবাদের ব্যবহারও হয়েছে। যেমন : 'শূণ্য কলস বাজে বেশি', 'ঘুঘু দেখেছিস এতদিন দেখিস নি তো ফাঁদ'। এ চলচ্চিত্রের 'নীমের দোতারা তুই মোরে নীম কাঠের দোতারা তুই' গানটিতেও লোকসুরের প্রয়োগ হয়েছে।

বিচ্ছেদী সুরের প্রয়োগ দেখি 'টারজান অব বেঙ্গল' (১৯৭৬) চলচ্চিত্রের 'আহারে দরদীরে কেন গেলে চলে, খুঁজে মরি আঁখিজলে' গানটিতে।

লোক সুর ও কথার বৈচিত্র্য দেখতে পাই 'দস্যুরানী' (১৯৭৩) চলচ্চিত্রের এ গানটিতেও –

Dhaka University Institutional Repository

‘এই ভেলকী এই ভেলকী, এই লাগ লাগ, লাগ লাগ লাগরে
লাগ ভেলকী লাগরে চোখে মুখে লাগরে
চাঁদ সুরুন্দা গৃহ তারা ধূলায় মিশে থাকরে
ঝিক্ ঝিক্ ঝিক্ ঝিক্ হইয়া হইয়ারে।
এ সংসারে ধনের জোরে মানুষ হইয়া
কেমন করে মানুষ মেরে খায়
রোজ সকালে নাস্তা করে রক্তের হালুয়ায়
ধুক ধুকি প্রাণ আধমরা তারে শোষণ করে যারা
রক্ত চোষা ওরে মশা শুনে রাখ তাই –
এক ধারছে খেয়ে উঠবে জীবনের কামাই
ঐ আকাশে ঝড় উঠিলে ভাঙবে তোমারই পাখরে।’

এ চলচ্চিত্রের লোকসুর সমৃদ্ধ আরেকটি উল্লেখযোগ্য গান ‘মন চায় তোর মনটারে গামছা দিয়া বান্ধি’ গানটি। ‘ঈমান’(১৯৭৯) চলচ্চিত্রের ‘হায়রে পোষা পাখি উড়ে গেছে খাঁচা’ অথবা ‘মনরে ওরে মিছেরে তোর টাকা কড়ি মিছে বাহু বল’ গানগুলোতে বাউল গানের আধ্যাত্মিক তত্ত্বদর্শন ও বাউল সুর প্রযুক্ত হয়েছে। তবে এ চলচ্চিত্রের ‘আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু বলে হুর পরী ইনসান যত’ গানটি বিষয়গত ও সুরগত নতুনত্ব এনেছে। সত্তর দশকেই আমরা প্রথম আধ্যাত্মিক গানে এ ধরনের শব্দচয়ন এবং মুর্শিদী বা মারফতী সুরের বহুল প্রয়োগ দেখি।

নিম্নে গানদুটির পূর্ণবাণীরূপ দেয়া হলো–

১) আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু বলে হুর পরী ইনসান যত
কত পাপে অপরাধে অসহায় বান্দা যে কান্দে
ভয়েতে কাতর কত করে দাও মানব গুনা যত
তুমি না দিলে সারা বলে দাও কোথায় যাবো মোরা
ভাঙা তরী কর পার হে মাওলা আমার
সেই আশ নিয়ে চোখে ঝরে আশু–
ইলাহী তোমার কুদরতে আঁধারে যাব ঠিক পথে
কামলীওয়ালার বরকতে রহমত কর উম্মতে
চাগজী সদয় তুমি হলে তওবার দ্বার যে খোলে
আমার তওবা কর কবুল রাখ গুনাগার বান্দার এ আরজু–
আ... বলে হুর পরী ইনসান বলে রহু আল্লাহ
আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু তোমার দরবারে দাও ঠাঁই
তোমার দয়া শুধু চাই তোমার করুণা অসীম
তুমি রহমানে রাহিম আল্লাহু

২) পরোয়ার দেগার দো জাহান হে মাওলা মেহেরবান
তোর মাখলুকাতে দেখায়ে তোর কুদরতেরই – শান
তোর বান্দা আজ হাত তুলেছে তোর দরবারে

Dhaka University Institutional Repository

তোর রহমতের ভিক্ষা আমায় দেবে মাওলারে
তুই মুসাকে পার করে দিলে নীল দরিয়ায়
মাছের পেটে ইউনুছ নবী জিন্দা রয়ে যায়
ইব্রাহিমের পরশে আগুন নিভে যায় তোর দয়ায়
নারী মাতা নারী ভগ্নী নারী মহিমায়
এই কথাটি বইলা গেছে তোর পাক কোরান
আসতী বলে যারা আমায় দিল অপবাদ
তুই রহমানের রাহিম খোদা প্রমাণ করে দে–
তোর রহমতের ধারা দুনিয়া দেরে বর্ষে দে–

এ ধরনের মুর্শিদী, মারফতী বা 'হামদ্' ধারাশ্রয়ী গানের চলচ্চিত্রে ব্যবহারের সূত্রপাত সত্তর দশক এবং ভাষাগত ভাবে এ গানগুলোতে আরেকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় তা হলো আরবি-ফারসি শব্দের আধিক্য। এ ধরনের গানের ব্যবহার সত্তর দশকের আরো অনেক চলচ্চিত্রেই রয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে পারি – 'সাগর ভাসা'(১৯৭৭) চলচ্চিত্রের 'কাঁদিস না রে সাগর কূলে ওরে অভাগা' এবং 'ইয়া আল্লা, ইয়া রহমান রাহিম, ইয়া কুদরতে আজিম' গানগুলিতে। এ চলচ্চিত্রের 'চল চল রাজকুমারী স্নান করিতে যাই', 'রাজা লাফা দাফা সার', 'ও ভাইগণ আজকে আজি, আমি উপবাসে', 'হায় ভগবান ! মোর কপালে এতই দুঃখ লিখা ছিল', 'ও রাজন, কোথায় দেব আপনার বসিবার আসন', 'ও কি সৈন্যগণ বিনা দোষ আমায় কর না বন্ধন', 'বলেন বলেন গুরু মহাশয়' গানগুলো মূলত সংলাপের স্থান নিয়েছে এবং গানগুলোতে যাত্রার ঢঙ লক্ষণীয়।

বাউল তত্ত্ব ও দর্শনের প্রভাব পাই আমরা 'দস্যুরানী' (১৯৭৩) চলচ্চিত্রের 'থাকবো না আর এই আবেশে' গানটিতেও। আমাদের লোকজ জীবন ও লোকজ সুরের আবহের আরেকটি জনপ্রিয় গানের উদাহরণ 'ও আমার রসিয়া বন্ধুরে' গানটি। রুনা লায়লার কণ্ঠে গীত এ জনপ্রিয় গানটিতে খুব সুন্দর ও সহজ সরল রূপে দৈনন্দিন নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যকে অনুষঙ্গ করে মানবীয় আবেগ রূপায়িত হয়েছে।

'ও আমার রসিয়া বন্ধুরে তুমি কেন কোমরের
বিছা হইলি না
জড়াইয়া রাখিতাম কাছে কাছে থাকিতাম
পালায়ে যেতে দিতাম না নারে, ও আমার রসিয়া বন্ধুরে
রঙ্গিন সুতা হইতা যদি রসিক তাঁতীর ঘরে
জংলী ছাপার শাড়ি পরে রাখিতাম অঙ্গে ধরে
ভিজাইতাম আর শুকাইতাম যতন করে রাখিতাম
কোনদিন ছেড়ে যেতে দিতাম না নারে
ও আমার রসিয়া বন্ধুরে
তুমি কেন জংলী ছাপার শাড়ী হইলা না ॥

Dhaka University Institutional Repository

মতির মালা হইতা যদি মনিকারের ঘরে
হাসিতাম আর খেলিতাম মনের মত সাজিতাম
কোন চোরে চুরি করতে দিতাম না না রে ॥'

এ দশকের গানে রাগ সংগীতের প্রত্যক্ষ প্রভাব কমে আসলেও অনেক গানেই পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে। অনেক গানেই আলাদা ভাবে রাগ সংগীতের প্রভাব দৃশ্যায়মান না হলেও লোক বা পাশ্চাত্যধারাশ্রয়ী বা লোক ও পাশ্চাত্যের মেলবন্ধনে তৈরি গানগুলোতেও রাগ সংগীতের পরোক্ষ প্রভাব লক্ষণীয়। 'সাগর ভাসা' (১৯৭৭) চলচ্চিত্রের 'চঞ্চল নয়ন সাজোরে/চরণে পায়েলিয়া বাজেরে' এ গানটিতে রাগ সংগীতের প্রত্যক্ষ প্রয়োগ ঘটেছে। 'তুফান'(১৯৭৮) চলচ্চিত্রের 'মেরি বাকি উমারিয়া' গানটিও রাগসুরাশ্রিত। ষাটের দশকে লোক কাহিনি নির্ভর বিশেষত গীতিকাশ্রয়ী বেশ কিছু গানে আমরা গানকে পেয়েছি সংলাপ স্থানে কিন্তু সত্তর দশকে লোকজ কাহিনি ভিত্তিক চলচ্চিত্র ছাড়াও সামাজিক কাহিনি নির্ভর চলচ্চিত্রেও গান সংলাপের স্থান নিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি লোকজ কাহিনি নির্ভর 'যাদুর বাঁশী' চলচ্চিত্রে-

'আর দোলা দিসনা ও লো সই/
পরানে লাগে বড় বড়/
দরিয়ার ঢেউ বুকে আমার তুলছে বিষম ঝড়/
হায় আল্লা লাগে বড় ডর।
এ কি কথা কইলি ও গো সই
এ যে নয় ভাল খবর –
কোন যে ঢেউয়ের নীচের পইড়া উঠছে বুকে ঝড়'

অথবা

'মেয়ে : যেইখানে বাঘের ভয় – সেই খানে রাইত হয়
বাঘে পাইলে গিলা খায় – এখন আমার কি উপায়।
ছেলে: বাঘের ভয় কেন করো এই দিন দুপুরে
কপাল যদি ভালো হয় বনের বাঘও ছাড়ে॥...
মেয়ে: হাইসা খেইলা এতো দিন বেশ তো সুখে ছিলাম
বনে আসিয়া সব দেখিয়া শরমে মরলাম।
ছেলে: শরম হইল নারীর ভূষণ মরার আছে কি
হইবে তাহা যাহা আছে খোদার মর্জি ॥'

এ গানগুলো যেমন সংলাপাশ্রয়ী তেমনি 'এরাও মানুষ' (১৯৭২) চলচ্চিত্রের 'এত কাছে তুমি আছো তবু যেন মনে হয়', 'রাজদুলারী' (১৯৭৮) চলচ্চিত্রের 'ও কেউ এলোরে এলোরে' গানগুলোও অনেকটাই সংলাপস্থানীয়। এ ধরনের গানগুলো মূলত দ্বৈত কণ্ঠেই গীত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গানের শুরুতে বা স্তবকের শেষে বা শুরুতে অর্থহীন অনুপ্রাসমণ্ডিত ধ্বনির ব্যবহারের সূত্রপাত এ দশকের গানের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। যেমন : ‘এখানে আকাশ নীল’(১৯৭৩) চলচ্চিত্রে ‘খুন করিলা মোরে পরদেশীয়া ও .../হায় ধীতাং ধীতা, তাকধীনা’। এ চলচ্চিত্রেরই আরেকটি গানে ব্যবহৃত হচ্ছে ‘দীনা-দীনা-দীনা-হায় হায় দীনা নানা/এসোনা তাড়াতাড়ি দূরে সরে থেকোনো ... কোন কথা নয়, জানি পরিচয় ভোলাতে ছল কথা আর বলো না/হায় হায় দীনা, তা তারা তারা/ মনে বলে নয়, মিছে অভিনয়, একাকী যমুনাতে আর যাব না/হায় হায় দীনা যাবনা তা তারা তারা।’
‘আদালত’(১৯৭৭) চলচ্চিত্রের ‘ওহৈ ওহৈ লা লা লা লা লা লা.../ রাগ কেন লো পুটিরে মান কেন তোর তলরে,’ ‘হু হু হু হু মনতো হারিয়ে যায় প্রেমের এই মোহনায়/যেওনাগো দূরে সরে কাছাকাছি রব দু’জনায়’। ১৯৭৫ সালের মুক্তিপ্রাপ্ত ‘লাভ ইন শিমলা’ চলচ্চিত্রের ‘চেয়েছিনু আমি যারে সেই ফাঁকি দিল মোরে’ গানটির শেষস্তবকে ‘লা লা লা লা...’। ‘টারজান অব বেঙ্গল’ (১৯৭৬) চলচ্চিত্রের ‘তুমি যে এতই আনাড়ী’ গানের শুরুতে ‘আরে, হায় হায় হায়...’। ‘তালাশ’(১৯৭৭) চলচ্চিত্রের ‘আমি রিক্সাওয়ালা মাতওয়ালা, রং বেরঙের এই শহরের অলি গলির রাখওয়ালা’ গানের শুরুতে ‘হায় হো হো হো লাল্লার লাল্লা লাল্লা’ অর্থহীন এইসব ধ্বনির ব্যবহার পরবর্তী দশক গুলোতে গানের শুরু, মাঝে বা শেষে এতো বেশি পরিমাণে ব্যবহার করা হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে আমাদের ধারণাই হয়ে যায় বাংলা চলচ্চিত্রের গানে এর ব্যবহার হয়তো বা বাধ্যতামূলক।

চলচ্চিত্রের গানের বিষয়বস্তু হিসেবে মানব-মানবীর প্রেম সবচেয়ে বেশি স্থান দখল করে আছে। প্রেমের গানে প্রকৃতির অনুষঙ্গ বা কাব্যগীতির ধারাশ্রয়ীতা থেকে সত্তর দশকের প্রেমের গানগুলো এক নতুন রূপে দর্শকদের সামনে অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে। প্রেমের গানে চটুল শব্দের প্রয়োগ মূলত এ দশকেই শুরু হয়। এ প্রসঙ্গে বলতে পারি-

‘এখানে আকাশ নীল’ (১৯৭৩) চলচ্চিত্রে

‘হুইমা কি হইল আমার বুকেতে কাঁপন লাগেরে
চিনি চিনি ঠিনি ঠিনি কিলি কিলি দোলা জাগেরে
হুইমা – আগেরে বধূয়া সোহাগিনী এলো মধু রাতেরে’।

‘আদালত’(১৯৭৭) চলচ্চিত্রে-

‘রাগ কেন লো পুটিরে মান কেন তোর তলরে/
ও হলো নাগর দিমু আইনারে/
যা যা শরম শরম লাগেরে/
যৌবন দেখ মাতালরে নাগর তোর নাইরে/

Dhaka University Institutional Repository

ফাল্গুন বয়ে যায়রে চুপ চুপ কেউ শুনবেরে/
ও উথাল পাথাল মন আনচান করেরে/
হায় হায় যৌবন জ্বালায় মরলাম রে/
যা যা শরম শরম লাগেরে/
ও সখীরে সখীরে হো দেওয়ায় ভাগিলোরে–
দেওয়ায় পাগল হইলোরে কাপড় ভিজাইলোরে/
যৌবন নামেরে শির শির গা কাঁপেরে/
ও ঝুমুর ঝুমুর মন আবার বাজেরে হায় হায় আঁচল খসে যায়রে/
যা যা শরম লাগেরে লাগেরে।'

'মতিমহল' (১৯৭৭) চলচ্চিত্রে–

'ওরে পান্না ভরে পান্না যৌবন তোর বৃথা যাবে দূরে থাকিস না রে/
আমার মত সুজন রসিক কোথাও পাবি না/
আমার কাছে ধরা দিলে মান যাবে না/
যৌবন যে টলমল কচু পাতার পানি/
গড়িয়ে পড়ে একটুখানি লাগলে টোকা জানি ওরে হীরা হীরা/
এই ছোকরা কালে মৌচাকে তুই ঢিল ছুরিস না রে
প্রেম আগুনে বিধবে জ্বালা যাবেই জানি পুড়ে। '

'বাহাদুর' (১৯৭৬) চলচ্চিত্রে –

'রূপে আমার আগুন জ্বলে, যৌবন ভরা অঙ্গে
প্রেমের সুধা পান করে নাও হায়রে আমার দিওয়ানা
...
দাওনা দোলা মধুবনে চেয়ে চেয়ে চেয়ে থেকো না
মধু নেশায় বেঁধো না – ও আমার দিওয়ানা, ও আমার মাস্তানা।'

'মা' (১৯৭৭) চলচ্চিত্রে–

'চেওনা চেওনা আড়ে ঠাড়ে চেওনা
অমন করে বুকে আমায় বান মেরো না
বাঁকা চোখের ঝিলিক দিয়ে বান মেরো না
যৌবনের কলসী আমার রয় যে খালি পড়ে
কত নাগর এল গেল কেউ দিল না ভরে
রে রসিক নাইর শূন্য কলসী নিয়ে একা যে রইতে পারি না।
...
পিরীতের রস যেন পানের সাথে চুন
সমান সমান হলে জমতে লাগে যে দ্বিগুণ।'

Dhaka University Institutional Repository

চটুল শব্দ প্রয়োগ এ সময়ে শুরু হলেও অধিকাংশ প্রেমের গানে চটুল শব্দের ব্যবহারের চেয়ে মানবীয় মান, অভিমান বা রাগ-অনুরাগের চিত্রই এ দশকে আমরা বেশি দেখতে পাই। এখানে উল্লেখ করতে পারি – 'এখানে আকাশ নীল' চলচ্চিত্রের 'আমি দ্বীপ জ্বেলে যাই', 'তালাশ' চলচ্চিত্রের 'কিছু আপনি শোনান কিছু আমার শুনে যান','টারজান অব বেঙ্গল' চলচ্চিত্রের 'আহারে দরদীরে কেন গেলে চলে', 'লাভ ইন শিমলা' চলচ্চিত্রের 'ওগো তুমি যে আমার প্রিয় কেমন করে বোঝাই বল', 'চেয়েছি আমি যারে সেই ফাঁকি দিল মোরে', 'ওয়াদা' চলচ্চিত্রের 'তুমি আমি দুজনাতে চলনা যাই এক সাথে'। 'অতিথি' চলচ্চিত্রের 'ও পাখি তোর যন্ত্রণা', 'ছন্দ হারিয়ে গেল' চলচ্চিত্রের 'গীতিময় সেই দিন', 'অশ্রু দিয়ে লেখা' চলচ্চিত্রের 'অশ্রু দিয়ে লেখা এ গান যেন ভুলে যেও না', 'অশ্রু দিয়ে লেখা এ গান সে তো ভুলে গিয়েছে', 'ও দুটি নয়নে' প্রভৃতি গানের কথা। সত্তর দশকে চলচ্চিত্রের গানের সুরে সার্থক নিরীক্ষাধর্মী অসংখ্য গানের উদাহরণ আমরা দিতে পারি। এই নিরীক্ষাধর্মী গানগুলো শ্রোতামহলে বেশ জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছিল। নিরীক্ষাগুলো মূলত করা হয়েছে বিভিন্ন সুর মিশ্রণে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের পাশ্চাত্য সুরের সাথে বা পাশ্চাত্য চলনের সাথে বিভিন্ন লোকজ সুরের আঙ্গিক এবং রাগ সুরের পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ প্রভাব দৃশ্যায়মান। নিরীক্ষাধর্মী এ গানগুলো মূলত কোন নির্দিষ্ট ধারার প্রত্যক্ষ প্রভাবে সৃষ্ট নয় বরং সুরগত গঠন শৈলীতে রয়েছে সুরকারদের নিজস্ব মৌলিকত্ব, মুন্সিয়ানার প্রভাব। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি – 'সীমানা পেরিয়ে'(১৯৭৭) চলচ্চিত্রের ' মেঘ থম থম করে', 'বিমূর্ত এই রাত্রি আমার', 'অতিথি' (১৯৭৩) চলচ্চিত্রের 'লেখাপড়া করে যে', 'ছন্দ হারিয়ে গেল' (১৯৭২) চলচ্চিত্রের 'ডোন্ট আসক মি', 'গীতিময় সেই দিন', 'রিমঝিম বরষাতে', 'দম মারো দম' (১৯৭৭) চলচ্চিত্রের 'ভুলের কালো ঝড়ে','আলো তুমি আলেয়া' (১৯৭৫) চলচ্চিত্রের 'আমি সাত সাগর পাড়ি দিয়ে', 'ওগো মনমিতা', 'আসামী' (১৯৭৮) চলচ্চিত্রের 'যাবার আগে দোহাই লাগে','অশ্রু দিয়ে লেখা' (১৯৭২) চলচ্চিত্রের 'অশ্রু দিয়ে লেখা এ গান যেন কভু ভুলে যেও না', 'অশ্রু দিয়ে লেখা এ গান সে তো ভুলে গিয়েছে', 'ঈমান' (১৯৭৯) চলচ্চিত্রের 'অমন করে যেও নাকো', 'অগ্নিশিখা' (১৯৭৮) চলচ্চিত্রের 'জন্ম দিলেই মা হয় না', 'তারপরে কি হবে', 'তুফান' চলচ্চিত্রের 'ও দরিয়ার পানি', 'অনুভব (১৯৭৭) চলচ্চিত্রের 'যদি সুন্দর একটা মুখ পাইতাম' 'ইয়ে করে বিয়ে' (১৯৭৩) চলচ্চিত্রের 'পথের সাথী', 'এ কোন চঞ্চলতা', 'অনন্ত প্রেম (১৯৭৭) চলচ্চিত্রের 'ও চোখে চোখ পড়েছে যখনি', 'মাটির ঘর' (১৯৭৯) চলচ্চিত্রের 'সোনা চান্দি টাকা','মধু মিতা' (১৯৭৮) চলচ্চিত্রের 'ওগো মোর মধুমিতা' প্রভৃতি গানের কথা।

Dhaka University Institutional Repository

সত্তর দশকের শেষপ্রান্ত থেকে বাংলা চলচ্চিত্রের গানে হিন্দি সুরানুপ্রবেশ ঘটে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে পারি ‘ওয়াদা’ (১৯৭৯) চলচ্চিত্রের ‘যদি বউ সাজো গো’-এ বহুল জনপ্রিয় গানটির কথা। এ গানটি ‘তুম খুব লাগতি হো/বরি সুন্দর দেখতি হো’ গানটির সুরানুকরণে সৃষ্ট।

আশির দশক থেকে বাংলা চলচ্চিত্রের গানে মৌলিকত্ব অনেকটাই হ্রাস পেতে শুরু করে। সত্তর দশকের চলচ্চিত্রের গানের বৈশিষ্ট্যগুলোই মূলত আশির দশকের চলচ্চিত্রের গানে বেশি দেখা যায়। তবে সত্তর দশকের নিরীক্ষাধর্মিতা আশির দশকে এসে অনেকাংশেই হারিয়ে যেতে শুরু করে। বিভিন্ন ধরনের লোকজ সুরের প্রভাব এ দশকে এসে হ্রাস পেতে শুরু করে। পাশ্চাত্য সংগীতের পপ, রক প্রভৃতি সুরের অনুপ্রবেশ ঘটে আশির দশকের চলচ্চিত্রের গানে। যন্ত্রানুষঙ্গের প্রয়োগেও ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। দেশীয় বাদ্যযন্ত্র বা বাদনশৈলীর চেয়ে পাশ্চাত্য প্রভাব বেশি পরিলক্ষিত হতে শুরু করে এ সময় থেকে। আশির দশকের মধ্যভাগ থেকে ‘যন্ত্র’ অনুষঙ্গ হিসেবে না থেকে অনেকাংশেই ‘কথা’ বা ‘গানের সুরের’ অনুসরণ না করে আধিপত্য বিস্তার শুরু করে যা অনেক সময়ই গানের বাণী বা ভাবের সাথে সম্পূরক অবস্থানে না থেকে বাণী বা ভাবকে ছাপিয়ে যায়। অর্কেস্ট্রার বহুল ব্যবহারে অনেকাংশেই বাণী অংশ চাপা পরে যেতে থাকে। আমাদের চলচ্চিত্রের মেলোডি নির্ভর সুর যা আমাদের চলচ্চিত্রের গানের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য সেই মেলডি নির্ভরতা হারিয়ে যেতে শুরু করে এ সময় থেকেই। গানের কথায় ‘চটুল’ শব্দের প্রয়োগ অনেকাংশেই বৃদ্ধি পেয়েছে। বিকৃত রুচিসম্পন্ন শব্দের প্রয়োগ, ছন্দহীনতা এসবের ভিড়েও ‘মহানগর’,‘জন্ম থেকে জ্বলছি’, ‘কলমিলতা’, ‘দেবদাস’,‘বড় ভাল লোক ছিল’,‘দুই পয়সার আলতা’,‘শুভদা’,‘রাজলক্ষী শ্রীকান্ত’,‘দুই জীবন’,‘বিরাজ বৌ’ প্রভৃতি চলচ্চিত্রে বেশ কিছু মৌলিক গান রচিত হলেও সে সংখ্যা নিতান্তই হাতে গোনা। বিষয়বস্তুগত বৈচিত্র্যও এ সময় থেকে ধীরে ধীরে কমতে শুরু করে। গানের শুরুতে বা প্রতি স্তবকের শেষে বা শুরুতে ‘অর্থহীন’ ধ্বনির ব্যবহার এ সময় থেকে বহুলাংশে বৃদ্ধি পেতে থাকে। রাগ সুরের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উভয় প্রভাবই কমতে শুরু করে। রাগ সুর ব্যবহারের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত এ সময় পাওয়া যায় না। অনেক গানে লোকসুর ব্যবহৃত হলেও লোকসুরের বৈচিত্র্যময়তা বা যথাযথ প্রয়োগ খুব বেশি দৃষ্টিগোচর হয় না এ সময়ের গানে তবে এ দশকেও লোকসুরাশ্রিত গান জনপ্রিয়তার শীর্ষে অবস্থান করেছে যার উদাহরণ ‘বেদের মেয়ে জোছনা’ চলচ্চিত্রের গানগুলো। আশির দশকের শেষ দিক থেকে হিন্দিগানের সুরের অনুপ্রবেশ খুব বেশি দেখা যায়। আশির দশকের পূর্বেও আমাদের গানের সুরে পাশ্চাত্য সুর ও চলনের প্রভাব থাকলেও সেগুলো সরাসরি অনুকরণ করা হয়নি বরং সেই নির্যাসে সিক্ত হয়ে সুরকাররা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মেলবন্ধনে

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা গানের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। আশির দশকের শেষ প্রান্ত থেকে হিন্দি সুরানুকরণ শুরু হয় আমাদের চলচ্চিত্রের গানে। নব্বইয়ের দশকে একান্তই হাতে গোনা কিছু চলচ্চিত্রের গান আমরা পেয়েছি যাকে আমরা আমাদের মৌলিক সৃষ্টি বা আমাদের সংস্কৃতির উত্তরাধিকার বলতে পারি। এ দশকের বেশ কিছু চলচ্চিত্রে রবীন্দ্র সংগীত, নজরুল সংগীত, লালন ফকির, হাসন রাজার গান ব্যবহৃত হয়েছে তবে এ দশকে চলচ্চিত্রের গানে তেমন কোন মৌলিক বৈশিষ্ট্যের কথা আমাদের গোচরীভূত হয় না। বরং হিন্দি গানের প্রভাব নব্বইয়ের দশকে আরো বৃদ্ধি পায়। গানের কথায়ও দেখি অধিকাংশ হিন্দি চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় গানের কথার ভাবানুবাদ মাত্র। নব্বইয়ের দশকে যে চলচ্চিত্রের গান শ্রোতাপ্রিয় হয় নি তা নয়। 'কেয়ামত থেকে কেয়ামত','স্বপ্নের ঠিকানা','অন্তরে অন্তরে','চাঁদনী রাতে' প্রভৃতি চলচ্চিত্রের গানের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে পারি তবে এ দশকের অধিকাংশ শ্রোতাপ্রিয় গানগুলিও জনপ্রিয় হিন্দি গানের সুরের একান্ত অনুসরণ মাত্র। নব্বইয়ের দশককে আমরা সে অর্থে আমাদের চলচ্চিত্র ও চলচ্চিত্রের গানের 'অন্ধকার যুগ' হিসেবে চিহ্নিত করতেই পারি। এ সময়ের চলচ্চিত্রের গানগুলির দৃশ্যায়নের প্রসঙ্গ উত্থাপন না করলে বলা অনেকটাই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। দৃশ্যায়ন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কুরুচিপূর্ণ যা আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সাথে কোনভাবেই যায় না। এ সময়েও বেশ কিছু নিরীক্ষাধর্মী গান সৃষ্টি হয়েছে তবে এ সময়ের নিরীক্ষাধর্মিতা বলতে বোঝায় একটি গানে বেশ কিছু হিন্দি গানের সুরের মিশ্রণ। তিনটি বা চারটি হিন্দি গানের সুরের প্রভাবে সৃষ্টিকৃত একটি পাঁচমিশেল সেই সাথে মাত্রাতিরিক্ত যন্ত্রায়ন। ষাট,সত্তর দশকের অনেক জনপ্রিয় চিত্রগীতির রিমিক্স ব্যবহৃত হয়েছে এ সময়ের চলচ্চিত্রে বিশেষত ষাট,সত্তর দশকের জনপ্রিয় চলচ্চিত্রগুলোর পুনঃনির্মায়নে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করতে পারি-'রঙিন সুজন সখী','রঙিন মালকা বানু','রঙিন বিনি সুতার মালা','আজ গায়ে হলুদ' প্রভৃতি চলচ্চিত্রের।

দু'হাজারপরবর্তী সময়ে আমাদের চলচ্চিত্রে গানে আবার নতুন সূর্যোদয়ের পূর্বাভাস দেখতে পাচ্ছি আমরা। নতুন নতুন সুরকার, গীতিকার, সংগীত পরিচালক, চলচ্চিত্রের পরিচালকেরা চলচ্চিত্রে সংগীতকে নতুনভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করছেন। একবিংশ শতকের প্রথমভাগের এই সময়ের চলচ্চিত্রের গান ষাট বা সত্তরের দশকের সেই জৌলুসতায় ফিরে না যেতে পারলেও আশির দশকের শেষার্ধ থেকে নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত যে অন্ধকার সময় তার কিছুটা হলেও কাটিয়ে উঠতে পেরেছে। গান নিয়ে বর্তমান সময়ে বেশ নিরীক্ষা প্রবণতা দৃশ্যায়মান এই নতুন শতকের শুরুতে আমরা বেশ কিছু শ্রোতাপ্রিয় মৌলিক গান পেয়েছি যদিও তা সংখ্যায় খুব বেশি নয়। তবে আমাদের চলচ্চিত্র এবং চলচ্চিত্রের গান হয়তো আবারো আমাদের হারানো সময়কে নতুন করে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দেবে সেই প্রত্যাশা রাখতেই পারি নতুন যুগের নতুন ভোরের 'শ্রাবণ মেঘের দিন', 'চুপি চুপি', 'দুই দুয়ারী',

Dhaka University Institutional Repository

‘প্রেমের তাজমহল’, ‘মাটির ফুল’, ‘মনের মাঝে তুমি’, ‘চন্দ্রকথা’, ‘পড়ে না চোখের পলক’, ‘ও প্রিয়া তুমি কোথায়’, ‘খায়রুন সুন্দরী’, ‘হাজার বছর ধরে’,‘রং নাম্বার’, ‘শুভা’, ‘মোল্লা বাড়ির বউ’, ‘আহা’, ‘দারুচিনি দ্বীপ’, ‘রানী কুঠির বাকি ইতিহাস’, ‘হৃদয়ের কথা’, ‘ওরে সাম্পানওয়ালা’, ‘৯ নং বিপদ সংকেত’,‘আমার আছে জল’,‘ব্যাচেলর’,‘মনপুরা’,‘থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার’,‘গহীনে শব্দ’ প্রভৃতি চিত্রগীতির হাত ধরে।

তথ্যসূত্র

১. রজত রায়, *বাঙালির চলচ্চিত্র-সংস্কৃতি* , সৃষ্টি প্রকাশন, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ১৫
২. উৎপল সরকার(সম্পাদিত), *চলচ্চিত্রে সংগীতের প্রয়োগ*, কমলকুমার মজুমদার, চলচ্চিত্রে গানের ব্যবহার, প্রতিভাস, কলকাতা, জানুয়ারি,২০১১, পৃ. ৩০-৩১
৩. উৎপল সরকার(সম্পাদিত), *চলচ্চিত্রে সংগীতের প্রয়োগ*, চিদানন্দ দাশগুপ্ত , চলচ্চিত্রে সংগীত :অতীত ও বর্তমান, প্রতিভাস, কলকাতা, জানুয়ারি,২০১১, পৃ. ২৩
৪. আবদুল্লাহ জেয়াদ, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র পাঁচ দশকের ইতিহাস* , জ্যোতিপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৫২
৫. আজিজ হাসান, *চলচ্চিত্রের সংগীত : সুরের খেয়ার বাণিজ্য* , চলচ্চিত্র প্রাঙ্গণ, ঢাকা, পৃ. ১৬৯
৬. অতনু চক্রবর্তী, *প্লেব্যাক* , প্রতিভাস, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০১১, পৃ. ২২
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২-২৩
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪
৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮
১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২
১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০-৩১
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১
১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২
১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২
১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২
২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪
২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪
২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪
২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫-৩৬
২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯
২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০
২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪-৪৫
২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬
২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০
২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯
৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২
৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩
৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩
৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

Dhaka University Institutional Repository

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪
৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪
৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০
৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১
৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮
৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫-১২৬
৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭
৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭
৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬

Dhaka University Institutional Repository

তুলনামূলক আলোচনা

উপর্যুক্ত পর্যালোচনা থেকে বাংলা চিত্রগীতির ক্রমবিবর্তনের ধারার আমরা একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ করতে পারি। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো :

১. **পুরাণগাথা থেকে মানবকথা :** সবাক যুগের শুরুর দিকে পৌরাণিক কাহিনির প্রাধান্য বেশি থাকলেও এর পাশাপাশি সামাজিক কাহিনি নির্ভর চলচ্চিত্রও প্রচলিত ও জনপ্রিয় হতে শুরু করে। এ কারণে গানের ক্ষেত্রেও আমরা বিষয়বস্তু হিসেবে দেবদেবী নির্ভরতার পাশাপাশি মানবীয় অনুভূতি নির্ভরতার প্রবেশ দেখতে পাই। তাই 'ধ্রুব' (১৯৩৪) চলচ্চিত্রের 'জাগো, ব্যথার ঠাকুর, ব্যথার ঠাকুর', 'হে দুঃখ হরণ ভক্তের শরণ','ফুটিল মানস-মাধব-পুঞ্জে','নাচো বনমালী করতালি দিয়া' প্রভৃতি গানের পাশাপাশি 'পাতালপুরী' (১৯৩৫) চলচ্চিত্রে পাই 'আঁধার ঘরের আলো', 'এলো খোঁপায় পরিয়ে দে', 'ধীরে চল চরণ টলমল' প্রভৃতি একান্ত মানবীয় অনুভূতি নির্ভর গানের দেখা এবং ক্রমশ মানবীয় আবেগ অনুভূতির প্রকাশই বাংলা চলচ্চিত্রের গানে মুখ্য স্থান দখল করেছে পরবর্তী দশকগুলোতে।

২. **যন্ত্রযন্ত্রণা থেকে গানের অমৃতধারা :** বিদেশে প্রচলিত ধারার অনুকরণে,ছবি দেখার সময় প্রজেক্টরের শব্দ যেন দর্শকের বিরক্তির কারণ না হয় সে কারণে প্রথম চলচ্চিত্রে সংগীতের প্রয়োগ করা হয়। প্রথম দিকে, ছবি চলার সময় পর্দার পাশে বা দিক থেকে কোন একজন বাদ্যযন্ত্রী পিয়ানো বা অর্গানে নিজের মনের মতো সংগীত পরিবেশন করতেন। নির্বাক যুগে আমাদের দেশেও পাশ্চাত্য অনুকরণে তাঁবু বা ছাউনি, পর্দার পাশে দিকে পেছন ফিরে, দুই, তিন বা পাঁচজন যন্ত্রসংগীত শিল্পী তবলা-হারমোনিয়াম-বেহালা নিয়ে বসে, পর্দায় ছবির গতি প্রকৃতি অনুসারে নিজের পছন্দসই বাজনা বাজাতেন। প্রথম বাংলা সবাক চলচ্চিত্র 'জামাই ষষ্ঠী' ছবিতে সংগীত পরিচালক থাকলেও গান ছিল না। কিন্তু সশরীরে সংগীত পরিচালক পর্দার পাশে বসে, সেই অভাব পূরণ করে দর্শকদের সন্তুষ্ট করেছিলেন। ১৯৩৫ সালে প্লে-ব্যাক পদ্ধতি সূত্রপাতের পূর্ব পর্যন্ত অভিনয় করার সঙ্গে সঙ্গেই গান গাইতে হত চরিত্রাভিনেতাদের গান গাইতে জানলেই অভিনয় ভালো করবে বা অভিনয়ে পরদর্শী হলেই গানে সুনিপুণ হবে এর যৌক্তিকতা না থাকলেও গান যেহেতু চলচ্চিত্রে রাখতেই হবে এ প্রবণতা থেকেই নায়ক-নায়িকা বা বিশিষ্ট অভিনেতারা গান গাইতে পারদর্শী না হলে সে ঘাটতি পূরণের জন্য বোষ্টমী বা অন্ধ ভিখারী থেকে বৈতালিক পর্যন্ত গায়ক চরিত্র তৈরি করে নেয়া হত। এছাড়া আরো বিভিন্ন ছোট ছোট চরিত্রের সমাবেশ করেও তাদের মুখে গান প্রযুক্ত হত। প্লে-ব্যাক

Dhaka University Institutional Repository

পদ্ধতির সূত্রপাত হবার পরও প্রায় বছর পাঁচেক অভিনেতা-গায়ক এক ব্যাক্তি এ ব্যাপারটি প্রচলিত ছিল। প্লে-ব্যাকের সূত্রপাত থেকে আশির দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত আমরা দেখি বাদ্যযন্ত্র সহযোগে শিল্পী গানটি গাইতেন সেটি সরাসরি ধারণ করা হতো। কখনো কোনো বাদ্যযন্ত্রী বা কোনো কণ্ঠশিল্পী কারো একটু ভুল হলেই পুরো অংশটুকু পুনরায় নতুন করে শুরু করতে হতো। পরবর্তীকালে উন্নত প্রযুক্তির কল্যাণে শব্দধারণ পদ্ধতি অনেক সহজ হয়েছে।

৩. **গান শুধু গান :** দর্শকপ্রিয়তার কথা চিন্তা করে চলচ্চিত্রে গানের বহুলতা বাংলা চলচ্চিত্রের সবাক যুগের সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত পুরো সময়কাল ধরেই চলে এসেছে। সবাক যুগের শুরুতে সামাজিক কাহিনি নির্ভর চলচ্চিত্রের তুলনায় পৌরাণিক কাহিনি নির্ভর বা জীবনী নির্ভর চলচ্চিত্রে গান বহুলতা বেশি লক্ষণীয়। এ প্রসঙ্গে বলতে পারি – পৌরাণিক কাহিনি নির্ভর 'ধ্রুব' চলচ্চিত্রে গান ব্যবহৃত হয়েছে ১৮টি। জীবনী নির্ভর 'জয়দেব' চলচ্চিত্রে গান ব্যবহৃত হয়েছে ২৮টি। সে তুলনায় সামাজিক কাহিনি নির্ভর 'মুক্তি','পাতালপুরী' প্রমুখ চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত গানের সংখ্যা ৭টি করে। দেশবিভাগ পরবর্তী বাংলাদেশের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য সবাক চলচ্চিত্র 'মুখ ও মুখোশ' চলচ্চিত্রে মাত্র ২টি গান থাকলেও (১৯৫৬-২০১০) এই সুদীর্ঘ সময়ের ইতিহাসে অল্প কিছুসংখ্যক চলচ্চিত্রের কথা বাদ দিলে অধিকাংশ চলচ্চিত্রেই ৬-৭টি গানের প্রয়োগ খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। আবার ষাটের দশকের লোকজ কাহিনি নির্ভর চলচ্চিত্র গুলোতে বা আশির দশকের রূপকথা নির্ভর চলচ্চিত্র গুলোতেও গানের সংখ্যাধিক্য দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রেই ১৭-১৮টির মতো গানেরও প্রয়োগ হয়েছে।

৪. **গান থেকে কথা :** বাংলা চলচ্চিত্রের সবাক যুগের শুরু থেকেই বিশেষত পৌরাণিক কাহিনি আশ্রিত চলচ্চিত্রে গান অনেক ক্ষেত্রেই সংলাপের স্থান দখল করেছে। এটিকে আমরা সুরে সংলাপও বলতে পারি। এ প্রসঙ্গে বলতে পারি – 'ধ্রুব' (১৯৩৪) চলচ্চিত্রের 'দাও দেখা দাও দেখা', 'কাঁদিস নে আর কাঁদিস নে মা', 'ফিরে আয় ওরে ফিরে আয়' ষাটের দশকের 'রূপবান', 'রহিম বাদশা ও রূপবান' চলচ্চিত্রের 'যাইগারে পরানের বন্ধু', 'কোথায় তোমার ঘরবাড়ি', 'বিদায় দেন, বিদায় দেন আম্মাগো' প্রভৃতি গানগুলোর কথা। পরবর্তী দশকগুলোতে এ প্রবণতা অনেকাংশেই হ্রাস পেতে শুরু করে। তবে সত্তর ও আশির দশকে লোকজ কাহিনি নির্ভর চলচ্চিত্র ব্যতীতও বেশ কিছু চলচ্চিত্রে প্রেমের গানেও এ সংলাপধর্মিতা দেখা যায়। যেমন– 'জীবন সংগীত'(১৯৭২) চলচ্চিত্রের 'এই ঘরে থাকে ঘরনী আর গাঙে থাকে পানি', 'মিস ললিতা' (১৯৮৫) চলচ্চিত্রের 'ঝিরি ঝিরি বৃষ্টিতে ভিজে গেলাম', 'বউ সেজে আসবে সানাই' প্রভৃতি গানগুলো। পরবর্তী দশকেও 'খায়রুন সুন্দরী'

Dhaka University Institutional Repository

চলচ্চিত্রেও গানে সুরে সংলাপের এ চিত্রটি লক্ষণীয়। 'নিত্যি নিত্যি উদয়রে সূর্য্য', 'দাদা গো তোর হাত ধরিয়া কই','বিদায় দেন বিদায় দেন নানী গো' প্রভৃতি গান সুরে সংলাপের দৃষ্টান্তই বহন করে।

৫. **মঞ্চ থেকে সচল চিত্রে :** বাংলা চলচ্চিত্রের সবাক যুগের প্রথমার্ধে অর্থাৎ তিন বা চার দশকে মঞ্চের অনেক মঞ্চসফল নাটকই এ সময় চলচ্চিত্রের কাহিনি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এ ধরণের মঞ্চসফল নাটকের কাহিনি নির্ভর সিনেমাগুলোকে নাটকে ব্যবহৃত গানগুলোই ব্যবহৃত হতো। যেমন– মানময়ী, প্রফুল্ল,প্রহ্লাদ প্রভৃতি মঞ্চসফল নাটকের কাহিনি অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্রগুলোতে গান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে মঞ্চের গানগুলোই। 'ষোড়শী' নাটকের কাহিনি অবলম্বনে রচিত 'দেনাপাওনা' চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত হয়েছিল 'ষোড়শী' নাটকের গানগুলো। তেমনি দেশবিভাগ পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের বাংলা চলচ্চিত্রের গানে 'যাত্রা'র উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। জনপ্রিয় 'যাত্রা' কাহিনিগুলো অনেকক্ষেত্রেই পরবর্তীকালে চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে। যেমন– 'নবাব সিরাজউদ্দৌলা' যাত্রাপালার জনপ্রিয়তায় আকর্ষিত হয়েই খান আতাউর রহমান নির্মাণ করেছিলেন 'নবাব সিরাজউদ্দৌলা' এই ঐতিহাসিক চলচ্চিত্রটি। জনপ্রিয় যাত্রা 'রূপবান' অবলম্বনে নির্মিত হয়েছে 'রূপবান' চলচ্চিত্রটি। 'রূপবান' চলচ্চিত্রের ঈর্ষণীয় জনপ্রিয়তার দরুণ 'রূপবান' এর জনপ্রিয়তার সূত্র ধরে তার ধারাবাহিকতায় নির্মিত হয়েছে 'আবার বনবাসে রূপবান', 'রহিম বাদশা ও রূপবান', 'রঙিন রূপবান' প্রভৃতি চলচ্চিত্রগুলো। 'রূপবান' চলচ্চিত্রে মূলত 'রূপবান' যাত্রায় গানগুলোই ব্যবহৃত হয়েছিল। 'রহিম বাদশা ও রূপবান', 'আবার বনবাসে রূপবান' চলচ্চিত্র গুলোতেও যাত্রাগানের লোকায়ত ঢঙ ও সুরের ব্যবহার করা হয়েছে। যাত্রাগানের প্রচলিত সুরভঙ্গি ব্যবহার করা হয়েছে, জরিনা সুন্দরী, বেহুলা, গুনাই, গুনাই বিবি প্রভৃতি লোকজ কাহিনি নির্ভর আরো বেশ কিছু চলচ্চিত্রে। সত্তর দশক পরবর্তী সময়ে এ ধারার ব্যবহার বেশ স্তিমিত হয়ে পড়ে। তবে 'খায়রুন সুন্দরী' চলচ্চিত্রেও এই লোকায়ত ধারার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

৬. **গানের ভুবনে :** বাংলা চলচ্চিত্রের সবাক যুগের শুরুতে মূলত নায়ক-নায়িকা বা বিশিষ্ট অভিনেতারা গান গাইতে পারদর্শী না হলে সে ঘাটতি পূরণের জন্য বোষ্টমী, অন্ধ ভিখারী, মাঝি, বাইজী, ফুলওয়ালী চরিত্র সৃষ্টি করেও তাদের কণ্ঠে গান দিয়ে দর্শকের গানের চাহিদা মেটাতে হত। উদাহরণ হিসেবে 'মুক্তি' সিনেমার কথা উল্লেখ করতে পারি। এ চলচ্চিত্রে নায়ক কণ্ঠের গানের অভাব পুষিয়ে নিতে গান দেয়া হয়েছিল বন-জঙ্গলের ভেতর এক ছোট হোটেল মালিক চরিত্রের কণ্ঠে। শুধু গানের

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবহার করার জন্য অসংখ্য চলচ্চিত্রে ছোট ছোট চরিত্রগুলোতে দক্ষ গাইয়েদের সমাবেশ লক্ষ করা যায়। অন্ধ ভিক্ষুকের চরিত্র যেমন প্রায়ই বাঁধা থাকত কৃষ্ণচন্দ্র দে'র জন্য, তেমনি পৌরাণিক কাহিনি নির্ভর চলচ্চিত্রে নারদের ভূমিকা বাঁধা থাকত ধীরেন দাসের জন্য। গানের সুবাদেই অভিনয়ে এসেছিলেন ইন্দুবালা, আঙ্গুর বালা, কমলা ঝরিয়ার মতো পরবর্তীকালের শীর্ষস্থানীয় গায়িকারা। নায়িকারা ছোট ছোট চরিত্র সৃষ্টি করে সে চরিত্রের মুখে গান দেয়া বিষয়টি দেশবিভাগ বা স্বাধীনতোত্তর বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের গানেও পেয়েছি। মাঝি, সখী প্রভৃতি ছোট ছোট চরিত্রের মুখে গান আমরা দেশভাগ পরবর্তী চলচ্চিত্রেও পেয়েছি। ছোট ছোট চরিত্রের গানগুলো অনেকক্ষেত্রে যাত্রার বিবেক চরিত্রের স্থান দখল করেছে। সত্তর দশকেও অনেক চলচ্চিত্রে রিক্সাওয়ালা, ফেরিওয়ালা প্রমুখ ছোট চরিত্র সৃষ্টি করে তাদের কণ্ঠে গান দেয়া হয়েছে। এ গানগুলো কখনো জীবন বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি মূর্ত করেছে, হাস্যরসাত্মকতার মধ্য দিয়ে শ্রেণি বৈষম্য, জীবন ঘনিষ্ঠতা তুলে ধরেছে, কখনো **Dramatic relief** এর কাজ করেছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে পরি 'এরাও মানুষ' (১৯৭২) চলচ্চিত্রের 'নিয়ে যাও খোকা খুকো মনি/অ-আ-ক-খ ছড়া ছবির বই','মানুষের মন'(১৯৭২) চলচ্চিত্রের 'এই শহরে আমি যে এক নতুন ফেরীওয়ালা','তালাশ' চলচ্চিত্রের 'আমি রিক্সাওয়ালা বেচারা' প্রভৃতি গানের কথা। তবে পরবর্তীকালের অর্থাৎ আশির দশকের শেষ প্রান্ত থেকে ছোট ছোট চরিত্রের মুখের গানগুলো মূলত চটুলতায় পরিপূর্ণ হয়ে পড়ে। ছোট ছোট চরিত্র সৃষ্টি করে সেগুলোতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কয়েকটি করে হিন্দি গানের সুর একত্রে জগাখিচুড়ি ধাঁচের কিছু সৃষ্টি করে 'আইটেম গান' হিসেবে ব্যবহার করা হয় যা একান্ত কুরুচিপূর্ণ কথা আর উদ্ভট সুর আর তাণ্ডবময় নৃত্যের সমাবেশ। এ প্রসঙ্গে 'দানব সন্তান' (২০০৭) চলচ্চিত্রের 'আয়না মাইয়া প্রেম নদীতে ভাসাই নৌকা খানি', 'হীরা চুনি পান্না' (২০০০) চলচ্চিত্রের 'আইজকা ওয়ে ওয়ে রাইত, মাইয়া মাইয়া ওরে মাইয়া, তোরে দেইখা আমি কাইত' প্রভৃতি গানের কথা উল্লেখ করতে পারি।

৭. **যন্ত্র ও গানের মেলবন্ধন :** চলচ্চিত্রের গানের শুরু থেকেই যন্ত্রসংগীত একটি বড় ভূমিকা পালন করে আসছে। সবাক যুগের শুরু থেকেই আবহ সংগীতে এবং গানের 'প্রি-ল্যুড' বা 'ইন্টার-ল্যুড' এর ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য বাজনা বা অর্কেস্ট্রারই প্রাধান্য ছিল, তবে বাজানোর রীতিতে অনেক ক্ষেত্রেই দেশী ঢঙ অনুসরণ করা হতো। দেশভাগ পরবর্তী ষাটের দশকের বাংলাদেশের বাংলা চলচ্চিত্রে বা স্বাধীনতোত্তর সত্তর-আশির দশক পর্যন্ত এ রীতির প্রচলন ছিল। লোকজ গানগুলোতে দেশীয় বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারই করা হত। বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার গানের অনুষঙ্গ হিসেবেই ব্যবহৃত হতো গানের কথা বা সুরকে ছাপিয়ে যেত না কিন্তু আশির দশকের শেষার্ধ থেকে বাদ্যযন্ত্র গানের অনুষঙ্গ হিসেবে

Dhaka University Institutional Repository

না থেকে গানই বরং বাদ্যযন্ত্রের অনুষঙ্গে পরিণত হয়। অধিকাংশ গানেই গানের কথা বা সুরের সাথে বাদ্যযন্ত্রের মেলবন্ধন রচিত হয়নি। নব্বই দশক থেকে তার পরবর্তীসময়ে 'আগুনের পরশমণি', 'শঙ্খনীল কারাগার', 'হঠাৎ বৃষ্টি', 'চুপি চুপি', 'আহা', 'রানী কুঠির বাকী ইতিহাস','আমার আছে জল','শ্রাবণ মেঘের দিন','দুই দুয়ারী', 'ব্যাচেলর', 'রং নাম্বার','মনের মাঝে তুমি','হৃদয়ের কথা','নয় নাম্বার বিপদ সংকেত' প্রভৃতি হাতে গোনা কিছু চলচ্চিত্রের বাইরে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার গানোপযোগী হয়েছে একথা অনেকাংশেই আমরা বলতে পারি না।

৮. **রোমান্টিকতায় বিয়োগব্যথা :** আমাদের চলচ্চিত্রের সবাক যুগের শুরু থেকেই আমরা দেখি চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত অধিকাংশ গানই রোমান্টিকতার আবেশে সিক্ত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ সকল গানে বিচ্ছেদভাব প্রবল। পঞ্চাশের দশকে 'মুখ ও মুখোশ' চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের বাংলা চলচ্চিত্রের যে পথযাত্রার শুরু সেখানেও আমরা পেয়েছি রোমান্টিকতার বিয়োগব্যথায় সিক্ত 'আমি ভীন গেরামের নাইয়া' গানটি। ষাট-সত্তর-আশি বা নব্বইয়ের দশকের চলচ্চিত্রের গানেও এ বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন আমরা দেখি।

৯. **গীতবাণীতে কাব্যসুষমা :** সবাক যুগের শুরু থেকে দেশবিভাগ পরবর্তী সত্তর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত গানের বাণীতে কাব্যধর্মিতা অনেক বেশি মাত্রায় লক্ষণীয়। তার একটি মূল কারণ হিসেবে বলতে পারি বাংলা চলচ্চিত্রের প্রথম যুগে যেমন অজয় ভট্টাচার্য, প্রণব রায়, শৈলেন রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গীতিকবিদের পেয়েছি তেমনি দেশ বিভাগ পরবর্তী যুগেও ষাট, সত্তর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের গানের গীতিকার হিসেবে পেয়েছি শামসুর রাহমান, সৈয়দ শামসুল হক, আবু হেনা মোস্তফা কামাল প্রমুখ প্রসিদ্ধ কবিদের। সত্তর পরবর্তী দশকে মূলত গানের বাণীতে গদ্যধর্মিতা বেশি লক্ষণীয়।

১০. **উচ্চাঙ্গ থেকে সাধারণ্যে :** সবাক যুগের শুরু থেকেই বাংলা চলচ্চিত্রের গানে নানা নিরীক্ষার সূত্রপাত হয়। প্রথম দিককার গানের সুরে উচ্চাঙ্গ সংগীতের ক্ল্যাসিক্যাল মেজাজ এবং শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রত্যক্ষ প্রভাব যথেষ্ট দেখা যায়। শাস্ত্রীয় সংগীতের এই প্রত্যক্ষ প্রভাবই পরবর্তীসময়ে এক বৈপ্লবিক সংযোজনের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল যাকে আমরা 'প্লে-ব্যাক' নামে অভিহিত করে থাকি। এ সময়ের অনেক গানেই শাস্ত্রীয়-সংগীতের প্রভাবের পাশাপাশি রবীন্দ্র প্রভাব এবং কীর্তনের অসাধারণ প্রয়োগের দৃষ্টান্ত দেখা যায়। পৌরাণিক কাহিনি নির্ভর চলচ্চিত্রের গানগুলোতে মূলত কীর্তনাঙ্গের সুরের প্রভাব অনেক বেশি লক্ষণীয়। এ প্রসঙ্গে 'চণ্ডীদাস', 'বিদ্যাপতি' চলচ্চিত্রের গানের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যেতে পারে। এই কম্পোজিশন গুলোতে প্রামাণ্য কীর্তনের রূপ খুব একটা দেখা না

Dhaka University Institutional Repository

গেলেও ভক্তিরসাশ্রিত গানের এক নতুন ধারার আবির্ভাব ঘটেছিল। চলচ্চিত্রের প্রয়োজনে লোকসুর, আঞ্চলিক শব্দ প্রয়োগের সূত্রপাত এ সময়ে ঘটলেও লোকসুর ব্যবহারের খুব বেশি দৃষ্টান্ত এ সময়ে দৃষ্টিগোচর হয় না। লোক সুর ও আঞ্চলিক শব্দ প্রয়োগের সার্থক ব্যবহার দেখি কাজী নজরুল ইসলামের পারিচালনায় 'সাপুড়ে', 'পাতালপুরী' প্রমুখ চলচ্চিত্রের গানে। লোকসুরের সাথে রাগসংগীতের মিশ্রণে স্বতন্ত্র্যমণ্ডিত কম্পোজিশনের সূত্রপাতও এ সময়েই শুরু হয়। এ ধারায় অগ্রগণ্য নাম শচীন দেববর্মনের কম্পোজিশনগুলো। পুরাতনির আঙ্গিক, রাগাশ্রয়ী মেজাজ সেই সাথে কীর্তনের প্রভাব কমল দাশগুপ্তের স্বতন্ত্র্যমণ্ডিত এই কম্পোজিশন গুলোও এ সময়ের গানকে অনন্যতা দান করেছিল। আবহ সংগীত, গানের প্রি-ল্যুড, ইন্টার ল্যুডের ব্যবহার, বাদ্যযন্ত্রের বাদনে পাশ্চাত্য সংগীতের একাধিপত্য থাকলেও গানের সুর ও চলনে পাশ্চাত্য প্রভাব খুব বেশি লক্ষণীয় নয়। সবাক যুগের শুরু থেকে দেশবিভাগ পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত বাংলা চলচ্চিত্রের কাব্যগীতির ধারা প্রবহমান ছিল। দেশ-বিভাগ পরবর্তীসময় থেকে স্বাধীনতার সময় পর্যন্ত বাংলাদেশের বাংলা চলচ্চিত্রের গানে লোকজ ধারা ও কাব্যগীতির ধারা এ দুই ধারারই সমান্তরাল প্রবাহমানতা আমরা দেখতে পাই। এ সময়ের অধিকাংশ চলচ্চিত্রের গানেই আমরা কাব্যগীতির ধারাশ্রিত গানেরই সাক্ষাৎ পাই। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি, 'মুখ ও মুখোশ'(১৯৫৬) চলচ্চিত্রের 'মনের বনে দোলা লাগে','আকাশ আর মাটি'(১৯৫৯) চলচ্চিত্রের 'আমার মনে মানসী গান গাইবে', 'এই পৃথিবীতে তবে কি আমার নাই ওগো কোন ঠাঁই', 'রাজধানীর বুকে' চলচ্চিত্রের 'তোমারে লেগেছে এত যে ভালো', 'তোমার আমার' চলচ্চিত্রের 'মুখের হাসি নয়গো শুধু', 'মনে হল যেন এই নিশি লগনে', 'হারানো দিন'(১৯৬১) চলচ্চিত্রের 'অভিমান করো না','সূর্যস্নান'(১৯৬২) চলচ্চিত্রের 'সাধের সোহাগ ঝরে নিঝুম আঁখি পাতে','নতুন সুর'(১৯৬২) চলচ্চিত্রের 'তারা ভরা এই রাত' প্রভৃতি অসংখ্য উল্লেখযোগ্য চিত্রগীতির। সত্তর দশক থেকে এ ধারা ক্রমশ ক্ষীয়মান হতে শুরু করে। ষাটের দশকে বাংলা চলচ্চিত্রে লোকজ সুরের প্রভাব সবচেয়ে বেশি বিদ্যমান। লোক সংগীতের বিভিন্ন ধারার প্রয়োগ এ সময়ের গানে হয়েছে। শুধু তাই নয় লোক সংগীতের বিভিন্ন ধারার মিশ্রণেও নিরীক্ষা করা হয়েছে এ সময়। লোকজ সুরের প্রভাব বেশি থাকলেও ষাটের দশকের চলচ্চিত্রের অনেক গানেই রাগ-রাগিনীর সরাসরি ব্যবহার এবং তার পাশাপাশি রাগ সংগীতের আমেজও ব্যবহার করা হয়েছে অনেক গানে। লোকসুর বা পাশ্চাত্য সুরের সাথে রাগ সুর মিশ্রণেও বেশ কিছু সার্থক নিরীক্ষাধর্মী গানের সৃষ্টি হয়েছে এ সময়। এ প্রসঙ্গে বলতে পারি –'সূর্যস্নান'(১৯৬২), 'ধারাপাত'(১৯৬৩) চলচ্চিত্রে মূল রাগের বন্দিশ ব্যবহৃত হয়েছে। 'তোমার আমার'(১৯৬১) চলচ্চিত্রের 'মুখের হাসি নয়গো শুধু' গানে

Dhaka University Institutional Repository

রাগ মিশ্রণ নতুন ব্যঞ্জনার সঞ্চার করেছে। ‘হারানো দিন’(১৯৬১) চলচ্চিত্রের ‘অভিমান করো না’ গানটিতে পাশ্চাত্য সুরের গতিময়তার সাথে রাগ সংগীতের মেলবন্ধন করা হয়েছে শুধু তাই নয় সঞ্চারীতে ভাওয়াইয়া গানের সুরের আদলও লক্ষ করা যায় আবার কিছু অংশে যাত্রার আঙ্গিকও ব্যবহৃত হয়েছে। ‘সাত ভাই চম্পা’ চলচ্চিত্রের ‘সাত ভাই চম্পা জাগো রে’ গানে পাশ্চাত্য চলনের সাথে লোকজ সুর এবং সেইসাথে দাদড়া ও গজলের সুরের মিশ্রণ করা হয়েছে। সত্তর দশকের চলচ্চিত্রের গানে লোকজ ও পাশ্চাত্য সুরে মেলবন্ধনের চিত্র সবচেয়ে বেশি দৃশ্যমান। ষাটের দশকের তুলনায় কম হলেও লোকসুর ও রাগ সুরের প্রভাব সত্তর দশকেও বেশ নজরে আসে। লোকসংগীতের বিভিন্ন আঙ্গিকের মধ্যে বাউল, মুর্শির্দী, মারফতী এই ধারা গুলির প্রভাব এ সময়ের গানে বেশ লক্ষণীয় বিশেষত আধ্যাত্মিক ও তত্ত্ব সমৃদ্ধ গানের ক্ষেত্রে। সত্তর দশকের চলচ্চিত্রের গানের সুর ও বাণীগত এ বৈশিষ্ট্যগুলো আশির দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত চলচ্চিত্রের গানেও লক্ষণীয়। তবে আশির দশকে পাশ্চাত্য চলনের গানের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এই দশক থেকেই লোকজ গানের প্রভাব, রাগ-সুরের প্রভাব অনেকটাই ক্ষীয়মান হতে শুরু করে। আশির দশকেই পপ, রক প্রভৃতি সুরের অনুপ্রবেশ ঘটে আমাদের চলচ্চিত্রের গানে। আশির দশক থেকে আমাদের চলচ্চিত্রের ‘মেলোডি’ নির্ভরতা কমতে শুরু করে। আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে হিন্দি সুরের অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে আমাদের চলচ্চিত্রের গানে। নব্বইয়ের দশকে হিন্দি সুরানুকরণ মহামারী আকার ধারণ করে। নব্বইয়ের দশককে বাংলা চলচ্চিত্র ও চলচ্চিত্রের গানের অন্ধকার যুগ বলতে পারি আমরা। নব্বই দশক ও নব্বই পরবর্তীসময়েও কিছু চলচ্চিত্রে শ্রোতাপ্রিয় ও নিরীক্ষাধর্মী, রুচিশীল, শ্রুতিমধুর গান সৃষ্টি হলেও তা সংখ্যায় নিতান্তই কম এবং তার চেয়ে বড় কথা এই গানগুলো কোন নতুন ধারার সৃষ্টি করেনি।

১১. **অনুপ্রাসের আগমনী :** সত্তরের দশকে গানের শুরুতে বা প্রতি স্তবকের শেষ বা শুরুতে অর্থহীন অনুপ্রাস মণ্ডিত ধ্বনির ব্যবহারের শুরু হয়। যেমন: ‘এখানে আকাশ নীল’ (১৯৭৩) চলচ্চিত্রে ‘খুন করিলা মোরে পরদেশীয়া ও.../হায় ধীতাং ধীতাং তাকধীনা’, এ চলচ্চিত্রেরই আরেকটি গানে ব্যবহৃত হচ্ছে ‘দীনা-দীনা-দীনা – হায় হায় দীনা-নানা/এসো না তাড়াতাড়ি দূরে সরে থেকো না... মন বলে নয়, মিছে অভিনয়, একাকী যমুনাতে আর যাব না/হায় হায় দীনা যাব’। ‘আদালত’ (১৯৭৭) চলচ্চিত্রের ‘ও হৈ ওহৈ লা লা লা লা.../ রাগ কেন লো পুটিরে মান কেন তোর’, ১৯৭৫ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘লাভ ইন শিমলা’ চলচ্চিত্রের ‘চেয়েছিনু আমি যারে সেই ফাঁকি দিল মোরে’ গানের শেষ স্তবকে ‘লা লা লা লা...’। ‘টারজান অব বেঙ্গল’ (১৯৭৬) চলচ্চিত্রের ‘তুমি যে এতই আনাড়ী’

Dhaka University Institutional Repository

গানের শুরুতে 'আরে হায় হায় হায়...', 'তালাশ'(১৯৭৭) চলচ্চিত্রের 'আমি রিক্সাওয়ালা মাতওয়ালা' গানের শুরুতে 'হা হো হো হো লাল্লার লাল্লা লাল্লা' অর্থহীন এই সব ধ্বনির ব্যবহার পরবর্তী দশকগুলোতে গানের শুরু, মাঝে বা শেষে এতো বেশি পরিমাণে ব্যবহার হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে ধারণাই হয়ে যায় বাংলা চলচ্চিত্রের গানে অর্থহীন ধ্বনির ব্যবহার হয়তো বা বাধ্যতামূলক।

১২. **প্রকৃতি থেকে প্রাকৃত :** চলচ্চিত্রের গানের বিষয়বস্তু হিসেবে মানব-মানবীর প্রেম সবচেয়ে বেশি স্থান দখল করে আছে সবাক যুগের শুরু থেকেই। সবাক যুগের প্রথম দিকে তিরিশ বা চল্লিশের দশক থেকে ষাটের দশক পর্যন্ত প্রেমের গানে প্রকৃতির অনুষঙ্গ বা কাব্যগীতির ধারাকে আশ্রয় করতে দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য- 'দেবদাস'(১৯৩৫) চলচ্চিত্রের গোলাপ হয়ে উঠুক ফুটে','শাপমুক্তি' (১৯৪০) চলচ্চিত্রের 'এক চাঁদ আজি শত চাঁদ কেন হল','মাটির পাহাড়' (১৯৫৯) চলচ্চিত্রের 'ওগো মায়াবী রাতের চাঁদ','তোমার আমার' চলচ্চিত্রের 'মনে হল যেন এই নিশি লগনে' প্রভৃতি গানের কথা। সত্তর দশক থেকে পরবর্তী সময়ে প্রেমের গানে প্রকৃতির অনুষঙ্গ হ্রাস পেয়ে নতুন রূপে দর্শকদের সামনে উপস্থিত হয়। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করতে পারি- 'সমাধান'(১৯৭২) চলচ্চিত্রের 'লোকে বলে রাগ নাকি অনুরাগের আয়না' বা 'হারজিৎ'(১৯৭৫) চলচ্চিত্রের ' চিঠি থেকে জানাশোনা' গানগুলোর। প্রেমের গানে চটুল শব্দের প্রয়োগ শুরু হয় সত্তর দশক থেকেই এবং আশি-নব্বই দশকে চটুল শব্দের প্রয়োগ আরো বৃদ্ধি পায়। দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ্য- 'আলো তুমি আলেয়া'(১৯৭৫) চলচ্চিত্রের 'আমি তো যৌবন চিনি','বাদল'(১৯৮১) চলচ্চিত্রের 'দিলের তালা খুলল কে','দয়াবান' (১৯৯৫) চলচ্চিত্রের 'দে দে দে আদে ও মনটা ভইরা দে/পাপ্পি দে না দিলে প্রেম বিগড়ে যাবে','সাথী তুমি কার' (২০০৬) চলচ্চিত্রের 'ও সাগরের পানিরে/শীতল করে দে না আমার উষ্ণ দেহখানি/ যৌবনের জ্বালাটি যে বুজেছে পানিতে ভিজে' প্রেমের গানে হাস্যরসাত্মকতার প্রয়োগও সত্তর দশকেই। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি 'মাটির মায়া'(১৯৭৬) চলচ্চিত্রের 'যার লাইগা কইরাছি চুরি সেই বলে চোর' গানটির।

১৩. **গানে রবীন্দ্র-নজরুল :** সবাক যুগের শুরু থেকেই পঞ্চগীতি কবির[১] মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এবং কাজী নজরুল ইসলামের গানই চিত্রগীতিতে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়। কাজী নজরুল ইসলামের সাথে চলচ্চিত্রের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটেছিল। পাতালপুরী, ধ্রুব, সাপুড়ে প্রভৃতি চলচ্চিত্রে একই সাথে অভিনয়, কণ্ঠসংগীত, গীতিকার, সুরকার, সংগীত পরিচালক হিসেবে ছিলেন তিনি। পঞ্চগীতি কবিদের মধ্যে একমাত্র কাজী নজরুল ইসলামই চলচ্চিত্রের প্রয়োজনে ফরমায়েশী গান রচনা করেছেন। সবাক যুগের প্রথম দিকে জনপ্রিয় মঞ্চ নাটক অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্রের গানও

Dhaka University Institutional Repository

মঞ্চানুসারী হতো, এ সূত্রে ডি.এল.রায়ের বেশ কিছু মঞ্চসফল নাটকের চলচ্চিত্র রূপায়নের ফলে ডি.এল.রায়ের সংশ্লিষ্ট নাটকের গানগুলো চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। অতুল প্রসাদ ও রজনীকান্তের গান বাংলা চিত্রগীতিতে খুব কম ব্যবহৃত হয়েছে। চলচ্চিত্রের গানে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ প্রভাব না থাকলেও বাংলা চলচ্চিত্রের প্রথম যুগের অসংখ্য চলচ্চিত্রে রবীন্দ্র সংগীতের ব্যবহার হয়েছে। রবীন্দ্র সংগীতকে সাধারণ শ্রোতাদের কাছে প্রচার এবং জনপ্রিয় করার সূত্রপাত তিরিশ, চল্লিশের দশকে চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত রবীন্দ্র সংগীতের মধ্যে দিয়েই হয়েছে। এক্ষেত্রে পঙ্কজ মল্লিক ও কানন দেবীর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। 'মুক্তি', 'ডাক্তার', 'পরিচয়', 'অনির্বাণ','অনন্যা' প্রভৃত অসংখ্য চলচ্চিত্রে রবীন্দ্র সংগীতের সার্থক প্রয়োগ ঘটেছে। দেশবিভাগ পরবর্তী বা স্বাধীনতোত্তর বাংলাদেশের বাংলা চলচ্চিত্রের গানে পঞ্চকবির গানের ব্যবহার নেই বললেই চলে। হাতে গোনা কিছু সংখ্যক চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কাজী নজরুল ইসলামের গান ব্যবহৃত হলেও বাকি তিন কবির গান ব্যবহৃত হয়নি বললেই চলে। দেশবিভাগ পরবর্তীসময়ে 'সিরাজদ্দৌলা'(১৯৬৭) চলচ্চিত্রে ফেরদৌসী রহমান ও আব্দুল আলীমের কণ্ঠে যথাক্রমে 'পথ হারা পাখি কেঁদে ফেরে একা', 'এ কূল ভাঙ্গে ও কূল গড়ে','জীবন থেকে নেয়া'(১৯৭০) চলচ্চিত্রে 'কারার ওই লৌহ কপাট', 'শিকল পরা ছল মোদের এই শিকল পরা ছল'। 'কোথায় যেন দেখেছি'(১৯৭০) চলচ্চিত্রে অজিত রায় ও সহশিল্পীবৃন্দের কণ্ঠে 'জাগো, অনশন-বন্দি, ওঠরে যত','বধূ বিদায়'(১৯৭৮) চলচ্চিত্রে সাবিনা ইয়াসমীনের কণ্ঠে 'আমার যাবার সময় হলো', 'লাইলী মজনু' চলচ্চিত্রে সাবিনা ইয়াসমীনের কণ্ঠে 'লাইলী তোমার এসেছে ফিরিয়া' রঙিন চিত্রায়িত 'নবাব সিরাজদ্দৌলা (১৯৮৮) চলচ্চিত্রে সাবিনা ইয়াসমীন ও সুবীর নন্দীর কণ্ঠে যথাক্রমে 'পথ হারা পাখী' এবং 'এ কূল ভাঙে ও কূল গড়ে' এবং সম্প্রতি দারুচিনি দ্বীপ চলচ্চিত্রে ফাহমিদা নবীর কণ্ঠে 'দূর দ্বীপবাসিনী' প্রভৃতি নজরুল সংগীতগুলো আমাদের চিত্রগীতিতে ব্যবহৃত হয়েছে। সবাক যুগের প্রথম পর্বে রবীন্দ্র সংগীতের বিপুল ব্যবহার থাকলেও দেশভাগ পরবর্তী সময়ের বাংলাদেশের বাংলা চলচ্চিত্রের গানে রবীন্দ্র প্রভাব খুব বেশি লক্ষ করা যায় না। ১৯৭০ পর্যন্ত প্রাপ্ত প্রায় পাঁচশ চলচ্চিত্রের মধ্যে 'জীবন থেকে নেয়া', 'ধারাপাত' এই দুটি চলচ্চিত্রে রবীন্দ্র সংগীত ব্যবহৃত হয়েছে। সত্তরের দশকে 'ওরা ১১ জন' চলচ্চিত্রে 'ও আমার দেশের মাটি' গানটি ব্যবহৃত হয়েছে। আশির দশকে 'সুরুজ মিঞা'(১৯৮৪) চলচ্চিত্রে অজিত রায়ের কণ্ঠে গীত একটি রবীন্দ্রসংগীত ব্যবহৃত হয়েছে। ইকবাল আহমেদের কণ্ঠে চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত হয়েছে 'দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার' গানটি। নব্বই এবং নব্বই পরবর্তী সময়ে 'আগুনের

Dhaka University Institutional Repository

পরশমণি','নন্দিত নরকে','৯ নম্বর বিপদ সংকেত','শুভা' প্রভৃতি চলচ্চিত্রে রবীন্দ্র সংগীতের ব্যবহার করা হয়েছে।

১৪. **গানের রূপান্তরে পৌরাণিকী থেকে ইসলামি :** বাংলা সবাক যুগের চলচ্চিত্রের শুরুতে পৌরাণিক কাহিনি নির্ভর চলচ্চিত্র নির্মাণের সূত্র ধরে চলচ্চিত্রের গানেও দেবদেবী কেন্দ্রিকতা বেশ বড় স্থান অধিকার করে ছিল এবং সুরের ক্ষেত্রেও কীর্তন সুরের প্রভাবাধিক্য লক্ষণীয়। দেশবিভাগ পরবর্তী সময়ে ষাটের দশকে আমাদের চলচ্চিত্রের গানে পদাবলী কীর্তনের বিশেষত অনেক রোমান্টিক গানেই কীর্তনের সুর ও বিষয়বস্তু ব্যবহৃত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য-'আসিয়া' (১৯৬০) চলচ্চিত্রের 'আমার গলার হার খুলে নে ওগো ললিতে','বেহুলা'(১৯৬৬) চলচ্চিত্রের 'হায়রে পিতলের কলসি', 'বাঁশরী' (১৯৬৮) চলচ্চিত্রের 'অনেক সাধের পরান বধূয়া প্রভৃতি চিত্রগীতি। চলচ্চিত্রের সত্তর দশক থেকে এ ধারা বেশ ক্ষীয়মান হতে শুরু করে। ষাটের দশকে আমাদের চলচ্চিত্রে ইসলামী গানের ধারাশ্রিত আরেকটি নতুন ধারার উন্মেষ ঘটে। সত্তর, আশির দশকে এ ধারার আরো বিস্তৃতি ঘটে। উদাহরণ প্রসঙ্গে বলতে পারি– 'আনোয়ারা' (১৯৬৭) চলচ্চিত্রে 'ইয়া নবী ছালাম আলায়কা','শোন মমিন মুসলমান/করি আমি নিবেদন','আল্লাহুম্মা ছল্লে আলা মোহাম্মদ', 'শ্রীমতি চারশ বিশ' (১৯৭৫) চলচ্চিত্রে 'ইয়া খাজা খাজা তুমি রাজার রাজা','নদের চাঁদ'(১৯৭৯) চলচ্চিত্রে 'আরে হায়াৎ মউত ধন দৌলত সবই আল্লার হাতে'।'স্বর্ণকমল'(১৯৬৯) চলচ্চিত্রে 'আল্লাওয়ালা সবুর কর দেখনা চেয়ে খোদার শান','দুনিয়াওয়ালা এই পাক দুনিয়ায় দেখার পাপের বয় তুফান','রাজদণ্ড' (১৯৮৪) চলচ্চিত্রের হে খোদা হে মাওলা রাব্বু তুমি সবার','ঈমান'(১৯৭৯) চলচ্চিত্রের 'আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু বলে হুর পরী ইনসান যত','পরোয়ার দেগার দোজাহান হে মাওলা মেহের জান' প্রভৃতি। এ ধরনের গানগুলিতে 'কাওয়ালী' সুরের প্রভাব লক্ষণীয়। সত্তর দশক পরবর্তীকালে বিশেষত আশির দশকে চলচ্চিত্রের গানে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সমৃদ্ধ গান বেশ উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে। বাউল, মারফতী, মুর্শিদী এই তত্ত্ব সমৃদ্ধ গানের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্যবহার আমরা পেয়েছি সত্তর ও আশির দশকে। নব্বই ও পরবর্তীসময়েও কাওয়ালীর প্রভাব থাকলেও তত্ত্বসমৃদ্ধ গানের ব্যবহার হ্রাস পায়।

১৫. **গানে গানে জীবনের স্পর্শ :** বাংলা চলচ্চিত্রের গানে বিষয়বস্তু হিসেবে মানব-মানবীর প্রেম, পারিবারিক আবহ, জীবন বাস্তবতা, জীবন বোধ, দেশপ্রেম, সমাজ-সংস্কৃতিগত পরিবর্তন, উৎসব, রাজনৈতিক উত্তাল আন্দোলন সব কিছুর প্রভাবই এসেছে। সময়ের সাথে সাথে আমাদের চলচ্চিত্রের গানের বিষয়বস্তু ও সুরে পরিবর্তন এসেছে। তবে সবাক যুগের শুরু থেকেই চলচ্চিত্রের গানে মুখ্য

Dhaka University Institutional Repository

বিষয় হিসেবে এসেছে প্রেম। সময়ের সাথে আনুষঙ্গিক বিষয়ের পরিবর্তন হয়েছে। চলচ্চিত্রের গান যে চলচ্চিত্রের কাহিনির অনুসারী এটি আমাদের চলচ্চিত্রের গানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আমাদের চলচ্চিত্রের সবাক যুগের শুরুতে গানে পৌরাণিক বিষয়, মানব মানবীর প্রেমের পাশাপাশি জীবনের কঠিন বাস্তবতাও ফুটে উঠেছে। দেশবিভাগ পরবর্তী সময়ে ষাটের দশক থেকে বাংলা চলচ্চিত্রের গানে দেশপ্রেম, সমাজ বাস্তবতা, শহরকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবনবোধ, লোকজ সমাজচিত্র, আধ্যাত্মিক তত্ত্ব দর্শন সবকিছুর প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই। ষাটের দশকের শেষ দিক এবং সত্তর দশকের চলচ্চিত্রের গানে রাজনৈতিক দর্শন, গণ আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনারও প্রতিফলন ঘটেছে। এ প্রসঙ্গে 'রক্তাক্ত বাংলা', 'জয় বাংলা', 'কোথায় যেন দেখেছি','জীবন থেকে নেয়া' এই চলচ্চিত্রের গানগুলো উল্লেখযোগ্য। সত্তর দশকের চলচ্চিত্রের গানের সবচেয়ে বেশি বিষয়গত বৈচিত্র্য আমাদের দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়। আশির দশকে আমাদের চলচ্চিত্রের গানে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনও বিষয়বস্তু হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করতে পারি-'ভাই আমার ভাই'(১৯৮৯) চলচ্চিত্রের 'বাংলাদেশী ছেলে,লুঙ্গী কুর্তা ফেলে/স্যুট বুট আর লম্বা টুপি পরে সাহেব হলো','মান অভিমান' (১৯৮৪) চলচ্চিত্রের 'হে অকুলি আর বিকুলি আইশা ঢাকা শহরে/বাজারের ডিসকো নাচেরে ধাপুর ধুপুর তালেরে' প্রভৃতি চিত্রগীতির। আশির দশক পরবর্তীসময়ে বাংলা চলচ্চিত্রের গানে বিষয়বস্তুগত আর কোন নতুনত্ব আমরা দেখতে পাই না।

১৬. **গানে ভাষার চপলতা :** চলচ্চিত্রের গানের ক্ষেত্রে ভাষাগত পরিবর্তন খুব নজরে আসে। বাংলা চলচ্চিত্রের সবাক যুগের প্রথম দিকের চলচ্চিত্রের গানে ভাষাগত মিশ্রণ দেখা যায় না। পরিশীলিত শব্দপ্রয়োগ অধিকাংশ চলচ্চিত্রের গানের বৈশিষ্ট্য। দেশবিভাগ পরবর্তীসময়ে ষাটের দশকে আমাদের চলচ্চিত্রের গানে সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ যেমন চোখে পড়ে তেমনি সাধু বা চলিত ভাষার শব্দের সাথে আঞ্চলিক শব্দ প্রয়োগও চোখে পড়ে। উল্লেখ্য- 'জরিনা সুন্দরী' চলচ্চিত্রের একটি গানে 'আমি কি হেরিলাম গো/আচম্বিতে বনের মাঝে আমি কি হেরিলাম গো/...'এখানে আমরা একই সাথে সাধু ভাষার 'হেরিলাম' তেমনি আঞ্চলিক শব্দ 'আচম্বি' ব্যবহৃত হয়েছে। ষাটের দশকে অনেক চলচ্চিত্রের গানে উর্দু শব্দের প্রয়োগ চলিত ভাষার সাথে ব্যবহৃত হয়েছে। 'আকাশ আর মাটি' সিনেমার 'সাহেব যত দিলওয়ালা','জংলী মেয়ে' (১৯৬৭) চলচ্চিত্রের বন্ধুদের কণ্ঠে কোরাস কণ্ঠে গীত 'আহা এই মন ছুটে যায় উড়ে যায়' গানটিতেও উর্দু-বাংলা ভাষার মিশ্রণ দর্শকমনে হাস্যরসাত্মকতা ও নতুনত্বের ছোঁয়া দান করেছে। ষাটের দশক থেকে বাংলা চলচ্চিত্রের গানে ইংরেজি শব্দপ্রয়োগ হতে শুরু করে তবে সত্তর পরবর্তী দশকে বিশেষত আশি এবং নব্বইয়ের দশকে ইংরেজি শব্দপ্রয়োগ অবলীলায়

Dhaka University Institutional Repository

চলিত ভাষার সাথে ব্যবহৃত হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করতে পারি-‘নতুন সুর’(১৯৬২) চলচ্চিত্রের ‘Cat মানে বিড়াল’, ‘ডার্লিং’(১৯৮২) চলচ্চিত্রের ‘হ্যাপি হ্যাপি নিউ ইয়ার ’, ‘এক টাকার বৌ’(২০০৮) চলচ্চিত্রে ‘ ও লিটল গার্লফ্রেণ্ড তোমার সঙ্গে আমি করব রোমান্স’ প্রমুখ চিত্রগীতির। সত্তর দশক থেকে বাংলা চলচ্চিত্রে গানে চটুল শব্দের প্রয়োগ শুরু হয়। আশির এবং নব্বই পরবর্তী সময়ে চটুল শব্দ প্রয়োগ আরো বৃদ্ধি পায়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য-‘এখানে আকাশ নীল’(১৯৭৩) চলচ্চিত্রের ‘হুইমা কি হইল আমার বুকেতে কাঁপন লাগেরে’,‘জাতশত্রু’ চলচ্চিত্রের ‘ মাইয়ারে, ও মাইয়ারে, দে দোলা দে দোলা কোমরে/সোনারে ও জাদুরে, তোর নাচে মন পাগলা হবো রে’,‘সাথী তুমি কার’(২০০৬) চলচ্চিত্রের ‘ মনটা ছুঁইমুই করে, তোমায় দেখার পরে/চোখের ভাষা পড়ো তুমি, জলদি প্রেম করো, তুমি আশেপাশে কেউ তো নেই, ভয় যে কিসের/ও মরি প্রেমেরি বিষে’,‘দোজখ’ (২০০৫) চলচ্চিত্রের ‘ আমি থাকতে পারি না হায় একা, চনমন করে এই মনটা’,‘নাউনা নাউনা নাউনা আমাকে নাউনা নাউনা/আমি রূপসী প্রিয় প্রেমিকা/পেয়েছি টাইম ১২ ঘন্টা’ প্রভৃতি চিত্রগীতিগুলো।

১৭. **হাসির ঝর্ণাধারা :** বাংলা চলচ্চিত্রের গানের প্রথম যুগে হাস্যরসাত্মকতার ব্যবহার খুব বেশি দেখা যায় না। ষাটের দশকে নির্ভেজাল হাসির গান পেয়েছি আমরা বেশ কিছু। উল্লেখ্য-‘১৩নং ফেকু ওস্তাগার লেন’ চলচ্চিত্রের ‘গান নয় গান নয় যেন সাইরেন’,‘কার বৌ’ চলচ্চিত্রের ‘নাম তার বেঁটে ভাই তারে নারে না’ গানগুলি। এ ধরনের অনেক গানেই হাস্যরসাত্মকতার মধ্য দিয়ে জীবনের কঠিন বাস্তবতার চিত্রও অবলীলায় উঠে এসেছে। ‘ধারাপাত (১৯৬৩) চলচ্চিত্রের ‘আহা শান্তি দন্ত কান্তি দাঁতেরই মাজন’ গানটির কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। তবে সত্তর দশক থেকে প্রেমের গানেও হাস্যরসাত্মক শব্দের প্রয়োগ ঘটেছে। উল্লেখ করতে পারি-‘মান অভিমান’ (১৯৮৪) চলচ্চিত্রের ‘আমি জ্যোতিষের কাছে যাব/তারে গোপনে শুধাবো’ গানটির কথা। সত্তর দশক থেকে হাসির গানে চটুল শব্দের প্রয়োগ দেখতে পাই আমরা। নব্বই দশকে হাস্যরসাত্মক গানে চটুল শব্দের প্রয়োগ বৃদ্ধি পায় এবং বিশেষত ছোট ছোট চরিত্রগুলোর মুখে চটুল শব্দ প্রয়োগ করে জোর করে হাস্যরসাত্মকতা সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে যা অনেক সময় দর্শকদের বিরক্তির উদ্রেক করে। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করতে পারি-‘হীরা চুনী পান্না’ (২০০০) চলচ্চিত্রের ‘আইজকা ওয়ে ওয়ে রাইত/মাইয়া ওরে মাইয়া আমি তোরে দেইখা কাইত’ বা ‘দানব সন্তান’ (২০০৭) চলচ্চিত্রের ‘চোরে তোর ঘরে ঢুইকাছে/জানি না কি কি নিয়াছে’ গানগুলির।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র

১। ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, বাংলা গানের ধারা হাজার বছরের বাংলা গান, প্রথম প্যাপিরাস সংস্করণ, ঢাকা, আগস্ট, ২০০৫, পৃ. ৬৬।

Dhaka University Institutional Repository

সীমাবদ্ধতা

চলচ্চিত্রের উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়ে রয়েছে গান। চলচ্চিত্রের কাহিনির নাটকীয়তা ফুটিয়ে তোলা অনেকাংশেই সংগীতের উপর নির্ভরশীল হলেও চলচ্চিত্রের সংগীতকে মূল ধারার সংগীতের চেয়ে তুলনামূলক হাল্কা হিসেবে গণ্য করা হয়। এর কারণ হিসেবে মূলত বলতে হয় চলচ্চিত্রে গানের যেহেতু একক কর্তৃত্ব নেই কাজেই তাকে দৃশ্য ও সংলাপের চাহিদার কথা বিবেচনা করেই সহযোগীর ভূমিকায় চলতে হয়। তাই চলচ্চিত্রে গান আত্মাস্বরূপ হলেও এর সীমাবদ্ধতাও রয়েছে বেশ।

নির্বাক যুগে ও সবাক যুগের প্রথম দশকের বেশিরভাগ ছবিতে সংগীতের উদ্দেশ্য ছিল মূলত প্রচলিত অর্থে বিনোদন বলতে যা বোঝায় তাই। বুদ্ধিবৃত্তির তুলনায় হৃদয়বৃত্তিকেই বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়েছে এ সময়। পরবর্তীকালে চিত্র নির্মাতা ও সংগীতকার উভয়েই চলচ্চিত্রে হৃদয়বৃত্তির পাশাপাশি বুদ্ধিবৃত্তিকেও স্থান দিয়েছেন। ছবির বক্তব্য প্রকাশে এমনকি অনেক ক্ষেত্রে সংলাপের বিকল্প হিসেবেও সংগীতকে ব্যবহারের চিন্তা করেছেন এবং ব্যবহারও করেছেন অনেক পরিচালকই।

বর্তমান সময়ে চলচ্চিত্রের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে সংগীতের ভূমিকা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, মানসম্পন্ন ছবি নির্মাণে সংগীতের যথাযথ প্রয়োগে পরিচালক এবং সংগীত পরিচালক উভয়কেই দক্ষতার পরিচয় দিতে হয়। সংলাপ, সংগীত ও দৃশ্যবস্তু যেন একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী না হয়ে বরং যেন পরিপূরক হতে পারে সেদিকেও যথেষ্ট খেয়াল রাখতে হয়। বিশেষ দৃষ্টি দিতে হয় কোন ফরমায়েশের কারণে অথবা যন্ত্রের আধিক্যের কারণে সংগীতের বক্তব্য ও শ্রুতিমধুরতার যেন ঘাটতি না হয় সেদিকেও।

বর্তমান সময়ে দেখা যাচ্ছে, দেশে-বিদেশে সর্বত্রই প্রযুক্তিনির্ভরতার কারণে ক্রমশ চলচ্চিত্রের সংগীতের শ্রুতিমধুরতা ও মাধুর্য ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। বর্তমান যুগ প্রযুক্তির যুগ। প্রযুক্তির কল্যাণে আকাশ সংস্কৃতির প্রভাবে ঘরে বসেই শুধু রিমোট কন্ট্রোল দিয়েই দেশ–বিদেশের সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হওয়া যায়। এর ভালো–মন্দ দুটো দিকই রয়েছে। একদিকে যেমন সংস্কৃতির মেলবন্ধনে নিজেদের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করা যায় তেমনি অপরদিকে প্রত্যক্ষ অনুকরণে নিজের সংস্কৃতিই বিপন্নতার দিকে ধাবিত হয়। ষাট বা সত্তরের দশকে যদিও আকাশ সংস্কৃতির প্রভাব এখনকার মত এতটা বিস্তৃত ছিলনা কিন্তু তখনও বিদেশি চলচ্চিত্রের বিশেষত ভারতীয় হিন্দি, বাংলা বা হলিউডের ছবির প্রভাব আমাদের দেশে ছিল। কিন্তু সেই প্রভাব সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের চিত্রই বহন করে। কিন্তু বর্তমানে আমাদের চলচ্চিত্রে বা চলচ্চিত্রের সংগীতের ক্ষেত্রে এটি হয়ে দাঁড়িয়েছে একান্ত অনুসরণে যার ফলশ্রুতিতে নব্বইয়ের দশক থেকেই আমরা

Dhaka University Institutional Repository

দেখছি একের পর এক হিন্দি ছবির আদলে তৈরি করা বাংলা চলচ্চিত্র, যে চলচ্চিত্রের গান এক সময় আমাদের বাংলা গানের ধারাকে সমৃদ্ধ করেছে তার পরিবর্তে হিন্দি গানের সুরের কার্বন কপি বা রিমিক্স বা কখনো একটি গানে আমরা দেখি দুই- তিনটি হিন্দি সিনেমার চটুল গানের সুর, সেই সাথে শ্রীহীন কথার সমাহার। ফলে বর্তমানে আমাদের অবস্থা দাঁড়িয়েছে– না ঘরের, না ঘাটের। চলচ্চিত্র বা চলচ্চিত্রের গান নিয়ে অনুকরণপ্রবণতার জন্য অনেকাংশেই দায়ী করা হচ্ছে দর্শকশ্রোতার অভিরুচিকে যেন দায়ভার কারো উপর চাপিয়ে দেয়া গেলেই হাঁপ ছেড়ে বাঁচা যায় কিন্তু হাঁপ ছেড়ে বাঁচাটাই এখানে মুখ্য নয় বরং এর স্বরূপ উদঘাটন করা উচিত।

বিশ্ববাজারের চলচ্চিত্রের সিংহভাগ বর্তমানে হলিউড আর বলিউডের দখলে। হলিউড আর বলিউডের ছবিগুলোর মূল বৈশিষ্ট্য হিসেবে আমরা দেখি গতি আর বিষয়বস্তুর অভিনবত্বকে। ফলে এ চলচ্চিত্রগুলোতে অবশ্যম্ভাবীরূপে ঘটে বিচিত্র সব ভাব আর চরিত্রের সমাবেশ আর চলচ্চিত্রের সংগীত যেহেতু চলচ্চিত্রের অনুগামী অনুষঙ্গ তাই সংগীতকেও চলচ্চিত্রের সাথে পাল্লা দিতে গিয়ে প্রযুক্তির হালকা হাওয়ার সঙ্গী হতে হয়েছে। যুগের দাবি হিসেবে নতুন তার স্বাভাবিক নিয়মে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেও নতুন ও পুরাতনের মধ্যে যোগসূত্র থাকাটাই আমাদের কাম্য। আমাদের চলচ্চিত্র হলিউড বা বলিউডের মতো যেমন এতটা প্রযুক্তিনির্ভর বা অপ্রতুল বাজেট সমৃদ্ধ নয় তেমনি হলিউড আর বলিউডের সাথে রয়েছে আমাদের সাংস্কৃতিক বৈপরীত্য। ওদের সংস্কৃতির অনেক স্বাভাবিক বিষয় আমাদের সংস্কৃতিতে গ্রহণযোগ্য নয়। কাজেই অনুকরণকৃত এই চলচ্চিত্রের সংগীতগুলো সৃষ্টিক্ষমতাহীন মানুষের একান্তই যান্ত্রিক চিৎকার বা নিছক হুজুগের বসে উৎপন্ন ফসলে পরিণত হচ্ছে। মননশীলতা আর সৃজনশীলতার অভাবে দর্শক-শ্রোতার কাছে তাই এগুলো আপন গ্রহণযোগ্যতা হারাচ্ছে। শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গি, শ্রুতি নির্ভরতা এবং শ্রুতি ও দৃষ্টির সমন্বয়ই শিল্পকে হৃদয়ের কাছাকাছি এনে নান্দনিকতায় সমৃদ্ধ করতে পারে। তেমনি আমাদের চলচ্চিত্রের সংগীতের ক্ষেত্রেও অসংখ্য নিরীক্ষা ঘটলেও মূলত শ্রুতিমাধুর্য সমৃদ্ধ কমনীয় সুরবহুল কথা-সুরের মেলবন্ধনে সৃষ্ট নান্দনিকতা সমৃদ্ধ সংগীতই 'কালজয়ী' মুকুটটিকে একান্ত করে নিয়েছে।

শিল্পরস স্রষ্টা ও রসউপভোগকারী দুইয়েরই মননশীল মানসিকতা ও নান্দনিক বোধ থাকা বাঞ্ছনীয়। একটা সময় শিল্পকে ঐশ্বরিক সৌন্দর্যের প্রতিভাস হিসেবে অনির্বচনীয়তার প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে ধরা হতো। কিন্তু বিশ্বায়নের এ যুগে শিল্পসম্পর্কিত এ ধারণা আর প্রযোজ্য নয়। শিল্প এখন আর স্বর্গের

Dhaka University Institutional Repository

আবাসিক বাসিন্দা নয়, এখন সে পুরোই মর্ত্যচারী। বর্তমান যুগে শিল্প শুধু মানুষের মনের খোরাকই নয়; বরং একইসাথে জীবিকা-নির্বাহের উপকরণও। শুধু হৃদয়বৃত্তিকে নির্ভর করে জীবনের চাহিদা পূরণ করা এখনকার কংক্রিট-লোহার প্রাচীর ঘেরা বর্তমান বাণিজ্যিকীকরণের যুগে একান্তই দুর্লভ হয়ে পড়েছে। তাই শিল্প-সৌন্দর্য আর বাণিজ্যিকীকরণ-এ দুয়ের টানাপোড়নে শিল্প অনেক ক্ষেত্রেই তার স্বাভাবিক সত্ত্বা হারিয়ে ফেলছে। শিল্পের ক্ষেত্রে মননশীলতা না জনপ্রিয়তা কার ভূমিকা বেশি অথবা একটি অপরটির পরিপূরক হতে পারে কি না তা নিয়ে মতবিভেদ থাকলেও আধুনিক শিল্পচিন্তায় মননশীলতা, সৌন্দর্য্যবোধের পাশাপাশি শিল্পের সাথে জীবন-জীবিকাও যে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছে এ বিষয়ে কোন সংশয়ের অবকাশ নেই। এ যুগের শিল্পে প্রবলভাবে তাই উঠে আসছে জাগতিক জীবন, জীবনের সংকট, সম্ভাবনা এবং সেই সূত্রেই এখানে চেতনে-অবচেতনে চলে আসছে বাণিজ্যের উপস্থিতি। মুক্তবাজার অর্থনীতির হাওয়া বইছে বিশ্বব্যাপী। জীবনের প্রতিটি উপকরণকে আমরা এখন দেখছি পণ্য হিসেবে। চলচ্চিত্র বা চলচ্চিত্রের গানও এক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম নয়।

প্রযুক্তির অগ্রসরতা এবং বিশ্বায়নের এই নতুন বিশ্ব-পরিস্থিতির মধ্যে চলচ্চিত্রও কখনোই তার পুরোনো অবয়ব নিয়ে অনড় অবস্থায় থাকতে পারবে না, আর চিত্রগীতি যেহেতু চলচ্চিত্রেরই প্রতিফলন কাজেই চলচ্চিত্রের প্রয়োজনেই চলচ্চিত্রের গানকেও তার সাথে তাল মিলিয়ে চলতেই হবে। কিন্তু নতুন যুগের সাথে তাল মেলাতে গিয়ে চলচ্চিত্র বা তার সংগীতকে যদি তার মূল থেকে উৎপাটন করে ফেলি তবে সেটি কোনভাবেই ভালো ফল বহন করবে না।

প্রথম বাংলা সবাক ছবির নির্মাতাদের সামনে একমাত্র দৃষ্টান্ত ছিল হলিউড। চল্লিশের শেষ থেকে পঞ্চাশের দশকব্যাপী বাংলা ছবির অবয়বে হলিউডের প্রভাব থাকলেও সেগুলো ছিল নিতান্তই সরল প্রক্রিয়ায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মেলবন্ধন। বাংলা ছবির সবাক যুগের শুরু থেকে অদ্যবধি প্রচলিত কাঠামো অনুযায়ী চরিত্রের ঠোঁটে বা নৃত্যানুষঙ্গে কমপক্ষে পাঁচ–ছ'টি গান পাই। ছবির প্রথম আধাঘন্টার মধ্যে একটি তারপর একের পর এক হিসেবানুযায়ী। ষাটের দশক ও পরবর্তীকালের অনেক বাংলা ছবিতেই সুরের মধ্যে হিন্দি বা ইংরেজি গানের প্রভাব লক্ষ করা গেলেও তার প্রয়োগ কৌশল ছিল একেবারেই দেশীয়। হলিউড বা পশ্চিমা দেশের ছবিতে চরিত্রের ঠোঁটে গানের ব্যবহার হাতেগোনা কিন্তু আবহ সংগীত হিসেবে ব্যবহৃত যন্ত্রসংগীতের পাশাপাশি শুধু বিনোদনের কথা ভেবে চরিত্রের ঠোঁটে কিছু হালকা তালের গান অনেকক্ষেত্রেই যার ব্যবহার অপ্রাসঙ্গিক কিন্তু এটিই আমাদের চলচ্চিত্রের সংগীতের

Dhaka University Institutional Repository

উপমহাদেশীয় ধারা। এই ধারার সূত্র ধরেই আমাদের চলচ্চিত্রে গানের প্রভাব অনেক বেশি। তাই অধিকাংশ চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেই আমরা দেখি গান সফল তো সিনেমাও সফল।

অন্য যেকোন শিল্প মাধ্যমের তুলনায় চলচ্চিত্র অতিমাত্রায় বাণিজ্যপ্রবণ। কারণ হিসেবে বলা যায় চলচ্চিত্র নির্মাণে বড় আকারের আর্থিক বিনিয়োগ এবং বহু লোকের শ্রম ও মেধার সমাবেশ- যা সব মিলিয়ে অনিবার্যভাবে বাণিজ্যমুখিতার দিকে পা বাড়ায়। সুতরাং এই পথের পথিক হিসেবে মূল ধারার ছবির নির্মাতাদের দর্শকদের মনোরঞ্জন না করে উপায় থাকে না। সমান্তরাল ধারার ছবির ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। সত্যজিৎ রায় বলেছিলেন, নিছক আর্টফিল্ম বলে কিছু নেই- সফলতার পূর্বশর্ত হিসেবে চলচ্চিত্রকে পৌঁছাতে হবে দর্শকদের কাছে। কিন্তু সন্দেহাতীত ভাবে দর্শকের মুখাপেক্ষী হয়েও চলচ্চিত্রের সংগীতের প্রকৃতি এবং প্রয়োগ কৌশলের দুটি পৃথক ধারা সুস্পষ্ট লক্ষ করা যায়। বাণিজ্যিক ছবির নির্মাতারা সচেতনভাবেই দর্শকের মন রক্ষার চেষ্টা করেন আর অন্য ধারার ছবির নির্মাতা ছবির বক্তব্য ও মেজাজ অনুযায়ী নিজেই সিদ্ধান্ত নেন ছবিতে সংগীতের ব্যবহার কেমন হবে। চলচ্চিত্র জন্মলগ্ন থেকে নানারকম পরীক্ষা–নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে পথ চলেছে ফলে তার মধ্যে সবসময় গতিময় পরিবর্তনশীলতা লক্ষ করা গিয়েছে। বাংলা চলচ্চিত্রে এ পর্যন্ত যত মানসম্পন্ন চলচ্চিত্র বা চিত্রগীতি তৈরি হয়েছে এর সবই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মেধাবী পরীক্ষা–নিরীক্ষারই ফসল। তারপরও বলতে হয় সংগীতের ক্ষেত্রে মূলধারার বাংলা চলচ্চিত্র আজও অর্ধ শতাব্দীকালের পুরোনো কাঠামো থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। আমাদের নির্মাতারা, সংগীতকাররাও যেন এই গতানুগতিকতাকেই মেনে নিয়েছেন।

আমাদের ছবিতে সংগীত বলতে বর্তমানে চরিত্রের মুখে গানের পাশাপাশি নির্দিষ্ট কিছু বাদ্যযন্ত্রে করুণ রসের ‘Sad music’, ভয়ানক রসের ‘Suspense music’, readymade music piece- এর বিবিধ ব্যবহার, প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে কিছু নৃত্য বা তাণ্ডব নৃত্যের সাথে কিছু গান সবমিলিয়ে কিছু মুখস্থ বিদ্যার জগাখিচুড়ি প্রয়োগ। আমাদের চিত্রগীতির স্বর্ণযুগ আজ ‘হারানো দিনের মত হারিয়ে গেছ তুমি’। সংগীতের এই পরিণতির কথা উঠলেই নির্মাতা বা সংগীতকারদের মুখে শুধু শ্রোতা দর্শকের চাহিদা এ কথাই শোনা যায়। কিন্তু এই বক্তব্যের পুরোটুকু কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। আমাদের বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে সফলতার প্রথম মাইলফলকের নাম ‘সুতরাং’। ১৯৬৪ সালে নির্মিত এই চলচ্চিত্রের প্রতিটি গানই খুব জনপ্রিয় হয়েছিল এবং এত বছর পরেও সে গানের আবেদন ম্লান হয়ে যায় নি। এ ছবিতে সংগীত পরিচালক পূর্ববঙ্গীয় বা পশ্চিমবঙ্গীয় বাংলা , হিন্দি বা উর্দু কোন ছবির সংগীতকেও অনুসরণ করেননি। পথিকৃৎবিহীন ও স্বকীয়তাসম্পন্ন সেইসাথে বাণী আর সুরের মেলবন্ধন এবং শ্রুতিমাধুর্য্য সম্পন্ন

Dhaka University Institutional Repository

এ চিত্রগীতিগুলো এই চলচ্চিত্রকে জনপ্রিয়তার চূড়ায় স্থাপন করেছিল। মানুষ মাত্রই ভিন্ন রুচিবোধ সম্পন্ন হতেই পারে আর বিশ্বায়নের এই যুগে পরিবর্তিত সময়ে শ্রোতার রুচির , মূল্যবোধের পরিবর্তন হওয়াটাই স্বাভাবিক। তবুও এত উদভ্রান্তি আর বিস্মৃতির মধ্যেও আধুনিক মন এখনো সুরেলা গানের আবেদনে সাড়া দেয়। বাদ্যযন্ত্রের ডামাডোল বা হিন্দি সুরানুকরণের ভিড়েও তাই আমরা উল্লেখ করতে পারি সাম্প্রতিক সময়ের 'মনপুরা', 'ব্যাচেলর', 'থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার', 'চন্দ্রকথা', 'শ্রাবণ মেঘের দিন','আহা','হৃদয়ের কথা','মনের মাঝে তুমি','গহীনে শব্দ','দারুচিনি দ্বীপ' প্রমুখ চলচ্চিত্রের গানের কথা। সংখ্যায় কম হলেও এসব চলচ্চিত্রের গানগুলোই সাক্ষী দেয় চলচ্চিত্রের সংগীতের মান নিম্নগামী হওয়ার ক্ষেত্রে দর্শকের রুচি ও চাহিদাই যে শুধু দায়ী তা পুরোপুরি সত্য নয়। শ্রোতার রুচি তৈরি করার দায়ও অনেকাংশেই নির্মাতার উপর নির্ভর করে। চলচ্চিত্র শুধু নিছক পণ্য নয় বরং অনেক ধরণের শিল্পমাধ্যমের সমন্বয়ে সৃষ্ট এক অনন্য শিল্পমাধ্যম সেইসাথে সমকালীন সমাজ, দেশ, কালের প্রতিনিধিত্বকারীও। সে আপন শক্তির জোরে অন্যকে প্রভাবিত করতে সক্ষম। কালোত্তীর্ণ চলচ্চিত্রগুলোর দিকে দৃষ্টিকে অবারিত করলে আমরা দেখতে পাই এ চলচ্চিত্রগুলো পথিকৃৎ স্রষ্টার নির্মিত নতুন ফসল এবং এগুলো দর্শক শ্রোতার চাহিদাকে অনুসরণ করে নির্মিত হয়নি; বরং সৃষ্টি করেছে নতুন পথের।

আশির দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত এ দেশের চলচ্চিত্রের সংগীতে আবেগময় বাণী ও শ্রুতিমধুর সুরের বিস্তারই আমরা লক্ষ করেছি। নব্বইয়ের দশকে শুধু বাংলা চিত্রগীতির ক্ষেত্রই নয়; বরং কাহিনি ও তার উপস্থাপনা কৌশলের ক্ষেত্রেও নতুনত্ব এসেছে। এর প্রধান কারণ হিসেবে বলা যায় উন্নত প্রযুক্তির আবির্ভাব ও আকাশ সংস্কৃতির প্রভাব। বিদেশি ছবি দেখার অনায়াসলব্ধ সুযোগ হয়তো চিত্রনির্মাতা ও দর্শক উভয়েরই দৃষ্টিভঙ্গীর মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে দর্শকের চাহিদার চাইতে যেন বাণিজ্যিক বা আর্থিক কারণই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সংগীতের ক্ষেত্রে বলিউডকে অন্ধ অনুসরণ করতে গিয়ে মাত্রাতিরিক্ত যন্ত্রানুষঙ্গ, চটুল শব্দের ব্যবহার এবং অনিবার্যভাবেই সুরের একান্ত অনুকরণ হচ্ছে। অনুকরণ করতে গিয়ে আমাদের সাংগীতিক আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে আমাদের মূলকে আমরা সমূলে উৎপাটন করছি। সংস্কৃতির মেলবন্ধন অবশ্যই কাম্য কিন্তু অন্ধ অনুকরণ কখনোই নয়-এতে নিজের অপমানই কেবল করা হয়। নব্বইয়ের দশক থেকে আমাদের চলচ্চিত্রের সংগীতের এক অস্থির সময় শুরু হয়েছে। এ সময় নতুন কোন সুরের ঝর্ণাধারার খোঁজ পাইনি আমরা বরং অধিকাংশ সংগীতকার ও শিল্পীরা রাতারাতি জনপ্রিয় হওয়ার বাসনায় নেমে পড়েছেন ঘোলা জলে দর্শক শিকারের খেলায় আর স্রোতের জলে গা ভাসিয়ে দিয়ে। তবে একথা সত্য এই অস্থির সময়েও তালিকায় ছোট হলেও বেশকিছু মানসম্পন্ন মৌলিক

Dhaka University Institutional Repository

গান রয়েছে। এই গানগুলোর আঙ্গিক বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাই কিছু রয়েছে লোকজ আঙ্গিকের গান, কিছু জীবনমুখী ধারার আধুনিক আবার কিছু লোকজ ও আধুনিক উভয় ধারার মিশেল। তবে এসব গানেরও সাফল্যের শর্ত ও মূল শক্তি হিসেবে আমরা মেলোডি নির্ভরতাকেই খুঁজে পাই।

যন্ত্রনির্ভরতা এবং বাণিজ্যিক মনোভাবও আমাদের চলচ্চিত্রের সংগীতের মান নিম্নমুখী করে তুলেছে। চলচ্চিত্রের প্রথম যৌবনে চিত্রপরিচালক-গীতিকার-সুরকার-শিল্পী সকলেই বাণিজ্যিক মনোভাবের চেয়ে দায়বদ্ধতা, আন্তরিকতা প্রভৃতি মানবীয় দিকগুলির দিকেই বিশেষভাবে দৃষ্টিপাত করতেন যার ফলশ্রুতিতেই নির্মিত হয়েছিল আমাদের প্রথম চলচ্চিত্র 'মুখ ও মুখোশ'। সকলে মিলে একটি কম্পোজিশনের জন্য যতটুকু সময় ব্যয় করতেন বর্তমানে এর সিকিভাগও করা হয় না। একটা গানের সুরকার যন্ত্রসহযোগে শিল্পীকে তুলে দিতেন, বার বার রিহার্সেলের পর শিল্পী সেই গানটি গাইতেন। পরিচালক গানটি তার চলচ্চিত্রের দৃশ্যায়নের মধ্যে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা এসব নিয়ে অনেক চিন্তা–ভাবনা করে কাজটিকে বেশ সূক্ষ্মভাবে পরিবেশন করতেন কিন্তু বর্তমানের এই বাণিজ্যিকীকরণের যুগে কাজ কতটুকু উচ্চমানের তার থেকে সংখ্যাগত দিকটাই যেন বেশি প্রাধান্য বিস্তার করছে। যন্ত্র নির্ভরতার জন্য গানকে একটি ছাঁচে ফেলে সেটিকে কোনরকম করে পরিবেশন করা হচ্ছে। ছবিতে গান থাকতে হবে সেটিই যেন মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। চরিত্রের সাথে যাচ্ছে কিনা বা মানসম্পন্ন হচ্ছে কিনা সেটি আর ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে না। বর্তমানে যেহেতু আর একবারে পুরো গান না গাইলেও চলে কাজেই আগের মত শিল্পীরাও গান গাওয়ার পূর্বে বারবার অনুশীলন করার প্রয়োজন বোধ করে না। তবে এককভাবে এ দায়ভার কাউকে দেয়া যায় না। চলচ্চিত্র যেহেতু সম্মিলিত প্রয়াস এবং চলচ্চিত্রের গান যেহেতু এই সম্মিলিত প্রয়াসেরই একটি অংশ তাই সবাই যদি তাদের দায়বদ্ধতা বা শৈল্পিক মূল্যবোধ বা নান্দনিক উৎকর্ষ সাধনের ব্যাপারে সচেতন না হয় তবে কোনভাবেই আমরা ভালোমানের চলচ্চিত্র বা চলচ্চিত্রের গান শ্রোতাদের সামনে দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করতে পারব না। এই চলচ্চিত্রই যেহেতু এখন অনেকের জীবিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এ শিল্পের নির্মাণ ও উন্নতিকল্পে সরকারি বা বেসরকারি পর্যায়ে যতটুকু পৃষ্ঠপোষকতা প্রয়োজন সেটি না থাকার কারণে বাণিজ্যিকীকরণের এই ধারার কাছে সবাইকেই কিছুটা মাথা নত করতে হচ্ছে। তবুও যতই বাণিজ্যিকীকরণ বা আর্থিক লেনদেনের ব্যাপার থাকুক না কেন শিল্পের প্রতি বা নিজের কাজের প্রতি দায়বদ্ধতার ব্যাপারটাও সবারই মনে রাখা উচিত বলে মনে করি।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার সুপারিশমালা

- ফিল্ম আর্কাইভসে চলচ্চিত্র এবং এ সংক্রান্ত তথ্যাদি অপ্রতুল, ফিল্ম আর্কাইভসকে আরো সমৃদ্ধ করা যেতে পারে।
- ফিল্ম আর্কাইভসের অধিকাংশ চলচ্চিত্রের ফিল্ম ব্যবহারোপযোগী নয়।
- চলচ্চিত্র সংরক্ষণের ব্যাপারে ফিল্ম আর্কাইভসের পাশাপাশি বিভিন্ন টিভি চ্যানেলগুলো আরো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।
- সংরক্ষিত অধিকাংশ পুরানো চলচ্চিত্রের ফিল্ম দেখার এবং শব্দ শোনার অনুপযোগী।
- চলচ্চিত্রের গানগুলো নতুন করে উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে রেকর্ডাকারে সিডি বা ডিভিডিতে সংরক্ষণ করা যেতে পারে।
- চলচ্চিত্র এবং এ সংশ্লিষ্ট সকল মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট গানের শিল্পী, সুরকার, গীতিকারের নাম সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।
- চলচ্চিত্র বিষয়ক পত্রিকা,পুস্তিকা প্রকাশের মাধ্যমে চলচ্চিত্রের সংশ্লিষ্ট গানের গীতিকার, সুরকার ও শিল্পীর নাম প্রভৃতি তথ্যাদি সংরক্ষণ করা যেতে পারে।
- আর্কাইভসে চলচ্চিত্রের গানের উপর ছোট পুস্তিকা,পত্রিকা অপ্রতুল থাকায় নতুন করে এ সংখ্যাগুলো পুনঃমুদ্রণের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করা যেতে পারে।
- চলচ্চিত্র এবং চলচ্চিত্রের গানের ব্যাপারে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়, সরকার আরও উদ্যোগী হলে সংশ্লিষ্ট গবেষকবৃন্দ উপকৃত হবে বলে মনে করি।
- চলচ্চিত্র এবং চলচ্চিত্রের গান সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষণার উপকরণসমূহ প্রাপ্তি সহজলভ্য হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে সরকার, চলচ্চিত্র সংসদ, এফডিসি সকলের সুদৃষ্টি কামনা করি।
- সাম্প্রতিক সময়ে লেজার ভিশন থেকে “রূপালি ফিতায় সোনালী অতীত” নামে প্রায় ২০০টি গান নিয়ে ৬টি ডিভিডি, জনপ্রিয় চলচ্চিত্র নায়ক সালমান শাহ এর জনপ্রিয় ছায়াছবির ২৫টি গান নিয়ে ঈগল থেকে “স্মৃতির পাতায়”। কলকাতার সারগাম থেকে ১০০ বছরের জনপ্রিয় চলচ্চিত্রের গান নিয়ে 100 Years of Bengali Film Music নামে ১২টি সিডি প্রকাশ করেছে,এতে প্রায় ২৪৩টি গান রয়েছে। এ ধরণের উদ্যোগে অন্যান্য সিডি প্রকাশনা সংস্থারও

Dhaka University Institutional Repository

এগিয়ে আসা উচিত বলে মনে করি। এছাড়া টেলিভিশন,বেতার,মিডিয়াকেও তথ্যনির্ভর অনুষ্ঠান প্রচারে উদ্যোগী হতে হবে বলে অভিমত ব্যক্ত করি।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহৃতি (উপসংহার)

১৯৩১ সালে 'জামাইষষ্ঠী' চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়ে বাংলা চলচ্চিত্রের সবাক যুগের সূচনা হয়। তবে ১৯৩২ সালে দেবকী বসু পরিচালিত রাইচাঁদ বড়ালের সুরে 'চণ্ডীদাস' চলচ্চিত্রের গানের মধ্য দিয়েই বাঙালি সমাদরে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল ছবির গান এবং গানের ছবিকে। বাংলা চলচ্চিত্র এবং চলচ্চিত্রের গানের এই পথচলা থেমে থাকেনি এবং ক্রমশ সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত এবং পরিবর্ধিত কলেবরে নতুনত্বের মোড়কে নিজেকে সাজিয়ে নতুনরূপে পথ চলেছে। বিভিন্ন সময়ের প্রেক্ষাপটে চলচ্চিত্রের গানে যেমন ভাষাগত পরিবর্তন দেখতে পাই আমরা তেমনি বাণীগত বৈচিত্র্য, সুরগত বৈচিত্র্যও লক্ষণীয়। চলচ্চিত্রের গানও আমাদের সামনে চলচ্চিত্রের ন্যায় সমাজবাস্তবতার প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে। তাই চলচ্চিত্রের গানে মানবমানবীর প্রেমানুভূতি, জীবনবোধ, সামাজিক অস্থিরতা, সামাজিক পট পরিবর্তন, সমাজ ব্যবস্থা সবকিছুরই ছাপ পড়েছে। তবে চলচ্চিত্রে গানের একক সত্তা নেই, তা কাহিনির মুখাপেক্ষী। তাই অনেক ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রের গানের আলাদা করে শিল্পমূল্য বিচার চলে না।

তিরিশের দশকে বাংলা চলচ্চিত্রে গানের প্রয়োগ শুরু হলেও মূলত ত্রিশ এবং চল্লিশের দশককে চলচ্চিত্রের গানের সলতে পাকানোর যুগই বলা যেতে পারে। ১৯৩৫–এ 'ভাগ্যচক্র' চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়ে প্লে-ব্যাক প্রথার প্রচলন ঘটে যা চলচ্চিত্রের গানের ক্ষেত্রে এক নতুন দিক উন্মোচন করে।

তিরিশের দশক থেকে দেশবিভাগ পূর্ববর্তী সময়ের (১৯৩১-১৯৪৭) গানে মূলত কাব্যগীতির ধারা প্রচলিত ছিল। এর প্রধান কারণ হিসেবে বলতে পারি চলচ্চিত্রের সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্টতা না থাকলেও গীতিকার হিসেবে রবীন্দ্রনাথের আধিপত্য, কাজী নজরুলের সরাসরি সংশ্লিষ্টতা। এছাড়া অজয় ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ী, প্রণব রায়, শৈলেন রায়, সৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়, বাণী কুমার প্রমুখ গীতিকবির চলচ্চিত্রের জগতে সরব উপস্থিতি। আমাদের চলচ্চিত্রের গানের শুরুর দিক থেকেই মানবীয় আবেগ একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে। তবে সেই সাথে পৌরাণিক বা দেবদেবী কেন্দ্রিকতা, জীবন ঘনিষ্ঠতা, বাস্তববোধ এ সব প্রসঙ্গই আমাদের এ সময়ের চলচ্চিত্রের গানে এসেছে। যন্ত্রের মাত্রাতিরিক্ত প্রয়োগের কথা এ সময়ে আমরা চিন্তা করতে পারি না। বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেশী বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারই আমরা দেখতে পাই। পুরাতনির আঙ্গিক, রাগাশ্রয়ী মেজাজ সেই সাথে কীর্তনের ছায়ামাখা সুরের ব্যবহারই এ সময়ের চলচ্চিত্রের গানের সুরগত মূল বৈশিষ্ট্য। তবে কিছু ক্ষেত্রে লোকসুরের ব্যবহারও দেখতে পাই, কোথাও লোকসুরের সাথে রাগসুরের মিশেল আবার পাশ্চাত্য চলনের প্রভাবও আমাদের দৃষ্টিগত হয়। অনেক গানেই প্রিল্যুড বা ইন্টারল্যুড হিসেবে পাশ্চাত্যের সুরের প্রয়োগ দেখা গেলেও মূল

Dhaka University Institutional Repository

গানের ক্ষেত্রে মূলত রাগসুরের প্রভাবই বেশি লক্ষণীয়। রাইচাঁদ বড়াল, পঙ্কজ মল্লিক, কমল দাশগুপ্ত, সুবল দাশগুপ্ত, রবীন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ অসাধারণ কিছু সুরকার এবং সংগীত পরিচালককে আমরা পেয়েছি এ সময়ে।

তবে চলচ্চিত্রের গানের স্বর্ণযুগ বলতে পারি আমরা ষাট এবং সত্তর দশককে এবং এ কথাটি দুই বাংলার বাংলা চলচ্চিত্রের গানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যদিও বাংলাদেশের বাংলা চলচ্চিত্রের গানই আমাদের আলোচ্য বিষয়। দেশবিভাগ পরবর্তী সময়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য সবাক চলচ্চিত্র 'মুখ ও মুখোশ'(১৯৫৬) চলচ্চিত্রের 'আমি ভীন গেরামের নাইয়া' এবং 'মনের বনে দোলা লাগে' এ দুটি গানের হাত ধরেই বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের গানের সূত্রপাত। পরবর্তী তিন বছর কোন বাংলা চলচ্চিত্র নির্মাণ না হলেও ১৯৫৯ খ্রি. থেকে এদেশে চলচ্চিত্র নির্মাণের অব্যাহত ধারা সূচিত হয়েছিল। চলচ্চিত্রের পাশাপাশি চলচ্চিত্রের গানকেও আর তাই পেছন ফিরে তাকাতে হয় নি। যাত্রা, থিয়েটার দেখা মানুষেরা চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রথম যুগ থেকেই খুঁজতে লাগল গান। সংলাপের চেয়ে গানের জন্যই আমাদের দর্শকশ্রেণি অত্যন্ত উৎসুকতার সাথে প্রেক্ষাগৃহে অপেক্ষা করতে থাকেন। ষাটের দশকের বাংলা চলচ্চিত্রের গানের বাণীতেও কাব্যধর্মিতারই প্রাধান্য লক্ষণীয়। এর প্রধান কারণও ড. মনিরুজ্জামান, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, কে.জি. মোস্তফা, শামসুর রাহমান, সৈয়দ শামসুল হক প্রমুখ গীতিকবিদের বাংলা চলচ্চিত্রাঙ্গণে প্রত্যক্ষ উপস্থিতি। এ সময় থেকে চলচ্চিত্রের গানের বাণীতে বৈচিত্র্যময়তার শুরু হয়, তবে বাণীর চেয়ে মেলোডিনির্ভর সুরের জন্যই গানগুলো আজও শ্রোতৃপ্রিয়তা ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। এ সময়ে আমরা পেয়েছি সত্য সাহা, সুবল দাস, খান আতাউর রহমান, আলতাফ মাহমুদ, সালাহউদ্দিন প্রমুখ অনন্য সাধারণ সুরকার ও সংগীত পরিচালকদের ; যাদের মেধা, মনন এবং অক্লান্ত পরিশ্রমই তাদের সৃষ্টিকর্মকে আজও দর্শক শ্রোতা ও বোদ্ধাদের স্মৃতিতে অমলিন করে রেখেছে। এ সময়ের চলচ্চিত্রের গানের সুরগত বিশ্লেষণে আমরা দেখি এ সময়ের বাংলা চলচ্চিত্রের গানে লোকজসুরের প্রভাব সবচেয়ে বেশি দৃশ্যমান। আমাদের লোক সংগীতের বিভিন্ন আঙ্গিকের পরীক্ষামূলক সংযোজন করা হয়েছে এ সময়ের চলচ্চিত্রের গানে। যাত্রা, গীতিকার প্রভাবও প্রযুক্ত হয়েছে অনেক গানেই। লোকসুরের পাশাপাশি লোকজ ও রাগ সুরের মিশ্রণ এ সময়ের চলচ্চিত্রের গানের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সরাসরি রাগসুরের প্রয়োগও বেশকিছু গানে দেখতে পাই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংগীতের সুরের মেলবন্ধনও ঘটেছে বেশ কিছু চলচ্চিত্রের গানে। রাগ, লোক ও পাশ্চাত্য এ তিন ধরণের সুরের মিশ্রণ করেও নিরীক্ষা করা হয়েছে এ সময়ের কিছু চলচ্চিত্রের গানে। এ সময়কে আমরা সার্থক

Dhaka University Institutional Repository

নিরীক্ষাধর্মী গানের যুগ হিসেবে অভিহিত করতে পারি। শহরকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবনবোধও এ সময়ের চলচ্চিত্রের গানেই প্রথম উঠে আসতে শুরু করে।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলা চলচ্চিত্রের একটি বড় পট পরিবর্তন আমাদের চোখে পড়ে। ’৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের মূল্যবোধ, আর্থ সামাজিক বা সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে এক নতুন ধ্যান-ধারণার প্রবর্তন করে। যার ফলশ্রুতিতে চলচ্চিত্র এবং সেই সাথে অবধারিতভাবে চলচ্চিত্রের গানেও বয়ে নিয়ে আসে নতুন বার্তা। ষাটের দশকের লোকজ কাহিনি নির্ভর চলচ্চিত্র নির্মাণের ধারা সত্তর দশকে এক নতুন মোড় নেয়। সামাজিক কাহিনি নির্ভর চলচ্চিত্রের পাশাপাশি উপন্যাস নির্ভর, মুক্তিযুদ্ধ কেন্দ্রিক, রাজনৈতিক দর্শন সমৃদ্ধ চলচ্চিত্রও অল্প সংখ্যক নির্মিত হয়েছে এ সময়ে। ফলে চলচ্চিত্রের গানের বিষয়বস্তুতে এবং সুর প্রয়োগেও বৈচিত্র্যের ছোঁয়া পাই আমরা। গানের কথা ও সুরে নতুন ভাবনার আঙ্গিকগত বিন্যাস দেখতে পাই আমরা, যদিও সকলক্ষেত্রে এই নতুনত্ব সার্থক ও শিল্পমান বজায় রাখতে পেরেছে তা বলা যায় না।

গানের ক্ষেত্রে ভাষাগত পরিবর্তনও বেশ নজর কাড়ে। এ সময় থেকে বাংলা চলচ্চিত্রের গানে কাব্যধারাশ্রয়িতা গদ্য ছন্দের দিকে মোড় নেয়। সুর বিশ্লেষণেও কোন নির্দিষ্ট ধারার চেয়ে মিশ্র রীতিই এ সময়ের চলচ্চিত্রের গানের সুরের বড় বৈশিষ্ট্য হিসেবে পরিলক্ষিত হয়। তবে সত্তর দশকে চলচ্চিত্রের গানের বাণীর বিষয়বস্তু সবচেয়ে বেশি বৈচিত্র্যমণ্ডিত। এ সময়ের গানে লোকজ সুরের বৈচিত্র্যময়তা অনেকাংশেই কমতে শুরু করে। যাত্রা বা গীতিকার ঢঙের আদলওহ্রাস পেতে শুরু করে। পাশ্চাত্য চলন এবং সুরের প্রভাব এ সময়ের গানে বেশি লক্ষণীয়। অধিকাংশ গানে প্রচলিত লোকজ সুরের সাথে পাশ্চাত্য চলনের মিশ্রণ করা হয়ে। সত্তর দশকের মাঝামাঝি থেকেই আমাদের চলচ্চিত্রের গানে চটুল শব্দের প্রয়োগ শুরু হয়। আশি এবং নব্বইয়ের দশকে সেটি রং ছড়াতে শুরু করে।

আশির দশকের চলচ্চিত্রের গানেও পাশ্চাত্যের সুর ও চলনের প্রভাব অনেক বেশি দৃশ্যমান। আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে বাংলা চলচ্চিত্রের গানের সাথে আরেকটি নতুন বিষয় যুক্ত হয় সেটি হচ্ছে হিন্দি সুরের অনুসরণ। পাশ্চাত্যের সুরের প্রভাব আমাদের চলচ্চিত্রের গানে থাকলেও তাতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মেলবন্ধন করা হত। কিন্তু হিন্দি সুরপ্রয়োগে দেখি সাক্ষাৎ অন্ধ অনুসরণের। কোথাও পুরো গানের সুরে হিন্দির পরিবর্তে বাংলা শব্দের প্রয়োগ বা কোথাও বেশ কয়েকটি হিন্দি গানের সুরের পাঁচমিশেল প্রয়োগ। নব্বই দশকে এসে এই প্রবণতা আরো বৃদ্ধি পায়। সাথে যুক্ত হয় কুরুচিপূর্ণ শব্দ এবং তাণ্ডবময় নৃত্যের সমাবেশ যা কোনভাবেই আমাদের সংস্কৃতিগত ঐতিহ্যের সাথে খাপ খায় না। নব্বই দশককে আমাদের চলচ্চিত্র এবং চলচ্চিত্রের গানের ‘অন্ধকার যুগ’ই বলতে পারি আমরা, যদিও নিতান্তই হাতে গোনা কিছু

Dhaka University Institutional Repository

মৌলিক গান এ সময়ও সৃষ্টি হয়েছে। বাদ্যযন্ত্র অনুষঙ্গ হিসেবে না থেকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কথা ও সুরকে ছাপিয়ে যায়। আমাদের সংগীতের যে 'মেলোডি' নির্ভরতা তা হ্রাস পেয়ে অনেকাংশেই পরিণত হয় অর্থহীন চিৎকারে এবং বাংলা সংগীতের প্রধান যে বৈশিষ্ট্য কথা ও সুরের মেলবন্ধন তা আর রক্ষিত হয়নি এ সময়ে এসে।

চলচ্চিত্রের গানের মান ক্রমশ নিম্নমুখী হওয়ার পেছনে আমরা বেশ কিছু কারণ চিহ্নিত করতে পারি। প্রথমত চলচ্চিত্রের গান একক বিষয় নয়, তা পুরোটাই চলচ্চিত্রের কাহিনি, সংলাপ সবকিছুর সাথে সম্পর্কিত। কাজেই চলচ্চিত্র নির্মাণে সুস্থ সংস্কৃতি বোধ এবং নিজস্ব সৃষ্টিশীলতা, মননশীলতার সমন্বয় না ঘটলে যেমন চলচ্চিত্র শিল্প তার মুখ থুবড়ে পড়া অবস্থা থেকে কখনো নিজের সিংহাসন ফেরত পাবে না, সেই সাথে হারানো দিনের মত করে হারিয়ে যাবে আমাদের চলচ্চিত্রের গানের সেই স্বর্ণালি সম্ভাবনাগুলোও।

এছাড়া বিশ্বায়নের প্রভাবে অতি সহজে বৈদেশিক সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ,অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার অভাব, পরিবর্তিত সময়ের শ্রোতার রুচির পরিবর্তন, সামাজিক ও সংস্কৃতিগত পরিবর্তন, মূল্যবোধের অবক্ষয়, মেধাহীনতা, অল্প সময়ের মধ্যে নিজেকে পাদপ্রদীপের স্থানে দেখার ইচ্ছা, যান্ত্রিক ব্যস্ত নাগরিক জীবন সবকিছুই এর পেছনে কম বেশি দায়ী।

তবে দু'হাজার পরবর্তী সময়ে কিছু নতুন চলচ্চিত্র পরিচালক এবং সংগীত পরিচালকদের কল্যাণে কুয়াশার ঘেরা টোপ কেটে ধীরে ধীরে নতুন সূর্যের আলো নতুন প্রভাতের আগমনী বার্তার সংকেত আমাদের পৌঁছে দিচ্ছে। চলচ্চিত্রের গান বাংলা সংগীতের একটি বহুল জনপ্রিয় ধারা। যুগের সাথে তাল মেলাতে আধুনিক আমরা অবশ্যই হব কিন্তু তা কখনোই আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, কৃষ্টি বা ঐতিহ্যকে বিসর্জন দিয়ে নয়। বর্তমান যুগ আধুনিকায়নের যুগ। আমাদের চলচ্চিত্রের সংগীতও এর প্রভাবমুক্ত হবে এটি ভাবার কোন অবকাশ আমাদের নেই। তবে এখানে অবশ্যই জনপ্রিয়তা, আধুনিকতা এর সাথে আমাদের সুরের নিজস্ব ঐতিহ্যের মেলবন্ধন ঘটাতে হবে তবেই আমাদের চলচ্চিত্রের গানের স্বর্ণালি সময়টুকু আবার সোনালি বর্ণচ্ছটায় সমৃদ্ধ হয়ে আমাদের পুরো বাংলা গানের জগতেই যোগ করবে নতুন মাত্রা।

'বাংলা চলচ্চিত্রের গানে ক্রমবিবর্তনের ধারা (১৯৩১-২০১০)' নিয়ে গবেষণাটি করার ক্ষেত্রে গ্রন্থ সহায়তা, সাময়িকী, চলচ্চিত্রের গানের বাণী সম্বলিত ছোট পুস্তিকা, বিভিন্ন রেকর্ড, চলচ্চিত্র ও চলচ্চিত্রের গানের নিবিড় পর্যবেক্ষণ, চলচ্চিত্রের গানের সথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে যেসব তথ্য ও উপাত্ত গবেষণা পত্রটিতে সংযুক্ত করা হয়েছে তা এ দেশের সংগীত বিভাগ, থিয়েটার এণ্ড পারফরমেন্স

Dhaka University Institutional Repository

স্টাডিজ বিভাগ, ফিল্ম এণ্ড মিডিয়া বিভাগের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হিসেবে বিবেচিত হবে বলে আশাবাদ পোষণ করি।

চলচ্চিত্র নির্মাণ, চলচ্চিত্রের ইতিহাস নিয়ে পূর্বেও অনেক গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হলেও বাংলা চলচ্চিত্রের গান নিয়ে পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তারিত গবেষণা হয়নি বললেই চলে। এ গবেষণাপত্রে বাংলা চলচ্চিত্রের সবাক যুগের শুরুতে গানের প্রয়োগ থেকে দেশভাগ পূর্ববর্তী সময়কাল পর্যন্ত বাংলা চলচ্চিত্রের গানের, দেশভাগ পরবর্তী সময় থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের বাংলা চলচ্চিত্রের গানের তুলনামূলক ও আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী গবেষকদের চিন্তা, অনুসন্ধান, কর্ম ও ফসল এ গবেষণাকর্মে বিশেষ সহায়তা দান করেছে তবে বর্তমান গবেষকের নিজস্ব চিন্তাধারার মাধ্যমে তা বিশ্লেষণপূর্বক আরো নতুন নতুন দিক উন্মোচিত হয়েছে। এ অভিসন্দর্ভটি যদি চলচ্চিত্র এবং সংগীতপিপাসু মানুষের প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদানে সামান্যতমও সক্ষম হয়, তা হলেই হবে এই অভিসন্দর্ভের সার্থকতা।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের গানসংশ্লিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার –

ফেরদৌসী রহমান

সংগীতশিল্পী

১৬.০২.২০১৫

গবেষক : বাংলা চলচ্চিত্রের গানের ক্রমবিবর্তন সম্পর্কে আপনার অভিমত জানতে চাই।

ফে.র : আমি যখন চলচ্চিত্রে গান করতে আমি তখন কিন্তু কখনও ভাবিনি যে আমি সিনেমার শিল্পী। কারণ আমাদের পারিবারিক সংগীতাবহের ফলে গান আমাদের জীবনে আরাধনার বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। সেই সাধনালব্ধ সংগীত যখন কোন চলচ্চিত্রের জন্য ব্যবহার করা হতো কোন দক্ষ, গভীর চিন্তাশীল পরিচালকের নির্দেশনায় তখন সে গান হয়ে উঠত মধুরতর। কাহিনির প্রয়োজনে তখন গানকে ব্যবহার করা হতো পরিমিতভাবে। চরিত্রের উপযোগী করে গানের বাণী ও সুর ব্যঞ্জনার বিষয়ে তখন ভাবা হতো সবচেয়ে বেশী। সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় সৃষ্টি হতো কালজয়ী সব গান। কিন্তু সময়ের পট পরিবর্তনের সাথে সাথে বিশেষ করে ডিজিটাল রেকর্ডিং এর প্রভাবে সুরকার, শিল্পী, যন্ত্রী, গীতিকারদের যৌথ পরিবার ভেঙ্গে গিয়ে শুধু পড়ে রইল শব্দ যন্ত্রঘর আর রেকর্ডিস্ট। সে সময়ের শিল্পী কলাকুশলীবরা মিলে একটি পরিবারের মত ছিল। শিল্পীর সম্মানীর বিষয়টি তখনও ছিল। কিন্তু এখন সে সম্মানী রীতিমত চাহিদায় পরিণত হয়েছে। সবাই এত ব্যস্ত যে একটি গান সৃষ্টির সময় প্রায় কারো সাথে কারো দেখাই হয় না। যার ফলে আবেগটুকু যন্ত্রের যাতাকলে পিষ্ট হয়ে এক ধরনের যান্ত্রিক সংগীত সৃষ্টি হচ্ছে। মূলতঃ পূঁজিবাদি সমাজ ব্যবস্থার গতিশীলতার প্রভাব সাহিত্য, চলচ্চিত্র ও সংগীতে প্রকটভাবে লক্ষণীয়। সেই সাথে যুক্ত হয়েছে লগ্নিকারকদের অতি ব্যবসায়ী মনোভাব এবং অযৌক্তিক চাওয়া। সংগীত পরিচালকদের প্রযোজকদের কথা রাখতে গিয়ে হুবহু নকল গান তৈরী করতে হচ্ছে। বাজার কাটতি গান করতে গিয়ে মৌলিক গান সৃষ্টি ব্যহত হচ্ছে ব্যাপকভাবে। আমাদের সময়ে এমনও হয়েছে যে, গানের বাণী ও সুর মনপূত না হলে আমরা শিল্পীরা গান করতে অস্বীকৃতি জানাতাম। কিন্তু এখন শিল্পীদের মধ্যে সেই মনোভাবের অভাব দেখা যায়। আগের মত এখন আর সম্মিলিতভাবে বসে গান করা সম্ভব নয়। কারণ সকলেই উর্ধ্বমুখী প্রতিযোগীতায় দারুনভাবে ব্যস্ত। তারপরও সংখ্যায় নগণ্য হলেও কেউ কেউ এখনও ভালো মৌলিক গান সৃষ্টি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এটাই আশার কথা।

Dhaka University Institutional Repository

গাজী মাজহারুল আনোয়ার

গীতিকার , সংগীত পরিচালক

২৩.০৮.২০১৫

গবেষক : ষাটের দশক,সত্তর দশকের বাংলা চলচ্চিত্রের গানের পাশাপাশি বর্তমান সময়ের বাংলা চলচ্চিত্রের গানের পথচলা সম্পর্কে আপনার অভিমত ব্যক্ত করুন।

গা.মা.আ : বর্তমান সময়ের চলচ্চিত্রের গানের চেয়ে ষাট বা সত্তর দশকের গানের সুর অনেক বেশি শ্রুতিমধুর সেই সাথে গানের বাণীতেও কাব্যসৌন্দর্য ও পরিমিতিবোধ অধিক ছিল। এর একটি প্রধান কারণ আমাদের সেই সময়কার সংগীতগুলোর গীতিকার , সুরস্রষ্টা এবং শিল্পীদের মধ্যে আজকের মতো এত তাড়া ছিল না। সমাজ , পরিবেশ , পরিস্থিতিও এতটা যান্ত্রিক আর অস্থিরতায় মুখর ছিলনা। এক একটি গানের সাথে সংশ্লিষ্ট সংগীত পরিচালক ,গীতিকার ,সুরকার ,শিল্পী ,যন্ত্রী প্রত্যেকেই অনেক সময় দিয়েছেন। অনেক সময় ও যত্ন নিয়ে গানের কথা রচনা এবং তাতে সুর দেয়া হত। কণ্ঠশিল্পীও সময় নিয়ে গানটি গলায় বসাতেন। পরিপূর্ণ অর্কেস্ট্রার সাথে গানগুলো হতো। অতঃপর সিদ্ধান্তে আসা হতো গানটি রেকর্ডিংয়ের। এখন পরিস্থিতির পরিবর্তন এসেছে গোটা বিশ্বজুড়েই। অতি সহজে জনপ্রিয়তা অর্জনের প্রতিযোগিতা চলছে এখন। এখন সংগীত পরিচালকরা ট্র্যাক প্রস্তুত করে গীতিকারকে বলেন ট্র্যাকের ওপর কথা বসিয়ে দিতে। এরপর কণ্ঠশিল্পীকে ডাকেন। কণ্ঠশিল্পীকে পুরো গানটা একসঙ্গে গাইতেও হয় না। ফলে একটি গানে যতটা আবেগ অনুভূতি থাকার কথা তা পাওয়া যাচ্ছে না। সময়ের অভাবে সৃষ্টি হওয়া এই ফসলগুলো তাই কোনোভাবেই শিল্পমান , শিল্পরস বা শিল্পবোধ সম্পন্ন হচ্ছে না।

গবেষক : এ অবস্থা থেকে উত্তরণের পথ কি হতে পারে বলে আপনি মনে করেন ?

গা.মা.আ : বাংলা সাহিত্য ও সংগীত সম্পর্কে ধারণা রাখে এমন সৃষ্টিশীল গীতিকারদের দিয়ে গান রচনার পাশাপাশি দক্ষ সংগীতকারকদের দিয়ে সুর সৃষ্টিসহ রেকর্ডিং স্টুডিওর মান উন্নয়ন এবং প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দেয়া হলে বাংলা চলচ্চিত্রের গানের মান উন্নয়ন সম্ভব এবং সেইসাথে অবশ্যই শিল্পীদের শিল্পের প্রতি দায়বোধ।

Dhaka University Institutional Repository

শাহনাজ রহমতুল্লাহ

সংগীতশিল্পী

১৬.০৫.২০১৪

গবেষক : বাংলা চলচ্চিত্রের গানের ক্রমবিবর্তন সম্পর্কে আপনার মতামত জানতে চাই।

শা. র : স্বাধীনতা পূর্ব বাঙালীর জীবন যাত্রায় যে সরলীকরণ ছিল, পরবর্তী আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের ফলে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের যান্ত্রিক জীবনের প্রভাব ছাড়াও কাব্য,সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক জীবনেও তার ঢেউ লাগে। সময়ের সাথে সাথে চলচ্চিত্রের গল্প, সংগীতায়োজন, গানের বাণী ও সুরের ক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হতে থাকে। বাণীর ক্ষেত্রে কাব্যধর্মিতার পরিবর্তে চলতি ভাষার সরল কথা, সুরের রূপ মাধুরির পরিবর্তে তীব্র চিৎকার সম্বলিত সংগীতের জোয়ার আসে। সংগীতায়োজনেও দেশীয় বাদ্যযন্ত্রের পরিবর্তে পশ্চিমা বাদ্যযন্ত্রের অযাচিত ব্যবহার বাড়তে থাকে। ষাট বা সত্তর দশকের চলচ্চিত্রের গানে যে স্বকীয়তা এবং শিল্পসৌকর্যবোধের সন্ধান আমরা পাই আশির দশকের শেষার্ধ থেকেই বাণিজ্যিকীকরণ, অনুকরণপ্রবণতা আর অতি সহজে জনপ্রিয়তা অর্জনের ইঁদুর দৌড়ে ক্রমাগত আমাদের চলচ্চিত্রের গানের মান তার আপন সাম্রাজ্য হারিয়ে নিজ ভূমে পরবাসীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।

আজাদ রহমান

শিল্পী , সুরকার ,সংগীত পরিচালক

২৫.০১.২০১৫

গবেষক : আমাদের চলচ্চিত্রের গানের ক্রমবির্তনের ধারা সম্পর্কে আপনার মতামত।

আ. র : বাংলা চলচ্চিত্রের শুরু থেকেই গান হলো তার প্রাণ। নির্বাক যুগের সমাপ্তি ঘটিয়ে যখন সবাক চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু হয় তখনকার সংগীত সংযোজন করা হতো চরিত্রানুযায়ী এবং সংগীত শুধু চরিত্রের মুখেই উচ্চারিত হতো না বরং সিচুয়েশন অনুযায়ী সংগীতকে ব্যবহার করা হতো। ষাট ,সত্তর দশকের চলচ্চিত্রের সংগীতে বাণীর কাব্য মাধুর্য আর সুরে মেলোডির ব্যাপক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। এ ধারা অব্যাহত থাকে আশির দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত। ষাটের দশক থেকে আশির দশকের মাঝামাঝি

Dhaka University Institutional Repository

সময়কে বাংলা চলচ্চিত্রের গানের স্বর্ণযুগ বলা যায়। পরবর্তী সময়ে বাংলা চলচ্চিত্র এবং চলচ্চিত্রের গান এক ধরণের অস্থির সময়ের কালো ছায়ার আবরণে ঢেকে যেতে থাকে। গানের বাণী কাব্যিকতা হারিয়ে গদ্যধর্মিতার আশ্রয় নেয়। সুরের ক্ষেত্রেও এক্সপেরিমেন্ট এর অসুর ভর করতে থাকে। তবে বর্তমান তরুণ প্রজন্মের হাতে বাংলা চলচ্চিত্রের গান নতুন প্রাণের সঞ্চার করে তার হারানো জৌলুসে ফিরে আসবে সেই প্রত্যাশাই করি।

গবেষক : চলচ্চিত্রের গানের মানোন্নয়নে করণীয় বিষয়গুলি সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

আ.র : নির্মিত চলচ্চিত্রের কাহিনির চরিত্র অনুযায়ী গানের কথা-সুর-যন্ত্রানুষঙ্গ হতে হবে। মোঘল আমলের ঐতিহাসিক কাহিনির চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে সেই আমলের উচ্চাঙ্গ সংগীত স্রষ্টা তানসেনকে দিয়ে যদি এখনকার পপ গান গাওয়াই তবে সেটা বড় ধরণের অসংগতি বা অপরাধ হবে। ঐতিহ্য এবং ইতিহাসের বিকৃতি ঘটবে। দুঃখের বিষয় এ ধরণের ঘটনাও মাঝে মাঝে ঘটে যায়। সংগীত পরিচালককে অবশ্যই বাংলা ভাষার প্রচলিত সব ধরণের গানের রূপ-চেহারা সম্পর্কে জানতে হবে এবং তা মানতেও হবে। গুণী সুরকার এবং সংগীত রচয়িতাদের কাছে সব ধরণের কাহিনি উপযোগী সংগীতকর্মে চলচ্চিত্র অনুরাগীরা সৃজনশীলতা আশা করবেন। আকর্ষণীয় যথাযথ সংগীতের প্রয়োগ চলচ্চিত্রের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে।

গবেষক : আমাদের চলচ্চিত্রের গানের সুরগত পরিবর্তন কি নির্দিষ্ট আঙ্গিক ধরে হয়েছে?

আ.র : আমাদের চলচ্চিত্রের গানের সুরগত বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখি সময়ের সাথে সাথে চলচ্চিত্রের গানের সুরগত বৈশিষ্ট্য পরিবর্তিত হয়েছে এবং ক্রমশ তা হবেই। সময়ের সাথে সাথে চলচ্চিত্রের কাহিনি,পাত্র-পাত্রীদের চরিত্র যেমন বদলে গেছে গানও তেমনি বদলাচ্ছে। সুর, কথা, যন্ত্রসংগীতের ব্যবহার, গায়নভঙ্গি সবই কাহিনি-চরিত্রের প্রয়োজনে বদলাতে পারে। তবে অযৌক্তিকভাবে গানের চেহারা পাল্টে যাচ্ছে যা কাঙ্খিত নয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আমাদের চলচ্চিত্রের গানের সুরগত পরিবর্তন নির্দিষ্ট আঙ্গিক ধরে হয়নি।

গবেষক : চলচ্চিত্রের গানের ক্ষেত্রে পরিচালক না সংগীত পরিচালক কার ভূমিকা বেশি বলে মনে করেন?

আ.র : দু'জনই স্বতন্ত্রভাবে পরিচালক। তবে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা চলচ্চিত্র পরিচালকের। চলচ্চিত্রের সংগীত রচনা, গানের কথা, গান সুর করা, উচ্চারণ, আবেগ,

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশ ভঙ্গির বিষয়ে নির্দেশসহ কণ্ঠশিল্পীদের গানটি শেখানো, গানের সাথে যন্ত্রানুষঙ্গ কি হবে এবং তার সংগীতাংশ রচনা গানটি রেকর্ডিং এর জন্য যন্ত্রিদলসহ রেকর্ডিস্টকে নির্দেশ দিতে হয় সংগীত পরিচালকের। চলচ্চিত্রের স্ক্রিপ্ট পড়ে এবং চিত্রগ্রহণ করা সকল ফুটেজ দেখে আবহসংগীত রচনা, মহড়া দিয়ে বাণীবদ্ধ কর্‌র পর সকল সংগীতাংশ, সংলাপ, বহুবিধ সাউণ্ড ইফেক্ট নিয়ে রি-রেকর্ডিং করা পর্যন্ত সংগীত পরিচালককে দায়িত্ব পালন করতে হয়। আমরা নিষ্ঠার সাথে সেই দায়িত্বই পালন করতাম। অনেক প্রতিকূলতার মাঝেও আমি নিষ্ঠা সহকারে চলচ্চিত্রের সকল দায়িত্ব পালন করতে সচেষ্ট ছিলাম। প্রযোজক, পরিচালক কি চান সর্বোপরি দর্শক শ্রোতাদের কাছে কি গ্রহণযোগ্য হবে এমন বিষয় নিয়ে অনেক ভাবতাম, তার সুফলও পেতাম। মূলত: কাজটি করতে হয় দলবদ্ধ হয়ে।

গবেষক : চলচ্চিত্রের গুণগত মানের সাথে কি চলচ্চিত্রের গানের ভালোমন্দ নির্ভর করে?

আ.র : বাংলাদেশ নয় এই উপ-মহাদেশের সব জনপ্রিয় ব্যবসা সফল ছবিতে সংগীত বড় ভূমিকা পালন করে আসছে। বক্তব্যপ্রধান চলচ্চিত্রে সংগীতের যথাযথ ব্যবহারে দর্শক শ্রোতাবৃন্দ আকৃষ্ট হন। ব্যবসা সফল প্রায় সকল ছবিতেই সংগীতের যথাযথ ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় যা চলচ্চিত্র শিল্পের সহায়ক। সংগীতের মান অবশ্যই ভাল হতে হবে আবার চলচ্চিত্রটি ভাল না হলে সংগীতও ক্ষতিগ্রস্থ হবে। এ কথা মনে রাখা দরকার যে কোন সৃষ্টিশীল বাংলা চলচ্চিত্রের ভালোমন্দের সাথে এর সংগীতও জড়িত।

গবেষক : আমাদের চলচ্চিত্রের গানে যন্ত্র সংগীতের ব্যবহার কিভাবে হয়েছে বা এখন হচ্ছে?

আ.র : এটি সংগীত পরিচালকের দক্ষতা, সৃজনশীলতা, চলচ্চিত্র শিল্পকে যথার্থভাবে বিচার বিশ্লেষণ করার যোগ্যতার উপর নির্ভরশীল। মন্দ-ভাল দুটোই হয়েছে এবং হচ্ছে। তবে বর্তমান সময়ের চলচ্চিত্রে সংগীত প্রয়োগের ক্ষেত্রে কন্ঠের চেয়ে যন্ত্র ব্যবহারের আধিক্য লক্ষণীয়। শিল্পে পরিমিতিবোধের বিষয়টির উপর গুরুত্বারোপ জরুরী।

গবেষক : চলচ্চিত্রের গানে যন্ত্র সংগীতের ব্যবহার কেমন হওয়া উচিত?

আ.র : কাহিনি এবং চরিত্রানুযায়ী সৃজনশীল সংগীত রচনা প্রকাশ উপযোগী যন্ত্র ও যন্ত্রী নির্বাচন আবার যন্ত্র অনুযায়ী সংগীত রচনা করলে চলচ্চিত্রের সংগীতে আকাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

কাহিনির স্থান, কাল, পাত্র অনুযায়ী পরিমিত এবং যথাযথ যন্ত্রসংগীতের ব্যবহার হওয়া উচিত। অবশ্যই সৃজনশীল আকর্ষণীয় সংগীত দর্শক শ্রোতাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে।

গবেষক : আমাদের চলচ্চিত্রের গানের বিষয়বস্তুর সাথে সুরের সামঞ্জস্য কি রক্ষিত হয়েছে?

আ.র : সকল সময় হয়নি। কখনো বিষয় বস্তুর সাথে সুরের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়েছে আবার কখনো কখনো হয়নি। সব মিলিয়ে আশির দশকের মাঝামাঝি থেকেই আমাদের চলচ্চিত্রের গানে আমরা অস্থির সময় পার করছি।

গবেষক : বিভিন্ন দশকের চলচ্চিত্রের গানের সুর ও বিষয়গত বৈশিষ্ট্য আপনার দৃষ্টিতে?

আ.র : দশক ধরে তো আর চলচ্চিত্রের গানের সুর পরিবর্তিত হয় না। সময় চলমান তাই বহমান সময়ের সাথে গানও পরিবর্তিত হয়েছে, হচ্ছে, হবে। তবে আমাদের বাংলা গানে কথা ও সুরের যুগল মিলনের যে এতিহ্য তা চলচ্চিত্রের গানের ক্ষেত্রেও পরিবর্তিত না হলেই ভাল।

গবেষক : চলচ্চিত্রের গানের মান ভাল করতে হলে কি করা উচিত বলে মনে করেন?

আ.র : নির্মাতাদের দিক থেকে চলচ্চিত্রের সংগীতের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ। কাউকে সম্মানী না দিয়ে পরিশ্রম করানো সম্ভব নয়। কিছু কাজ দেখে মনে হয় আজকাল সংগীত পরিচালকেরা ক্যাসেটের গান কিংবা কয়েকজন সংগীত পরিচালকের কাজ ব্যবহার করলে সম্পূর্ণ চলচ্চিত্রের সাংগীতিক চরিত্র প্রতিষ্ঠিত হয় না। কাহিনির নিজস্ব একটি সুর থাকে। মূল কাহিনিকে ঘিরে চরিত্ররা আবর্তিত হয় কাহিনির সেই চরিত্রের সাথে সাথে গানের কথা-সুর-সংগীত সমান্তরালভাবে চলতে থাকে। সুর-তাল-কথার ছন্দের একটি সমন্বিত রূপ প্রকাশ পায়। দর্শক শ্রোতারা শুধু দেখেন না দেখার সাথে কানেও শোনেন, হৃদয় দিয়ে অনুভব করেন। তাই চোখ-কান মিলিয়ে দেখা ও শোনার মাধ্যমে কাহিনি এবং চরিত্রের ভাব-ভঙ্গি-আনন্দ-বেদনার সাথে দর্শক-শ্রোতারা একাত্ম হয়ে যান। পরিচালক তার নিজস্ব ভঙ্গিতে কাহিনি উপস্থাপন করেন তেমনি সংগীত পরিচালকও কাহিনি অনুযায়ী সুরের ধারা সৃষ্টি করেন এবং সেই ধারাবাহিকতায়ই ভাল ফল পাওয়া যায়। সেই একাত্ম হওয়ার বিষয়টি এখন আর ততটা গুরুত্ব পাচ্ছে না।

গবেষক : বর্তমান সময়ের চলচ্চিত্রের গানের বাস্তবতা, সমস্যা, সমস্যা থেকে উত্তরণ কিভাবে সম্ভব বলে মনে করেন?

Dhaka University Institutional Repository

আ.র : চলচ্চিত্র শিল্প ও ব্যবসা। এই দুটো বিষয় একটি অন্যটির পরিপূরক। চলচ্চিত্র নানান শিল্প ভাবনার সমন্বিত সৃজনশীল কর্ম। চলচ্চিত্র নির্মাতারা যতদিন না এভাবে মূল্যায়ন করবেন ততদিন চলচ্চিত্রের সমস্যা থেকেই যাবে। আমরা যারা চলচ্চিত্র নির্মাণের সাথে সংযুক্ত তাদেরকেও একইভাবে চিন্তা করতে হবে। যোগ্য ব্যক্তিদের একসাথে নিয়ে চলচ্চিত্র বানাতে হয়। তাদের সম্মানীর বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। আবার বিনিয়োগকৃত অর্থ ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য যথার্থ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। সময়ের সাথে সাথে চলচ্চিত্র ব্যবসার নতুন ব্যবসায়িক পথ বেছে নিয়ে চলতে হবে। প্রযোজক, পরিচালক, সংগীত পরিচালক, ক্যামেরাম্যান, অভিনেতা-অভিনেত্রী, শিল্পী, কলাকুশলি চলচ্চিত্র নির্মাণে সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বয়ের জন্য যাথযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। তা না হলে আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় না। চলচ্চিত্র অনুরাগী অর্থবান ব্যক্তিদের এগিয়ে আসতে হবে। দেশ-মাটি এবং আমাদের মানুষের বিনোদন সম্পর্কে ধারণা নিয়ে দর্শক শ্রোতাদের আগ্রহী করার জন্য সকল বিষয় নিশ্চিত করতে হবে। হলের পরিবেশ, দেশের স্বাভাবিক অবস্থা সব থেকে বেশী প্রয়োজন। যেহেতু চলচ্চিত্র সমন্বিত শিল্প তাই বহু ব্যক্তির জ্ঞান-গুণ-চিন্তা-চেতনা-শ্রম একসাথে করতে হয় নির্মাতা এবং পরিচালককে। আর এ মহামিলনের সমন্বিত শিল্পকর্মের ফসল চলচ্চিত্র আর সর্বশেষে তার সার্থকতা ও সাফল্য যেন দর্শক শ্রোতাদের ভাল লাগায় এই বিষয়টির প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

শেখ সাদী খান

সুরকার , সংগীত পরিচালক

১১.০২.২০১৪

গবেষক : বাংলা চলচ্চিত্রের গানের রূপ পরিবর্তন নিয়ে আপনার ভাবনা কি?

শে.সা.খা : জনৈক দার্শনিক বলেছিলেন , কোন দেশের সঠিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে হলে প্রথমে সেই দেশের সংগীতকে জানো। কথাটি তখন হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি। এখন বুঝি কেন একটি দেশের পরিস্থিতি জানতে হলে সে দেশের সংগীতকে জানতে হয়। কারণ একটি গণসংস্কৃতি গোষ্ঠীর প্রধান পরিচয় তার কাব্য, সাহিত্য, সংগীত। মূলত একটি জাতির মননের নির্যাস হলো কাব্য-সাহিত্য-সংগীত। যে জাতি যত বেশি সুশৃঙ্খল সে জাতির সংগীতও তত সুশৃঙ্খল ও সুমধুর। সে হিসেবে আমাদের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অস্থিরতার ছোঁয়ায় আমাদের সংগীতও অস্থির সময় পার করছে। সেই সাথে আছে

Dhaka University Institutional Repository

আকাশ সংস্কৃতির দৌরাত্ম্য। বিশ্বায়নের কারণে তথ্য ও সংস্কৃতির অবাধ মেলামেশার ফলস্বরূপ আমরা আমাদের নিজস্বতা ভুলতে বসেছি। এই নয় যে আমরা আমাদের দ্বার বন্ধ করে রাখব কিন্তু অন্ধ অনুকরণ আর স্বকীয়তাবোধের বিসর্জন দেয়াটাও কাম্য নয়। আমরা যখন গান শুরু করি তখন সকলের মধ্যেই একটি কমিটমেন্ট ছিল। সকলেরই কাজের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ছিল। যন্ত্রবাদক থেকে শুরু করে পরিচালক সবারই কাজের মধ্যে শিল্পবোধ, পরিমিতিবোধ কাজ করত। গানের সুর ছাপিয়ে যন্ত্রাধিক্যতা তখন একেবারেই ছিলনা। আর এখনতো গানের বাণী বুঝতে হলে অনেক ধ্যান করে গান শুনতে হয়। বাণী আর সুরের মেলবন্ধন এখন সুদূর অতীত। বাংলা চলচ্চিত্রে এখন অন্ধকার যুগ চলছে। শিল্পী, কলাকুশলী, সংগীতকার, মিউজিশিয়ান সব কিছুতেই এক ধরণের 'অভাব' পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিজ্ঞান দিয়েছে বেগ , কেড়ে নিয়েছে আবেগ এটি আমাদের চলচ্চিত্রের গানের ক্ষেত্রে অনেকাংশেই সত্য। প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে রেকর্ডিং পদ্ধতির উন্নয়ন ঘটলেও আমাদের চলচ্চিত্রের গানের প্রাণস্পন্দন আমাদের বাণিজ্যিকীকরণের এবং অদূরদর্শীতার কারণে নিথর হয়ে গিয়েছে। এ অযাচিত অবস্থা থেকে অবিলম্বেই উত্তরণের পথ খুঁজে নিতে হবে আমাদেরকেই এবং চলচ্চিত্র প্রযোজক ,পরিচালক , সংগীত পরিচালক , গীতিকার , সুরকার , কণ্ঠ শিল্পী , যন্ত্রী সকলের সম্মিলিত প্রয়াসেই এ অন্ধকার দূরীভূত হবে বলে আমার বিশ্বাস।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা চলচ্চিত্রের গানের তালিকা (১৯৩১-২০১০)

দেনা পাওনা (১৯৩১)

১. বাবা আপন ভোলা মোদের পাগলা ছেলে → শিল্পী: উমাশশী

চণ্ডীদাস (১৯৩২)
সংগীত পরিচালক: রাইচাঁদ বড়াল

১. সেই তো বাঁশি বাজিয়ে ছিল → সুরকার, শিল্পী: কৃষ্ণ চন্দ্র দে

২. ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না বধূ → সুরকার, শিল্পী: কৃষ্ণ চন্দ্র দে

৩. ফিরে চল আপন ঘরে → সুরকার, শিল্পী: কৃষ্ণ চন্দ্র দে

৪. শতেক বরষ পরে → গীতিকার: চণ্ডীদাস, সুরকার, শিল্পী: কৃষ্ণ চন্দ্র দে

নটীর পূজা (১৯৩২)
গীতিকার ও সুরকার : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১. বুদ্ধং শরনং গচ্ছামি (বৌদ্ধমন্ত্র সুরে গীত)
২. হে মহাজীবন, হে মহামরণ
৩. হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী

মীরাবাই (১৯৩৩)
গীতিকার : রাইচাঁদ বড়াল

১. প্রলুব্ধ আঁখি মম জীবন উদাস → চন্দ্রাবতী দেবী

২. নয়না লালচ আয়ে → চন্দ্রাবতী দেবী

৩. হমকো চাকর রাখো কি → চন্দ্রাবতী দেবী

৪. আঁখিতে রহগো নন্দ দুলাল → পাহাড়ি সান্যাল

৫. জয় জাগ্রত ভগবান → মলিনা দেবী

৬. মধু চন্দ্র তলে → ইন্দুবালা দেবী

৭. মধু যামিনী → ইন্দুবালা দেবী

মহুয়া (১৯৩৪)
সংগীত পরিচালক : বিষেন চাঁদ বড়াল

১. দোলে অন্তর দোলা → শিল্পী : মলিনা দেবী

২. মন যৌবন আজি জাগে → শিল্পী : ফুল্লনলিনী

ধ্রুব (১৯৩৪)
গীতিকার : কাজী নজরুল ইসলাম, গিরিশ চন্দ্র ঘোষ
সংগীত পরিচালক : কাজী নজরুল ইসলাম

১. জাগো, ব্যাথার ঠাকুর, ব্যাথার ঠাকুর → আঙ্গুরবালা

২. অবিরত বাদর বরষিছে ঝরঝর → আঙ্গুরবালা

৩. চমকে চপলা, মেঘে মগন গগন → আঙ্গুরবালা

৪. ধূলার ঠাকুর, ধূলার ঠাকুর → মাস্টার প্রবোধ

৫. হরি নামের সুধায় ক্ষুধা – তৃষ্ণা নিবারি → মাস্টার প্রবোধ

৬. আমি রাজার কুমার পথভোলা → মাস্টার প্রবোধ

Dhaka University Institutional Repository

৭. হে দু:খ হরণ ভক্তের মরণ → পারুলবালা

৮. শিশু নটবর নেচে নেচে যায় → পারুলবালা

৯. মধুর ছন্দে নাচে আনন্দে → কাজী নজরুল ইসলাম

১০. গানে বনে শ্রীহরি নামের → কাজী নজরুল ইসলাম

১১. দাও দেখা দাও দেখা → মাস্টার প্রবোধ

১২. ফুটিল মানস –মাধব – পুঞ্জে → কাজী নজরুল ইসলাম

১৩. হৃদি পদ্ম চরণ রাখো বাঁকা ঘনশ্যাম → কাজী নজরুল ইসলাম ও মাস্টার প্রবোধ

১৪. ফিরে আয় ওরে ফিরে আয় → আঙ্গুরবালা

১৫. নাচো বনমালী করতালি দিয়া → মাস্টার প্রবোধ

১৬. জয় পীতাম্বর শ্যাম সুন্দর → মাস্টার প্রবোধ ও আঙ্গুরবালা

১৭. কাঁদিসনে আর কাঁদিসনে মা → মাস্টার প্রবোধ

১৮. আয়রে আয় হরি বলে

ভাগ্যচক্র (১৯৩৫)

সংগীত পরিচালক : রাইচাঁদ বড়াল

১. ওরে পাথিক- তাকা পিছন পানে → শিল্পীঃ কৃষ্ণচন্দ্র দে

২. কেন পরান হল বাঁধন হারা → শিল্পী ঃ পাহাড়ী মান্যাল

৩. মোরা পুলক যাচি → শিল্পী ঃ উমাশশী, হরিমতি, সুপ্রভা সরকার

পাতাল পুরী (১৯৩৫)

গীতিকার : কাজী নজরুল ইসলাম, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

সংগীত পরিচালক : কাজী নজরুল ইসলাম

সুরকার : কাজী নজরুল ইসলাম

১. আঁধার ঘরের আলো
২. এলো খোঁপায় পরিয়ে দে
৩. ও শিকারী মারিস না তুই
৪. ধীরে চল চরণ টলমল
৫. তাল পুকুরে তুলছিল সে শালুক
৬. ফুল ফুটেছে কয়লা ফেলা
৭. দুখের সাথী গেলি চলে

দেবদাস (১৯৩৫)

সংগীত পরিচালক ঃ রাই চাঁদ বড়াল

১. কাহারে জড়াতে চায় এ দুটি বাহুলতা → কে. এল. সায়গল

২. গোলাপ হয়ে উঠুক ফুটে → কে.এল. সায়গল

সাঁঝের পিদিম (১৯৩৫)

গীতিকার : অজয় ভট্টাচার্য

১. ও রে সুজন নাইয়া → শচীন দেব বর্মণ (সুরকার, শিল্পী)

দিদি (১৯৩৭)

১. প্রেমের পূজায় এই তো লভিলি ফল → কে. এল. সায়গল

২. স্বপন দেখি প্রবাল দ্বীপে → কে. এল. সায়গল

Dhaka University Institutional Repository

৩. রাজার কুমার পক্ষীরাজ → কে. এল. সায়গল

মুক্তি (১৯৩৭)
সংগীত পরিচালক : পংকজ মল্লিক
গীতিকার : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সজনী কান্ত দাস, অজয় ভট্টাচার্য

১. দিনের শেষে ঘুমের দেশে → পংকজ মল্লিক (সুরকার, শিল্পী), গীতিকার: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২. আমি কান পেতে রই → পংকজ মল্লিক, (গীতিকার, সুরকার: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)
৩. আজ সবার রঙে রঙ মেশাতে হবে → কানন দেবী (গীতিকার,সুরকার: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)
৪. তার বিদায় বেলায় দেহ গো আনি → কানন দেবী (গীতিকার, সুরকার: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)
৫. তুমি ভুল করো না → পংকজ মল্লিক; গীতিকার: সজনীকান্ত দাস
৬. ওগো সুন্দর মনের গহনে → কানন দেবী; গীতিকার: সজনীকান্দ দাস
৭. কোন লগনে জনম আমার → পংকজ মল্লিক ও মেনকা দেবী (গীতিকার: অজয় ভট্টাচার্য)

রাঙা বউ (১৯৩৭)
শিল্পী: ছায়া দেবী,
সংগীত পরিচালক : কৃষ্ণচন্দ্র দে

১. আমার সকল দুঃখের প্রদীপ (গীতিকার, সুরকার: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

গ্রহের ফের (১৯৩৭)
গীতিকার : অজয় ভট্টাচার্য
সুর ও সংগীত পরিচালনা : কাজী নজরুল ইসলাম

১. গোধুলী বেলায় প্রদীপ ভাসানু
২. তবু মনে হয় ভোলেনি আমায়
৩. সহসা পরানে কে বাজাল বাঁশী
৪. মোরা ডাক্তার সবে মিলে গাহি ছুরি কাঁচির জয়
৫. একটি মধুর রাতি
৬. বিদ্যাপতির পদ

রাজগী (১৯৩৭)
গীতিকার : অজয় ভট্টাচার্য

১. ওরে বন্ধুরে মনের কথা কইবার আগে (শিল্পী, সুরকার: শচীন দেববর্মন)

সাথী (১৯৩৮)
গীতিকার : অজয় ভট্টাচার্য
সংগীত পরিচালক : রাইচাঁদ বড়াল

১. বাবুল মোরা নৈহার ছুটহি যায় → কে এল সায়গল
২. ওরে বাবুল আমর ঘর বুঝি আজিকে ছুটে যায় → কানন দেবী
৩. এ গান তোমার শেষ করে দাও → কে.এল. সায়গল
৪. সোনার হরিণ আয়রে আয় → কানন দেবী
৫. তোমারে হারাতে পারি না যে প্রিয় → কানন দেবী
৬. রাখাল রাজারে → কানন দেবী

অভিজ্ঞান (১৯৩৮)
গীতিকার : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অজয় ভট্টাচার্য
সংগীত পরিচালক : রাইচাঁদ বড়াল

১. ওরে সাবধানী পথিক → পংকজ মল্লিক

Dhaka University Institutional Repository

২. দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় → পংকজ মল্লিক

চোখের বালি (১৯৩৮)

গীতিকার, সুরকার : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সংগীত পরিচালক : অনাদিকুমার দস্তিদার
কণ্ঠ: সুপ্রভা বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দিরা রায়

১. বাজিল কাহার বীণা
২. ওলো সই ওলো সই
৩. চিনিলে না আমারে কি
৪. আমি তারেই খুঁজে বেড়াই
৫. আমার যে দিন ভেসে গেছে
৬. তবু মনে রেখো
৭. আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে
৮. আমার মন যখন জাগল না রে

গোরা (১৯৩৮)

গীতিকার : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সুরকার : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম
সংগীত পরিচালক : কাজী নজরুল ইসলাম

১. প্রতিদিন হায়, এসে ফিরে যায় → ললিতা দাসগুপ্ত (গীতিকার ও সুরকার : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)
২. ওহে সুন্দর মন গৃহে (গীতিকার, সুরকার: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)
৩. রোদন ভরা এ বসন্ত (গীতিকার, সুরকার – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)
৪. ২টি গীতা/পুরানের শ্লোক
৫. সুজলা, সুফলা, শস্য শ্যামলা → রচনা: বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৬. ঊষা এলো চুপি চুপি → ভক্তিময় দাস (শিল্পী) (গীতিকার, সুরকার: কাজী নজরুল ইসলাম)

বিদ্যাপতি (১৯৩৮)

সংগীত পরিচালক ঃ রাইচাঁদ বড়াল

১. যেতে নাহি দিব → কানন দেবী
২. সজল নয়ন কার পিয়া → কানন দেবী
৩. অঙ্গনে আও যবে রসিয়া → কানন দেবী
৪. সখী কে বলে পিরীতি ভাল → কানন দেবী
৫. রাই বিনোদনী দোলে → কানন দেবী
৬. আমার বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে → কৃষ্ণচন্দ্র দে

দেশের মাটি (১৯৩৮)

১. বাঁধিনু মিছে ঘর → কে এল সায়গল (গীতিকার: অজয় ভট্টাচার্য, সুরকার: পঙ্কজ কুমার মল্লিক)
২. ছায়াঘেরা ওই পল্লী ডাকিছে → কে এল সায়গল (গীতিকার: অজয় ভট্টাচার্য, সুরকার: পঙ্কজ কুমার মল্লিক)
৩. শেষ হল তোর অভিযান → মৃণাল ঘোষ, (গীতিকার: অজয় ভট্টাচার্য, সুরকার: পঙ্কজ কুমার মল্লিক)

রজত জয়ন্তী (১৯৩৯)

১. তুমি কি দখিনা হাওয়া → অলকা দেবী (গীতিকার: কাজী নজরুল ইসলাম)

অধিকার (১৯৩৯)

সংগীত পরিচালক : তিমির বরণ গীতিকার : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অজয় ভট্টাচার্য

১. মরণের মুখে রেখে → পংকজ মল্লিক(গীতিকার, সুরকার: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

Dhaka University Institutional Repository

২. এমন দিনে তারে বলা যায় → পংকজ মল্লিক (গীতিকার, সুরকারঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

জীবন মরণ (১৯৩৯)

সংগীত পরিচালক : পংকজ মল্লিক

গীতিকার : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অজয় ভট্টাচার্য, চণ্ডীদাস

১. আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলাম গান → কে. এল. সায়গল (গীতিকার, সুরকারঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

২. তোমার বীণায় গান ছিল → কে. এল. সায়গল (গীতিকার, সুরকারঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৩. এই পেয়েছি অনল জ্বালা → কে. এল. সায়গল (গীতিকার, সুরকারঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৪. শুনি ডাকে মোরে ডাকে → কে. এল. সায়গল (গীতিকার, সুরকারঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৫. পাখি আজ কোন কথা কয় → কে. এল. সায়গল

৬. কভু যে আমায় কভু নিরাশায় → কে. এল. সায়গল,সুপ্রভা সরকার

পরশমনি (১৯৩৯)

সুরকার : হিমাংশু দত্ত

গীতিকারঃ শৈলেন রায়

শিল্পী : শৈল দেবী, রানী বালা

১. রাতের ময়ূর ছড়ালো যে পাখা

২. কাঁটা রহে কুসুম ঝরিয়া যায়

রিক্তা (১৯৩৯)

সংগীত পরিচালক : ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়

গীতিকার : প্রেমেন্দ্র মিত্র

সুরকার : ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়

১. একটু সরে বসতে পারো → সুপ্রভা সরকার

সাপুড়ে (১৯৩৯)

গীতিকার : অজয় ভট্টাচার্য, কাজী নজরুল ইসলাম

সংগীত পরিচালনা : কাজী নজরুল ইসলাম, রাইচাঁদ বড়াল

১. হলুদ গাঁদার ফুল, রাঙা পলাশ ফুল → সমবেত কণ্ঠ (গীতিকার, সুরকারঃ কাজী নজরুল ইসলাম)

২. আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায় → কানন দেবী (গীতিকার, সুরকারঃ কাজী নজরুল ইসলাম)

৩. কথা কইবে না বউ, বউ মান করেছে → কানন দেবী (গীতিকার, সুরকারঃ কাজী নজরুল ইসলাম)

৪. কলার মান্দাস কানিয়ে দাও গো → সমবেত কণ্ঠ (গীতিকার, সুরকারঃ কাজী নজরুল ইসলাম)

৫. পিছল পথে কুড়িয়ে পেলাম → কানন দেবী (গীতিকার, সুরকারঃ কাজী নজরুল ইসলাম)

৬. দেখিলো তোর হাত দেখি → কৃষ্ণচন্দ্র দে (গীতিকার, সুরকারঃ কাজী নজরুল ইসলাম)

৭. ফুটফুটে ঐ চাঁদ হাসেরে → কানন দেবী ও পাহাড়ী সান্যাল (গীতিকার, সুরকারঃ কাজী নজরুল ইসলাম)

৮. আমার এই পাত্রখানি → গীতিকারঃ অজয় ভট্টচার্য, সুরকারঃ রাইচাঁদ বড়াল

রাজনর্তকী (১৯৪০)

১. রাধেশ্যাম যেথা করে খেলা → সুপ্রভা সরকার (সুরকারঃ তিমির বরণ)

২. দুয়ারখানি খুলল না রে → মৃণাল ঘোষ (সুরকারঃ তিমির বরণ)

অভিনেত্রী (১৯৪০)

১. প্রিয় তোমার তুলনা নাই → কানন দেবী

২. যে কাঁদনে হায় কেঁদেছিল রাধা → কানন দেবী

Dhaka University Institutional Repository

নিমাই সন্ন্যাস (১৯৪০)
গীতিকার : অজয় ভট্টাচার্য

১. পন্থা দেখালো ঝঞ্ঝা বাজালো বাঁশী → হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

পরাজয় (১৯৪০)
গীতিকার : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অজয় ভট্টাচার্য
সংগীত পরিচালক : রাইচাঁদ বড়াল

১. বজ্রে তোমার বাজে বাঁশী → কানন দেবী (গীতিকার ও সুরকার: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

২. প্রাণ চায় চক্ষু না চায় → কানন দেবী (গীতিকার ও সুরকার: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

পরাজয় (১৯৪০)
সংগীত পরিচালক : রাইচাঁদ বড়াল

১. সে নিল বিদায় → কানন দেবী

২. বারে বারে পেয়েছি যে তারে → কানন দেবী

আলোছায়া (১৯৪০)
গীতিকার : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অজয় ভট্টাচার্য
সংগীত পরিচালক : কৃষ্ণ চন্দ্র দে

১. ভুবনতো আজ হলো কাঙাল

এপার ওপার (১৯৪০)
সংগীত পরিচালক ঃ বিনোদ গঙ্গোপাধ্যায়

১. বিদেশীরে উদাসী রে → কণ্ঠ ও সুরকার ঃ শচীন দেব বর্মন

শাপমুক্তি (১৯৪০)
সংগীত পরিচালক : অনুপম ঘটক
গীতিকার : অজয় ভট্টাচার্য, মোহন রায়

১. বনে নয় মনে রঙের আগুন → রবীন মজুমদার

২. বাংলার বঁধূ বুকে তার মধু → রবীন মজুমদার

৩. তোমার গোপন কথা স্বপন মুখর → রবীন মজুমদার

৪. এক চাঁদ আজি শত চাঁদ কেন হল → আন্না সেন

৫. শুক কহে সারি → আন্না সেন

৬. যে পথে যাবে চলি → আন্না সেন

৭. নয়নের ধারা মুছে যায় → আন্না সেন

ডাক্তার (১৯৪০)
গীতিকার : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অজয় ভট্টাচার্য
সংগীত পরিচালক : পংকজ মল্লিক

১. কী পাইনি তারি হিসাব মিলাতে → পংকজ মল্লিক (গীতিকার, সুরকার: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

২. চৈত্রদিনের ঝরাপাতার পথে → পংকজ মল্লিক (গীতিকার: অজয় ভট্টাচার্য)

৩. ওরে চঞ্চল → পংকজ মল্লিক (গীতিকার: অজয় ভট্টাচার্য)

অবতার (১৯৪১)

১. তুমি প্রেম তীর্থে → জগন্ময় মিত্র (গীতিকার: শৈলেন রায়, সুরকার: হিমাংশু দত্ত)

২. জীবন তারা হারিয়ে → জগন্ময় মিত্র (গীতিকার: শৈলেন রায়, সুরকার: হিমাংশু দত্ত)

Dhaka University Institutional Repository

৩. লুকিয়ে আছিস কোন গহনে → জগন্ময় মিত্র (গীতিকারঃ শৈলেন রায়, সুরকারঃ হিমাংশু দত্ত)

ব্রাহ্মণকন্যা(১৯৪১)

১. সাত মহলা স্বপনপুরী→ জগন্ময় মিত্র (গীতিকারঃ প্রণব রায়, সুরকারঃ দুর্গা সেন)

২. হারিয়ে গেছে গো→ জগন্ময় মিত্র (গীতিকারঃ প্রণব রায়, সুরকারঃ দুর্গা সেন)

৩. আঁকা বাঁকা পথ বুঝি → জগন্ময় মিত্র (গীতিকারঃ প্রণব রায়, সুরকারঃ দুর্গা সেন)

৪. নয়ন জলে গভীর গাঙ্গে → জগন্ময় মিত্র (গীতিকারঃ প্রণব রায়, সুরকারঃ দুর্গা সেন)

পরিচয় (১৯৪১)

গীতিকার : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রণব রায়
সংগীত পরিচালক : রাইচাঁদ বড়াল

১. একটুকু ছোঁয়া লাগে → সায়গল (গীতিকার, সুরকারঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

২. এ দিন আজি কোন ঘরো গো → সায়গল (গীতিকার, সুরকারঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৩. আমার রাত পোহালো → সায়গল (গীতিকার, সুরকারঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৪. আজ খেলা ভাঙ্গার খেলা → সায়গল (গীতিকার, সুরকারঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৫. সেই ভালো সেই ভালো → কানন দেবী (গীতিকার, সুরকারঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৬. তোমার সুরের ধারা → কানন দেবী (গীতিকার, সুরকারঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৭. আমার বেলা যে যায় → কানন দেবী (গীতিকার, সুরকারঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৮. আমার হৃদয় তোমার আপন হাতের দোলে → কানন দেবী (গীতিকার, সুরকারঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৯. যখন রব না আমি → কে এল সায়গল(গীতিকারঃ প্রণব রায়)

প্রতিশোধ (১৯৪১)

সংগীত পরিচালক : শচীন দেববর্মন
গীতিকার : প্রেমেন্দ্র মিত্র

১. কি মায়া লাগল চোখে → দ্বিজেন চৌধুরী

প্রতিশ্রুতি (১৯৪১)

১. রাজার মেয়ে কাহার লাগি গাঁথিছ মালা → শিল্পীঃ অসিত বরণ, গীতিকারঃ অজয় ভট্টাচার্য, সুরকারঃ রাইচাঁদ বড়াল

নন্দিনী (১৯৪১)

সংগীত পরিচালনা : হিমাংশু দত্ত সুরসাগর
গীতিকার : কাজী নজরুল ইসলাম, প্রণব রায়, সুবল দত্ত

১. চোখ গেল, চোখ গেল, কেন ডাকিস রে → শচীন দেব বর্মণ(গীতিকার, সুরকারঃ কাজী নজরুল ইসলাম)

২. চৈতি রাতের চাঁদ →সুরকার : হিমাংশু দত্ত,

৩. বনফুল সই → সুরকারঃ হিমাংশু দত্ত

শেষ উত্তর (১৯৪২)

সুরকারঃ কমল দাশগুপ্ত, গীতিকারঃ শৈলেন রায়

১. যদি আপনার মনের মাধুরী মিশায়ে → কানন দেবী

২. চলে তুফান মেল → কানন দেবী

৩. আমি বনফুল গো → কানন দেবী

Dhaka University Institutional Repository

৪. লাগুক দোলা → কানন দেবী

চৌরঙ্গী (১৯৪২)
সংগীত পরিচালক : কাজী নজরুল ইসলাম
গীতিকার :কাজী নজরুল ইসলাম, নবেন্দু সুন্দর

১. চৌরঙ্গী চৌরঙ্গী চৌরঙ্গী চৌরঙ্গী/চারদিকে রং ছড়িয়ে বেড়ায় রঙ্গীলা কুরঙ্গী → গীতিকার, সুরকারঃ কাজী নজরুল ইসলাম

২. রুম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্/রুম্ ঝুম্ ঝুম্ → গীতিকার, সুরকারঃ কাজী নজরুল ইসলাম

৩. সারাদিন পিটি কার দালানের ছাত গো → গীতিকার, সুরকারঃ কাজী নজরুল ইসলাম

৪. প্রেম আর ফুলের জাতি কুল নাই → গীতিকার, সুরকারঃ কাজী নজরুল ইসলাম

৫. জহরত পান্না হীরার বৃষ্টি → গীতিকার, সুরকারঃ কাজী নজরুল ইসলাম

৬. ঘুম পাড়ানী মাসি পিসি ঘুম দিয়ে যেয়ো → গীতিকার, সুরকারঃ কাজী নজরুল ইসলাম

৭. ঘর ছাড়া ছেলে আকাশের চাঁদ আয় রে → গীতিকার, সুরকারঃ কাজী নজরুল ইসলাম

৮. ওরে বৈশাখী ঝড় লয়ে যাও → গীতিকার, সুরকারঃ কাজী নজরুল ইসলাম

৯. আরতি প্রদীপ জ্বালি আঁখির তারায় → গীতিকারঃ নবেন্দু সুন্দর, সুরকারঃ দুর্গা সেন

ভক্ত কবীর (১৯৪২)

১. রাম রাম মুখ বোল → জগন্ময় মিত্র (সুরকারঃ হিমাংশু দত্ত)

জীবন সঙ্গিনী (১৯৪২)
সংগীত পরিচালক : হিমাংশু দত্ত

১. নদীর দুটি তীরে → জগন্ময় মিত্র (গীতিকারঃ প্রণব রায়, সুরকারঃ কমল দাশগুপ্ত)

২. মিলন রাগে গানটি এবার → জগন্ময় মিত্র (গীতিকারঃ প্রণব রায়, সুরকারঃ কমল দাশগুপ্ত)

৩. ওগো পূজারিনী → শৈল দেবী (সুরকারঃ হিমাংশু দত্ত)

গরমিল (১৯৪২)

১. মোর অনেক দিনের আশা → গীতিকারঃ প্রণব রায়, সুরকারঃ কমল দাশগুপ্ত, শিল্পীঃ রবীন মজুমদার

২. এই কি গো শেষ দান → গীতিকারঃ প্রণব রায়, সুরকারঃ কমল দাশগুপ্ত, শিল্পীঃ রবীন মজুমদার

সমাধান (১৯৪৩)
গীতিকার : প্রেমেন্দ্র মিত্র
সংগীত পরিচালক : রবীন চট্টোপাধ্যায়

১. দেখা হল কোন লগনে → রবীন মজুমদার

২. বালুকাবেলায় মিছে → রবীন মজুমদার

জজ সাহেবের নাতনি (১৯৪৩)

১. বড় নষ্টামি দুষ্টামি করে চাঁদ রে → সুরকারঃ শচীন দেব বর্মন

দম্পতি (১৯৪৩)

১. স্বপ্ন দিয়ে একখানি ঘর বাঁধা → জগন্ময় মিত্র

২. নীল পরী স্বপ্নে → রবীন মজুমদার

৩. চাঁদ হাসে মোর গগনে → রবীন মজুমদার

যোগাযোগ (১৯৪৩)
গীতিকার : প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলেন রায়

Dhaka University Institutional Repository

সুরকারঃ কমল দাশগুপ্ত

১. হারা মরুনদী → কানন দেবী

২. নাবিক আমার → রবীন মজুমদার

৩. এই জীবনের যত মধুর ব্যথা → রবীন মজুমদার

৪. যদি ভালো না লাগেতো দিও না মন → কানন দেবী

দিকশূল (১৯৪৩)
সংগীত পরিচালক : পঙ্কজ কুমার মল্লিক
গীতিকার :কাজী নজরুল ইসলাম, প্রণব রায়, ভোলানাথ মিশ্র

১. হে নয়ন আনন্দ ক্ষণিক দাঁড়াও → গীতিকারঃ ভোলানাথ মিশ্র

২. আমার এই অশ্রুবীণার তারে → গীতিকার : ভোলনাথ মিশ্র

৩. দোলে দোলে দোলে সুন্দর হে → গীতিকারঃ প্রণব রায়

৪. ফুরাবে না এই মালা গাঁথা মোর → গীতিকার : কাজী নজরুল ইসলাম, সুরকারঃ পঙ্কজ কুমার মল্লিক, শিল্পীঃ অঞ্জলি রায়

৫. ঝুমকো লতার জোনাকী → গীতিকারঃ কাজী নজরুল ইসলাম, সুরকারঃ পঙ্কজ মল্লিক, শিল্পীঃ রাধা রানী

আলেয়া (১৯৪৩)

১. স্বপ্নে আমায় কে পরাল মালা → গীতিকার : প্রণব রায়, সুরকারঃ কমল দাশগুপ্ত, শিল্পীঃ জগন্ময় মিত্র

২. আমার গানে তোমার হৃদয় → গীতিকার : প্রণব রায়, সুরকারঃ কমল দাশগুপ্ত, শিল্পীঃ জগন্ময় মিত্র

৩. মাটির এ খেলাঘরে কউ হাসে কেউ কাঁদে → ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, গীতিকারঃ প্রণব রায়

শহর থেকে দূরে (১৯৪৩)
গীতিকার : কাজী নজরুল ইসলাম, শৈলেন রায়
সংগীত পরিচালক : সুবল দাসগুপ্ত

১. শ্যাম রাখি না কূল রাখি → কালো আঙ্গুর, জগধর পাইন

২. কে বিদেশী বন উদাসী (আংশিক) → গীতিকার, সুরকারঃ কাজী নজরুল ইসলাম

৩. ও পরদেশী কোকিলা → গীতিকারঃ শৈলেন রায়, সুরকারঃ সুবল দাসগুপ্ত, শিল্পীঃ জগন্ময় মিত্র

৪. রাধে ভুল করে তুই চিনলি নারে → সুরকারঃ সুবল দাসগুপ্ত, শিল্পীঃ ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য

বিদেশিনী (১৯৪৪)

১. বলতে কি চাই, চেয়ে রই শুধু → কানন দেবী, সুরকারঃ কমল দাশগুপ্ত

নন্দিতা (১৯৪৪)

১. মালাখানি চাই না → রবীন মজুমদার

চাঁদের কলঙ্ক (১৯৪৪)

১. কলঙ্ক চাঁদ সে যে → গীতিকারঃ শৈলেন রায়, সুরকারঃ সুবল দাসগুপ্ত, শিল্পীঃ জগন্ময় মিত্র

২. চিররাত্রির যাত্রীরা চল → গীতিকারঃ শৈলেন রায়, সুরকারঃ সুবল দাসগুপ্ত, শিল্পীঃ জগন্ময় মিত্র

উদয়ের পথে (১৯৪৪)
সংগীত পরিচালক : রাইচাঁদ বড়াল

১. ওই মালতীলতা দোলে → বিনতা বসু (গীতিকার, সুরকারঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

২. চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙ্গেছে → বিনতা বসু (গীতিকার, সুরকারঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

Dhaka University Institutional Repository

৩. তোমার বাঁধন খুলতে লাগে বেদন কি যে → গীতিকার: রাইচাঁদ বড়াল

বঞ্চিতা (১৯৪৫)

১. গাঁয়ের মাটি ডাকে → জগন্ময় মিত্র (সুরকার: সুবল দাসগুপ্ত)

শ্রী দুর্গা (১৯৪৫)

১. জাগো জাগো দেবতা → জগন্ময় মিত্র (সুরকার: সুবল দাসগুপ্ত)

২. জয় রঘুপতি শ্রীরাম চন্দ্র → জগন্ময় মিত্র (সুরকার: সুবল দাসগুপ্ত)

অভিনয় নয় (১৯৪৫)
সংগীত পরিচালনা : গিরীন চক্রবর্তী
গীতিকার : কাজী নজরুল ইসরাম, মোহিনী চৌধুরী, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

১. ও শাপলা ফুল নেবো না → গীতিকার: কাজী নজরুল ইসলাম, শিল্পী: গিরীন চক্রবর্তী, শেফালী ঘোষ

২. এস এস এস এস রাতের অতিথি → গীতিকার: শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

৩. চোখে চোখে রাখি হায় রে → গীতিকার: মোহিনী চৌধুরী

৪. খাঁচার পাখি কবে মেলবে আঁখি → গীতিকার: মোহিনী চৌধুরী

৫. ভোল ভোল ব্যথা ভোল → গীতিকার: মোহিনী চৌধুরী

৬. অভিনয় নয় গো অভিনয় নয় → গীতিকার: মোহিনী চৌধুরী

৭. দিন দুনিয়ার মালিক → গীতিকার: মোহিনী চৌধুরী

মানে না মানা (১৯৪৫)

১. জয় হবে জয় হবে → মোহিনী চৌধুরী, সুরকার: শৈলেন দত্ত, শিল্পী: জগন্ময় মিত্র

২. ও তুই ডাকিস মিছে → মোহিনী চৌধুরী, সুরকার: শৈলেন দত্ত, শিল্পী: জগন্ময় মিত্র

সাত নম্বর বাড়ি (১৯৪৬)
সুরকার : রবীন চট্টোপাধ্যায়
গীতিকার : প্রণব রায়

১. ফেলে আসা দিনগুলি → হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

২. কথা নয় আজি রাতে → তালাত মাহমুদ

সংগ্রাম (১৯৪৬)

১. এক সূত্রে বাঁধিয়াছি → গীতিকার, সুরকার: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিরাজ বৌ (১৯৪৬)

১. দে জল দে জল → সুরকার: রাইচাঁদ বড়াল, শিল্পী: জগন্ময় মিত্র

নৌকাডুবি (১৯৪৭)
সংগীত পরিচালনা : অনিল বিশ্বাস
রবীন্দ্র সংগীত পরিচালনা: অনাদি কুমার দস্তিদার

১. ওগো দখিন হাওয়া → গীতিকার, সুরকার: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিল্পী: পারুল বিশ্বাস

জয়যাত্রা (১৯৪৭)

১. হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার → গীতিকার: প্রণব রায়, সুরকার: কমল দাশগুপ্ত, শিল্পী: জগন্ময় মিত্র

চন্দ্রশেখর (১৯৪৭)
সুরকার : কমল দাশগুপ্ত
গীতিকার : সুবোধ পুরকায়স্থ

১. অনাদিকালের স্রোতে ভাসা, মোরা দুটি প্রাণ → অশোককুমার, কানন দেবী

Dhaka University Institutional Repository

২. তোমারে সুরভিসম দূর হতে পাব বলে → অশোক কুমার, কানন দেবী

সীতা

সংগীত পরিচালক : বিষেন চাঁদ বড়াল

১. ধরার মেয়ে → শিল্পী: প্রফুল্লবালা, সুরকার: নৃপেণ মজুমদার

২. অন্ধকারের অন্তরের → শিল্পী: মানিকমালা

অনির্বাণ

১. তোমায় সাজাব যতনে → কানন দেবী (গীতিকার, সুরকার: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

২. সেদিন দুজনে দুলোছিলু বনে → কানন দেবী (গীতিকার, সুরকার: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

বাঁকা লেখা

১. নীল পাহাড়ের ওধারে → কানন দেবী

২. শুধাই আমার, ভাগ্যরাতের তারারে → কানন দেবী

অনন্যা

১. এই লভিনু সঙ্গ তব → কানন দেবী (গীতিকার, সুরকার: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

স্বপ্ন ও সাধনা

১. গানের সুরে জ্বালব তারপর দ্বীপগুলি → সুপ্রভা সরকার

স্বয়ংসিদ্ধ

১. হে অজানা → সুপ্রভা সরকার

২. তু শক্তি দে মাতা → সুপ্রভা সরকার

৩. জাগে সত্য সুন্দর জাগো শিব আজি → সুপ্রভা সরকার

রুক্মিনী

১. আমার পূজার ফুল মালা হতে চায় → সুরকার: হিমাংশু দত্ত

২. আমি বনের পাখি হতাম যদি → সুরকার: হিমাংশু দত্ত

স্বামী স্ত্রী

১. আপনার মনে ভাসায়ে গানের ভেলা → সুরকার: হিমাংশু দত্ত

২. মনের হরিণ ঘুমিয়েছিল → সুরকার: হিমাংশু দত্ত

পথ ভুলে

১. ওগো সুন্দর স্মরণীয় → সুরকার: হিমাংশু দত্ত

২. নয় ওতো নয় ওরে স্বপন ছায় → সুরকার: হিমাংশু দত্ত

অভিসার

১. কথা নয় → ইন্দ্রানী রায়, সুরকার: হিমাংশু দত্ত

২. মোর আশার মুকুল → ইন্দ্রানী রায়, সুরকার: হিমাংশু দত্ত

জননী

১. নবঘন সুন্দর শ্যাম → ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, সুরকার: হিমাংশু দত্ত

পাপের পথে

১. আশা পাখি মোর তব নীড় খোঁজে হায় → সুরকার: হিমাংশু দত্ত

২. তারে বাঁধিবি কেমন করে → সুরকার: হিমাংশু দত্ত

Dhaka University Institutional Repository

অতিথি
সংগীত পরিচালক : তিমির বরণ

১. কে তুমি বসে নদীতীরে একেলা → গীতিকার, সুরকার: আবুল প্রসাদ সেন

এখানে পিঞ্জর
সংগীত পরিচালক: তিমির বরণ

১. একা মোর গানের তরী → গীতিকার, সুরকার: অতুল প্রসাদ সেন

কাশীনাথ
সংগীত পরিচালক ঃ পঙ্কজ কুমার মল্লিক

১. তুমি ডেকেছো মোরে জানি গো → অসিত বরণ

২. ও বনের পাখি → অসিত বরণ

নিরুদ্দেশ

১. এ কি আনন্দ রে → অসিত বরণ

নিস্কৃতি

১. চায়ের পেয়ালা যদি সাগর হত → অসিতবরণ

১. জনম মরণ পা ফেলা তোর → ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য

ছদ্মবেশী
সংগীত পরিচালক : শচীন দেব বর্মন

১. বন্দর ছাড়ো যাত্রীরা সবে → শচীন দেব বর্মন

মাটির ঘর
সংগীত পরিচালক : শচীন দেব বর্মন

১. শ্যামরূপ ধরিয়া এসেছে মরণ → শচীন দেব বর্মন

২. কি নামে ডাকিব তারে → রবীন মজুমদার

মুখ ও মুখোশ (১৯৫৬)
গীতিকার : আব্দুল গফুর সমাদ্দার
সুরকার : সমর দাস

১. আমি ভীন গেরামের নাইয়া → আব্দুল আলীম

২. মনের বনে দোলা লাগে → মাহবুবা হাসনাত

আকাশ আর মাটি (১৯৫৯)
সুরকার : সুবল দাস
শিল্পী : ফেরদৌসী বেগম, কলিম শরাফী

১. সুদূর ওগো, পথিক তোমার/কোথায় আনগোনা
২. এই পৃথিবীতে তবে কি আমার/নাই ওগো কোন ঠাঁই
৩. আমার মনের মানসী গান গাইবে
৪. সাহেব যত দিলওয়ালা/জুতো তাদের সব ময়লা

মাটির পাহাড় (১৯৫৯)
সুরকার : সমর দাস

১. ওগো মায়াবী রাতের চাঁদ – লায়লা আর্জুমান্দ বানু (কথা : আবু হেনা মোস্তফা কামাল)
২. যদি ঝড়ে ভাঙে হাল – সোহরাব হোসেন (কথা : আবু হেনা মোস্তফা কামাল)
৩. জীবনের তটে যত ঢেউ – লায়লা আর্জুমান্দ বানু (কথা : আবু হেনা মোস্তফা কামাল)
৪. আমার আকাশে প্রেম – লায়লা আর্জুমান্দ বানু (কথা : শামসুর রাহমান)

এদেশ তোমার আমার (১৯৫৯)

Dhaka University Institutional Repository

১. কে কাঁদিস এই দুর্দিনে খেলা ঘরে অবুঝের মত ওরে
২. নয়নে লাগলে যে রঙ/আহা তা কেউ জানে না
৩. সেই তো আমার পাগল করা সূর্য কাটা আলো

আসিয়া (১৯৬০)

১. বিধি বইসা বুঝি নিরলে – ফেরদৌসী রহমান (কথাঃ মোবারক, সুরঃ আব্দুল আহাদ)
২. দ্যায়ায় করছে মেঘ মেঘালি – মোস্তফা জামান আব্বাসী, ফেরদৌসী রহমান (কথাঃ সংগ্রহ , আব্দুল করিম সুরঃ আব্বাস উদ্দীন)
৩. আমার গলার হার – ফেরদৌসী রহমান (কথা ও সুর : রাধারমণ দত্ত)
৪. ও মোর কালারে কালা
৫. ধান বানি আমি নারী
৬. পাগলা পীরের দরগায়

রাজধানীর বুকে (১৯৬০)

১. এই রাজধানীর বুকে/কত জীবনের আশা ভেঙ্গে যায়
২. এই সুন্দর পৃথিবীতে আমি এসেছিনু কিছু নিতে → ফেরদৌসী রহমান
৩. এই রাত বলে ওগো তুমি আমার
৪. তোমারে লেগেছে এত যে ভাল/চাঁদ বুঝি তা জানে → তালাত মাহমুদ

যে নদী মরুপথে (১৯৬১)

১. আইলোরে আইলোরে সর্বনাশী ঢল।

হারানো দিন (১৯৬১)

গীতিকার : আজিজুর রহমান

সুরকার : রবিন ঘোষ

১. আমি রূপ নগরের রাজকন্যা – ফেরদৌসী রহমান
২. অভিমান কোরো না – আঞ্জুমান আরা, নাজমুল হুদা
৩. বুঝি না মন যে দুলে – ফেরদৌসী রহমান

আলোর পিপাসা (১৯৬১)

১. তোমার ঐ ডাগর চোখের সাগরে আমার/এই মনের খেয়া পায়না খুঁজে থৈ
২. ও কি বন্ধু চাঁদ বদনীরে আমার কথা শোন

তোমার আমার (১৯৬১)

১. সোনা ঝরায় আকাশ আর সোনা ফলায় মাটি
২. মুখের হাসি নয়গো শুধু (আসাফউদ্দৌলা)
৩. মনে হল যেন এই নিশি লগনে (ফেরদৌসী রহমান)
৪. পরদেশী গো পায়েলিয়া/মনের ভাষা জানে না
৫. ঝরা বকুলের সাথী আমি সাথী হারা

সোনার কাজল (১৯৬২)

গীতিকার ও সুরকার : খান আতাউর রহমান

১. আকাশ বলেছে চাঁদ উঠবে – মাহবুবা রহমান
২. আমার না বলা কথা – মাহবুবা রহমান
৩. আজকে আমার হৃদয় জুড়ে – মাহবুবা রহমান
৪. জামতারার বাজারে – মাহবুবা রহমান , কলিম শরাফী

জোয়ার এলো (১৯৬২)

১. মনে যে লাগে এত রং – ফেরদৌসী রহমান,সুর : ধীর আলী মনসুর
২. বলতো পাখিরা – আঞ্জুমান আরা,সুর : ধীর আলী মনসুর
৩. মশাল জ্বলে – আব্দুল আলীম
৪. সোনার বরণ লখাইরে – ফেরদৌসী রহমান
৫. নিশি জাগা চাঁদ – ফেরদৌসী রহমান
৬. তেরী ইস নদীয়া – আব্দুল আলীম

Dhaka University Institutional Repository

৭. কত না কথা – সাবিনা ইয়াসমীন (কথাঃ জহির রায়হান ,সুর : সুবল দাশ)

নতুন সুর (১৯৬২)

গীতিকার : কে জি মোস্তফা

সুরকার : রবীন ঘোষ

১. তারা ভরা এই রাত – ফেরদৌসী রহমান

২. পয়সা ছাড়া দুনিয়ায় মজা – নাজমুল হুদা ,সৈয়দ আব্দুল হাদী,কাজী আনোয়ার, ইকবাল আহমেদ

৩. কে স্মরণের প্রান্তরে – আঞ্জুমান আরা

৪. Cat মানে বিড়াল – ফেরদৌসী রহমান , শাহীন, নিলু, কবিতা, রোখসানা, লতা, শাহনাজ রহমতুল্লাহ্

৫. কৃষ্ণচূড়া রূপের আগুন – ফেরদৌসী রহমান

৬. তুমি আছ কাছে – ফেরদৌসী রহমান , আব্দুল জব্বার

সূর্যস্নান(১৯৬২)

সুরকার ও সংগীত পরিচালক: খান আতাউর রহমান

১. সাওয়ারিয়া রে - ফেরদৌসী বেগম

২. ঝুমঝুমকে কোয়েল বলে - ফেরদৌসী বেগম

৩. এই সোনালী ভোরে - মাহবুবা রহমান

৪. সাধের সোহাগ ঝরে নিঝুম আঁখি পাতে - মাহবুবা রহমান

৫. পথে পথে ঝরাইয়া দিলাম - কলিম শরাফী

৬. জন কাকলী কল্পনা শুধু বিজন বনানী ঘিরে - মাহবুবা রহমান

ধারাপাত (১৯৬৩)

সংগীত পরিচালক : সালাহ্উদ্দিন

গীতিকার : ওস্তাদ নূর মোহাম্মদ, আমজাদ হুসেন, হরলাল রায়

শিল্পী : কলিম শরাফি, ফাহমিদা খাতুন, ইসমাত আরা, ওস্তাদ ফজলুল হক, হরলাল রায়, কল্পনা রায়, সিরাজ, জাকরিয়া, মন্টু, চমন ও সাইদ

১. আব হায় করমকে কারী দাতা – রাগঃ মালকোশ, গীতিকার : ওস্তাদ নূর মোহাম্মদ, কণ্ঠ : ওস্তাদ ফজলুল হক

২. ঝন্ ঝন্ ঝন্ পায়েল মোরি বাজে – রাগঃ দরবারী, গীতিকারঃ ওস্তাদ নূর মোহাম্মদ, কণ্ঠঃ ওস্তাদ ফজলুল হক

৩. আহা শান্তি দন্ত কান্তি দাঁতেরই মাজন – গীতিকারঃ আমজাদ হুসেন, কণ্ঠঃ কলিম শরাফী ও সহশিল্পীবৃন্দ

৪. দিন চারেক তোর বসত করা রে – গীতিকারঃ হরলাল রায়, কণ্ঠঃ হরলাল রায়, কল্পনা রায়

৫. আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ – গীতিকার ও সুরকারঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কণ্ঠঃ ফাহমিদা খাতুন (আংশিক)

৬. এত কাছে চাঁদ বুঝি কখনো আসে নি – গীতিকারঃ আমজাদ হুসেন, কণ্ঠঃ ইসমত আরা

এই তো জীবন (১৯৬৪)

সুরকার : আব্দুল হালিম চৌধুরী

১. ঝির ঝির বাতাসের ছন্দে – ফরিদা ইয়াসমীন , আঞ্জুমান আরা (কথা : জিল্লুর রহিম)

২. এত যে সুরভী ফুলের গহনে – ফরিদা ইয়াসমীন , ইসমত আরা , আব্দুল জব্বার (কথা : শামসুর রাহমান)

৩. দিলো কে আমারে বল না – ফরিদা ইয়াসমীন (কথা : শামসুর রাহমান)

৪. বাসরের আলপনা আঁকে – ফরিদা ইয়াসমীন (কথা : জিল্লুর রহিম)

৫. বিদায় লগনে তোমারে হারাতে – ফেরদৌসী রহমান (কথা : জিল্লুর রহিম)

রাজা এলো শহরে (১৯৬৪)

সুরকার : সমর দাস

১. জানি না ফুরায় যদি – ফরিদা ইয়াসমীন (কথা : আ.ন.ম. বজলুর রশিদ)

২. তুমি জীবনে মরনে আমায় – ফরিদা ইয়াসমীন (কথা : সৈয়দ শামসুল হক)

সুতরাং (১৯৬৪)

১. দেখ পিছে আরা হা হে

২. পরানে দোলা দিল এ কোন ভ্রমরা - ফেরদৌসী বেগম

৩. নদী বাঁকা জানি চাঁদ বাঁকা - ফেরদৌসী বেগম, মোস্তফা জামান আব্বাসী

৪. এমন মজা হয় না - আলেয়া শরাফী

৫. তুমি আসবে বলে কাছে ডাকবে বলে - আঞ্জুমান আরা

Dhaka University Institutional Repository

৬. এই যে আকাশ এই যে বাতাস - আনোয়ার উদ্দিন খান, আব্দুল আলীম

মালা (১৯৬৫)

১. নাগরাজ দরশন – উমা খান , প্রবাল চৌধুরী , লাভলী ইয়াসমীন
২. এত বেশী মোরে – উমা খান
৩. মিছে যে এই – প্রবাল চৌধুরী
৪. ও বাঁকা ছুড়ি – প্রবাল চৌধুরী , উমা খান , লাভলী ইয়াসমীন

ভাওয়াল সন্ন্যাসী (১৯৬৬)

গীতিকার : জিয়া হায়দার
সুরকার : সত্য সাহা

১. এত মধুরই ঐ মাঝি – ফেরদৌসী রহমান
২. সখি আমার – আঞ্জুমান আরা, শাহনাজ রহমতুল্লাহ্, নীনা হামিদ
৩. এই চাঁদনী রাতে – ফেরদৌসী রহমান
৪. আকাশের চাঁদ – আব্দুল জব্বার

রহিম বাদশা ও রূপবান (১৯৬৬)

সংগীত : আলতাফ মাহমুদ

১. কিসের নাওয়া, কিসের খাওয়াগো ও আম্মা
২. কিসের গাওনগো ও বাদশা
৩. আমার এই ছিল কপালে/দিবানিশি জ্বইলা মরিরে দু:খের অনলেরে
৪. বিদায় দেন, বিদায় দেন আম্মাগো ও আম্মা
৫. আমার প্রাণ বিনোদিয়ারে বন্ধু বিনোদিয়া
৬. আমি এ বনমাঝে ঘুরি যে কারণ
৭. নদীতে না দিতামরে বন্ধু তুইলা দিতাম পানি
৮. আরে ও আমার জীবন মাঝি এই খাটে লাগাইয়ারে নাও
৯. কোথায় তোমার ঘর–বাড়ী/কোথায় তুমি যাবো গো সুন্দরী
১০. যাইগারে পরানের বন্ধু/যাই তোমার থুইয়া
১১. মনের দুঃখ কইনারে বন্ধু রাইখাছি অন্তরেরে
১২. দুঃখ যে মনের মাঝে হানিল আমায়
১৩. আমার নিদারুণ শ্যাম তোমায় নিয়ে বনে আসিলাম
১৪. আমায় যদি ভালবাসরে ও মহির
১৫. তুমি সখা আমার বন্ধু লাগ আমি সখী তোমার প্রিয়া লাগি
১৬. ওগো বাড়ীর ঝি বসে বসে ভাবছ কি
১৭. শুন নীহারগো মন না জেনে প্রেমে মইজ না
১৮. ছাড়ব না ছাড়ব না তোমায়গো ও রূপবান
১৯. কিসের লেখা কিসের পড়াগো ও দাইমা
২০. বন্ধু আমার রঙ্গিলা কেন আমার মন দিলা
২১. জলদি নাওয়া জলদি খাওয়াগো ও সখী
২২. এতদিনে শান্ত হইলরে ও আল্লা

গুনাই বিবি (১৯৬৬)

সংগীত পরিচালক : সত্য সাহা
সুর : প্রচলিত

১. সখি তুমি মইজা গেছ – ফেরদৌসী রহমান, শাহনাজ রহমতুল্লাহ
২. নাও বিরাও – ফেরদৌসী রহমান
৩. মাঝি বাইয়া যাওরে – আব্দুল আলীম
৪. ও দাদা মরেছি – ফেরদৌসী রহমান

আবার বনবাসে রূপবান (১৯৬৬)

গীতিকার ও সুরকার : ওসমান খান

১. দাও খোদা দিদার আমায় – নীনা হামিদ

Dhaka University Institutional Repository

২. ও খোদা – নীনা হামিদ
৩. পাগল বানাইয়া – শাহনাজ রহমতুল্লাহ্
৪. তুমি বুইজে কেন বুজ না – শাহনাজ রহমতুল্লাহ্

জরিনা সুন্দরী (১৯৬৬)

গীতিকার ,সুরকার : মোঃ ওসমান খান

১. আমার মনের কথা – সুলতানা আখতার
২. সাধ করিয়া পুষলাম – শাহনাজ রহমতুল্লাহ , সুলতান আখতার
৩. আজি মন নাচে – শাহনাজ রহমতুল্লাহ
৪. আমার মন বনে – আঞ্জুমান আরা

ডাকবাবু (১৯৬৬)

গীতিকার : মোঃ মনিরুজ্জামান

সুরকার : আলী হোসেন

১. চাতুরী জানে না – সৈয়দ আব্দুল হাদী
২. দোলে দোলে দোলনা দোলে – ফেরদৌসী রহমান , শাহনাজ রহমতুল্লাহ্ ও সহশিল্পীবৃন্দ
৩. হলুদ বাঁটো মেন্দী বাঁটো – শাহনাজ রহমতুল্লাহ্ , মুমতাজ ও দিলশাদ
৪. কে গো তুমি দূরে থাকো – ফেরদৌসী রহমান , সৈয়দ আব্দুল হাদী
৫. চুপি চুপি কাছে আস – ফেরদৌসী রহমান , আলী হোসেন
৬. ও পরানের ময়না পাখি – সাবিনা ইয়াসমীন,খুরশিদ আলম
৭. ওগো তুমি দূরে থেকে – সৈয়দ আব্দুল হাদী , ফেরদৌসী রহমান

বেহুলা (১৯৬৬)

গীতিকার : জহির রায়হান

সুরকার : আলতাফ মাহমুদ

১. সোনার লখিন – আব্দুল লতিফ, নাজমুল হুদা
২. হায়রে পিতলের কলসি – শাহনাজ রহমতুল্লাহ্ ও সহশিল্পীবৃন্দ
৩. উত্তর বান্ধলাম – শাহনাজ রহমতুল্লাহ্
৪. প্রভু না না না – শাহনাজ রহমতুল্লাহ্
৫. কি হারে পনসু আই ও – শাহনাজ রহমতুল্লাহ্ ও সহশিল্পীবৃন্দ
৬. ও বেহুলা সুন্দরী – শাহনাজ রহমতুল্লাহ্ ও সহশিল্পীবৃন্দ
৭. কি সাপে দংশিল লখাইরে – নীনা হামিদ
৮. নাচে মন ধিনা ধিনা – শাহনাজ রহমতুল্লাহ্ , মাহমুদুন্নবী

১৩ নম্বর ফেকু ওস্তাগার লেন (১৯৬৬)

গীতিকার : আনিসুল হক চৌধুরী

সুরকার : সত্য সাহা

১. গান নয় গান নয় – ফেরদৌসী রহমান
২. এই রিমঝিম বর্ষায় – ফেরদৌসী রহমান

গুনাই বিবি (১৯৬৬)

সুর : সত্য সাহা

১. মন মানে না – ফেরদৌসী রহমান
২. গঙ্গায় তো রাঙ্গা ঢেউ খেলে – আব্দুল আলীম
৩. আসবে শমন করবে বন্ধন – আব্দুল লতিফ
৪. শিশুকালে মাতৃহারা – আলেয়া শরাফী
৫. ভর্তি করেন মাস্টার সাব – রুখসানা করীম
৬. দাদা আর যাব না – রুখসানা করীম
৭. সখি তুমি মইজা গেছ – ফেরদৌসী রহমান , শাহনাজ রহমতুল্লাহ্
৮. এ মতলব তুই ছাড় – আব্দুল লতিফ
৯. ও দাদা মরেছে – ফেরদৌসী রহমান
১০. চল সখি জল আনিতে – ফেরদৌসী রহমান , শাহনাজ রহমতুল্লাহ্

Dhaka University Institutional Repository

১১. ও আমার প্রাণপতি – ফেরদৌসী রহমান
১২. আল্লার নামটি লইয়া – আব্দুল লতিফ
১৩. ঐ না দীঘির পশ্চিম পাড়ে - ফোরদৌসী রহমান
১৪. ছুঁই ও না ছুঁইও না পুলিশ – ফেরদৌসী রহমান
১৫. নাও ভিড়াও – ফেরদৌসী রহমান
১৬. আমায় ভুইল না – মনু দে
১৭. আমি কারে লইয়া যাইবো – ফেরদৌসী রহমান
১৮. ও কোকিল ডাইকো না – ফেরদৌসী রহমান
১৯. মাঝি বাইয়া যাওরে – আব্দুল করীম

আপন দুলাল (১৯৬৬)

গীতিকার : সিকান্দার আবু জাফর

সুরকার : আলতাফ মাহমুদ

১. সখা হে তোমার সাথে – নাহিদ নিয়াজী
২. ধরা দেব না – আঞ্জুমান আরা
৩. প্রেম দরিয়ায় এত যে – আব্দুল আলীম
৪. ওরে মন ভাবিস কি কারণ – আব্দুল লতিফ
৫. আপন দোষে ছাড়লি – আব্দুল লতিফ
৬. দুয়ারে আইসাছে পালকি – আব্দুল আলীম
৭. আমারে সাজাইয়া দিও – আব্দুল আলীম
৮. হেইয়া হেঁই সামাল সামাল – শাহনাজ রহমতুল্লাহ্ , আব্দুল আলীম ও সহশিল্পীবৃন্দ
৯. দরদী গো খেলায় খেলায় – শাহনাজ রহমতুল্লাহ্

মহুয়া (১৯৬৬)

সুর ও সংগীত : শেখ মোহিতুল হক

১. কাইন্দা কাইন্দা পোহায় না (কথা : আব্দুল লতিফ)
২. ওরে বিধি নিঠুর বিধি (কথা : আব্দুল লতিফ)
৩. আমি তাইতো পাগলা (কথা : আব্দুল লতিফ)
৪. ও আমার গাঁজার নৌকা (কথা : কাজী গোলাম আহম্মদ)
৫. বৃক্ষ আছে লতা আছে (কথা : আব্দুল লতিফ)
৬. আমার ফুলের বাগিচায়
৭. ও দেখো ঢোলকবাজে (কথা : আব্দুল লতিফ)
৮. ও বাবু পরথমে সালাম (কথা : আব্দুল লতিফ)
৯. এত সুখ যদি দিলে (কথা : আব্দুল লতিফ)
১০. যারে পাখি ওহোরে – সুফিয়া আমিন, আলি কাওসার
১১. লাগ লাগ লাগ লাগলো (কথা : আব্দুল লতিফ)

কাগজের নৌকা (১৯৬৬)

গীতিকার : সৈয়দ শামসুল হক

সুরকার : সত্য সাহা

১. ওগো এমন করে – আঞ্জুমান আরা
২. দুষ্টু মেয়ে পালিয়ে বেড়ায় – ফরিদা ইয়াসমিন, আলেয়া শরাফী
৩. মন পাখি তুই – আব্দুল আলীম
৪. মিলেছি নয়ন – ফেরদৌসী রহমান
৫. তোমার অসীম কাল – আব্দুল জব্বার
৬. দেখে কেন মনে হয় – ফেরদৌসী রহমান , মাহমুদুন্নবী

কাঞ্চন মালা (১৯৬৭)

সুরকার : ধীর আলী মনসুর

১. আমার মন প্রাণ – ফেরদৌসী রহমান
২. পরদেশী নাগর – ফেরদৌসী রহমান

Dhaka University Institutional Repository

৩. জল ভরে এনেছ – ফেরদৌসী রহমান , আব্দুর রউফ
৪. আজি এই উৎসবে – ইসমত আরা
৫. আম খাইও জাম খাইও – ফেরদৌসী রহমান
৬. আমার প্রাণ গেলরে – ফেরদৌসী রহমান
৭. গহীন গাঙে – আব্দুল আলীম
৮. কি শুনিলাম গো – ফেরদৌসী রহমান
৯. দয়াল যার কপালে – আব্দুল আলীম
১০. কইয়া গেলা না – ফেরদৌসী রহমান

অভিশাপ (১৯৬৭)

গীতিকার : মোঃ ইউসুফ

সুরকার : আশরাফ

১. কি তুমি এনে – জীনাত রেহানা, মো. আলী সিদ্দিকী
২. চাওয়া পাওয়ার মাঝে – মো. আলী সিদ্দিকী

সাইফুল মূলক বদিউজ্জামান (১৯৬৭)

গীতিকার :জি এম আনোয়ার

সুরকার : সত্যসাহা

১. মায়া ভরা এ রাতে – শাহনাজ রহমতুল্লাহ্‌, সাবিনা ইয়াসমীন
২. জীবন যৌবন ও বন্ধু – শাহনাজ রহমতুল্লাহ্‌

আনোয়ারা (১৯৬৭)

সংগীত পরিচালনা : আলতাফ মাহমুদ

গীতিকার : আবদুল লতিফ

কণ্ঠ : আবদুল লতিফ, আঞ্জুমান আরা, শাহনাজ বেগম, সাবিনা ইয়াসমিন, দিলীপ বিশ্বাস, আলতাফ মাহমুদ

১. বুবুজান তোর রঙ্গ দেখে অঙ্গ জ্বলে যায়
২. ইয়া নবী ছালাম আলাইকা
৩. আমি কেন তারে মনরে দিলাম
৪. পরানের হুক্কা রে তোর নাম কে রাখিল ডাব্বা
৫. আল্লা বলো আরও বলো আল্লা বলো
৬. লীলাবালি লীলাবালি
৭. এই না ঘরের সোনার বুলবুল সেই না ঘরে যাইতে
৮. আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা মোহাম্মদ
৯. মরিব মরিব সখি নিচয় মরিব
১০. শোন মমিন মুসলমান করি আনি নিবেদন

আয়না ও অবশিষ্ট (১৯৬৭)

গীতিকার :জি এম আনোয়ার

সুরকার :সত্য সাহা

১. অথৈ জলে ডুবেই যদি – বশীর আহমেদ
২. যার ছায়া পড়েছে – ফেরদৌসী রহমান
৩. আকাশের হাতে আছে একরাশ নীল – আঞ্জুমান আরা
৪. আমার এ মনে – বশীর আহমেদ

নয়নতারা (১৯৬৭)

সংগীত : আলতাফ মাহমুদ

১. কে যেন আমায় ডাকে বাঁশী বাজায়ে
২. তুমি কানে কানে বলনা ওগো লাজুক লাজুক কন্যা
৩. মাছরাঙ্গা পাখিটা আয় আয় আয়/ছিপ ফেলেছে বুড়ো খোকা হায় হায় হায়
৪. কথা ছিল তুমি থাকবে আমার পাশে
৫. আজ বিকেলের বেলাতে যেন চারিদিক ঝলমল
৬. লা ইলাহা ইল্লাললাহু পরওয়ার দিগার তুমি আল্লাহ

Dhaka University Institutional Repository

চাওয়া পাওয়া (১৯৬৭)
গীতিকার : ড. মনিরুজ্জামান
সুরকার : সত্য সাহা

১. সখির মন কেন ভারি – আঞ্জুমান আরা , রমলা সাহা , জিনাত রেহানা, আল হামরা
২. আয় রাত যাবে যে চলে – আঞ্জুমান আরা
৩. আয় লগ্নর পথে চেয়ে – আঞ্জুমান আরা
৪. আর কিছু নাই – ফেরদৌসী রহমান
৫. রিক্ত হাতে যারে – খন্দকার ফারুক আহমদ
৬. কিছু আগে হলেই – ফেরদৌসী রহমান ,মাহমুদুন্নবী

আবির্ভাব (১৯৬৮)
গীতিকার : জি এম আনোয়ার
সুরকার : সত্য সাহা

১. ভাবী যেন লাজুক লতা – সত্য সাহা
২. সাতটি রঙের মাঝে – আঞ্জুমান আরা
৩. আয়রে আয় ঘুম আয় – আঞ্জুমান আরা , এম. এ. হামিদ
৪. আমি নিজের মনে – খন্দকার ফারুক আহমেদ
৫. তুমি কখন এসে – মাহমুদুন্নবী
৬. কাছে এসে যদি বলো – খন্দকার ফারুক আহমেদ , সাবিনা ইয়াসমীন

অরুন বরুন কিরণ মালা (১৯৬৮)
গীতিকার ও সুরকার : খান আতাউর রহমান

১. আমরা এক বোন দুটো ভাই – সাবিনা ইয়াসমীন, সৈয়দ আবদুল হাদী, রাহিলা খান
২. কোন বা দেশে – সাবিনা ইয়াসমীন, সৈয়দ আবদুল হাদী
৩. খা খা খা – সাবিনা ইয়াসমীন, সৈয়দ আবদুল হাদী (কথা : মমতাজ আলী)
৪. সোনারই বাটা আগর – রাহিলা খান

বাল্য বন্ধু (১৯৬৮)

১. পারি না এই কথাটি
২. প্রেম পীরিতি যন্ত্রণা
৩. সেলাম সেলাম শহরবাসী
৪. ও কি গাড়িয়াল ভাই – নীনা হামিদ
৫. দিলদার আলী আমার নাম
৬. কুঁড়ে ঘরে থাকি আমি

পরশমনি (১৯৬৮)
গীতিকার : জহির চৌধুরী
সুরকার : সত্য সাহা

১. ঝিরিঝিরি হাওয়া – শাহনাজ রহমতুল্লাহ ,খন্দকার ফারুক আহমদ
২. পথ চলাতে ক্লান্তি – আব্দুল আলীম
৩. আমায় তুমি ডাক দিলে – শাহনাজ রহমতুল্লাহ
৪. এত যে নিবিড় – সাবিনা ইয়াসমীন

সুয়োরানী দুয়োরানী (১৯৬৮)
গীতিকার : আব্দুল লতিফ
সুরকার : আলতাফ মাহমুদ

১. টাক ডুমা ডুম – নাজমুল হুদা, নীনা হামিদ, সহশিল্পীবৃন্দ
২. অকূলে ভাসাইয়া দিলে
৩. মুরগী ক্যার ক্যারায় – আব্দুল লতিফ, লাভলী ইয়াসমীন
৪. প্রেমের দশটা লক্ষণ – শাহনাজ রহমতুল্লাহ , আলতাফ মাহমুদ
৫. শোন শোন রাজকন্যা – শাহনাজ রহমতুল্লাহ , আলতাফ মাহমুদ
৬. ওগো ভীন দেশী নাগর – শাহনাজ রহমতুল্লাহ , আলতাফ মাহমুদ

Dhaka University Institutional Repository

৭. আল্লাদী তুই জলদী আয় – আব্দুল লতিফ, শাহনাজ রহমতুল্লাহ

রূপকুমারী (১৯৬৮)

১. যেওনা যেও না সখি – সাবিনা ইয়াসমীন

কথা: মোঃ মনিরুজ্জামান, সুর : আলী হোসেন

২. জীবন যৌবন সব দিয়েছি – সাবিনা ইয়াসমীন, আনোয়ার উদ্দীন

৩. ভিনদেশী এক রাজার কুমার – সাবিনা ইয়াসমীন, আনোয়ার উদ্দীন

৪. চাঁদ জাগে তারা জাগে – সাবিনা ইয়াসমীন, আনোয়ার উদ্দীন

৫. আমার মনোবল – সাবিনা ইয়াসমীন, আনোয়ার উদ্দীন

৬. প্রেমের খেলা বুঝা বড় দায় – সাবিনা ইয়াসমীন, আনোয়ার উদ্দীন

চেনা-অচেনা (১৯৬৮)

গীতিকার : জি এম আনোয়ার

সুরকার : সত্যসাহা

১. আজ কেন মন হলো– ফেরদৌসী রহমান

২. ওগো আমার সজনী– আঞ্জুমান আরা, এন. হুদা ও দিলীপ বিশ্বাস

৩. হ্যাপী বার্থ ডে – আঞ্জুমান আরা ও সহশিল্পীবৃন্দ

এত টুকু আশা (১৯৬৮)

গীতিকার : মোঃ মনিরুজ্জামান

সুরকার : সত্যসাহা

১. রাগ করবার আরো – আব্দুল জব্বার

২. মিছে হল সবই যে – সাবিনা ইয়াসমীন

৩. শুধু একবার বলে যাও – খন্দকার ফারুক আহমেদ, শাহনাজ রহমতুল্লাহ্

৪. তুমি কি দেখেছো কভু জীবনের পরাজয় – আব্দুল জব্বার

৫. দুঃখ সুখের দোলা – আব্দুল আলীম

চোরাবালি (১৯৬৮)

১. মন যদি যেতে হারিয়ে

২. আর কত দূরে

৩. ও দেখা হলো পথ চলিতে – আব্দুল জব্বার

মোমের আলো (১৯৬৮)

সংগীত পরিচালনা : সত্য সাহা

গীতিকার : গাজী মাজ্হারুল আনোয়ার

১. শোন বন্ধু শোন ভাইরে শোন গুরুজন/ সোনার চেয়ে দামী ভাইরে সোনার মত মন → কথা: বেলাল বেগ, শিল্পী: ইউনিভার্সিটি প্রিপারেটরী স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ

২. এক যে ছিল পুতুল রাজা → কথা: আহম্মাদুজ্জামান চৌধুরী, শিল্পী: আঞ্জুমান আরা বেগম

৩. নয়নে নয়ন রেখেছ যখন/কি যে করি ভেবে মরি → গাজী মাজহারুল আনোয়ার, শিল্পী: শাহ্নাজ বেগম

৪. এলেই যখন আমার দ্বারে ভুল করে → কথা: গাজী মাজহারুল আনোয়ার, শিল্পী: সাবিনা ইয়াসমীন

৫. আজি চান্দ মাসের রাতে আয়না সবাই এক সাথে → কথা: গাজী মাজহারুল আনোয়ার, শিল্পী: ফরিদা ইয়াসমীন, দিলীপ বিশ্বাস, সত্য সাহা, রমলা সাহা, শোভা চক্রবর্তী, চামেলী খুরশীদ ও অন্যান্য

৬. বুক ধরফর মাঝে মাঝে জ্বর → কথা: দিলীপ বিশ্বাস, শিল্পী: আঞ্জুমান আরা বেগম ও দিলীপ বিশ্বাস

৭. ও প্রিয়তম – ও অনুপম / তোমারে যে সাথী বলে মেনেছি → কথা: গাজী মাজহারুল আনোয়ার, শিল্পী : আবদুল জব্বার ও ফরিদা ইয়াসমীন।

৮. ফেলে আসা দিন গুলি স্মৃতি হয়ে রয় → কথা: গাজী মাজহারুল আনোয়ার, শিল্পী: হাসিনা মমতাজ

সাত ভাই চম্পা (১৯৬৮)

১. সাত ভাই চম্পা – সাবিনা ইয়াসমীন

Dhaka University Institutional Repository

২. কাঁদিসনে রে – আব্দুল আলীম
৩. সই তোরে কি বলি – সাবিনা ইয়াসমীন ও শাহনাজ রহমতুল্লাহ
৪. বাণিজ্যের নামে – আব্দুল আলীম ও সাবিনা ইয়াসমীন
৫. বিয়ার সাজনে সাজো – সাবিনা ইয়াসমীন ও সহশিল্পীবৃন্দ
৬. আমার ছয় মাসের – রথীন্দ্রনাথ রায় ও মৌসুমী
৭. সাত ভাই চম্পা – শাহনাজ রহমতুল্লাহ ও মাহমুদুন্নবী
৮. বিশ্বাসে পাবিরে – আব্দুল আলীম
৯. দয়ালে আল্লারে – মাহবুবা রহমান
১০. শোনেন শোনেন জাহাপনা – শাহনাজ রহমতুল্লাহ্
১১. আগুন জ্বালাসনে – মাহবুবা রহমান
১২. কি আনন্দ ঘরে ঘরে – শাহনাজ রহমতুল্লাহ (কথা : খান আতাউর রহমান ,সুর : আমির আলী)

শহীদ তিতুমীর (১৯৬৮)
গীতিকার : নূরুল ইসলাম
সুরকার : মনসুর আহমেদ
১. অভিমানী গো – বশীর আহমেদ
২. হাতে লাও হাতিয়ার – সৈয়দ আব্দুল হাদী, ওয়ালী মাহমুদ
৩. এনেছি রূপের ডালি – শাহনাজ রহমতুল্লাহ্ , সাবিনা ইয়াসমীন
৪. তুমি যে আমার সখা – সাবিনা ইয়াসমীন

অপরিচিতা (১৯৬৮)
গীতিকার : মাসুদ করিম, ফজল-এ-খোদা
সুরকার : সত্য সাহা,ওসমান খান,এ. মান্নান
১. দূর হতে দেখি – আনোয়ার উদ্দিন খান
২. জাদুকর ভাবী – ফেরদৌসী রহমান
৩. গল্প যদি শুনতে চাও – ইসমত আরা
৪. তোমাদের এই রঙ মহলে – ফেরদৌসী রহমান
৫. কেমনে কাটাই বলো – ফেরদৌসী রহমান
৬. যতবার ভাবি – ফেরদৌসী রহমান
৭. দূর হতে ডাকে কে যেন – আনোয়ার উদ্দিন খান
৮. জীবনের আঙিনায় – ইসমত আরা (কথা: ফজল-এ-খোদা, সুর : ওসমান খান)
৯. থাকবো না থাকবো না – আব্দুল আলীম (সুর :ওসমান খান)
১০. মন যারে দিয়াছে – ইসমত আরা (কথা : মাসুদ করিম, সুর : এ. মান্নান)
১১. রসিক নাগর তুমি – শাহনাজ রহমতুল্লাহ্ (কথা: ফজল-এ-খোদা, সুর: ওসমান খান)

কুঁচ বরণ কন্যা (১৯৬৮)
গীতিকার : আব্দুল লতিফ
সুরকার : আলতাফ মাহমুদ
১. ও কুচ বরণ কন্যা লো – আলতাফ মাহমুদ
২. কুচ বরণ কন্যারে – আলতাফ মাহমুদ
৩. রাখে আল্লাহ মারে কে – আব্দুল লতিফ
৪. ফুস মন্তর টুস অন্তর লাগ – আব্দুল লতিফ
৫. তোরা করিস না বক বক – আব্দুল লতিফ , শাহনাজ রহমতুল্লাহ্
৬. আরে দে দে আল্লাহ – আব্দুল লতিফ
৭. কুচ বরণ কন্যা তোর – আলতাফ মাহমুদ
৮. আগে জানি না রে দয়াল – নীনা হামিদ
৯. পিরিত রতন – আলতাফ মাহমুদ , নীনা হামিদ
১০. সে যে আগুন জ্বালাইয়া গেল – নীনা হামিদ

মায়া ডোরে বাঁধা (১৯৬৮)

Dhaka University Institutional Repository

গীতিকার : জি এম আনোয়ার
সুরকার : আনোয়ার পারভেজ

১. আমার মায়া ডোরে বাধা
২. ভীরু মন – সাবিনা ইয়াসমীন, মাহমুদুন্নবী
৩. এক নীড়ে দুটি পাখি – শাহনাজ রহমতুল্লাহ্ , খন্দকার ফারুক আহমদ
৪. বলাকার মন – শাহনাজ রহমতুল্লাহ্

বাঁশরী (১৯৬৮)

গীতিকার : জি এম আনোয়ার
সুরকার : সুবল দাস , আজাদ রহমান , সত্য সাহা

১. আমি জেনে শুনে হাতে – সাবিনা ইয়াসমীন (সুরঃ সুবল দাস)
২. দে দে পরিয়ে দে – রুলিয়া , খুরশীদ আলম (সুরঃ আজাদ রহমান)
৩. প্রেম বাজারে চায় যে – আব্দুল আলীম (কথা : জি এম আনোয়ার ,সুরঃ সত্য সাহা)
৪. মাধব মন মোহন হরি – আরতী ধর (সুর : সত্য সাহা , কথা : সংগ্রহ)
৫. আমার হাত ধরে – আব্দুল আলীম (কথা : জি এম আনোয়ার ,সুর : সত্য সাহা)
৬. ও বাঁশী বাঁশী রে – শাহনাজ বেগম
৭. বাঁশীর সুরে নুপূর বাজে – সাবিনা ইয়াসমীন , রূপা খান, মালা খান, শিমুল বিল্লাহ
৮. ওরে দে দোল – রূপা খান, মালা খান, সৈয়দ আব্দুল হাদী , সাবিনা ইয়াসমীন
৯. আমার বধুয়া আন বাড়ী – আব্দুল লতিফ (কথাঃ বিদ্যাপতি)
১০. সুখের লাগিয়া এ ঘর – আব্দুল লতিফ (কথা : চণ্ডীদাস)
১১. পাগলা মনটারে তুই – আলতাফ মাহমুদ (কথা,সুর : অতুল প্রসাদ সেন)
১২. কারে কইগো মনের দুখ – নীনা হামিদ
১৩. আমার পিরিতির পাখি – নাজমুল হুদা
১৪. অনেক সাধের পরান বধুয়া – আরতী ধর (কথা : সংগ্রহ)
১৫. কুলে কি গোবিন্দ মিলে – সৈয়দ আব্দুল হাদী (কথাঃ সংগ্রহ)
১৬. নয়ন তোমারে খোঁজে – আঞ্জুমান আরা , আব্দুল জব্বার
১৭. ও ললিতে ও বিসখে – সাবিনা ইয়াসমীন (কথা : সংগ্রহ)
১৮. ও আমি অপরাধ করেছি – সৈয়দ আব্দুল হাদী (কথা : সংগ্রহ)
১৯. এ ছাড় প্রাণ – সৈয়দ আব্দুল হাদী (কথা : সংগ্রহ)

রূপবানের রূপকথা (১৯৬৮)

গীতিকার : জি এম আনোয়ার
সুরকার : সত্য সাহা

১. একটু রসের কথা – আঞ্জুমান আরা , লীনা, নাজমুল হুদা , দিলিপ বিশ্বাস
২. দয়াল আল্লারে – ফেরদৌসী রহমান

নিশি হলো ভোর (১৯৬৮)

গীতিকার : রুহিয়া খানম
সুরকার : সালাহ্ উদ্দিন

১. ভালবেসেছি তোমায় – শাহনাজ রহমতুল্লাহ্
২. খোকা ঘুমালো – সাবিনা ইয়াসমীন (পরিবর্তিত)
৩. খোকো ঘুমালো পাড়া জুড়াল – সাবিনা ইয়াসমীন
৪. চুপি চুপি এসো ওগো – শাহনাজ রহমতুল্লাহ্ , খন্দকার ফারুক আহমদ
৫. এই মাটির বুকে সদাই চলে – আব্দুল আলীম
৬. আমি যে তোমায় ভেবে – সাবিনা ইয়াসমীন
৭. বুঝি ওমনি করেই – সাবিনা ইয়াসমীন

স্বর্ণ কমল (১৯৬৯)

গীতিকার : আব্দুল লতিফ
সুরকার : সুবল দাস

১. আল্লাহ ওয়ালা সবুর কর – আব্দুল আলীম

Dhaka University Institutional Repository

২. দুনিয়াওয়ালা এই পাক দুনিয়ায় – আব্দুল আলীম
৩. কোথায় আছ তুমি মা – সাবিনা ইয়াসমীন
৪. যৌবনেতে ফাগুন এলো – সাবিনা ইয়াসমীন , নিলুফার ইয়াসমীন , শকুন্তলা দাস
৫. নাই নাই আমার মতো – ফেরদৌসী রহমান , নীনা হামিদ , নিলুফার ইয়াসমীন, শকুন্তলা দাস, নিলুফার আবেদীন
৬. শূন্যহাতে কাঙালিনী – ফেরদৌসী রহমান , নীনা হামিদ, মৌসুমী কবির , সৈয়দ আব্দুল হাদী, আব্দুল লতিফ, আব্দুল হামিদ

কালো মেয়ে

গীতিকার ও সুরকার : হাসান মতিউর রহমান

১. কালা হইয়া জন্ম লইয়া – দিলরুবা খান
২. ময়মনসিংহের চেংড়া বন্ধু – দিলরুবা খান (কথা: প্রচলিত)
৩. তুই যে আমার ছয় নম্বর বিবি – দিলরুবা খান , মলয়কুমার গাঙুলী
৪. দেখা আরিচার ঘাটে – দিলরুবা খান

পালাবদল (১৯৬৯)

গীতিকার : জি এম আনোয়ার

সুরকার : সত্য সাহা

১. চোখে চোখে সই – সাবিনা ইয়াসমীন
২. এ সংসারে কেউ নয় – আব্দুল আলীম
৩. পরানের বন্ধুরে – আঞ্জুমান আরা
৪. ফুটেছিল দুটি ফুল – সৈয়দ আব্দুল হাদী , সাবিনা ইয়াসমীন, নাজমুল হুদা, দিলিপ বিশ্বাস ও মনু দে
৫. সুন্দরী কন্যা লো – সৈয়দ আব্দুল হাদী , আঞ্জুমান আরা
৬. ও আমার পঙ্খীরাজ – আব্দুল আলীম

জোয়ার ভাটা (১৯৬৯)

গীতিকার ও সুরকার : মমতাজ আলী খান , খান আতাউর রহমান

১. ময়নার বিয়া শুন – সাবিনা ইয়াসমীন ও সহশিল্পীবৃন্দ
২. বলরে বল না সই – সাবিনা ইয়াসমীন, লাভলী ইয়াসমীন(কথা ও সুর : খান আতাউর রহমান)
৩. মন যদি ভেঙে যায় – সাবিনা ইয়াসমীন
৪. কি আনন্দ দিয়ে – সাবিনা ইয়াসমীন, মাহমুদুন্নবী
৫. যে মায়েরে মা বলে – নিলুফার ইয়াসমীন
৬. কুহু কুহু কুহু – সাবিনা ইয়াসমীন

মলুয়া (১৯৬৯)

গীতিকার ও সুরকার : লোকমান হোসেন ফকির

১. আমতলা ঝামুর ঝুমুর – আঞ্জুমান আরা , সাবিনা ইয়াসমীন, নিলুফার ইয়াসমীন, রুবা চৌধুরী
২. নিদয়া হইওনারে বন্ধু – আরতি ধর (কথা : প্রচলিত, সুর : লোকমান হোসেন ফকির)
৩. সকলই দেখ – সাবিনা ইয়াসমীন
৪. আমি যাবো না যাব না – আরতি ধর , সাবিনা ইয়াসমীন, রুবা চৌধুরী , সুনন্দা ধর (কথা : সংগ্রহ)
৫. দোলে মন দোলে – সাবিনা ইয়াসমীন, সোহরাব হোসেন
৬. বন্ধু এতো কেন নিদয়া – ফেরদৌসী রহমান
৭. ইয়া রহিমু এ্যায় রহমান – সাবিনা ইয়াসমীন
৮. ঢেউ দিও না – আরতি ধর (কথা ও সুর : লোকমান হোসেন ফকির)
৯. ১২২ঢেউয়ে দোলায় ডিঙ্গা – সাবিনা ইয়াসমীন, লোকমান হোসেন ফকির (কথা : শাহেদ আলী মজনু)
১০. না না না শরাবী – ফেরদৌসী রহমান (কথা : শাহেদ আলী মজনু)

স্বর্ণকমল (১৯৬৯)

গীতিকার : আব্দুল লতিফ

সুরকার : সুবল দাশ

১. কোথায় আছ তুমি – সাবিনা ইয়াসমীন
২. রজনী বৃথা চলে যায় – ফেরদৌসী রহমান, আঞ্জুমান আরা, সাবিনা ইয়াসমীন

Dhaka University Institutional Repository

৩. কে তুমি কথা কও – আব্দুল হাদী, সাবিনা ইয়াসমীন
৪. শূন্য হাতে কাঙ্গালিনী – ফেরদৌসী রহমান
৫. বেদরদী বন্ধুরে তোর – ফেরদৌসী রহমান
৬. কই নাগিনী কোথায় – আব্দুল আলীম

পালাবদল (১৯৬৯)

গীতিকার : জি এম আনোয়ার

সুরকার : সত্য সাহা

১. ও আমার পঙ্খিরাজ রে – আব্দুল আলীম
২. পীরিতি জানে না ভাওয়া ব্যাং – আব্দুল হাদী
৩. চোখে চোখে সই – সাবিনা ইয়াসমীন

প্রতিকার (১৯৬৯)

১. মন যারে দিয়াছি – ইসমত আরা
২. রশিক নাগর তুমি – শাহনাজ বেগম
৩. জীবনের আঙ্গিনায় – ইসমত আরা
৪. থাকবে না থাকবে না – আব্দুল আলীম

পারুলের সংসার (১৯৬৯)

১. রঙ্গিলা মাঝিরে – রাবেকা, মোঃ আলী সিদ্দিকী,সুর : ইউনুস আলী
২. ও আমার মনরে – মো: আলী সিদ্দিকী,সুর : ইউনুস আলী
৩. এত দিন ছিলিরে – সাবিনা ইয়াসমীন, লাভলী ইয়াসমিন
৪. বাহির হইয়া দেখো গো – সাবিনা ইয়াসমীন
৫. পাল তুলে দে রে – আব্দুল আলীম
৬. কোন বা দেশের রাজকুমারী – আব্দুল আলীম
৭. ওগো প্রেম করতে – সাবিনা ইয়াসমীন
৮. তারে কি আর পরি গো – সাবিনা ইয়াসমীন
৯. ও তোর ভাঙলো সুখের – আব্দুল আলীম
১০. ও দুখিনীর সাত ভাই – সাবিনা ইয়াসমীন
১১. উইড়া যাও ও বনের পাখি – সাবিনা ইয়াসমীন,লাভলী ইয়াসমীন

আলিঙ্গন (১৯৬৯)

গীতিকার : জি এম আনোয়ার

সুরকার : সত্য সাহা

১. গোস্বা তুমি কইরোনা – আব্দুল জব্বার
২. ঘুরে এলাম কত – আব্দুল জব্বার
৩. দিগন্তে দাঁড়িয়ে – সত্য সাহা
৪. আড়াল থেকে উঁকি – ফেরদৌসী রহমান
৫. নতুন আলোর – সাবিনা ইয়াসমীন, আব্দুল হাদী

আলো মতি (১৯৬৯)

সংগীত পরিচালক : সালাহ্উদ্দিন

১. আমি আলো একা
২. জল খাইতে গিয়াছিলাম
৩. জল খাইতে ছিলাম আমি
৪. ভালবাসা ভুলিব কেমনে
৫. দীন ভিখারীর কন্যা
৬. আলো ছেড়ে দিলাম
৭. তোমায় কন্যা ভুলিব কেমনে
৮. আমার সুখের নিশি
৯. ভালোবাসা দিয়া আমারে
১০. আমার দেশের মাটি আমি

Dhaka University Institutional Repository

১১. পরানের বন্ধু তুমি

অবাঞ্ছিত (১৯৬৯)

১. কেহই করে বেচাকেনা – আব্দুল আলীম,সুর : আলী হোসেন
২. চোখ ফেরানো যায় গো – বশীর আহমেদ,সুর : আলী হোসেন
৩. মন তুমি কেড়ে নিলে – শাহনাজ রহমতুল্লাহ্
৪. ওরে মন পাপিয়া – সাবিনা ইয়াসমীন
৫. হায়রে তোর চোখ থেকে – আব্দুল আলীম

পাতালপুরীর রাজকন্যা (১৯৬৯)

কণ্ঠ শিল্পী : ফরিদা ইয়াসমীন

১. কে তুমি পরদেশী কিবা তোমার নাম
২. ওগো রাজার কৃপা ইহলাম ধন্য শুনিয়া কাহিনি
৩. আজি পাতালপুরীতে উথাল পাতাল খুশির ঝর্ণা ঝরে
৪. আমি একি হেরিলাম দুনয়নে আমি এ কি দেখিলাম
৫. ও প্রাণ পতিরে সত্য কইরা কও
৬. আমার এই ছিল কপালে নিদারুণ বিধি
৭. কইবো না সখি গোপন মনের কথা
৮. অভাগিনীর দু:খের কথা কেমনে করি বর্ণনা
৯. ওরে অবুঝ মন কাঁদিস না তুই আর

মনের মত বউ (১৯৬৯)

১. সুরের বাঁধনের তুমি যতই কণ্ঠ সাধো
২. আহা কি কি যে সুন্দর হারিয়েছি অন্তর – বশির আহমেদ, সাবিনা ইয়াসমীন
৩. না যেও না, কথা দিয়ে যাও
৪. এ কি সোনার আলোয় জীবন ভরিয়ে দিলে – সাবিনা ইয়াসমীন
৫. আমাকে পোড়াতে যদি এত লাগে ভালো – বশির আহমেদ
৬. নি সা গারেগা – বশির আহমেদ

ভানুমতি (১৯৬৯)

সংগীত পরিচালক : সুবল দাশ

গীতিকার : মোঃ আব্দুল লতিফ

১. পায়েলিয়া বাজে সখী – ফেরদৌসী রহমান
২. কেমন কইরা বান্দবো দড়ি – আব্দুল লতিফ, লাভলী ইয়াসমিন
৩. ওর বেভুল/তুই সুখের ঘরে দু:খের আগুন – আব্দুল আলীম
৪. মনে হয় যেন আইজকা কিছু মিলাইবো – আঞ্জুমান আরা, নাজমুল হুদা
৫. সখী বল না বল না করো না ছল না – ফেরদৌসী রহমান, সাবিনা ইয়াসমীন ও সহশিল্পী বৃন্দ
৬. ময়না কেন কওনা কথা – সাবিনা ইয়াসমীন, মো: মহসিন
৭. ও নিঠুর বিধিরে/আর আমার নালিশের জায়গা নাই – শাহনাজ বেগম
৮. আমার মত অভাগী আর নাই – ফেরদৌসী রহমান
৯. তোমার নামে ভরসা করে সাঁই – আব্দুল আলীম
১০. কোথায় বাবা খোয়াজ খিজির – ফেরদৌসী রহমান

নতুন নামে ডাকো (১৯৬৯)

গীতিকার : আহমেদ জামান চৌধুরী

সুরকার : আলী হোসেন

১. নতুন নামে ডাকো – নাহিদ নিয়াজী
২. মায়াবিনী ছলনাতে – নাহিদ নিয়াজী
৩. মান মান মান মানিক – এম. এ. হামিদ
৪. কে তুমি এলে গো – আহমেদ রুশদী

নাগিনীর প্রেম (১৯৬৯)

১. আমি নাইবারে হইলাম বাদশা শাহজাহান/তাজমহলের পুইসা আমার নাই – দিলীপ বিশ্বাস, লাভলী ইয়াসমীন।

Dhaka University Institutional Repository

২. শোন পুরনারী হৃদয় চারিনী, দুয়ারে এসেছে কদম আলী – দিলীপ বিশ্বাস, আঞ্জুমান আরা।
৩. ঐ লাজ ভরা চোখে আমার দু'চোখ রেখে – আবদুল জব্বার।
৪. আরেও ছায়েল ছাবেলী নায়, আর চোখে দেখ মুঝে না মার – হাফিজ, আঞ্জুমান আরা, লাভলী ইয়াসমীন, মিলি চৌধুরী ও সহশিল্পীবৃন্দ।
৫. আঁচল দিয়ে তুলে হলুদ গাঁদার ফুলে বেঁধেছি শঙ্খ খোপা – সাবিনা ইয়াসমীন।

আগন্তুক (১৯৬৯)

গীতিকার : আবু হায়দার, সাজেদুর রহমান,আজিজুর রহমান

সুরকার : আজাদ রহমান

১. আমি তো কেবল বলেই – শাহনাজ রহমতুল্লাহ্, মাহমুদুন্নবী
২. দেখ ভেবে তুই – সোহরাব হোসেন (কথা: আজিজুর রহমান)
৩. তুমি আমার ভালো – মাহামুদুন্নবী, সাবিনা ইয়াসমীন
৪. যদি মন না চায় – শাহনাজ রহমতুল্লাহ্ ও আঞ্জুমান আরা

নীল আকাশের নীচে (১৯৬৯)

গীতিকার : ড. মোঃ মনিরুজ্জামান

সুরকার : সত্য সাহা

১. হেসে খেলে জীবনটা – মোঃ আলী সিদ্দিকী
২. প্রেমের নাম বাসনা – শাহনাজ রহমতুল্লাহ্ , মাহমুদুন্নবী
৩. প্রেমের নাম বেদনা – মাহামুদুন্নবী
৪. গান হয়ে এলে – ফেরদৌসী রহমান

গাজী কালু চম্পাবতি (১৯৬৯)

গীতিকার : সারথী

সুরকার : শেখ মোহিতুল হক

১. মিছে ভবের হাটেরে – আব্দুল আলীম
২. দেখা দিয়ে প্রাণ – ফেরদৌসী রহমান
৩. আমি যার লাগিয়া – আব্দুল আলীম
৪. ভজরে মন নন্দ – ফেরদৌসী রহমান

বেদের মেয়ে (১৯৬৯)

সুরকার ও সংগীত পরিচালক : আলতাফ মাহমুদ

১. বাবু সেলাম বারে বার – নীনা হামিদ,আব্দুল আলীম
২. ও পতিধন
৩. এবার ধান কাটব
৪. সোনার বরণ কন্যা সাজো গো

মায়ার সংসার (১৯৬৯)

গীতিকার : কে জি মোস্তফা

সুরকার : আনোয়ার উদ্দিন খান

১. বাক বাকুম পায়রা – আনোয়ার উদ্দিন খান
২. দেখে এলাম রূপ মহলে – দিলিপ বিশ্বাস
৩. একি চঞ্চলতায় মন – সাবিনা ইয়াসমীন
৪. ওগো লাজুক লতা – আব্দুল জব্বার, সাবিনা ইয়াসমীন
৫. তোমরা যাদের মানুষ বলো না – আব্দুল জব্বার

আগন্তুক (১৯৬৯)

গীতিকার : আবু হায়দার

সুরকার : আজাদ রহমান

১. বন্দি পাখির মত – খুরশীদ আলম
২. অলিরা গুনগুন – শাহনাজ বেগম

ময়নামতি (১৯৬৯)

গীতিকার : সৈয়দ শামসুল হক

Dhaka University Institutional Repository

সুরকার : বশীর আহমেদ

১. অনেক সাধের ময়না – বশীর আহমেদ
২. হরিণ হরিণ নয়ন – বশীর আহমেদ
৩. ফুলের মালা পরিয়ে দিলে – সাবিনা ইয়াসমীন
৪. ডেকো না আমারে তুমি – বশীর আহমেদ
৫. টাকা তুমি সময় মত আইলা না – আনোয়ার উদ্দীন
৬. ওগো বলো ভালবাসা – সাবিনা ইয়াসমীন

বাবলু (১৯৭০)

গীতিকার : জি এম আনোয়ার

সুরকার : করিম শাহাবুদ্দিন

১. মোরা এতিম সর্বহারা – শিমুল বিল্লাহ, লাভলী ইয়াসমীন, মিলি ইয়াসমিন ও সহশিল্পীবৃন্দ
২. আমার ছোট্ট ভাইটি – শাহনাজ রহমতুল্লাহ্
৩. আমি যে লুটতে এলাম – সাবিনা ইয়াসমীন
৪. রং মেখে সং সেজে – শাহনাজ রহমতুল্লাহ্
৫. আমি এক মাস্তানা – মো. আলী সিদ্দিকী
৬. এই যে জীবন – সাবিনা ইয়াসমীন
৭. যার কেউ নেই পৃথিবীতে – আব্দুল জব্বার

অন্তরঙ্গ (১৯৭০)

গীতিকার : ওবায়েদ-উল-হক

সুরকার : খন্দকার নূরুল হক

১. ভুল যদি হয় মধুর এমন – বশীর আহমেদ
২. বুঝি এরই নাম ভালবাসা
৩. এই কি এসেছে জীবনে প্রথম ফালগুনী
৪. গান নয় যদি গল্প বলি
৫. কোথায় হারাল আমার

নতুন প্রভাত (১৯৭০)

গীতিকার : জি এম আনোয়ার

সুরকার : সত্য সাহা

১. ছোট দুটি কথা – সাবিনা ইয়াসমীন
২. পথের মানুষ একটু দাঁড়াও – কল্লোল রায়হান
৩. না হয় আজকে কিছুক্ষণ – সাবিনা ইয়াসমীন
৪. মন ছুটে যায় – মো. আলী সিদ্দিকী
৫. লোকে কেন বউরে
৬. অন্ধজনে দয়া কর

তানসেন (১৯৭০)

গীতিকার : আখতার-উজ-জামান

সুরকার : সুবল দাস

১. পাখিরে – আইরিন
২. না না ঢেকোনা – নাহিদ নিয়াজী , নাজমা নিয়াজী
৩. তুমি সুন্দর হে – আইরিন, মুজিব আলম
৪. ছম ছম ছম নাচে – নাজমা নিয়াজী

কোথায় যেন দেখেছি (১৯৭০)

১. রিক্সাওয়ালা – খন্দকার ফারুক আহমদ (কথা ,সুর : নিজাম-উল-হক)
২. জাগো অনশন বন্দী – অজিত রায় (কথা,সুর : কাজী নজরুল ইসলাম)
৩. এই ক্ষণ – সাবিনা ইয়াসমীন (কথা: ফিরোজা হক, সুর: নিজাম-উল-হক)
৪. কোথায় তোমায় যেন দেখেছি – খন্দকার ফারুক আহমেদ (কথা : ফিরোজা হক,সুর : নিজাম-উল-হক)

বিনিময় (১৯৭০)

Dhaka University Institutional Repository

গীতিকার : জি এম আনোয়ার
সুরকার : সত্য সাহা

১. আমার যে প্রেম – আব্দুল জব্বার
২. কিছু বলা যায় না – ফেরদৌসী রহমান

সাধারণ মেয়ে (১৯৭০)

গীতিকার : মোঃ মনিরুজ্জামান,জি এম আনোয়ার
সুরকার : সত্য সাহা

১. তুমি কেন – সাবিনা ইয়াসমীন , খন্দকার ফারুক আহমেদ
২. দুনিয়াটা গোল নয় – মো. আলী সিদ্দিকী, নীলা নাজমুল ও সহশিল্পীবৃন্দ(কথা: জি এম আনোয়ার)
৩. আজকে রাতের – ফেরদৌসী রহমান , জি এম আনোয়ার
৪. ডিম ডিম - খুরশীদ আলীম (কথা: জি এম আনোয়ার)

স্বরলিপি (১৯৭০)

গীতিকার : জি এম আনোয়ার
সুরকার : সুবল দাশ

১. গানেরই খাতায় স্বরলিপি লিখে – রুনা লায়লা,মাহমুদুন্নবী
২. না না ও ঘাটে যাব না – আইরিন পারভীন
৩. এক অন্তবিহীন স্বপ্ন – মাহমুদুন্নবী
৪. যদি প্রশ্ন করি – সাবিনা ইয়াসমীন, মাহমুদুন্নবী
৫. ও মেয়ের নাম দেব – মাহমুদুন্নবী

জীবন থেকে নেয়া (১৯৭০)

সংগীত পরিচালক : খান আতাউর রহমান

১. আমার সোনার বাংলা – অজিত রায়, মাহমুদুন্নবী , সাবিনা ইয়াসমীন(কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)
২. কারার ঐ লোহকপাট – অজিত রায় ,খন্দকার ফারুক আহমেদ ও সহশিল্পীবৃন্দ(কথা ও সুর : কাজী নজরুল ইসলাম)
৩. আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো – অজিত রায় ,আব্দুল জব্বার, সাবিনা ইয়াসমীন, লাভলী ইয়াসমীন ও সহশিল্পীবৃন্দ কথা: গাফফার চৌধুরী, সুর: আলতাফ মাহমুদ
৪. দুনিয়ার যত গরিবকে আজ – আব্দুল জব্বার, সৈয়দ আবদুল হাদী, মাহমুদুন্নবী, মো. আলী সিদ্দিকী (অনুবাদ ও সুর : খান আতাউর রহমান, মূল: ইকবাল)

ঘূর্ণিঝড় (১৯৭০)

গীতিকার : এস. এম. হেদায়েত
সুরকার : ওমর ফারুক

১. একটি মনের আশিষ – আব্দুল জব্বার
২. খুশীর নেশায় আজকে – ফরিদা ইয়াসমিন

মধু মিলন (১৯৭০)

গীতিকার : সৈয়দ শামসুল হক
সুরকার : বশীর আহমেদ

১. স্বপ্নের মত লাগে – বশীর আহমেদ
২. শুনো কথা শুনো – বশীর আহমেদ
৩. কথা বলো না বলো – ফেরদৌসী রহমান
৪. কুহু কুহু শুনে আমি – মীনা আহমেদ

সূর্য উঠার আগে (১৯৭০)

গীতিকার : জি এম আনোয়ার
সুরকার : সত্য সাহা

১. যদি এমন করে – আব্দুল জব্বার, শাহনাজ রহমতুল্লাহ্
২. ঝনক ঝনক পায়েল বাজে – ফেরদৌসী রহমান
৩. আমি ঐ মনে মন – শাহনাজ রহমতুল্লাহ্
৪. একটু সময় দিলে না হয় – খন্দকার ফারুক আহমেদ , শাহনাজ রহমতুল্লাহ্

Dhaka University Institutional Repository

৫. সূর্য উঠার আগে – আব্দুল জব্বার

পীচ ঢালা পথ (১৯৭০)

গীতিকার : ড. মনিরুজ্জামান

সুরকার : রবিন ঘোষ

১. ফুলের কানে ভ্রমর এসে – শাহনাজ রহমতুল্লাহ
২. এই পথ যত দূর – সাবিনা ইয়াসমীন

কোথায় যেন দেখেছি (১৯৭০)

গীতিকার,সুরকার : নিজাম-উল হক,কাজী নজরুল ইসলাম

১. রিক্সাওয়ালা – খন্দকার ফারুক আহমেদ
২. জাগো অনশন বন্দী ওঠরে – অজিত রায় (কথা ও সুর : নজরুল ইসলাম)
৩. কোথায় তোমায় যেন – খন্দকার ফারুক আহমেদ (কথা : ফিরোজা হক,সুর : নিজাম-উল-হক)
৪. এই ক্ষণ – সাবিনা ইয়াসমীন

অধিকার (১৯৭০)

গীতিকার : সৈয়দ শামসুল হক

সুরকার : আলী হোসেন

১. কে যেন আমায় ডাকে – আব্দুল জব্বার
২. লগ্ন যে বয়ে যায় – শাহনাজ রহমতুল্লাহ্
৩. কোন লজ্জায় ফুল সুন্দর হলো – সাবিনা ইয়াসমীন
৪. চাঁদের আলোয় বান ডেকেছে – সাবিনা ইয়াসমীন, শাহনাজ রহমতুল্লাহ্

সন্তান (১৯৭০)

গীতিকার :জি এম আনোয়ার

সুরকার : সত্য সাহা

১. খোকন সোনা বলি – আঞ্জুমান আরা
২. তোমার এই রূপের – খন্দকার ফারুক আহমেদ , কবরী চৌধুরী
৩. চিড়া গুড়ের মত – দিলিপ বিশ্বাস, লাভলী ইয়াসমিন
৪. যখন তখন বলে – শাহনাজ রহমতুল্লাহ্

আপন পর (১৯৭০)

গীতিকার ও সুরকার : খান আতাউর রহমান

১. এ ভুবনে কে আপন – আব্দুল জব্বার
২. এই তো আমি – সাবিনা ইয়াসমীন, আঞ্জুমান আরা
৩. জানি না কি দেখে – সাবিনা ইয়াসমীন
৪. যারে যাবি যদি যা – বশীর আহমেদ
৫. এতো কাছে থাকি – সাবিনা ইয়াসমীন
৬. হেরে হার মেনেছি – সাবিনা ইয়াসমীন

টাকা আনা পাই (১৯৭০)

গীতিকার : জহির রায়হান

সুরকার : আলতাফ মাহমুদ

১. পাপা আমায় দুষ্ট বলে – সাবিনা ইয়াসমীন
২. উড়ু উড়ু মন – সাবিনা ইয়াসমীন
৩. ওরে জ্বালিয়ে মারলো তো
৪. মনের আমার কি যে হল – সাবিনা ইয়াসমীন

পীচ ঢালা পথ (১৯৭০)

গীতিকার : জি এম আনোয়ার, আহমদ জামান

সুরকার : রবিন ঘোষ

১. এই উতলা রাতে – সাবিনা ইয়াসমীন
২. পীচঢালা এই পথ – আব্দুল জব্বার
৩. ভুলে গেছি সুর – সাবিনা ইয়াসমীন,(কথা : জি এম আনোয়ার,সুর :রবিন ঘোষ)

Dhaka University Institutional Repository

৪. ঝড়ের পাখী হয়ে – সাবিনা ইয়াসমীন (কথাঃ আহমদ জামান,সুর : রবিন ঘোষ)

ক খ গ ঘ ঙ (১৯৭০)

গীতিকার : জি এম আনোয়ার

সুরকার : আলতাফ মাহমুদ

১. ঝুমকো লতা – ফেরদৌসী রহমান
২. হাওয়াই গাড়ী – এ বি এম সিদ্দিকী
৩. যদি বলি যেতে নাহি দিব – সাবিনা ইয়াসমীন, আব্দুল জব্বার
৪. শালুক শালুক – ফেরদৌসী রহমান

ছদ্মবেশী (১৯৭০)

গীতিকার : সৈয়দ শামসুল হক

সুরকার : সত্য সাহা

১. খেলা ঘর – আব্দুল জব্বার ও সহশিল্পীবৃন্দ (কথা : সৈয়দ শামসুল হক,সুর :সত্য সাহা)
২. কত পথ চলেছি – সাবিনা ইয়াসমীন ,খন্দকার ফারুক আহমেদ
৩. এই নীল নীল – ফেরদৌসী রহমান
৪. দেখ আমি আজ – মোঃ আলী সিদ্দিকী
৫. তুমি সখি সুন্দর – আঞ্জুমান আরা, সাবিনা ইয়াসমীন

যে আগুনে পুড়ি (১৯৭০)

গীতিকার : জি এম আনোয়ার

সুরকার : খন্দকার নুরুল আলম

১. চোখ যে মনের কথা – নূরুল আলম
২. তুমি যদি বলে দিতে – ফেরদৌসী রহমান
৩. নীরব পৃথিবী – আব্দুল জব্বার
৪. কে যেন আজ – মাহমুদুন্নবী
৫. একটু না হয় আজ রাত – সাবিনা ইয়াসমীন, মাহমুদুন্নবী
৬. দুনিয়া বড় আজব – মোঃ আলী সিদ্দিকী, নাজমুল হুদা, রউফ

আঁকাবাঁকা (১৯৭০)

গীতিকার : জি এম আনোয়ার

সুরকার : আলতাফ মাহমুদ

১. মুক্ত সে নয় – আঞ্জুমান আরা, এ.হামিদ, শিমুল বিল্লাহ
২. এই চোখেতে চোখ রেখে – সাবিনা ইয়াসমীন
৩. অনুরাগে গানে গানে – শাহনাজ রহমতুল্লাহ্
৪. গল্পকথার কল্পলোকে – সাইফুল ইসলাম, মিলি চৌধুরী
৫. এই বন বন বন ঘুরছে – মাহমুদুন্নবী, শাহনাজ রহমতুল্লাহ্
৬. নেড়া কি কভু বেলতলা যায় – আলতাফ মাহমুদ, নাজমুল হুদা ও সহশিল্পীবৃন্দ

যোগ বিয়োগ (১৯৭০)

১. এই পৃথিবীর – আব্দুল হাদী, সাবিনা ইয়াসমীন (কথাঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল, সুর : সুবল দাশ)
২. আহা রাজপুত্তর – মোঃ আলী সিদ্দিকী (কথাঃ জি এম আনোয়ার , সুরঃ সুবল দাশ)
৩. আল্লার নেক বান্দা – আব্দুল জব্বার, শাহনাজ রহমতুল্লাহ্ (কথা : জি এম আনোয়ার, সুর : সত্য সাহা)

পিতাপুত্র (১৯৭০)

গীতিকার : জি এম আনোয়ার

সুরকার : সত্য সাহা

১. নামের বড়াই কোরো না – আঞ্জুমান আরা ও সহশিল্পীবৃন্দ
২. পাগল এ মন সেতো মানে না – বশীর আহমেদ
৩. প্রেমের পথে এত বাধা – মোঃ আলী সিদ্দিকী, শাহনাজ রহমতুল্লাহ্
৪. হৃদয় কেন আয়না হয়ে – সাবিনা ইয়াসমীন

আমীর সওদাগর ও ভেলুয়া সুন্দরী (১৯৭০)

১. ডিঙ্গারে সাজা – আব্দুল আলীম

Dhaka University Institutional Repository

২. ওরে দয়াল কর তুমি পার – আব্দুল আলীম
৩. চোখে কার চোখ পড়েছে – আঞ্জুমান আরা ও সহশিল্পীবৃন্দ
৪. পদ্মার ঢেউ রে মোর শূন্য হৃদয় – ফেরদৌসী বেগম
৫. মায়াডোরে বাধা – আব্দুল আলীম
৬. বদর পীরের নাম ধরিয়া – আব্দুল আলীম

আদর্শ ছাপাখানা (১৯৭০)

সংগীত পরিচালক : আলতাফ মাহমুদ

১. বনে বনে আইলোরে ফাগুন মনেতে আগুন বন্ধু।
২. পাহাড়ী কন্যা তোমার রূপ দেখে মন হল যে পাগল
৩. বন্ধুর পথ চেয়ে চেয়ে একটি একটি করে প্রহর গুনে
৪. তোর ভুল কোনদিন ভাঙ্গবে না রে
৫. নাচোরে নাচে থই থই তনুমন নাচে
৬. হুঁ এমন মধুর নিঝুম রাতে ঘুমাও তুমি বন্ধু
৭. এসেছি রাজধানী আমি এসেছি রাজধানী

ঘূর্নিঝড় (১৯৭০)

১. পিয়া দিল লিয়া – আঞ্জুমান আরা
২. বনের পাখী ছাইড়া – নীনা হামিদ (কথা : লোকমান হোসেন ফকির,সুর : ওমর ফারুক)
৩. সরে অ-তে অজগর – সৈয়দ আব্দুল হাদী

বড় বউ (১৯৭০)

সংগীত পরিচালক : আলতাফ মাহমুদ

১. ঐ হাতে হৃদয় বাবার হয়ে যেতে
২. বৌমা যেন মু মু মু মহুয়া বৌ নয় যেন পি পি পি পাপিয়া
৩. দুনিয়াটা যে চোখে ভরা রুই কাতলা দেখে কেউ
৪. শুন শুন শহরবাসী ওগো একবার শুধু আমি

বিনিময় (১৯৭০)

১. আজ আমার একি হল – সত্যসাহা (কথাঃ জি এম আনোয়ার, সুরঃ সত্য সাহা)
২. দেখা নেই দেখা হল – শাহনাজ রহমতুল্লাহ্ (কথাঃ জি এম আনোয়ার, সুরঃ সত্য সাহা)
৩. জানিতাম যদি – মোঃ আলী সিদ্দিকী (কথাঃ জি এম আনোয়ার, সুর : সত্য সাহা)

দর্পচূর্ণ (১৯৭০)

সংগীত পরিচালক : সুবল দাশ

১. ভাবতে আমার লাগছে – সাবিনা ইয়াসমীন (কথাঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল ,সুরঃ সুবল দাশ)
২. তুমি যে আমার কবিতা – সাবিনা ইয়াসমীন, মাহমুদুন্নবী (কথাঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল, সুরঃ সুবল দাশ)
৩. এই স্বপ্ন ঘেরা দিন – মাহমুদুন্নবী (কথাঃ জি এম আনোয়ার)

দীপ নেভে নাই (১৯৭০)

গীতিকার : মোঃ মনিরুজ্জামান, জি এম আনোয়ার

সুরকার : সত্য সাহা

১. ঐ দূর দূরান্তে – মোঃ আলী সিদ্দিকী
২. পৃথিবী তোমার কোমল – আব্দুল জব্বার
৩. আমার যাদু লক্ষ্মী দাদু – আব্দুল জব্বার
৪. বড় একা একা লাগে – মাহমুদুন্নবী
কথা : জি এম আনোয়ার

নায়িকা (১৯৭০)

সংগীত : সত্য সাহা

১. এ আমি কোথায় নেমে এলাম আলো ভেবে ছুটে গিয়ে
২. এতো সুন্দর কেন লেগেছে আমায় বল ওগো আয়না
৩. বাতাস বুঝি গো জেনে গেছে, আকাশ বুঝি গো মেনে গেছে

কাঁচ কাটা হীরে (১৯৭০)

Dhaka University Institutional Repository

গীতিকার : সৈয়দ শামসুল হক
সুরকার : আলম খান

১. মরি হায়রে হায় – এম.এ. হামিদ, শওকত হায়াত (কথা : সৈয়দ শামসুল হক, সুর : আলম খান)
২. জল তরঙ্গ – রূপা খান (কথাঃ মুকুল চৌধুরী)
৩. বনের কোকিলারে – সাবিনা ইয়াসমীন (কথাঃ সৈয়দ শামসুল হক)
৪. আজ নয় কাল নয় – এম. এ. হামিদ (কথা : মুকুল চৌধুরী)

কত যে মিনতি (১৯৭০)

গীতিকার :জি এম আনোয়ার
সুরকার :আনোয়ার পারভেজ

১. এই মন বলে– শাহনাজ রহমতুল্লাহ্
২. আমার কত গান – শাহনাজ রহমতুল্লাহ্
৩. গানকে ভালবেসেছি – শাহনাজ রহমতুল্লাহ্
৪. তানপুরাটার তার – আব্দুল জব্বার
৫. তুমি সাত সাগরের – শাহনাজ রহমতুল্লাহ্, আব্দুল জব্বার
৬. আমার প্রিয়ার দেশে – শাহনাজ রহমতুল্লাহ্

ঢেউয়ের পর ঢেউ (১৯৭০)

গীতিকার : জি এম আনোয়ার
সুরকার : রাজা হোসেন খান

১. এই বাসর প্রদীপ – আব্দুল জব্বার
২. কেন যে সাথে চলিতে – আব্দুল জব্বার , সাবিনা ইয়াসমীন
৩. ঢেউয়ের পর ঢেউ – আব্দুল জব্বার
৪. তুমি বলো না – আইরিন পারভীন
৫. সুচরিতা যেয়ো নাকো – আব্দুল জব্বার
৬. ঘুমপরী তোর – সাবিনা ইয়াসমীন

একই অঙ্গে এত রূপ : (১৯৭০)

গীতিকার : মোঃ মনিরুজ্জমান,জি এম আনোয়ার
সুরকার : আলী হোসেন

১. এই দুনিয়ার সবই মিছে – সাবিনা ইয়াসমীন
২. ওগো রূপসী – মাহমুদুন্নবী
৩. জীবনের রং চিরদিন – শাহনাজ রহমতুল্লাহ্ ও সহশিল্পীবৃন্দ
৪. জানি না সে হৃদয় – সাবিনা ইয়াসমীন
৫. আশা ছিল মনে যত – সাবিনা ইয়াসমীন
৬. কে তুমি এলে – সাবিনা ইয়াসমীন,কথাঃজি এম আনোয়ার, সুরঃআলীহোসেন
৭. যদি না সে হৃদয় – সাবিনা ইয়াসমীন

শেষ রাতের তারা (১৯৭১)

গীতিকার : নূরুল ইসলাম,মালিক মনসুর

১. শোন শোন প্রাণের – নজমুল হুদা, আঞ্জুমান আরা
২. পিরিতির দারুন জ্বালা – সাবিনা ইয়াসমীন
৩. এই যে সোনার দেশ– আব্দুল জব্বার
৪. তোমারে হারায়ে আমি – মালিক মনসুর
৫. এমন মাধবী রাতে – ফেরদৌসী রহমান, সাবিনা ইয়াসমীন, আঞ্জুমান আরা

নাচের পুতুল (১৯৭১)

গীতিকার : মোঃ মনিরুজ্জামান
সুরকার : রবিন ঘোষ

১. কেউ যেন না জানে – সাবিনা ইয়াসমীন
২. একটি কাগজ কিনে নিন – শিমুল বিল্লাহ
৩. আয়নাতে ঐ মুখ দেখবে যখন – মাহমুদুন্নবী (কথাঃ কে জি মোস্তফা,সুর : রবিন ঘোষ)

Dhaka University Institutional Repository

৪. হে পৃথিবী আমার – আব্দুল জব্বার (কথা : ড. মোঃ মনিরুজ্জামান)
৫. কত নিঝুম রাতের – সাবিনা ইয়াসমীন (কথা : ড. মোঃ মনিরুজ্জামান)
৬. জানিনা কে তুমি – সাবিনা ইয়াসমীন (কথা : এ জামান চৌধুরী)

জলছবি (১৯৭১)

গীতিকার : জি এম আনোয়ার

সুরকার : নূরুল আলম

১. এক বরষার বৃষ্টিতে – নিলুফার ইয়াসমীন,ফেরদৌসী রহমান
২. দুষ্টুমি যার চোখের পাতায় – শাহনাজ রহমতুল্লাহ্‌, আব্দুল জব্বার
৩. যুগে যুগে কখন কি – সাবিনা ইয়াসমীন, মোঃ আলী সিদ্দিকী

স্মৃতিটুকু থাক (১৯৭১)

১. এ শহর থেকে দূরে – খুরশীদ আলম (কথা: মুকুল চৌধুরী, সুরঃ আলম খান)
২. মন তো ছোঁয়া যাবে না– শাহনাজ রহমতুল্লাহ্‌ (কথা: জি এম আনোয়ার, সুরঃ সত্য সাহা)
৩. এক যে ছিল রাজার কুমার – আঞ্জুমান আরা (কথা: মুকুল চৌধুরী,সুরঃ আলম খান)
৪. বাঁকা রাস্তাটার – সাবিনা ইয়াসমীন (কথা: মুকুল চৌধুরী,সুরঃ আলম খান)

সুখ দুঃখ (১৯৭১)

১. এইবার জীবনের জয় – সাবিনা ইয়াসমীন, শাহনাজ রহমতুল্লাহ্‌ (কথা ও সুর : খান আতাউর রহমান)
২. হায় কি দেখলাম – আঞ্জুমান আরা (কথা : খান আতাউর রহমান)
৩. তাই হোক বন্ধু তাই – সাবিনা ইয়াসমীন
৪. আমাদের বন্দী করে – আব্দুল জব্বার

আমার বউ (১৯৭১)

১. মিনতি এই – শাহনাজ রহমতুল্লাহ্‌ (কথা : জি এম আনোয়ার, সুর : সত্যসাহা)
২. এমন মনের মানুষ – রুনা লায়লা (কথা: খন্দকার ফারুক হোসেন, সুর : দেবু ভট্টাচার্য)
৩. আমি তোমায় ভালবেসেছি – রুনা লায়লা (কথা: খন্দকার ফারুক হোসেন, সুরঃ দেবু ভট্টাচার্য)
৪. নাম আমার আঙ্গুরী – রুনা লায়লা (কথা: খন্দকার ফারুক হোসেন, সুরঃ দেবু ভট্টাচার্য)
৫. ওগো হুনছনি – রওশন আরা, আব্দুর রউফ (কথা : লোকমান হোসেন ফকির,সুর : ওমর ফারুক)

নিমাই সন্ন্যাসী (১৯৭২)

গীতিকার : সিরাজুল ইসলাম ভূঁইয়া

সুরকার : আনোয়ার কবির

১. জলে ঢেউ দিও না – সাবিনা ইয়াসমীন
২. নিমাই দাঁড়ারে – মৌসুমী কবির
৩. কি আনন্দ হলরে – শাহনাজ রহমতুল্লাহ্‌ ও সহশিল্পীবৃন্দ
৪. বল সখী বল কোন সে – সাবিনা ইয়াসমীন ও সহশিল্পীবৃন্দ
৫. রাগ করো না বিষ্ণু প্রিয়া – আবিদা সুলতানা, হামিনা আক্তার
৬. সোনার দেশে নিমাই হাসে
৭. চোখ মেলে দেখ – আবদুল জব্বার
৮. সখিরে কি হল – শাহনাজ রহমতুল্লাহ , মৌসুমী কবির

রক্তাক্ত বাংলা (১৯৭২)

সংগীত : সলিল চৌধুরী

শিল্পী : লতা মঙ্গেশকর, মান্না দে, সবিতা চৌধুরী

১. এই দেশ এই দেশ আমার এই দেশ
২. দাদাভাই,ও দাদাভাই মূর্তি বানাও
৩. ফিরে আয়,ফিরে আয়,ঘরে ফিরে আয়

ওরা এগার জন (১৯৭২)

গীতিকার : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,গাজী মাজহারুল আনোয়ার

সংগীত পরিচালক : খন্দকার নুরুল আলম

শিল্পী : সাইফুল ইসলাম, খন্দকার নুরুল আলম,মাহামুদুন্নবী,খন্দকার ফারুখ আহম্মদ,আবদুর রউফ, মোহাম্মদ আলী সিদ্দীকি,আবদুল হাদী,সাবিনা ইয়াসমীন,হাসিনা মমতাজ, রেবেকা সুলতানা,আবিদা সুলতানা

Dhaka University Institutional Repository

১. ও আমার দেশের মাটি
২. জয় বাংলা বাংলার জয়
৩. এক সাগর রক্তের বিনিময়ে

সমাধান (১৯৭২)

গীতিকার : জি এম কাদের

সুরকার : সত্য সাহা

১. তোমাদের সভায় – খন্দকার ফারুক আহমেদ
২. লোকে বলে রাগ নাকি অনুরাগের আয়না – সত্য সাহা
৩. দোষ দেবে কি – সাবিনা ইয়াসমীন
৪. এনেছি এনেছি যতনে – এ বি এম সিদ্দিকী, দিলিপ বিশ্বাস

বাহরাম বাদশাহ্ (১৯৭২)

সংগীত পরিচালক : এম.এ. হাসনাইন, ওসমান খান

গীতিকার : গাজী মাজহারুল আনোয়ার, এম.এ.কাসেম, এস.আহমেদ, ওসমান খান

কণ্ঠ শিল্পী : সাবিনা ইয়াসমীন, শাহনাজ বেগম, মাহমুদুন্নবী, খন্দকার ফারুক আহমেদ, মীনা ভৌমিক, মিনি ইয়াসমীন, লাভলী ইয়াসমীন

১. লীলাময়ের এই লীলা খেলা, ভাঙে গড়ে এই ভবের মেলা
২. ও মা তুমি কোথায় আছো এসে দেখা দাও না
৩. আমার মন দিয়েছি প্রাণ দিয়েছি দিদি আমার হিয়া
৪. বল কন্যা বল না, কেন করো ছল না
৫. চপল চপল উতল হাওয়া, এ হৃদয় স্বপ্নে ছাওয়া
৬. পরওয়ারদেগারে আলম, পরওয়ারদেগারে আলম, দয়াময় তুমি দয়া করো হে খোদা

জয় বাংলা (১৯৭২)

গীতিকার : জি এম আনোয়ার

সুরকার : আনোয়ার পারভেজ

১. জয় বাংলা বাংলার জয় – শাহনাজ রহমতুল্লাহ্ ,আব্দুল জব্বার

লালন ফকির (১৯৭২)

সংগীত পরিচালক : নাজমুল হুদা

১. যার আপন খবর – আব্দুল আলীম (কথা ,সুর : লালন শাহ)
২. কে কথা কয় – আব্দুল আলীম (কথা ,সুর : লালন শাহ)
৩. চিরদিন পোষলাম এক অচিন পাখী – আব্দুল আলীম(কথা ,সুর : লালন শাহ)
৪. অকূল দরিয়ায় ভাসে – আব্দুর রউফ (কথাঃ আসকার ইবনে শাইখ, সুরঃ আব্দুল গফুর)

বাঘা বাঙ্গালী (১৯৭২)

গীতিকার : জি এম আনোয়ার , মালিক মনসুর

সুরকার : মালিক মনসুর

১. এই আঁকাবাঁকা পথ – আব্দুল জব্বার (কথাঃ জি এম আনোয়ার, সুরঃ এম. মনসুর)
২. কিছুই আমার – সাবিনা ইয়াসমীন (কথাঃ মালিক মনসুর)
৩. হয়তো শুনেছ – মালিক মনসুর (কথাঃ মালিক মনসুর)
৪. সিরাজী আরো – সাবিনা ইয়াসমীন , আঞ্জুমান আরা (কথাঃ মালিক মনসুর)

এরাও মানুষ (১৯৭২)

সংগীত পরিচালক : সুবল দাস

১. সেই প্রিয় নাম শুধু না না অন্য কিছু
২. এত কাছে তুমি আছো
৩. না হয় কথা আর হলো না
৪. প্রদীপের মতো আমি জ্বলে যেতে চাই
৫. নিয়ে যাও খুকা খুকো মনি

শপথ নিলাম (১৯৭২)

সংগীত পরিচালক : আলতাফ মাহমুদ, খন্দকার নুরুল আলম

Dhaka University Institutional Repository

১. মোর গান কোন একদিন সপ্ত সুরের ডানা মেলেছিল
২. অনামিকা নও তুমি/তবুও নতুন কোনো নাম দেই যদি
৩. আমার প্রথম প্রেমের যেই মনিহার

গান গেয়ে পরিচয় (১৯৭২)

সুরকার : আনোয়ার পারভেজ

১. একটি ভ্রমর – সাবিনা ইয়াসমীন (কথা: শাহেদ আলী মজনু)
২. মরমিয়া গো – শাহনাজ রহমতুল্লাহ্ (কথা: মোহনলাল দাস)
৩. প্রথম গান – শাহনাজ রহমতুল্লাহ্ (কথা: শাহানা চৌধুরী)
৪. শ্যামলা মেয়ে – মোঃ আলী সিদ্দিকী (কথা: শাহেদ আলী মজনু)

কাঁচের স্বর্গ (১৯৭২)

সংগীত পরিচালক : সত্য সাহা

১. তোমার তুলনা তুমি ছাড়া কিছু নাই
২. মেয়ে, হাসো/ছেলে : হা : হাঃ হাঃ হাঃ প্রাণ খুলে হাসো হাসো – মন দিয়ে ভালোবাস
৩. নিঝুম রাতে কে যেন এলো ঝরো ঝরো বৃষ্টির মিষ্টি ধারায়
৪. আমার যত গান তোমারই তরে
৫. আচ্ছা আমি আগে শুরু করি

চৌধুরী বাড়ী (১৯৭২)

১. পুতুল চাই মাটির পুতুল রং বেরং এর পুতুল আছে
২. ওগো সুন্দরী আহা মরি মরি/তুমি বিনে এ জীবনে বল কি করি
৩. আমি কাছেই আছি তবু কেমন উদাস তোমার মন
৪. সে তো নতুন কিছু নয়
৫. কেন যে এমন বঞ্চনা পৃথিবীর খেলা ঘরে

কমল রানীর দীঘী (১৯৭২)

সংগীত পরিচালনা : আনোয়ার পারভেজ

কণ্ঠ সংগীত: শাহনাজ বেগম, সাবিনা ইয়াসমীন, আবদুল আলিম, আবদুর রউফ

১. এই দুনিয়াতে তোর খেলা বিধিরে কেহ বোঝে না → আব্দুল আলিম
২. কেমনে দংশিলি নাগরে সোনারে অঙ্গে → শাহনাজ বেগম
৩. উচা ডালে ও কোকিল আর ডাইকো না → শাহনাজ বেগম
৪. কাচা মনে দিলা কেন প্রেমের আগুন জ্বাইলা → শাহনাজ বেগম ও আব্দুর রউফ
৫. ঐ বনবাসে যায় বনবাসে যায় ভিখারীর বেশে রাজা → আব্দুল আলীম
৬. যৌবনেরি ফুল বাগিচায় কত রঙের ফুল → সাবিনা ইয়াসমীন
৭. হায়রে খোদা আ..... রাহ্‌মানু রাহিম/হায় হায়রে খোদা এ দুনিরায় সইবো কত আর → শাহনাজ বেগম

জীবন সঙ্গীত (১৯৭২)

গীতিকার : জি এম আনোয়ার

সুরকার : সত্য সাহা

১. মধু মিলনের লগ্নে – আব্দুল জব্বার
২. এই মায়াবী আঁধারে – সাবিনা ইয়াসমীন , দীলিপ বিশ্বাস
৩. দুনিয়ার হাল দেখে – মো. আলী সিদ্দিকী
৪. কাছে এসো আরও কাছে – সাবিনা ইয়াসমীন
১. এই ঘরে থাকে ঘরণী – মো. আলী সিদ্দিকী , সাবিনা ইয়াসমীন
২. জীবনটা হয় যদি এমনি – মো. আলী সিদ্দিকী , ফেরদৌসী রহমান

মানুষের মন (১৯৭২)

গীতিকার : জি এম আনোয়ার

Dhaka University Institutional Repository

সুরকার : সত্য সাহা

১. ছু মন্তর ফুস মন্তর – সাবিনা ইয়াসমীন , মো. আলী সিদ্দিকী
২. ছবি যেন শুধু ছবি নয় – খুরশীদ আলম
৩. আমি কত দিন কত রাত – সাবিনা ইয়াসমীন , মো. আলী সিদ্দিকী
৪. গানের কথা সব কথা নয় – ফেরদৌসী রহমান
৫. তোমার ভুবনে এত অসহায় – আব্দুল জব্বার
৬. এই শহরে আমি যে এক – মো. আলী সিদ্দিকী

ছন্দ হারিয়ে গেল (১৯৭২)

গীতিকার : জি এম আনোয়ার

সুরকার : আনোয়ার পারভেজ

১. ডোন্ট আস্ক মি – খুরশিদ আলম ও হাফিজ
২. গীতিময় সেই দিন – সাবিনা ইয়াসমীন
৩. রিমঝিম বরষাতে – সাবিনা ইয়াসমীন (সুরঃ করিম শাহাবউদ্দীন)
৪. মন বলে – সাবিনা ইয়াসমীন

অশ্রু দিয়ে লেখা (১৯৭২)

গীতিকার : ড. মো. মনিরুজ্জামান

সুরকার : আলী হোসেন

১. ও দুটি নয়নে – খুরশিদ আলম
২. না সরে যেও না – শাহনাজ রহমতুল্লাহ্
৩. অশ্রু দিয়ে লেখা এ গান যেন ভুলে যেও না – সাবিনা ইয়াসমীন
৪. আমি জানি জানি রে – সাবিনা ইয়াসমীন, লাভলী ইয়াসমীন
৫. অশ্রু দিয়ে লেখা এ গান সে তো ভুলে গিয়েছে – সাবিনা ইয়াসমীন

নিজেরে হারায়ে খুঁজি (১৯৭২)

সুরকার : করিম শাহাবুদ্দিন

১. সারা বেলা মন – ফেরদৌসী রহমান (কথাঃ ড. মো. মনিরুজ্জামান , জি এম আনোয়ার)
২. যে চিঠি লিখেছ – সাবিনা ইয়াসমীন , খুরশীদ আলম (কথা : জি এম আনোয়ার)
৩. দাঁড়িয়ে আছ তুমি – ইকবাল আহমেদ (কথা , সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)
৪. আজ মন যেন কিছুতেই – সাবিনা ইয়াসমীন (কথা : জি এম আনোয়ার)

অনির্বান (১৯৭৩)

সুর ও সংগীত : সুবল দাস

১. ঘূর্ণিচাকায় ঘুরছে জীবন – সৈয়দ আব্দুল হাদী (কথা : ড. মো. মনিরুজ্জামান)
২. নেই অভিযোগ – মাহমুদুন্নবী (কথা : আবু হেনা মোস্তফা কামাল)
৩. এই জীবনকে আরো – সাবিনা ইয়াসমীন , আঞ্জুমান আরা (কথা : জি এম আনোয়ার)
৪. যা কিছু বলুক লোকে – সৈয়দ আব্দুল হাদী (কথা : মাসুদ করিম)
৫. ভীরু প্রাণে এলো ভালবাসা – সাবিনা ইয়াসমীন (কথা : ড. মো. মনিরুজ্জামান)
৬. কি হবে গানের সুর – সৈয়দ আব্দুল হাদী (কথা : আবু হেনা মোস্তফা কামাল)

অতিথি (১৯৭৩)

গীতিকার : জিএম আনোয়ার

সুরকার : সত্য সাহা

১. লেখাপড়া করে যে – সাবিনা ইয়াসমীন , মো. আলী সিদ্দিকী
২. আমার যৌবনের – সাবিনা ইয়াসমীন
৩. ও পাখি তোর যন্ত্রণা – সাবিনা ইয়াসমীন
৪. আমি এক দুরন্ত যাযাবর – মো. আলী সিদ্দিকী

স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা (১৯৭৩)

গীতিকার : জি এম আনোয়ার

সুরকার : সত্য সাহা

Dhaka University Institutional Repository

১. দুটি পাখি একটি – শওকত হায়াত
২. কিনি কিনি কঙ্কণ – সাবিনা ইয়াসমীন
৩. ধন গেলে ধন পাবি – দিলিপ বিশ্বাস, সাবিনা ইয়াসমীন

খেলা ঘর (১৯৭৩)

গীতিকার : মুকুল চৌধুরী , আখতারুজ্জামান

সুরকার : আলম খান

১. পায়ে পায়ে নামে – সাবিনা ইয়াসমীন
২. যায় যায় রাত – মাহমুদুন্নবী
৩. আজ যেন শুধু মনে হয় – সাবিনা ইয়াসমীন
৪. কত রকমারী কত ঝকমারী – খুরশিদ আলম

দস্যুরাণী (১৯৭৩)

গীতিকার : সিরাজুল ইসলাম ভুঁইয়া , মীর মতিউর রহমান , জিএম আনোয়ার

সুরকার : মনসুর আলী

১. মন চায় তোর মনডারে – সাবিনা ইয়াসমীন , আবিদা সুলতানা (কথা: সিরাজুল ইসলাম ভুঁইয়া)
২. দুনিয়া দুদিনের – সাবিনা ইয়াসমীন , আঞ্জুমান আরা
৩. থাকবো না আর – আব্দুল আলীম, আব্দুল রউফ ও সহশিল্পীবৃন্দ (কথা: মীর মতিউর রহমান)
৪. শরাবী যা পিয়ে যা – সাবিনা ইয়াসমীন (কথা : জিএম আনোয়ার)

শ্লোগান (১৯৭৩)

১. তবলা তেরে কেটে তেরে কেটে তাক – খুরশিদ আলম
২. আর কত আশা নিয়ে থাকব – সাবিনা ইয়াসমিন
৩. কি সুখ পাও তুমি আমাকে ধুকে ধুকে পুড়িয়ে – আব্দুল জব্বার

জীবন তৃষ্ণা (১৯৭৩)

গীতিকার : কাজী আজিজ

সুরকার : খন্দকার নুরুল আলম

১. এ আঁধার কখনো – নিলুফার ইয়াসমীন , আব্দুল জব্বার
২. এ আঁধার কখনো – সাবিনা ইয়াসমীন
৩. এই তো আমি – সাবিনা ইয়াসমীন
৪. কথাগুলো বড় সুন্দর – সাবিনা ইয়াসমীন

রাতের পর দিন (১৯৭৩)

গীতিকার : আহমদ জামান

সুরকার : আজাদ রহমান

১. কচি ডাবের পানি – সাবিনা ইয়াসমীন , আবদুল হামিদ
২. হুশিয়ার – সাবিনা ইয়াসমীন
৩. ঐ ছেমড়ী – খুরশীদ আলম
৪. সোনার দেশে – সাবিনা ইয়াসমীন

প্রিয়তমা (১৯৭৩)

সংগীত পরিচালক : আজাদ রহমান

১. এই কলিজাটা – খুরশিদ আলম (কথা : আবু হায়দার)
২. মন নিয়ে – সাবিনা ইয়াসমীন (কথা : মোস্তাফিজুর রহমান)
৩. ভালবেসে যদি – সাবিনা ইয়াসমীন (কথা : প্রণব ঘোষ)
৪. আপন হতে চাই – খুরশিদ আলম , সাবিনা ইয়াসমীন (কথা : প্রণব ঘোষ)

ইয়ে করে বিয়ে (১৯৭৩)

গীতিকার : মাসুদ করিম

সুরকার : আমীর আলী

১. পথের সাথী – শ্যামল মিত্র ও সাবিনা ইয়াসমীন
২. এ কোন চঞ্চলতা – সাবিনা ইয়াসমীন
৩. ও গো চাঁদ তুমি কি – সাবিনা ইয়াসমীন

Dhaka University Institutional Repository

৪. ভালবাসার মূল্য – আবিদা সুলতানা

অপবাদ(১৯৭৩)

১. বাগানের ফুল ছিঁড়ো না
২. যদি কোন দিন কেন এই মন

পায়ে চলা পথ(১৯৭৩)

১. তুমি এলে সেই তুমি - সাবিনা ইয়াসমীন
২. আহা রাগের পরে অনুরাগ - সাবিনা ইয়াসমীন
৩. নেই প্রেম নেই সেই ভালবাসা - সৈয়দ আবদুল হাদী

কে তুমি (১৯৭৩)

১. বলে দাও মাটির পৃথিবী – আরিফুর রহমান (কথা : সাঈফুর রহমান, সুর: কাজল রশীদ)
২. ছুঁইওনা ছুঁইওনা – বশীর আহমেদ , আঞ্জুমান আরা (কথা ও সুর : জালাল আহমেদ)
৩. ধিতাং ধিতাং – সাবিনা ইয়াসমীন (কথা: দেওয়ান নজরুল , সুর: কাজল রশীদ)
৪. কে তুমি এলে – সাবিনা ইয়াসমীন (কথা: দেওয়ান নজরুল , সুর: কাজল রশীদ)

সতী নারী (১৯৭৩)

সংগীত পরিচালক : হাসনাইন

১. ভালবেসে ফেলেছি আমি দেইখা তোমারে
২. শোনার কুরিলা খলরে কুরিলা কার ছোঁয়াতে মনে দোলা লাগে
৩. পরানের ভানুরে তার লাগি মোর অন্তরে কর লাল কলি
৪. ওরে তুই যাবিরে কোন দিক যাবিরে
৫. দয়া কর দয়াময় তুমি দয়া করো না/অকুলে ভেসেছি আমি তুলে ধর না
৬. আ....... আ....... আ......... এ উঠতি আওয়ামী এ বারতি

এখানে আকাশ নীল (১৯৭৩)

সংগীত : সুবল দাস

১. এখানে আকাশ নীল, আকাশ নীল/সাগর নীল, সাগর নীল
২. খুন করিলা মোরে পরদেশীয়া ও
৩. আমি দ্বীপ জ্বেলে রেখেছি ওগো বন্ধু
৪. দীনা .... দীনা .... হায় হায় দীনা নানা.../এসোনা তাড়াতাড়ি দূরে সরে থেকোনা
৫. হুইমা কি হইল আমার বুকেতে কাঁপন লাগেরে
৬. এই চোখে সবই ভালো নয় কিছু সাদা কালো
৭. আ....... আ..... তুমি বল কি আমার অপরাধ পীরিতির দোষে যদি দোষী হই

খেলাঘর (১৯৭৩)

গীতিকার : মুকুল চৌধুরী ও আখতারুজ্জামান

সুরকার : আলম খান

১. পায়ে পায়ে নামে শান্ত গোধূলি – সাবিনা ইয়াসমীন
২. যায় যায় রাত – মাহমুদুন্নবী
৩. আজ যেন শুধু মনে হয় – সাবিনা ইয়াসমীন
৪. কত রকমারী যত ঝকমারী – খুরশিদ আলম

রংবাজ (১৯৭৩)

গীতিকার : জি এম আনোয়ার

সুরকার : আনোয়ার পারভেজ

১. সে যে কেন এলো না – সাবিনা ইয়াসমীন
২. তোর রূপ দেখে – মো. আলী সিদ্দিকী
৩. হৈ হৈ হৈ রঙিলা – সাবিনা ইয়াসমীন , মো. আলী সিদ্দিকী
৪. এই পথে পথে – মো. আলী সিদ্দিকী

পরিচয় (১৯৭৪)

গীতিকার : জি এম আনোয়ার

সুরকার : সত্য সাহা

Dhaka University Institutional Repository

১. ছল ছল নদীরই – সাবিনা ইয়াসমীন ও সহশিল্পীবৃন্দ
২. মিছে মিছে রাগ – কবরী ও খন্দকার ফারুক আহমেদ
৩. ধরা দেব না রে – সাবিনা ইয়াসমীন , মো. আলী সিদ্দিকী
৪. এখানে রাত শুধু – সাবিনা ইয়াসমীন

অনেক দিন আগে (১৯৭৪)

গীতিকার : জি এম আনোয়ার

সুরকার : সুবল দাশ

১. চোখে নেশা লাগে – সাবিনা ও সহশিল্পীবৃন্দ
২. এতো ভালবাসা – রুনা লায়লা
৩. চারা গাছে ফুল ফুইটাছে – নীনা হামিদ, সৈয়দ আবদুল হাদী
৪. রহম করো – সাবিনা ইয়াসমীন
৫. আমি তিসমার খান – মো. আলী সিদ্দিকী, রুনা লায়লা
৬. দেখ ফুল বাগানে – সাবিনা ইয়াসমীন

মাসুদ রানা (১৯৭৪)

১. মনের রঙে রাঙাব – সেলিনা আজাদ (কথা , সুর : আজাদ রহমান)
২. লোকে বলে – আঞ্জুমান আরা (কথা : আহমদ জামান , সুর : আজাদ রহমান)

মালকাবানু (১৯৭৪)

গীতিকার : অচিন্ত্য চক্রবর্তী

সুরকার : নৃপেন চৌধুরী

১. মালকা বানুর দেশেরে – সাবিনা ইয়াসমীন, আব্দুর রউফ ,সহশিল্পীবৃন্দ(কথা : প্রচলিত)
২. মনুর কাছে যাইয়া পাখি – সাবিনা ইয়াসমীন
৩. মালকারে যায় – আব্দুর রউফ
৪. আমার পরান বুঝি যায় – সাবিনা ইয়াসমীন
৫. যাইও না যাইও না – আব্দুর রউফ, শেফালী ঘোষ
৬. আমি জানতাম তুমি আইবা – খন্দকার ফারুক আহমেদ , সাবিনা ইয়াসমীন
৭. কে গো তুমি পুকুর ঘাটে – খন্দকার ফারুক আহমেদ
৮. ওরে আমার ময়নাপাখি – সাবিনা ইয়াসমীন

চোখের জলে(১৯৭৪)

১. এই কথাটি মনে রেখ - কাদেরী কিবরিয়া
২. তুমি প্রথম আমার ওগো
৩. আমার হাত দেখে তুমি

ডাকু মনসুর (১৯৭৪)

গীতিকার : দেওয়ান নজরুল

সুরকার : মনসুর আহমেদ

১. আমি যে রূপসী – সাবিনা ইয়াসমীন
২. তোমাকে মন দিয়ে – সাবিনা ইয়াসমীন
৩. ভালো লাগে না – সাবিনা ইয়াসমীন

জিঘাংসা (১৯৭৪)

গীতিকার : দেওয়ান নজরুল

সুরকার : মনসুর আহমেদ

১. তুমি যে ডাকাত – সাবিনা ইয়াসমীন
২. ওগো আমি তোমায় – সাবিনা ইয়াসমীন
৩. ও অনুপমা ও নিরুপমা – খুরশীদ আলম , রুনা লায়লা
৪. কেন আজ আমাকে – রুনা লায়লা

অবাক পৃথিবী (১৯৭৪)

গীতিকার : জি এম আনোয়ার

Dhaka University Institutional Repository

সুরকার : সত্য সাহা

১. পরদেশী বাবু তোরা – সাবিনা ইয়াসমীন , আঞ্জুমান আরা
২. আজ মোটে সোমবার – সাবিনা ইয়াসমীন
৩. বাদশাহরে বাদশাহ – সাবিনা ইয়াসমীন
৪. এক চোর এসে – সাবিনা ইয়াসমীন , মো. আলী সিদ্দিকী

আলোর মিছিল (১৯৭৪)

১. এই পৃথিবীর পরে – সাবিনা ইয়াসমীন (কথা : জি এম আনোয়ার,সুরঃ সত্য সাহা)

লাভ ইন সিমলা (১৯৭৫)

গীতিকার : মুকুল চৌধুরী

সুরকার : আলম খান

১. ওগো তুমি যে আমার – ফেরদৌস ওয়াহিদ
২. হেরে গেছি আজ – রুনা লায়লা
৩. শুনরে ছোট খোকা – ফেরদৌস ওয়াহিদ, বিন্দু
৪. ওগো তুমি যে আমার – ফেরদৌস ওয়াহিদ

জীবন নিয়ে জুয়া (১৯৭৫)

১. জীবন নিয়ে হেথা – রুনা লায়লা (কথাঃ মোঃ রফিকউজ্জামান, সুরঃ আলী হোসেন)
২. গানে গানে জড়ালে বন্ধু – সাবিনা ইয়াসমীন , মাহমুদুন্নবী (কথাঃ ড. মো.মনিরুজ্জামান)
৩. আরে মোতিয়া হামার নাম – সাবিনা ইয়াসমীন , খুরশিদ আলম (কথাঃ কাজী আবু জাফর সিদ্দিকী)
৪. হায়রে নিয়তি একি – সৈয়দ আব্দুল হাদী (কথা : ড. মো. মনিরুজ্জামান)

সুজন সখি (১৯৭৫)

গীতিকার ও সুরকার : খান আতাউর রহমান

১. সব সখীরে পার করিতে – আব্দুল আলীম , সাবিনা ইয়াসমীন
২. হায়রে কথায় বলে বেল পাকিলে তাতে কাকের কি – রথীন্দ্রনাথ রায়
৩. গুন গুন গুন গান গাহিয়া – সাবিনা ইয়াসমীন (কথা ও সুরঃ মমতাজ আলী খান)
৪. শ্যাম পিরিতি – সাবিনা ইয়াসমীন (কথা ও সুর : সংগ্রহ)
৫. আগুন জ্বলে রে – নিলুফার ইয়াসমীন
৬. ও কি ও নিদয়া – রথীন্দ্রনাথ রায়

এপার ওপার (১৯৭৫)

গীতিকার : ফজলে এলাহী , আহমেদ জামান

সুরকার : আজাদ রহমান

১. বন্ধু ওগো – সাবিনা ইয়াসমীন
২. ভালবাসার মূল্য কত – আজাদ রহমান
৩. লাগলে আগুন – সাবিনা ইয়াসমীন (কথাঃ আহমেদ জামান)
৪. ওরে আমার পুতু – খুরশীদ আলম , সাবিনা ইয়াসমীন

আপনজন (১৯৭৫)

গীতিকার : জি এম আনোয়ার

সুরকার : আলী হোসেন

১. শিল্পী আমি তো নই – সাইফুল ইসলাম
২. রূপ দেখে আমি – খুরশীদ আলম
৩. স্লামালেকুম – খুরশীদ আলম , শাহনাজ রহমতুল্লাহ্
৪. শোনরে বাদল – খুরশীদ আলম , সাবিনা ইয়াসমীন

ধন্যি মেয়ে (১৯৭৫)

১. আমি যেন কিছু – রুনা লায়লা

আলোছায়া (১৯৭৫)

সংগীত পরিচালক : আনোয়ার পারভেজ

১. মাথার মুকুট গোল গো
২. গানের ছলে আজ মনে কথা যাই বলে

Dhaka University Institutional Repository

৩. আজ একটি মেয়ে ভালবেসেছে
৪. হ্যাপী বার্থডে টু ইউ
৫. আজ কী যেন কি পেয়েছি আমি তার কাছে ধরা আছি

দুই রাজকুমার (১৯৭৫)

গীতিকার : দেওয়ান নজরুল

সুরকার : মনসুর আহমেদ

১. চোর চোর চোর – সাবিনা ইয়াসমীন
২. ও আমার পুত্তলী – খুরশীদ আলম
৩. নেই মানা এই চোখে – সাবিনা ইয়াসমীন
৪. যা যা পাখি – সাবিনা ইয়াসমীন
৫. ও আমার কৃষাণী – সাবিনা ইয়াসমীন
৬. শুনে রাজার বাঁশী – খুরশীদ আলম
৭. এই হৃদয় সঁপেছি – সৈয়দ আব্দুল হাদী
৮. ইয়া খাজা – রুনা লায়লা

অনেক প্রেম অনেক জ্বালা (১৯৭৫)

১. কি হবে এতটা পথ - সৈয়দ আবদুল হাদী
২. অনেক প্রেমে রাঙানো আমার এই মন - সাবিনা ইয়াসমীন
৩. প্রেমের জন্য আর তুমি আর কেঁদোনা - সাবিনা ইয়াসমীন
৪. দেখো দেখো মেরি এ জওয়ানী - সাবিনা ইয়াসমীন

হারজিৎ (১৯৭৫)

গীতিকার : জি এম আনোয়ার , আলি তারেক

সুরকার : সত্য সাহা

১. যদি আমাকে জানতে – সাবিনা ইয়াসমীন
২. সুরের ভুবনে আমি – মাহমুদুন্নবী
৩. চিঠি থেকে জানাশোনা – সাবিনা ইয়াসমীন , খন্দকার ফারুক আহমদ
৪. প্রেমে আমার – সাবিনা ইয়াসমীন (কথা: আলি তারেক)

মাস্তান (১৯৭৫)

সুরকার : আজাদ রহমান

১. চুমুক দিলাম – খুরশীদ আলম
২. ভালবাসা পেয়ে আমি – খুরশিদ আলম , সাবিনা ইয়াসমীন
৩. এক বুক জ্বালা নিয়ে – আব্দুল জব্বার
৪. না, না, চুন খেয়ে – সাবিনা ইয়াসমীন , খুরশীদ আলম

বাদী থেকে বেগম (১৯৭৫)

সুরকার : আজাদ রহমান

১. চল চল পঙ্খীরাজ – সাবিনা ইয়াসমীন
২. বন্ধুক কেন বন্ধু – আঞ্জুমান আরা
৩. যে নারী তোমাদের – সাবিনা ইয়াসমীন
৪. আমি ছলনাময়ী নারী – সাবিনা ইয়াসমীন
৫. ছুঁইও না, ছুঁইও না – সাবিনা ইয়াসমীন , খুরশীদ আলম

আলো তুমি আলেয়া (১৯৭৫)

সুরকার : সুবল দাস

১. আমি সাত সাগরের পাড়ি দিয়ে – মাহমুদুন্নবী (কথা: জি এম আনোয়ার)
২. তোমাদের সুখের এই – সৈয়দ আব্দুল হাদী (কথা : জি এম আনোয়ার)
৩. আমি তো যৌবন চিনি – রুনা লায়লা (কথা : রফিকউজ্জামান)
৪. ওগো মনমিতা – সাবিনা ইয়াসমীন (কথা: টি এইচ সিকদার)

বাদশা (১৯৭৫)

গীতিকার : ড. মনিরুজ্জামান , কাওসার আহমেদ

Dhaka University Institutional Repository

সুরকার : আলী হোসেন

১. জীবনের একি পরাজয় – সাইফুল ইসলাম (কথা: ড. মনিরুজ্জামান)
২. আরে ও আমার রাজা – উমা নন্দী, প্রবাল চৌধুর (কথা: ড. মনিরুজ্জামান)
৩. যাবো না রে – সাবিনা ইয়াসমীন , প্রবাল চৌধুরী (কথা: কওসার আহমেদ)
৪. চলার নাম গাড়ি – শাহনাজ রহমতুল্লাহ্ , খুরশীদ আলম (কথা : কওসার আহমেদ)

লাঠিয়াল (১৯৭৫)

সংগীত পরিচালক : সত্য সাহা

১. পদ্মা যেথায় গানে গানে বয়ে চলে আপন মনে
২. সুখের আশায় সুখের নেশায় সবাই বাঁধে ঘর
৩. ওই আগুনে পুড়াবি মোর অহংকারী রাজা
৪. মন সায়রের উথাল পাথাল কবে সুদিন
৫. দেখ দেখ গ্রামবাসী দেখগো আসিয়া
৬. ঢোলক বাজে বাঁশী বাজে বাজে ভাঙ্গ মনের বাঁশীরে

হাসি কান্না (১৯৭৫)

সংগীত পরিচালক : সুবল দাস

১. দু'চোখে কাজল কালো ছন্দ – সৈয়দ আব্দুল হাদী
২. ও... ও.... ও.... আমার সোনা মনিরে, নয়নের আলো – সাবিনা ইয়াসমীন
৩. একদিন তোমায় চলে যেতে হবে সঙ্গী সাথী কেউ যাবে না – সৈয়দ আবদুল হাদী
৪. শোন ভাই ভক্ত শোন গুণীজন – সৈয়দ আবদুল হাদী, খুরশিদ আলম
৫. সোনার চেয়ে দামী মানুষ যারা নামী – সাবিনা ইয়াসমীন

সাধু শয়তান (১৯৭৫)

গীতিকার : জি এম আনোয়ার

সুরকার : রাজা শ্যাম

১. মুখ দেখে ভুল করো না – আব্দুল জব্বার
২. আমার দুষ্ট পুতুল – মোঃ আলী সিদ্দিকী
৩. আগে পিছে দেখে – সৈয়দ আব্দুল হাদী, দিলারা

অপরাধ (১৯৭৫)

গীতিকার : জি এম আনোয়ার

সুরকার : সত্য সাহা

১. আমার শীত শীত – সাবিনা ইয়াসমীন , মো. আলী সিদ্দিকী
২. না, না, ভাঙ্গিসনে – সাবিনা ইয়াসমীন , সৈয়দ আবদুল হাদী
৩. আমরা দুই বেচারা – সাবিনা ইয়াসমীন , সৈয়দ আবদুল হাদী
৪. চল চল সাইকলে – সাবিনা ইয়াসমীন , সৈয়দ আবদুল হাদী

তীর ভাঙ্গা ঢেউ (১৯৭৫)

সুরকার : ধীর আলী মনসুর

১. আমরা স্রোতের শ্যাওলা – আব্দুল আলীম, নীনা হামিদ ও সহশিল্পীবৃন্দ
২. পুবেতে উঠিল ভানু – আব্দুল আলীম

উপহার (১৯৭৫)

গীতিকার : জি এম আনোয়ার

সুরকার : সুবল দাস

১. অভিমানী গো – খুরশীদ আলম
২. পথ চেয়ে আমি – সাবিনা ইয়াসমীন
৩. কানের ঝুমকোটা – সাবিনা ইয়াসমীন , মো. আলী সিদ্দিকী
৪. শূন্য হাতে আজ – সৈয়দ আব্দুল হাদী

স্মাগলার (১৯৭৬)

সুরকার : নুরুল আলম

১. আজ নেশা নেশা – রুনা লায়লা , মো.আলী সিদ্দিকী (কথা : রফিকউজ্জামান)

Dhaka University Institutional Repository

২. তোমাদের রঙিন চোখে – রুনা লায়লা (কথা: আবুল হায়াত মো. কামাল)
৩. আমার হাত দেখে – সাবিনা ইয়াসমীন , নুরুল আলম (কথা: কাজী আজিজ আহমেদ)
৪. তুই প্রথম আমায় – সাবিনা ইয়াসমীন (কথা : কাজী আজিজ আহমেদ)

সন্ধিক্ষণ (১৯৭৬)

গীতিকার : ড. মো. মনিরুজ্জামান

সুরকার : আলাউদ্দীন আলী

১. দিনে দিনে দিন – সাবিনা ইয়াসমীন
২. চলতে পথে বাধা – সাবিনা ইয়াসমীন
৩. ফাগুনে লাগে আগুন – সাবিনা ইয়াসমীন
৪. জানি না কেন মন – মো. আলী সিদ্দিকী , লায়লা আর্জুমান্দ বানু

মনিহার (১৯৭৬)

গীতিকার : মোহনলাল , জি এম আনোয়ার

সুরকার : সত্য সাহা

১. ওরে সাম্পান ওয়ালা – শেফালী ঘোষ (কথা: মোহনলাল, সুর: সত্য সাহা)
২. আজ আমার বাঁচতে যে সাধ – সাবিনা ইয়াসমীন (কথা: জি এম আনোয়ার)
৩. বিক্রমপুরে বাপের বাড়ি – আঞ্জুমান আরা (কথা : জি এম আনোয়ার)
৪. পয়সা দিলে দুনিয়া মিলে – সাবিনা ইয়াসমীন (কথা :জি এম আনোয়ার, সুর: সত্যসাহা)

গোপন কথা (১৯৭৬)

সুরকার : আজাদ রহমান

১. নগ্নতার এই প্রদর্শনী – সাবিনা ইয়াসমীন (কথা: আহমেদ জামান চৌধুরী)
২. দুনিয়ার সুখ শান্তি – খুরশীদ আলম , নাজমুল হুদা (কথা: হাসান ফকির)

সেতু (১৯৭৬)

সুরকার : সত্য সাহা

১. ছোট্ট একটি গ্রাম – সাবিনা ইয়াসমীন (কথা: জি এম আনোয়ার)
২. কত রঙ্গ জানরে বন্ধু – সুবীর নন্দী , আকরামুল ইসলাম (কথা : আব্দুল লতিফ)
৩. নয়নে নয়ন দিয়া – সাবিনা ইয়াসমীন (জি এম আনোয়ার)
৪. শঙ্খ নদীর ঐ পাড়ে – খুরশীদ আলম , সাবিনা ইয়াসমীন (কথা : আহমদ জামান চৌধুরী)

নয়নমনি (১৯৭৬)

সংগীত : সত্য সাহা

১. কান কিতাবে লেখা – সৈয়দ আব্দুল হাদী (কথা: ফজলুর রহমান মোক্তার ,সুর:ওস্তাদ ফজলুল হক)
২. চুল ধইরো না – সাবিনা ইয়াসমীন (কথা : জি এম আনোয়ার)
৩. নানী গো নানী – সাবিনা ইয়াসমীন (কথা: আব্দুল লতিফ)
৪. বটগাছের পাতা নাইরে – সাবিনা ইয়াসমীন , সৈয়দ আব্দুল হাদী

বন্দিনী (১৯৭৬)

গীতিকার : ড. মো.মনিরুজ্জামান , জি এম আনোয়ার

সুরকার : আনোয়ার পারভেজ

১. সাধের লাউ – সাবিনা ইয়াসমীন ও সহশিল্পীবৃন্দ (কথা: ড. মো.মনিরুজ্জামান , সুর : আনোয়ার পারভেজ)
২. ইশারায় শিষ দিয়ে – সাবিনা ইয়াসমীন (কথা: জি এম আনোয়ার , সুর: আনোয়ার পারভেজ)
৩. মিলনের মোহনা – সাবিনা ইয়াসমীন (কথা: জি এম আনোয়ার , সুর: আনোয়ার পারভেজ)
৪. গান নয় জীবন কাহিনি – রুনা লায়লা (কথা: জি এম আনোয়ার , সুর: আনোয়ার পারভেজ)

মায়ার বাঁধন (১৯৭৬)

১. তোমার নামে শপথ নিলাম – খুরশিদ আলম
২. প্রেম যদি লুকিয়ে রাখ – এম.এ. হামিদ

মন যারে চায় (১৯৭৬)

গীতিকার : এস. ইসলাম ভূইয়া

সুরকার : তাসাদ্দিক

১. আনাড়ীর কাছে নারী – সাবিনা ইয়াসমীন

Dhaka University Institutional Repository

২. মরমিয়া বেঁধেছ একি – সাবিনা ইয়াসমীন , মোঃ আলী সিদ্দিকী
৩. এসো এসো জীবন সাথী – সাবিনা ইয়াসমীন
৪. তাজেদারে আম্বিয়া – সাবিনা ইয়াসমীন

সমাধি (১৯৭৬)

সংগীত পরিচালক : গাজী মাজহারুল আনোয়ার

১. মা গো মা ওগো মা আমারে বানাইলি তুই দিওয়ানা – মো: খুরশীদ আলম
২. ও আমার রসিয়া বন্ধুরে – সাবিনা ইয়াসমীন
৩. দেখ দেখ গ্রামবাসী পাড়া প্রতিবেশী – মো. আলী সিদ্দিকী

কি যে করি(১৯৭৬)

১. ওরে নাচ নাচ নাচনেওয়ালী
২. মন দিব কি দিব না
৩. শোন গো রূপসী ললনা - মো. আলী সিদ্দিকী
৪. কি যে করি

কাজলরেখা(১৯৭৬)

১. কোথায় থাকিস ওগো সঙ্গী - সাবিনা ইয়ানমীন ও সহশিল্পী বৃন্দ
২. ফুল মালা দেব না
৩. দয়াল তোমার খেলা
৪. দেখ দেখ এই

আকাঙ্ক্ষা (১৯৭৬)

গীতিকার : গাজী মাজহারুল আনোয়ার

১. আগে গেলে বাঘে খায় পিছে গেলে সোনা পায় – খুরশীদ আলম
২. তোমার মনের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিলাম একদিন – রুনা লায়লা, খন্দকার ফারুক আহমেদ
৩. যুগে যুগে প্রেম আসে জীবনে – সাবিনা ইয়াসমীন, আক্তার সাদমানী
৪. নামবো না আমি থামবো না – মো. আলী সিদ্দিকী

আগুন (১৯৭৬)

গীতিকার : আহমদ জামান

সুরকার : আজাদ রহমান

১. মাগো তুমি যেও না – রুনা লায়লা
২. তুমি যদি বাঁচতে চাও – সাবিনা ইয়াসমীন
৩. মাগো তোর কান্না – রুনা লায়লা
৪. মুন্না আমার – খুরশীদ আলম , রুনা লায়লা

মাটির মায়া (১৯৭৬)

১. যার লাইগা কইরাছি চুরি সেই সেই বলে চোর
২. আমার তার মনে যে ভাব রাখা দায়
৩. রেখেনু চোখে চোখে কথা কথা বলি মুখে মুখে
৪. তোমার জমিন তোমার আমার হইব কি বন্ধু
৫. তুমি প্রেমেতে মজিলা বন্ধু হায়রে প্রেমেতে মজিলা
৬. দয়াল তোমার নামের তরী বাইয়া

গরমিল (১৯৭৬)

গীতিকার : জি এম আনোয়ার

সুরকার : সত্য সাহা

১. তালতলার জরিনা – খুরশীদ আলম
২. তুমি মানো আর নাইবা – ফেরদৌসী রহমান
৩. মহরমের দশ তারিখে – ফেরদৌসী রহমান , ইন্দ্রমোহন রাজবংশী
৪. রূপ দেখে – খুরশিদ আলম , মিলি জেসমিন
৫. লা ইলাহা – ফেরদৌসী রহমান , সৈয়দ আব্দুল হাদী

শাপ মুক্তি (১৯৭৬)

Dhaka University Institutional Repository

গীতিকার : জি এম আনোয়ার
সুরকার : সত্য সাহা

১. ও গো নাগরাজ – সাবিনা ইয়াসমীন
২. ধীরে ধীরে চল ঘোড়া – খুরশীদ আলম
৩. তুমি ডেকেছো – সাবিনা ইয়াসমীন , খন্দকার ফারুক আহমদ
৪. এসো গো – ফেরদৌসী রহমান
৫. যৌবন সঁপিলাম – সাবিনা ইয়াসমীন

রং বেরং (১৯৭৬)

সংগীত পরিচালক : আনোয়ার পারভেজ

১. দাদার নেংড়া খোড়া গোরস্থানে যায়রে তারে দাফন করি সবাই মিলে আয়রে
২. রাস্তাঘাট কারো নয় কেনা পথ চলতে যে জানে না
৩. এ কি কাল কাল বার বুঝি না হালচাল/ছেলে মেয়ে সব হায়রে বড়ই বেসামাল
৪. আজ একটি মেয়ে ভালবেসেছি

বর্গী এলো দেশে (১৯৭৬)

১. সোনা বন্ধু তুই আমারে করলি রে দিওয়ানা – শেফালী ঘোষ
২. ভাইসাব গো কইয়েন না – শ্যামসুন্দর বৈষ্ণব
৩. তুই মুখক্যা কইল্লা – শেফালী ঘোষ
৪. আঁরে ক্যান ভাব পর – শ্যামসুন্দর বৈষ্ণব , শেফালী ঘোষ

প্রতিনিধি (১৯৭৬)

১. তুমি বড় ভাগ্যবতী – সাবিনা ইয়াসমীন, রুনা লায়লা
২. সবাই বল মা, মায়ের দাম কী হয় – সাবিনা ইযাসমীন
৩. যৌবনটা এক প্রেমপত্র – সাবিনা ইয়াসমীন, খুরশিদ আলম
৪. যেও না মা – রুনা লায়লা, সহশিল্পী বৃন্দ।
৫. খোটা দিলে আমি তোমার মান রাখবো না – সাবিনা ইয়াসমীন, খুরশিদ আলম, সহশিল্পীবৃন্দ

সূর্যকন্যা (১৯৭৬)

১. চেনা চেনা লাগে তবু অচেনা – শ্যামল মিত্র
২. আমি যে আঁধারে বন্দিনী – সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

জয় পরাজয় (১৯৭৬)

১. দো জাহানের মালিক তুমি – আব্দুল জব্বার
২. পয়সা দিলে দুনিয়া মিলে
৩. প্রাণ খুলে আজ গাও রে বন্ধু – খুরশিদ আলম, সৈয়দ আব্দুল হাদী

আলোর পথে (১৯৭৬)

সংগীত পরিচালক : কাজল রশিদ

১. সাধের লাউ বানাইলো মোরে বৈরাগী – রুনা লায়লা
২. নিভে গেছে মোর আশার প্রদীপ উতলা ঝড়ের বায়
৩. আমি যেন সেই এক জ্বলন্ত সিগারেট নিজেরে পুড়ে পুড়ে করি নি:শেষ।
৪. মধুভরা এই তনু সুধা ভরা মন তোমারে বিলায়ে দিতে কাঁদে অনুক্ষণ।
৫. নকল প্রেমের বাজারেতে নকলেরই বেচাকেনা/নকল ছাড়া আসল হেথা হয়না লেনাদেনা
৬. কাঁচা দুধের ননী মোর এ দেহ খানি
৭. এত বেদনা এত যন্ত্রণা কবে হবে শেষ

দস্যু বনহুর (১৯৭৬)

সুর : আজাদ রহমান

১. উতলা হলো আজ – সাবিনা ইয়াসমীন
২. ডোরাকাটা দাগ দেখে – আজাদ রহমান
৩. এই গোল গোলায় – সাবিনা ইয়াসমীন
৪. তুমি হলে তুমি – সেলিনা আজাদ
৫. চোখে চোখে কথা – রুনা লায়লা , বশির আহমেদ

Dhaka University Institutional Repository

দি রেইন (১৯৭৬)
গীতিকার : জি এম আনোয়ার
সুরকার : আনোয়ার পারভেজ

১. একা একা কেন ভাল লাগে না – রুনা লায়লা
২. মনে মনে যৌবনে – রুনা লায়লা
৩. চঞ্চল হাওয়ারে – রুনা লায়লা
৪. তোমাকে কিছু বলতে চাই – রুনা লায়লা
৫. চঞ্চলরে হাওয়া – রুনা লায়লা
৬. হলে হলে যৌবন সে – রুনা লায়লা
৭. ও বাবু তুম সে – রুনা লায়লা
৮. আকেলমে জিয়া – রুনা লায়লা (উর্দু কথা : জাকাউর রহমান)

রাজরানী (১৯৭৬)
গীতিকার : মুকুল চৌধুরী
সুরকার : আলম খান

১. রাজকুমারী আমি – সাবিনা ইয়াসমীন
২. হুজুরে আলা দেওয়ানা – রুনা লায়লা
৩. তুমি আমার মনের রাজা – সাবিনা ইয়াসমীন
৪. না, না, না, দিওয়ানা – রুনা লায়লা

জানোয়ার (১৯৭৬)
সংগীত পরিচালক : আলী হোসেন
গীতিকার : মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
কণ্ঠসংগীত : রুনা লায়লা, সাবিনা ইয়াসমীন, খুরশীদ আলম

১. দে রে দে কল্কিতে টান দেরে দে টান, কথাঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, সুরঃ আলী হোসেন, কণ্ঠঃ খুরশিদ আলম
২. লা...লা...তারা...রা...রা...তরু....তু...../আমার নয়ন বানেতে জ্বলে আগুন পানিতে রে। কথাঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, সুরঃ আলী হোসেন, কণ্ঠঃ রুনা লায়লা
৩. ধরা দেব নাকো কেন যে তবু ডাকো → কথাঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, সুরঃ আলী হোসেন, কণ্ঠঃ রুনা লায়লা ও খুরশিদ আলম
৪. যে যায় সে কি কখনো ফিরে আসার জন্যে যায় → কথাঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, সুরঃ আলী হোসেন, কণ্ঠঃ সাবিনা ইয়াসমীন

জীবন সাথী (১৯৭৬)

১. আমার নাম রীনা
২. ধিকি ধিকি জ্বলেরে
৩. হায়রে হায় মন
৪. একশ টাকার নোট – সাবিনা ইয়াসমীন
৫. ও জীবন সাথী – সাবিনা ইয়াসমীন, খন্দকার ফারুক আহমেদ

চলো ঘর বাঁধি (১৯৭৬)

১. যৌবন নামে এক – রুনা লায়লা
২. সুখের মত এক – নিলুফার ইয়াসমীন
৩. সুন্দরী লো সুন্দরী – আঞ্জুমান আরা, দিলীপ বিশ্বাস
৪. ওগো বসন্ত – ফেরদৌসী রহমান

টারজান অব বেঙ্গল (১৯৭৬)
সংগীত পরিচালক : দেবু ভট্টাচার্য্য

১. আরে হায় হায় .../তুমি যে এতই আনাড়ী প্রেম বুঝ না ভাব বুঝ না
২. আহারে দরদীরে কেন গেলে চলে, খুঁজে মরি আঁখি জলে

নয়নমনি (১৯৭৬)
গীতিকার : আব্দুল লতিফ, জিএম আনোয়ার

Dhaka University Institutional Repository

সুরকার : সত্য সাহা

১. নানী গো নানী – সাবিনা ইয়াসমীন (কথা: আব্দুল লতিফ, সুর: সত্য সাহা)
২. বটগাছের পাতা নাইরে – সাবিনা ইয়াসমীন , সৈয়দ আব্দুল হাদী (কথা : জিএম আনোয়ার)
৩. অনাথিনীর বুকের মানিক – সৈয়দ আব্দুল হাদী (কথা: আব্দুল লতিফ)
৪. এত সুন্দর হেরেম – ফেরদৌসী রহমান (কথা: আব্দুল লতিফ, সুর: সত্য সাহা)

গুণ্ডা (১৯৭৬)

গীতিকার : মুকুল চৌধুরী

সুরকার : আলম খান

১. মন বলেছে আমি – সাবিনা ইয়াসমীন
২. চলো হে ম্যাডাম – সাবিনা ইয়াসমীন , ফেরতৌস ওয়াহিদ
৩. ঢাকা শহরের মেয়ে – সাবিনা ইয়াসমীন
৪. যেও না প্রিয় – মাহমুদুন্নবী ও সহশিল্পীবৃন্দ

ফেরারী (১৯৭৬)

গীতিকার : ড. মো.মনিরুজ্জামান , জি এম আনোয়ার

সুরকার : সৈয়দ আব্দুল হাদী

১. কে তুমি ডাকো – সাবিনা ইয়াসমীন (কথা : ড. মো.মনিরুজ্জামান)
২. এই মন বলে – সৈয়দ আব্দুল হাদী (কথা : জি এম আনোয়ার)
৩. প্রেমের বাজারে – সাবিনা ইয়াসমীন ,খুরশীদ আলম (কথা : জি এম আনোয়ার)
৪. মনে আগুন বনে আগুন – সাবিনা ইয়াসমীন ,সহশিল্পীবৃন্দ (কথা : জি এম আনোয়ার)

বাহাদুর (১৯৭৬)

গীতিকার : দেওয়ান নজরুল

সুরকার : মনসুর আহমদ

১. রূপে আমার আগুন জ্বলে – রুনা লায়লা
২. কি যাদু আছে – সাবিনা ইয়াসমীন , খুরশীদ আলম
৩. ও সাগর কন্যারে – রুনা লায়লা , খুরশীদ আলম

এক মুঠো ভাত (১৯৭৬)

গীতিকার : দেওয়ান নজরুল

সুরকার : মনসুর আহমদ

১. শুন ভাইয়েরা কথা – খুরশীদ আলম
২. নাচ আমার ময়না – খুরশীদ আলম
৩. পাবলিক ভাই – খুরশীদ আলম
৪. এত রূপের গরব – খুরশীদ আলম , সাবিনা ইয়াসমীন
৫. তিন তাসের খেলা – রুনা লায়লা

অনুরোধ (১৯৭৬)

গীতিকার : জি এম আনোয়ার

সুরকার : সত্য সাহা

১. চিঠি দিও প্রতিদিন – সাবিনা ইয়াসমীন
২. প্রেমে পড়লে বারমাসী গান – খুরশীদ আলম
৩. আল্লার মাইর দুনিয়ার বাইর – সাবিনা ইয়াসমীন
৪. রঙ্গিলা নাগর রে – সাবিনা ইয়াসমীন

কুয়াশা (১৯৭৭)

গীতিকার : জি এম আনোয়ার , জে. জামাল , আহমদ জামান

সুরকার : আজাদ রহমান

১. বন্ধু আমায় রেখো – শাহনাজ রহমতুল্লাহ্ , মাহমুদুন্নবী (কথা: জে. জামাল)
২. ভিগি ভিগি রাতে – রুনা লায়লা (কথা : জি এম আনোয়ার)
৩. আগুন দেখেছ – রুনা লায়লা (কথা : জি এম আনোয়ার)
৪. পারিনা তোমার ডাকে – আঞ্জুমান আরা (কথা: আহমদ জামান)

Dhaka University Institutional Repository

পিঞ্জর (১৯৭৭)
সুরকার : খন্দকার নূরুল আলম
১. কে আমায় আলোর – মাহমুদুন্নবী (কথা: আখতারউজ্জামান)
২. ভালোবাসার ইঞ্জিন – আঞ্জুমান আরা , খুরশীদ আলম (কথা: আখতারউজ্জামান)
৩. কেন ভাবনা আমার – সাবিনা ইয়াসমীন (কথা: জি এম আনোয়ার)
৪. তোমার এ উপহার – সাবিনা ইয়াসমীন , খন্দকার ফারুক আহমদ (কথা: শাহজাহান চৌধুরী)

মা (১৯৭৭)
গীতিকার : জিয়া হায়দার , আহমদ জামান
সুরকার : সত্য সাহা
১. আমি পথে পথে ঘুরি – সুবীর নন্দী (কথা: জিয়া হায়দার)
২. বিদায় দাওগো বন্ধু – আব্দুল জব্বার (কথা: আহমদ জামান)
৩. চেওনা চেওনা আড়ে – সাবিনা ইয়াসমীন , আঞ্জুমান আরা , সহশিল্পীবৃন্দ (কথা: জিয়া হায়দার)
৪. প্রেম পিরিতি চাই বলে – সুবীর নন্দী (কথা: আহমদ জামান)

দোস্ত দুশমন (১৯৭৭)
গীতিকার : দেওয়ান নজরুল
সুরকার : আলম খান
১. চুমকি চলেছে একা পথে – খুরশীদ আলম
২. দোস্ত আমরা দুজন – খুরশীদ আলম , ফাহিম হোসেন
৩. বিজয় নগর গ্রামে – সাবিনা ইয়াসমীন , খুরশীদ আলম , ফাহিম হোসেন, লাভলী ইয়াসমীন

সাগর ভাসা (১৯৭৭)
সুরকার : ধীর আলী মনসুর
১. বুকের মানিক কেড়ে – রথীন্দ্রনাথ রায়
২. কাঁদিস নারে সাগর – আব্দুল আলীম

সীমানা পেরিয়ে (১৯৭৭)
গীতিকার : শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
সুরকার : ভূপেন হাজারিকা
১. মেঘ থম থম করে – ভূপেন হাজারিকা
২. বিমূর্ত এই রাত্রি – আবিদা সুলতানা

দম মারো দম (১৯৭৭)
গীতিকার : ড. মো. মনিরুজ্জামান
সুরকার : দেবু ভট্টাচার্য
১. পাহাড়ী ফুল আমি – রুনা লায়লা
২. ভুলের কালো ঝড়ে – ফেরদৌস ওয়াহিদ
৩. কে ডাকে আমারে – রুনা লায়লা ও সহশিল্পীবৃন্দ
৪. আমি না হয় তোমার – রুনা লায়লা , সৈয়দ আব্দুল হাদী

মতিমহল (১৯৭৭)
গীতিকার : আহমদ জামান , সিরাজুল ইসলাম , জি এম আনোয়ার , টেলি সামাদ
সুরকার : আজাদ রহমান
১. মাগো তোর চরণ তলে – আব্দুল জব্বার , খুরশীদ আলম (কথা: আহমদ জামান)
২. ওরে পান্না – আব্দুল জব্বার , আঞ্জুমান আরা (কথা: সিরাজুল ইসলাম)
৩. ভালবাসা চাইতে গেলে – আব্দুল জব্বার, সাবিনা ইয়াসমীন (কথা: জি এম আনোয়ার)
৪. দিওয়ানা বানাইয়া – টেলি সামাদ (কথা: টেলি সামাদ)
৫. বখশিস না চাইরে – সাবিনা ইয়াসমীন , খুরশিদ আলম(কথা : জি এম আনোয়ার)
৬. নাম আমার গোলাপী – নীনা হামিদ , আঞ্জুমান আরা (কথা: জি এম আনোয়ার)
৭. সোনা চান্দি মতি মহল – খুরশীদ আলম (কথা : জি এম আনোয়ার)

অমর প্রেম (১৯৭৭)
১. আমি কার জন্য পথ চেয়ে – ফেরদৌসী রহমান, খন্দকার ফারুক আহমেদ

Dhaka University Institutional Repository

২. বুট পালিশ – মো. আলী সিদ্দিকী

হাবা হাসমত (১৯৭৭)

সংগীত পরিচালক : আজাদ রহমান

১. ও সুন্দরী শোন, আমার কথা শোন – খুরশীদ আলম, সাবিনা ইয়াসমীন
২. কে কখন কি বলল তাতে কি আর এমন আসে যায় – রুনা লায়লা, মোঃ আলী সিদ্দিকী
৩. লাইলী এখন ভালবাসে না, মজনুরে তার মনে রাখে না

রাতের কলি (১৯৭৭)

সুরকার : আনোয়ার পারভেজ

১. আজ নিশীথে – সাবিনা ইয়াসমীন (কথা : জি এম আনোয়ার)
২. অনেক পথের শেষে – সাবিনা ইয়াসমীন (কথা : আবু হেনা মোস্তফা কামাল)
৩. বন্ধুরে ও বন্ধুরে – খুরশীদ আলম (কথা : জি এম আনোয়ার)
৪. মন যারে কাছে পেতে – শাহনাজ রহমতুল্লাহ্ (কথা : জি এম আনোয়ার)

দাতা হাতেম তাই (১৯৭৭)

গীতিকার : জি এম আনোয়ার , মুকুল চৌধুরী , ড. মো.মনিরুজ্জামান

সুরকার : আলী হোসেন

১. আমি পথ চেয়ে – উমা ইসলাম (কথা : জি এম আনোয়ার)
২. এই মালিকে জাহান – জাহান
৩. আমি হাসিনা – সাবিনা ইয়াসমীন (কথা : মুকুল চৌধুরী)
৪. ভালবাসায় জড়ালে – সাবিনা ইয়াসমীন (ড. মো.মনিরুজ্জামান)

মমতা (১৯৭৭)

১. গান আমি ছন্দ হারা একটি বীণার ওগো কান্না
২. কাল সারারাত স্বপ্ন আমি দেখেছি
৩. কিছু লোক আছে যারা রাগলে বড় ভাল লাগে বড় প্রিয় লাগে
৪. আহা...... আহা.... ওহো....../সম্মুখে নতুন স্বপনের দ্বীপ এসোনা সেখানে চলি
৫. সত্য কথার এক গল্প শোন রূপকথার চেয়েও কম না জেনো

সাহেব বিবি গোলাম (১৯৭৭)

১. আমারও চোখে কেন ঘুম নাই
২. কে যেন অলকে চোখেরই পলকে/আমাকে বেতালা করেছেরে প্রেমেরই খন্‌জর মেরেছে রে
৩. মনে এলে গান তারে বীনাতে বাজায়
৪. ঘরের দুয়ার বন্ধ করে দিয়েছি/মনের দুয়ার খুলে দিয়েছি
৫. এই নিশিরাতে আজ জ্বলবে কারো ঘরে দীপ

আদালত (১৯৭৭)

১. ওহে ওহে লা লা ..../রাগ কেন লো পুটিরে মান কেন তোর তলরে, → সুর : মোস্তাফিজুর রহমান
২. হু হু হু হু মনতো হারিয়ে যায় প্রেমের এই মোহনায়
৩. কোনদিন আমার এ কথাগুলো ভালবাসার জ্বলবে আলো → কণ্ঠ : মোস্তাফিজুর রহমান
৪. গুনাগার জামানার কারে বল গুনাগার → সুরঃ মোস্তাফিজুর রহমান

চকোরী (১৯৭৭)

সংগীত পরিচালক : রবীন ঘোষ

১. ঝলক দেখায় রে দোলক লাগায়রে
২. কোথায় যে তুমি লুকায়ে আছো
৩. ফাল খুলে চিড়িয়া তোলে
৪. সে যে মোর সামনে ছবির মত বসে আছে
৫. কার খোঁজে মোর বাহু নিয়ে আঁখি ভরা অশ্রু
৬. কখনো তোমার মনে পড়ে কি হারানো দিনের সেই স্মৃতি
৭. রং কেন লাগে হৃদয়ে ঢেউ কেন লাজে মরণে

তালাশ (১৯৭৭)

Dhaka University Institutional Repository

১. আমি রিক্সাওয়ালা বেচারা লুটে গেছে সব যাহারা → বশির আহমেদ
২. হা হা হো হো লাল্লার লাল্লা লাল্লা/আমি রিক্সাওয়ালা মাতওয়ালা, রং বেরংয়ের এই শহরের অলিগলির রাখওয়ালা
৩. কিছু আপনি শোনান কিছু আমার শুনে যান
৪. জেনে গেছিরে জেনে গেছিরে চুপিসারে মনে তোর কে এলোরে
৫. মৌসুমী রঙ্গিলা না সোনালী হাওয়া

বসুন্ধরা (১৯৭৭)

গীতিকার : জি এম আনোয়ার

সুরকার : সত্য সাহা

১. রংধনু ছাড়িয়া – সত্য সাহা
২. কি ছবি বানাইবা তুই – শেফালী ঘোষ
৩. একবার এসো গো সখী – আঞ্জুমান আরা

উজ্জ্বল সূর্যের নীচে (১৯৭৭)

১. পেয়েছি আজ তোমাকে – সৈয়দ আব্দুল হাদী (সুরঃ সুবল দাস)
২. সোহাগ ডোরে বাঁধা – আবিদা সুলতানা (সুরঃ সুবল দাস)
৩. কি হতে কি হয়ে গেছে – আবিদা সুলতানা (সুর : সত্য সাহা)
৪. উজ্জ্বল সূর্যের নীচে – আবিদা সুলতানা , সুবীর নন্দী (সুর : সত্য সাহা)

অনন্ত প্রেম (১৯৭৭)

গীতিকার : জি এম আনোয়ার

সুরকার : আজাদ রহমান

১. ও চোখ চোখ পড়েছে – সাবিনা ইয়াসমীন , খুরশীদ আলম
২. ঐ কোর্ট কাচারির – রথীন্দ্রনাথ রায়
৩. তোমারই কাছে আমি – সাবিনা ইয়াসমীন , খুরশীদ আলম
৪. আলো তুমি নিভে যাও – সাবিনা ইয়াসমীন

অনুভব (১৯৭৭)

গীতিকার : জি এম আনোয়ার ,এস.এম. আখতার

সুরকার : সত্য সাহা

১. দুনিয়া বানাইয়া আল্লা – সাবিনা ইয়াসমীন , খুরশিদ আলম
২. যদি সুন্দর একটা মুখ পাইতাম – সাবিনা ইয়াসমীন (কথাঃ এস.এম. আখতার)
৩. টাকার গুনে বোঝা যায় – সাবিনা ইয়াসমীন
৪. ওরে রসিক নাইয়া – সাবিনা ইয়াসমীন ,খুরশিদ আলম

তৃষ্ণা (১৯৭৭)

গীতিকার : জি এম আনোয়ার

সুরকার : সত্য সাহা

১. জ্বালা একি জ্বালারে – সাবিনা ইয়াসমীন
২. ঘুম নেমে আয়রে – আঞ্জুমান আরা , আব্দুল জব্বার
৩. না না পরিব না রে – আবিদা সুলতানা , সুবীর নন্দী

যাদুর বাঁশী (১৯৭৭)

গীতিকার : আহমদ জামান

সুরকার : আজাদ রহমান

১. যেখানে বাঘের ভয় – সাবিনা ইয়াসমীন , খুরশীদ আলম
২. আর দোলা দিস না – সাবিনা ইয়াসমীন
৩. সাধের দেওরা তুই – রুনা লায়লা
৪. আকাশ বিনা চাঁদ – রুনা লায়লা

নিশান (১৯৭৭)

১. হায় মিঠা লাগে – সাবিনা ইয়াসমীন
২. অনুরাগে আমার – রুনা লায়লা
৩. এ স্মৃতি একদিন – খুরশীদ আলম

Dhaka University Institutional Repository

৪. চুপি চুপি বলো – রুনা লায়লা , খুরশীদ আলম
৫. ধুম ধাম করো – সাবিনা ইয়াসমীন

মনের মানুষ (১৯৭৭)

১. স্মৃতি কেন কাঁদায় – সাবিনা ইয়াসমীন
২. বানুরে ও বানু – শেফালী ঘোষ,শ্যামসুন্দর বৈষ্ণব
৩. ওগো প্রিয়তমা – মীনা বশির , বশির আহমেদ
৪. লোকে বলে সুরে সুরে – রুনা লায়লা
৫. মনের বাগানে ফুটিল – শেফালী ঘোষ
৬. প্রেমের এক নাম জীবন – বশির আহমেদ
৭. প্রথম প্রেমের গোপন – সাবিনা ইয়াসমীন , বশির আহমেদ

বধূ বিদায় (১৯৭৮)

গীতিকার : ড. মো. মনিরুজ্জামান
সুরকার : দেবু ভট্টাচার্য

১. মন যা বলে – সাবিনা ইয়াসমীন
২. একটুস খানি দেখো – সাবিনা ইয়াসমীন
৩. আমি নাচি – রুনা লায়লা
৪. একটু ফিরে দেখো – রুনা লায়লা

অশিক্ষিত (১৯৭৮)

সুরকার : সত্য সাহা

১. আমি এক পাহাড়াদার – ফেরদৌস ওয়াহিদ
২. মাস্টার সাব আমি – সাবিনা ইয়াসমীন , সুবীর নন্দী
৩. আমি যেমন আছি – শাম্মী আখতার
৪. ঢাকা শহর আইসা আমার – খন্দকার ফারুক আহমদ , শাম্মী আখতার

বন্ধু (১৯৭৮)

সুরকার : সত্য সাহা

১. পাগলীরে ফেলিয়া – সাবিনা ইয়াসমীন
২. বন্ধু তোর বরাত নিয়া – সুবীর নন্দী
৩. আরে তালাতো ভাই – রওশন আরা
৪. মশা প্যান প্যান করে – খুরশীদ আলম

অচেনা অতিথি (১৯৭৮)

গীতিকার : মাসুদ করিম

১. চলতে পথে দেখা – সাবিনা ইয়াসমীন (সুর : সুবল দাস)
২. ও রূপের আগুন – সাবিনা ইয়াসমীন , সৈয়দ আব্দুল হাদী
৩. জীবনের এইটুকু পথ – সাবিনা ইয়াসমীন (সুর : ভূপেন হাজারিকা)
৪. কোকিল রে কুহু – সাবিনা ইয়াসমীন (সুর : ভূপেন হাজারিকা)
৫. পারি না ভুলে যেতে – শাহনাজ রহমতুল্লাহ্ (সুর : আলাউদ্দীন আলী)

আসামী (১৯৭৮)

গীতিকার : জি এম আনোয়ার
সুরকার : সত্য সাহা

১. যাবার আগে দোহাই লাগে – সাবিনা ইয়াসমীন
২. এ জীবন আমি তো – সাবিনা ইয়াসমীন
৩. ঘুংঘুর বাজে – সাবিনা ইয়াসমীন
৪. সুখে থাকো – সাবিনা ইয়াসমীন

তুফান (১৯৭৮)

সংগীত পরিচালক : আজাদ রহমান

১. ও দরিয়ার পানি – রুনা লায়লা
২. বাঘিনী ও বাঘিনী – আব্দুল জব্বার

Dhaka University Institutional Repository

৩. হীরার চেয়ে দামী – খুরশীদ আলম , রুনা লায়লা
৪. ময়না তোর দেহখানি – টেলি সামাদ
৫. ও রোকসানা – আব্দুল জব্বার , শাম্মী আখতার
৬. আমি রূপবতী – রুনা লায়লা
৭. আরে প্রেম যে – রুনা লায়লা ,আঞ্জুমান আরা
৮. বাঁচাও কে আছে – সাবিনা ইয়াসমীন
৯. মেরি বাকি উমারিয়া – রুনা লায়লা , সাইফুদ্দীন

অঙ্গার (১৯৭৮)

গীতিকার : ড. মো. মনিরুজ্জামান

সুরকার : আলী হোসেন

১. আমি পাগল হব – রথীন্দ্রনাথ রায়
২. আমি সাজবো – সাবিনা ইয়াসমীন
৩. আমার দোয়া – আব্দুল জব্বার
৪. ওগো বন্ধু তুমি – খুরশিদ আলম , সাবিনা ইয়াসমীন

রাজদুলারী (১৯৭৮)

১. আমি দিওয়ানা – রুনা লায়লা
২. প্রেম করেছ তুমি – রুনা লায়লা , খুরশীদ আলম
৩. আরা রা রা রা – রুনা লায়লা
৪. নাগিনীর নাচ দেখ – রুনা লায়লা

সারেং বউ (১৯৭৮)

গীতিকার : শহীদুল্লাহ কায়সার , মুকুল চৌধুরী

সুরকার : আলম খান

১. হীরামতি হীরামতি – রথীন্দ্রনাথ রায় (কথা: শহীদুল্লাহ কায়সার)
২. কবে হবে দেখা – সাবিনা ইয়াসমীন (কথা: মুকুল চৌধুরী)
৩. ও রে নীল দরিয়া – আব্দুল জব্বার (কথা: মুকুল চৌধুরী)

গুনাহগার (১৯৭৮)

সুরকার : আজাদ রহমান

১. সিদাপথে চলতে গিয়ে – আজাদ রহমান
২. রাতের কলি আমি – রুনা লায়লা
৩. মানুষ বানাইয়া – আব্দুর রহমান বয়াতী
৪. সারা দুনিয়া খুঁজে – আবিদা সুলতানা

গোলাপী এখন ট্রেনে (১৯৭৮)

গীতিকার : জি এম আনোয়ার , আমজাদ হোসেন , ড. মনিরুজ্জামান

সুরকার : আলাউদ্দীন আলী

১. আছেন আমার মোক্তার – সৈয়দ আবদুল হাদী (কথা : জি এম আনোয়ার)
২. হায়রে কপাল মন্দ – সাবিনা ইয়াসমীন (কথা : আমজাদ হোসেন)
৩. আইছে দামান্দ সাহেব – নীনা হামিদ (কথা : ড. মনিরুজ্জামান)
৪. ও তোর মা জননী – সৈয়দ আবদুল হাদী , সাবিনা ইয়াসমীন

ডুমুরের ফুল (১৯৭৮)

১. এক শিয়ালে রাধে বাড়ে দুই শিয়ালে খায়
২. আমার খুব খিদা লাগে করি কি উপায়
৩. ওরে মুখ কর মন ভক্তি মায়ে থাকতে হাতে দিন
৪. আপায় কইছে আমারে বাইল্য শিক্ষা কিনা দিছে
৫. আমি অমন লাট সাহাব বাবু

নোলক (১৯৭৮)

৩. ও কি ও বন্ধু – ফেরদৌসী রহমান
৪. দিবার চাইয়া নাকের নোলক – ফেরদৌসী রহমান

Dhaka University Institutional Repository

৫. ওকি গাড়িয়াল ভাই – ফেরদৌসী রহমান
৬. বাওকুমটা বাতাস যেমন – ফেরদৌসী রহমান

সোহাগ (১৯৭৮)

গীতিকার : ড. মো.মনিরুজ্জামান

সুরকার : আলী হোসেন

১. এ আকাশকে সাক্ষী – খুরশীদ আলম
২. দাও পায়ে হলুদ – সাবিনা ইয়াসমীন
৩. আমি সাজবো গো – সাবিনা ইয়াসমীন
৪. কাছে থেকেও দূরে – সাবিনা ইয়াসমীন

অলংকার(১৯৭৮)

১. আমার কবিতা শুধু কবিতা নয় - সাবিনা ইয়াসমীন,খন্দকার ফারুক আহমেদ
২. রূপে অত নজর দিও না - সাবিনা ইয়াসমীন
৩. আমি তো শিল্পী - সাবিনা ইয়াসমীন
৪. আমি তোমার গানের পাখি - সাবিনা ইয়াসমীন
৫. ভালবাসা করতে মানা ভালবেসে মরতে মানা - সাবিনা ইয়াসমীন
৬. দুঃখ আমার বাসর রাতের পালঙ্ক - সাবিনা ইয়াসমীন

হারানো মানিক (১৯৭৮)

সংগীত পরিচালক : সুবল দাশ

১. ওরে ও দুটি কোকিল, কেন আড়াল থেকে ডাকিস অমন করে
২. যৌবন জ্বালায় জ্বলে মরি এখন আমি কি যে করি
৩. তুমি এসেছো যে বন্ধু আমারি জীবনে
৪. কোথায় যাব বন্ধু বল কোথায় আমার ঘর
৫. ডেকো না ডেকো না আমায়
৬. আমার কথা শোনরে ডার্লিং, রাগ করিস না

পাগলা রাজা (১৯৭৮)

গীতিকার : জি এম আনোয়ার

সুরকার : আজাদ রহমান

১. বনে বনে যত ফুল – রুনা লায়লা
২. এই জোয়ানীর কসম – রুনা লায়লা
৩. সেই সাজা আমায় দাও – রুনা লায়লা
৪. ও তুই হাত বাঁধবি – রুনা লায়লা , আঞ্জুমান আরা

শাহজাদা (১৯৭৮)

গীতিকার : দেলোয়ার জাহান ঝন্টু

সুরকার : মনসুর আহমেদ

১. মোর ঘুংগুর বাজে – আঞ্জুমান আরা
২. রূপের ঝলক দিয়ে – সাবিনা ইয়াসমীন
৩. পরদেশী এক শিকারী – খুরশিদ আলম
৪. ওরে খোকন যাদুমনি – শাম্মী আখতার

মিন্টু আমার নাম (১৯৭৮)

গীতিকার : দেওয়ান নজরুল

সুরকার : আলম খান

১. গতকাল চলে গেছে – রুনা লায়লা
২. কোথায় গেলে আমার বাবা – রুনা লায়লা
৩. হেলেন ভেঙেছে – রুনা লায়লা
৪. আজকে নয় ভালোবাসি – খুরশীদ আলম

অগ্নিশিখা (১৯৭৮)

গীতিকার : জি এম আনোয়ার

Dhaka University Institutional Repository

সুরকার : সত্য সাহা

১. দুনিয়ার চক্কর – রাজ্জাক
২. অল্প বয়সী মেয়েদের – সাবিনা ইয়াসমীন , খন্দকার ফারুক আহমদ
৩. জন্ম দিলেই মা হয় না – খন্দকার ফারুক আহমদ , খুরশিদ আলম , আবিদা সুলতানা
৪. তারপরে কি হবে – ফেরদৌস ওয়াহিদ

শ্রীমতি চারশ বিশ (১৯৭৮)

১. একা একা রাতে কোথায় যাবে – সুরকার : আনোয়ার কবির
২. এ জীবন তো কিছু নয় বন্ধু – সুরকার : আনোয়ার কবির
৩. ইয়া খাজা – খাজা তুমি রাজার রাজা – সুরকার : ধীর আলী মনসুর
৪. ঐ আমি গুলে মাস্তান ভাই – সুরকার : ধীর আলী মনসুর
৫. জাতে মাতাল মোরা তালে আছি ঠিক – সুরকার: আনোয়ার কবির
৬. মিশরী গোলাপ আছি রং মহলায় – সুরকার : আনোয়ার কবির

মধুমিতা (১৯৭৮)

গীতিকার : জিএম আনোয়ার

সুরকার : সত্য সাহা

১. নরম একটা দিল আছে – রুনা লায়লা
২. বুকে চাক্কু মাইরা – আঞ্জুমান আরা , টেলি সামাদ
৩. ওগো মোর মধুমিতা – মাহমুদুন্নবী
৪. তুমি যে আমার – শেফালী ঘোষ (কথা: এম. এন. আখতার)

কাপুরুষ (১৯৭৮)

গীতিকার : মুকুল চৌধুরী

সুরকার : আলম খান

১. স্বপ্ন যে আমার – সাবিনা ইয়াসমীন , ফেরদৌস ওয়াহিদ
২. বড় দিন বড় দিন – সাবিনা ইয়াসমীন
৩. আমাকে পেতে যদি – রুনা লায়লা
৪. যখন আমার – সাবিনা ইয়াসমীন

অশান্ত প্রেম (১৯৭৮)

সংগীত পরিচালক : বশির আহমেদ

১. হাতে যে দিয়েছো হাত
২. ও ছম ছম ছম ছম পায়েল বাজে
৩. প্রেমের পথে চলতে চলতে হয়েছি সান্ত চুর
৪. রুম ঝুম রুম ঝুম রুমঝুম
৫. লোকে বলে নাগের কন্যা কালনাগিনী – সুরকার : বশির আহমেদ, কণ্ঠ: সাবিনা ইয়াসমীন, মিনা বশীর
৬. আগে যদি জানতাম তবে মন ফিরে চাইতাম – গীতিকার: লুৎফর রহমান, কণ্ঠ: ফেরদৌস ওয়াহিদ, সুরকার: লাকি আখন্দ

ফকির মজনু শাহ (১৯৭৮)

গীতিকার : জি এম আনোয়ার

সুরকার : আলাউদ্দীন আলী

১. সবাই বলে – রথীন্দ্রনাথ রায়
২. প্রেমের আগুনে – রুনা লায়লা , জাফর ইকবাল
৩. চোখের নজর এমনি কইরা – সৈয়দ আবদুল হাদী
৪. ঘুংরারে ঘুংরারে – সাবিনা ইয়াসমীন

মাটির ঘর (১৯৭৯)

গীতিকার : জি এম আনোয়ার , রফিকউজ্জামান

সুরকার : সত্য সাহা

১. পীরিতি কি গাছের গোটা – সাবিনা ইয়াসমীন , আঞ্জুমান আরা
২. আমার নায়ে পার হইতে – সুবীর নন্দী

Dhaka University Institutional Repository

৩. সোনা চান্দি টাকা – রুনা লায়লা (কথা : জি এম আনোয়ার)
৪. অমন কইরা কইও না – সাবিনা ইয়াসমীন , খন্দকার ফারুক আহমদ (কথা: সঞ্জিত আচার্য্য)

মহেশখালীর বাঁকে (১৯৭৮)

সুরকার : আলম খান

১. একটা মন ভাঙ্গা – ফেরদৌস ওয়াহিদ
২. না না না চেয়ো না – খুরশীদ আলম , রুনা লায়লা
৩. আজকে খুশীর রাতে – সাবিনা ইয়াসমীন
৪. আমার প্রেমের তরী – সাবিনা ইয়াসমীন , ফেরদৌস ওয়াহিদ

অভিমান (১৯৭৯)

সুরকার : সত্য সাহা

১. ও নদীরে আমি নালিশ – সাবিনা ইয়াসমীন (কথা : রফিকুজ্জামান)
২. নয়াগাছে জোয়ার – সাবিনা ইয়াসমীন , আঞ্জুমান আরা (কথা : রফিকুজ্জামান)
৩. আমার সাধের হারমনি – রুনা লায়লা , খুরশীদ আলম (কথা : জি এম আনোয়ার)
৪. যার নয়নে যারে – রুনা লায়লা (কথা : জি এম আনোয়ার)

দিন যায় কথা থাকে (১৯৭৯)

গীতিকার ও সুরকার : খান আতাউর রহমান

১. দিন যায় কথা থাকে – সুবীর নন্দী
২. মন মাঝি তোর বৈঠা নে রে – রুমানা খান
৩. নেশার লাটিম ঝিম – সুবীর নন্দী
৪. মায়ের মত আপন কেহ – রুমানা খান

রূপের রানী চোরের রাজা (১৯৭৯)

১. এক চোরের রাজা এক রূপের রাণী
২. এই রূপ কে দিয়েছে তোমায়
৩. যখন আকাশে চাঁদ ওঠে
৪. পেয়ার মোহাব্বত জিন্দাবাদ

ঘর সংসার (১৯৭৯)

১. ও দুটি হাত চিরদিন থাক হয়ে মোর গয়না – উমা ইসলাম
২. হায়রে কি সৃষ্টি দেখে এ বৃষ্টি ফেরাতে পারে না – খুরশিদ আলম
৩. বন্ধু বিনে তোমার মন
৪. তুমি হবে আমার

শীষনাগ (১৯৭৯)

গীতিকার : এম. এ. মালেক

সুরকার : সুবল দাস

১. ও ছেমরী তোর – সৈয়দ আব্দুল হাদী , আবিদা সুলতানা
২. আশিক আমি তোমার – সাবিনা ইয়াসমীন
৩. কাঁচা বয়স – রুনা লায়লা
৪. এসো ওয়াদা করি–সাবিনা ইয়াসমীন , খুরশিদ আলম

জবাব (১৯৭৯)

গীতিকার : জি এম আনোয়ার , মুকুল চৌধুরী

সুরকার : আলম খান

১. রসিক জনের আশেক – রুনা লায়লা (কথা : জি এম আনোয়ার)
২. আমার কাছে মরণ থেকে – সাবিনা ইয়াসমীন (কথা : জি এম আনোয়ার)
৩. যখন আমি ছোট্ট ছিলাম – সাবিনা ইয়াসমীন (কথা: মুকুল চৌধুরী)
৪. ও সাগর সাগর রে – সাবিনা ইয়াসমীন , নীনা হামিদ (কথা: মুকুল চৌধুরী)

রাজমহল (১৯৭৯)

গীতিকার : এম. এ. মালেক

সুরকার : সুবল দাস

Dhaka University Institutional Repository

১. ভ্রমর ছোঁয়ায় কলি ফোটে – আবিদা সুলতানা , হুসনা ইয়াসমিন
২. আমি যে রূপসী – সাবিনা ইয়াসমীন , সৈয়দ আব্দুল হাদী
৩. রূপনগরের রাজা – রুনা লায়লা
৪. নাগিনী সাপিনী – রুনা লায়লা

যৌতুক (১৯৭৯)

সুরকার : নিজামুল হক

১. এই তুমি এই আমি – সাবিনা ইয়াসমীন
২. জীবনের এই খেলাঘর – খুরশিদ আলম
৩. ঝড় নেই তবু – খন্দকার ফারুক আহমদ
৪. অভিমানী হৃদয় রানী – আব্দুল জব্বার

নওজোয়ান (১৯৭৯)

গীতিকার : আহমদ জামান চৌধুরী

সুরকার : আজাদ রহমান

১. হাসনা বাদের হাসিনা – রুনা লায়লা
২. লাল দোপাট্টা অঙ্গে – রুনা লায়লা
৩. ও নয়া মজনুর পাল্লাতে – রুনা লায়লা
৪. প্রেমের শরাব – সাবিনা ইয়াসমীন , আব্দুল জব্বার

৫. হে খোদা জীবনে কারো প্রেম – খুরশীদ আলম
৬. বলি হুরপরী – আনোয়ার মুফতী, আবিদা সুলতানা
৭. ও বুকটা ধড়ফড় করে – খুরশিদ আলম, সাবিনা ইয়াসমীন

সোনার হরিণ (১৯৭৯)

গীতিকার : জি এম আনোয়ার

সুরকার : আনোয়ার পারভেজ

১. মনেরই ঘড়িতে – খুরশিদ আলম , রুনা লায়লা
২. আহা এ কোন আগুন – সাবিনা ইয়াসমীন
৩. ভালবাসা তোমায় – সাবিনা ইয়াসমীন
৪. নূপুর যখন বাজে – রুনা লায়লা

বুলবুল-এ-বাগদাদ (১৯৭৯)

গীতিকার : এম.এ. মালেক

সুরকার : সুবল দাস

১. রেশমি দোপাট্টা আমার – সাবিনা ইয়াসমীন
২. মাওলা তোমার দরবারে – সৈয়দ আব্দুল হাদী
৩. বাগদাদের এই বাজারে – খুরশীদ আলম
৪. বুকে আছে মন – রুনা লায়লা
৫. দিল দিয়েছি – খুরশিদ আলম
৬. রুমঝুম রুম ঝুম – রুনা লায়লা

প্রিয় বান্ধবী (১৯৭৯)

সুরকার : আলাউদ্দীন আলী

১. ওরে ও লাঠিয়াল – রুনা লায়লা
২. ছুইও না ছুইও না – সাবিনা ইয়াসমীন , রফিকুল আলম
৩. তোমার মুখের হাসি – রুনা লায়লা
৪. আমরা দুটি সখি – সাবিনা ইয়াসমীন ও সহশিল্পীবৃন্দ

ঘর জামাই (১৯৭৯)

সংগীত পরিচালক : আলম খান

১. চামচিকারে কে বানাইছে – সাবিনা ইয়াসমীন , লাভলী ইয়াসমীন (কথা : মুকুল চৌধুরী , সুর : আলম খান)
২. পিরীতের বাগানে – সাবিনা ইয়াসমীন (কথা : মুকুল চৌধুরী)

Dhaka University Institutional Repository

৩. ওরে পাখি – আব্দুল জব্বার (কথা : মুকুল চৌধুরী ,সুর : আলম খান)
৪. ক্ষতি কি মন্দ হলে – সাবিনা ইয়াসমীন (কথাঃ এম.এ. খালেক,সুর : সুবল দাস)

বদলা (১৯৭৯)

সুরকার : সত্য সাহা

১. আজ রাতে তোমার – রুনা লায়লা
২. ওরে হলুদ পাখি – আঞ্জুমান আরা , সুবীর নন্দী (কথা : রফিকুজ্জামান)
৩. ও আকাশ বলে দে – সাবিনা ইয়াসমীন (কথা : মাসুদ করিম)
৪. হাতে হাত রেখে – সাবিনা ইয়াসমীন , খুরশীদ আলম (কথা : মাসুদ করিম)

ওয়াদা (১৯৭৯)

গীতিকার : মাসুদ করিম

সুরকার : সুবল দাস

১. যদি বউ সাজো গো – খুরশীদ আলম , রুনা লায়লা
২. দেখুক লোকে বলুক – রুনা লায়লা
৩. সামাল সামাল – সৈয়দ আব্দুল হাদী
৪. আজ কেন মন যে – সাবিনা ইয়াসমীন

শহর থেকে দূরে (১৯৭৯)

গীতিকার : শাহেদুর রহমান

সুরকার : সুবল দাস

১. মা তুই বেহেস্তের ফুলের হাসি – খুরশীদ আলম
২. মন দেয়া মন নেয়া – রুনা লায়লা , খুরশিদ আলম
৩. মন আউলা কইরা দু'জন – সাবিনা ইয়াসমীন
৪. শহর থেকে দূরে – সাবিনা ইয়াসমীন

নাগ নাগিনী (১৯৭৯)

গীতিকার : আবু তাহের

সুরকার : মনসুর আহাম্মদ

১. আরে বীন বাজা – রুনা লায়লা , শামিম
২. দিওয়ানা মনটা আমার
৩. মানে না মানে না – রুনা লায়লা
৪. মেহেন্দি লাগাব হাতে – রুনা লায়লা

রাজবন্দি (১৯৭৯)

গীতিকার : জি এম আনোয়ার , হাসান ফকরী

সুরকার : আজাদ রহমান

১. আমি চলতে গেলে পা – রুনা লায়লা
২. মোরা তিন রূপসী – রুলিয়া রহমান
৩. আরব দেশের খোরমা – রুনা লায়লা
৪. লাজের ঘোমটা দিয়ে – সাবিনা ইয়াসমীন , খুরশিদ আলম

বিজয়িনী সোনাভান (১৯৭৯)

১. তুমি কাছে এসে দূরে চলে গেলে
২. হাত তুলে দরবারে
৩. করি না কারে পারওয়া
৪. তোমারি রূপ দেখে আমি

ছোট মা (১৯৭৯)

১. মনে বড় আশা ছিল – শাম্মী আক্তার
২. আয়রে আমার আপা – শাম্মী আক্তার
৩. ও রানা আমার রানা – খুরশীদ আলম, রুনা লায়লা

জিঞ্জির (১৯৭৯)

গীতিকার : জি এম আনোয়ার

Dhaka University Institutional Repository

সুরকার : সত্য সাহা

১. সুমন রাজন মোহন – খন্দকার ফারুক আহমেদ , খুরশীদ আলম , সত্য সাহা
২. বৃহস্পতি এখন আমার – রওশন আরা মুস্তাফিজ
৩. আমি টাঙ্গাওয়ালা – সাবিনা ইয়াসমীন
৪. ওরে আমার আদরিনী – আবিদা সুলতানা , শাম্মী আখতার

অনুরাগ (১৯৭৯)

১. আমার মন তো বসে না – মলয় গাঙ্গুলী
২. আরে কত বাড়াবি – শেফালী ঘোষ, শ্যামসুন্দর বৈষ্ণব
৩. শত্রু তুমি, বন্ধু তুমি – আব্দুল জব্বার
৪. আনচান আনচান করে – সাবিনা ইয়াসমীন

কার পাপে (১৯৭৯)

১. তুমি কাছে এসো বন্ধু/আমি ভালবাসা পেতে চাই
২. আজ যদি ভালবাসি দোষ দিও না/রাত্রিটা ঝিলমিল নীল নীল স্বপ্নীল দূরে যেয়ো না
৩. ওহো.... পথতো ফুরিয়ে যাবে/গান ও হারিয়ে যাবে
৪. দুটি চোখ কাজল সাজে না সাজে না/এ হৃদয় তোমায় ছাড়া কিছু যে বলে না

রাজকুমারী চন্দ্রবান (১৯৭৯)

গীতিকার : মাসুদ করিম

সুরকার : মনসুর আহম্মদ

১. সুন্দরী গো তোমায় দেখে – সাবিনা ইয়াসমীন , খুরশীদ আলম
২. সোনামনি মা – সাবিনা ইয়াসমীন
৩. চঞ্চল উচ্ছল যৌবন – সাবিনা ইয়াসমীন , আবিদা সুলতানা
৪. আমার নাম রুকসানা – সাবিনা ইয়াসমীন , আবিদা সুলতানা
৫. রুমঝুম রুম ঝুম – সাবিনা ইয়াসমীন
৬. মাওলা তোমার দুনিয়ায় – আব্দুল জব্বার
৭. ও আলা ও খোদা – খুরশীদ আলম , আবিদা সুলতানা

সাম্পান ওয়ালা (১৯৭৯)

১. আসখালী মুষখালী – সঞ্জীৎ আচার্য
২. অরে কর্ণফুলী রে – কান্তা নন্দী
৩. বড়দা কওনারে বিয়া

নদের চাঁদ (১৯৭৯)

সুরকার : আলাউদ্দীন আলী

১. কার হাতে যে খুন হইলাম – সাবিনা ইয়াসমীন
২. দয়াল কি সুখ তুমি পাও – রফিকুল আলম (কথা : ড. মো. মনিরুজ্জামান)
৩. হায়াত মওত ধন দৌলত – রথীন্দ্রনাথ রায় , খুরশীদ আলম
৪. ও পরানের খৈলশা – খুরশীদ আলম , সাবিনা ইয়াসমীন

নাগর দোলা (১৯৭৯)

গীতিকার : জি এম আনোয়ার , নজরুল ইসলাম বাবু

সুরকার : আলাউদ্দীন আলী , আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল

১. তুমি আর একবার আসিয়া – রথীন্দ্রনাথ রায় (কথা : জি এম আনোয়ার,সুর : আলাউদ্দীন আলী)
২. ও আমার মন কান্দে – সাবিনা ইয়াসমীন (কথা : নজরুল ইসলাম বাবু ,সুর : আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল)
৩. কানের মাথা খাই লো – সাবিনা ইয়াসমীন , সৈয়দ আব্দুল হাদী (কথা : জি এম আনোয়ার, সুর : আলাউদ্দীন আলী)
৪. মিলন হবে কত – সাবিনা ইয়াসমীন

সুন্দরী (১৯৭৯)

গীতিকার : আমজাদ হোসেন

সুরকার : আলাউদ্দীন আলী

১. কেউ কোন দিন আমারে তো – সৈয়দ আবদুল হাদী , সাবিনা ইয়াসমীন

Dhaka University Institutional Repository

২. তোমার দুনিয়ায় – সাবিনা ইয়াসমীন
৩. শোন মোড়ল নানা – সাবিনা ও সহশিল্পীবৃন্দ
৪. আমি আছি থাকবো – সাবিনা ইয়াসমীন

কন্যাবদল (১৯৭৯)

গীতিকার : মুকুল চৌধুরী

সুরকার : আলম খান

১. এসো এসো – রুনা লায়লা , খুরশীদ আলম
২. ও মামা মামা – সাবিনা ইয়াসমীন , টেলিসামাদ
৩. এখানে নয় – রুনা লায়লা
৪. ভালবাসা দিয়ে মোরে – নার্গিস পারভীন

ঈমান (১৯৭৯)

সুরকার : আলী হোসেন

১. অমন করে যেও না কো – আব্দুল জব্বার , রুনা লায়লা
২. হায়রে পোষাপাখি – রথীন্দ্রনাথ রায় , সাবিনা ইয়াসমীন
৩. নূপুর বাজে ছমাছম – রুনা লায়লা , আঞ্জুমান আরা
৪. ওরে মিছেরে তোর – সাক্ষ্য মিত্র , আবিদা সুলতানা

প্রিয় বান্ধবী (১৯৭৯)

সুরকার : আলাউদ্দীন আলী

১. ওরে ও লাঠিয়াল – রুনা লায়লা
২. ছুঁইও না ছুঁইও না – সাবিনা ইয়াসমীন , রফিকুল আলম
৩. তোমার মুখের হাসি – রুনা লায়লা
৪. আমরা দুটি সখী – সাবিনা ইয়াসমীন

বারুদ (১৯৭৯)

গীতিকার : দেওয়ান নজরুল

সুরকার : আলম খান

১. চার দেয়ালে বন্দি – খুরশীদ আলম
২. মন তো মানে না – রুনা লায়লা
৩. একটি ছেলে খুন করেছে – রুনা লায়লা
৪. তুমি শোন শোন – খুরশীদ আলম , লাভলী ইয়াসমীন
৫. প্রেম নগর – রুনা লায়লা

দোস্তী (১৯৮০)

গীতিকার : মাসুদ করিম , শাহেদুর রহমান

সুরকার : সুবল দাস

১. তুমি চোর চোর – রুনা লায়লা
২. কত যে ভালবাসী – প্রবাল চৌধুরী , উমা ইসলাম
৩. আমি ফুলের তৃষ্ণা নিয়ে – রুনা লায়লা
৪. আমি বনফুল গো – নাজমুল হুদা, আব্দুল মালেক, শেখ জমির উদ্দিন
৫. বাঁকা চোখে চেয়ো না – কল্যাণী ঘোষ

গাঁয়ের ছেলে (১৯৮০)

সুরকার : সুবল দাস

১. বিধিরে তোর আদালতে – সৈয়দ আব্দুল হাদী (কথা: মাসুদ করিম)
২. চোখে আমার প্রেমের – রুলিয়া রহমান , উমা খান (কথা: মাসুদ করিম)
৩. ও লাইলী আয় আয় – রুনা লায়লা , খুরশিদ আলম
৪. দিন দুপুরে মনের ঘরে – রুনা লায়লা (কথা: সহিদুর রহমান)

তাজ তলোয়ার (১৯৮০)

গীতিকার : রফিকউজ্জামান , দেলোয়ার জাহান ,এম এ মালেক

১. ভালবাসা যদি ছবি হয় – রুলিয়া রহমান

Dhaka University Institutional Repository

২. মেহফিলের শান রাজা – রুনা লায়লা
৩. বাঁকা নয়নে বন্দি করে – আবিদা সুলতানা
৪. চাঁদ বদনী কন্যা – শাম্মী আখতার , খুরশিদ আলম
৫. নয়নে নয়ন রেখে – আবিদা সুলতানা
৬. তুমি যে আশা মোর – রুলিয়া রহমান

আপন ভাই (১৯৮০)

সুরকার : আলাউদ্দিন আলী

১. বাড়ীর মানুষ কয় – রুনা লায়লা
২. কুয়ার ব্যাঙ ফাল দিছে – রুনা লায়লা
৩. ও তালের পাঙ্খা রে – রুনা লায়লা
৪. বাঘের ছাল গায়ে – রুনা লায়লা

আখেরী নিশান (১৯৮০)

গীতিকার : এম.এ. মালেক

সুরকার : সুবল দাশ

১. আনাড়ী রসিয়া – রুনা লায়লা
২. মরে যাব সে ও ভালো – রুনা লায়লা

বৌরাণী (১৯৮০)

গীতিকার : ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

সংগীত : আলী হোসেন

শিল্পী : সাবিনা ইয়াসমীন, খুরশীদ আলম, উমা ইসলাম, সৈয়দ আব্দুল হাদী, রুনা লায়লা

১. যাবে কোথায়, আমি যে হেথায়/বুঝেছি তোমার বাহাদুরী, ধরা পড়ে গেছে লুকোচুরি
২. খুশিতে নাচে মন, উতলা এ জীবন/লজ্জা আমায় জড়ায় পায়ে, কি করি এখন – সাবিনা ইয়াসমীন
৩. তুমি আছো বলে আমি সোহাগিনী, দুটি পায়ে দিয়ে ঠাঁই করেছ ঋণী – সাবিনা ইয়াসমীন , সৈয়দ আব্দুল হাদী
৪. অভিমানী মান করো না যখন তখন; দূরে সরে গেলে বুকে লাগে যে আগুন
৫. তোমাকে হারিয়ে আমি অভাগিনী, পায়ে ধরে কাছে রাখি সে তো পারিনি – সাবিনা ইয়াসমীন
৬. রাগ করো না – খুরশিদ আলম , উমা খান
৭. যাবে কোথায় – রুনা লায়লা

এখনি সময় (১৯৮০)

১. একটা দোলনা যদি কাছে পেতাম – আবিদা সুলতানা
২. জীবন মানে যন্ত্রণা, নয় ফুলের বিছানা – সাবিনা ইয়াসমীন
৩. আমি রাজ্জাক হইলাম না কবরী পাইলাম না – আনোয়ার উদ্দিন খান

জীবন মৃত্যু (১৯৮০)

সংগীত : আলাউদ্দিন আলী

১. যা, দেখি ভালো লাগে সবই যে মধুর লাগে → সৈয়দ আবদুল হাদী
২. অন্তর সঁপিলাম তোমারেই অন্তরদেখা দিয়া দূরে গিয়া বান্দাইও না মোরে
৩. তরে লইয়া যামু তর ঘাড় মটকাইয়া খামু/মইরা গিয়া আমি পেত্নী হইছিরে, → সাবিনা ইয়াসমীন ও সৈয়দ আবদুল হাদী।
৪. আমি আজ গান শোনাব তুমি নাচ সখি → রুনা লায়লা ও ফেরদৌস ওয়াহিদ
৫. ওলো রসের নাত বৌ করলি কি আমার নাতীর খরচ বাড়াইলি → আঞ্জুমান আরা
৬. ও আমার ঝড়ে ভাঙ্গাইছে ঘর আপন কইরাছি পর → সাবিনা ইয়াসমীন

ভাই ভাই (১৯৮০)

সুরকার : আলম খান

১. মুছে ফেল চোখের পানি – সুবীর নন্দী , শাম্মী আখতার
২. আরে ও জানের জান – মোঃ আলী সিদ্দিকী

Dhaka University Institutional Repository

৩. লাল টুকটুকে বউ – খুরশীদ আলম
৪. নোতন নোতন – শাম্মী আখতার

দিলদার আলী (১৯৮০)
গীতিকার : জি এম আনোয়ার
সুরকার : আজাদ রহমান
১. ফুলমতি দোস্ত মোহাম্মদ – খুরশীদ আলম , রুনা লায়লা
২. দোস্ত আমার – খুরশিদ আলম
৩. ও জুলিয়া প্রাণ খুলিয়া – খুরশিদ আলম , রুনা লায়লা
৪. দিলদার আলী আমার নাম – টেলি সামাদ

নাগিন (১৯৮০)
১. চম্পা দুলী নাম – সাবিনা ইয়াসমীন , আবিদা সুলতানা (কথা : রফিকউজ্জামান ,সুর : দেবু ভট্টাচার্য)
২. সুখের নেশা – সাবিনা ইয়াসমীন (কথা : রফিকউজ্জামান ,সুর : দেবু ভট্টাচার্য)
৩. হায় গোখরারে – রুনা লায়লা , শাম্মী আখতার (কথা : রফিকউজ্জামান ,সুর : শেখ নজরুল)
৪. জীবনরে তোর মরণ – সাবিনা ইয়াসমীন (কথা : রফিকউজ্জামান ,সুর : শেখ নজরুল)
৫. আমার পায়ের বেড়ী – সাবিনা ইয়াসমীন , সুবীর নন্দী (কথা : রফিকউজ্জামান ,সুর : শেখ নজরুল)

বাগদাদের চোর (১৯৮০)
গীতিকার : এম. এ. মালেক , দোলোয়ার জাহান
সুরকার : মনসুর আহম্মদ
১. তারা ভরা এই রাতে – রুলিয়া রহমান
২. বাগদাদের এই শহরে – খুরশিদ আলম
৩. আমি জরিনা – রুলিয়া রহমান
৪. ওরে লুটেরা যাদুকর – সাবিনা ইয়াসমীন
৫. নীল আকাশের নীচে – সাবিনা ইয়াসমীন , খুরশিদ আলম
৬. নজরানা দিল নজরানা – সাবিনা ইয়াসমীন

বেদ্বীন (১৯৮০)
গীতিকার : জি এম আনোয়ার
সুরকার : আনোয়ার পারভেজ
১. কথা কেন তুই বলিস না – রুনা লায়লা
২. এক বান্দা তেরী দারপে – সাবিনা ইয়াসমীন
৩. সালাম সালাম ও জোয়ান – রুনা লায়লা
৪. কেউ চায় কেউ পায় – রুনা লায়লা
৫. আমার এ ভালবাসা – রুনা লায়লা

যাদু নগর (১৯৮০)
গীতিকার : মুকুল চৌধুরী ,এম. এ. মালেক
সুরকার : আলম খান
১. আয়রে লাল পরী – সাবিনা ইয়াসমীন (কথা : মুকুল চৌধুরী)
২. আমি ও পথ চেয়ে – রুনা লায়লা (কথা : এম. এ. মালেক)
৩. এই তো এইখানে আমি – রুনা লায়লা (কথা : মুকুল চৌধুরী)
৪. নাচেরই তালে তালে – সাবিনা ইয়সমীন (কথা : মুকুল চৌধুরী)
৫. খোলা খোলা আকাশে – এণ্ড্রু কিশোর, রুলিয়া (কথা : মুকুল চৌধুরী)

লুটেরা (১৯৮০)
সুরকার : আনোয়ার পারভেজ
১. ওরে ও মনচোরা – রুনা লায়লা
২. রূপের ঝলক চোখের যাদু – রুনা লায়লা (কথা: এম.এ. মালেক)
৩. হায়রে ও সুলতান – সাবিনা ইয়াসমীন
দুষ্ট এমন করে জ্বালাতন – রুনা লায়লা (কথা: দেলোয়ার জাহান)
৪. ওরে ও রসিয়া – রুনা লায়লা (কথা: দেলোয়ার জাহান)

Dhaka University Institutional Repository

৫. হায় হায় হায় আমি – সাবিনা ইয়াসমীন (কথা: দেলোয়ার জাহান)

শাহী দরবার (১৯৮০)

গীতিকার : দেলোয়ার জাহান ঝন্টু

সুরকার : আনোয়ার পারভেজ

১. শোন গো মনের – রুনা লায়লা , খুরশিদ আলম
২. এই দিন স্মৃতি হয়ে থাক – সাবিনা ইয়াসমীন
৩. ফুলে ভ্রমর এসেছে ফিরে – সাবিনা ইয়াসমীন , সালমা
৪. বিন বাজারে বাজা – রুনা লায়লা
৫. চিরদিন রেখো পাশে – খুরশিদ আলম , সাবিনা ইয়াসমীন

জোকার (১৯৮০)

গীতিকার : জি এম আনোয়ার

সুরকার : আনোয়ার পারভেজ

১. মানুষও বানাইলো – সৈয়দ আব্দুল হাদী
২. ভাইয়ের আদরের ছোট বোন – সাবিনা ইয়াসমীন
৩. না না ছেড়ে যেওনা – সাবিনা ইয়াসমীন , খুরশীদ আলম
৪. রূপসীর রূপ চিরদিন – সাবিনা ইয়াসমীন , খুরশীদ আলম
৫. ভাইয়ের আদরের – খুরশীদ আলম

জংলী রানী (১৯৮০)

সুরকার : মনসুর আহমেদ

১. মারহাবা মারহাবা – রুলিয়া রহমান
২. যদি এই পৃথিবী – এণ্ড্রু কিশোর , শাম্মী আখতার
৩. রূপের সওদা নিয়ে – রুলিয়া রহমান
৪. ইহা আল্লাহ ইয়া – সাবিনা ইয়াসমীন

রাজকন্যা (১৯৮০)

গীতিকার : এম.এ. মালেক

সুরকার : সুবল দাস

১. এ রূপে জ্বালা আছে – রুনা লায়লা
২. চন্দ্র তারার নিচে খুঁজেছি – রুনা লায়লা
৩. দুদিনের খেলাঘরে – সাবিনা ইয়াসমীন
৪. আমি রসিকজনের জান – খুরশিদ আলম
৫. এই বয়সে হল কি – রুনা লায়লা , রুলিয়া রহমান

রাজনন্দিনী (১৯৮০)

সুরকার : সুবল দাস

১. তুমি আমার চন্দ্র – সাবিনা ইয়াসমীন , খুরশিদ আলম
২. আমি দিলরুবা – রুনা লায়লা
৩. কথা দাও সাথী হবে – রুনা লায়লা , খুরশিদ আলম
৪. আরে লাল গোলাপী – রুনা লায়লা
৫. জানেরই জান – সৈয়দ আব্দুল হাদী, নিনা হামিদ , আজমল হুদা
৬. মনে ঘরে চুপি – সাবিনা ইয়াসমীন , খুরশিদ আলম

ওমর শরীফ (১৯৮০)

গীতিকার : এম.এ. খালেক

সুরকার : আনোয়ার পারভেজ

১. খঞ্জরওয়ালা – রুনা লায়লা , খুরশিদ আলম
২. মা গো মা – সৈয়দ আব্দুল হাদী , খুরশীদ আলম
৩. কলমা মুখে – সাবিনা ইয়াসমীন
৪. আরে রাজদুলারী – রুনা লায়লা , খুরশীদ আলম
৫. ভোলা ভালা রূপে – রুনা লায়লা

Dhaka University Institutional Repository

৬. মেরো না মেরো না – রুনা লায়লা

হুরে আরব (১৯৮০)

গীতিকার : মুকুল চৌধুরী

১. চান্দনী এই রাতে – রুনা লায়লা , শাম্মী আখতার
২. আরও কিছুক্ষণ – সাবিনা ইয়াসমীন
৩. এই মধুরাত – সাবিনা ইয়াসমীন
৪. ঝন ঝন ঝনা ঝন – সাবিনা ইয়াসমীন
৫. শুকরিয়া শাহি মেহমান – সাবিনা ইয়াসমীন

দিওয়ানা (১৯৮০)

সংগীত পরিচালনা : দেবু ভট্টাচার্য

১. সোনা বন্ধে আমারে দিওয়ানা বানাইলো → কথা ও সুর ঃ হাসন রাজা
২. ও হায়রে.... কাঞ্চা বয়সে হলে মনের অসুখ
৩. ভালবাসা সাত মহলায় মনের আলোয় সাজাতে চায় কেউ
৪. আমার আঁধার রাত কোন দিন হবে না তো তোর
৫. ইয়া খাজা গরীবে নেওয়াজ খাজা তোমার দরবারে গো
৬. ইয়া ইলাহী ..... আবার চিরে নতুন করে সূর্য উঠাও তুমি
৭. ইয়া পরওয়ারদেগার .... দোহাই লাগে তোর রাসুলের

চন্দ্রলেখা (১৯৮০)

গীতিকার : আহমেদ জামান চৌধুরী , সুরকার : আলী হোসেন

১. এলো এলো মেহমান – সাবিনা ইয়াসমীন
২. আমি বনফুলের হার – সাবিনা ইয়াসমীন
৩. শিকারী ও শিকারী – শাহনাজ রহমতুল্লাহ্
৪. দেখো দেখো দেখো – সাবিনা ইয়াসমীন
৫. রঙ্গিলারে রঙ্গিলা – সৈয়দ আব্দুল হাদী , সাবিনা ইয়াসমীন
৬. ও আমার গুলবদন – সৈয়দ আব্দুল হাদী , সাবিনা ইয়াসমীন

চম্পা চামেলী (১৯৮০)

সুরকার : আনোয়ার পারভেজ , মনসুর আহমদ

১. প্রাণ কোকিলারে – সাবিনা ইয়াসমীন
২. আমার পোড়া কপাল – রুনা লায়লা
৩. ও তোরে লইয়া – এণ্ড্রু কিশোর
৪. আল্লা নালিশ করি – সাবিনা ইয়াসমীন
৫. মোরা চম্পা চামেলী – সাবিনা ইয়াসমীন , লাভলী ইয়াসমীন (কথা : সিরাজুল ইসলাম)
৬. রঙে ভরা মন – সাবিনা ইয়াসমীন
৭. বলো না সজনী – সাবিনা ইয়াসমীন , লাভলী ইয়াসমীন
৮. ওগো ষোড়শী – ফেরদৌস ওয়াহিদ (কথা : মাসুদ করিম)

আনারকলি (১৯৮০)

গীতিকার : জি এম আনোয়ার

সুরকার : সত্য সাহা

১. আনার কলি সে যে – সৈয়দ আব্দুল হাদী
২. নজরে নজর মিলেছে – রুনা লায়লা
৩. আমার মন বলে তুমি আসবে – রুনা লায়লা
৪. বাঁদী হলো নর্তকী – সাবিনা ইয়াসমীন

ছুটির ঘন্টা (১৯৮০)

গীতিকার : রফিকউজ্জামান

সুরকার : সত্য সাহা

১. একদিন ছুটি হবে – সাবিনা ইয়াসমীন
২. আচার খাইলে বিচার হবে – সাবিনা ইয়াসমীন

Dhaka University Institutional Repository

৩. মাইয়া মানুষ ক্যান যে – খন্দকার ফারুক আহমেদ , শাম্মী আখতার
৪. আমাদের দেশটা স্বপ্নপুরী – আবিদা সুলতানা

কসাই (১৯৮০)

সংগীত পরিচালক : আলাউদ্দীন আলী

১. বন্ধু তিন দিন তোর বাড়িত গেলাম – রুনা লায়লা (কথা: জি এম আনোয়ার)
২. ভালবাসি বলিব না আর – সাবিনা ইয়াসমীন
৩. প্রথমে বন্দনা করি – রথীন্দ্রনাথ রায় (কথা: আমজাদ হোসেন)
৪. আমার দোষে আমি দোষী – সৈয়দ আব্দুল হাদী (কথা: আমজাদ হোসেন)

মোকাবেলা (১৯৮০)

গীতিকার : দেলোয়ার জাহান ঝন্টু

সুরকার : আনোয়ার পারভেজ

১. মাগো মা দোয়া কর – রুনা লায়লা
২. ছাগল আমার কেউ না – জসিম
৩. এই রাত রবে না – রুনা লায়লা
৪. আমি বড় ঝাল – সাবিনা ইয়াসমীন , খুরশিদ আলম
৫. বাজে রে পায়ে ঝুমরু – রুনা লায়লা
৬. আমি লাজে মরি – সাবিনা ইয়াসমীন

আমির ফকির (১৯৮০)

গীতিকার : মাসুদ করিম

সুরকার : আলী হোসেন

১. ও আমি বাঘ শিকার যাইমু – খুরশীদ আলম
২. দে দাতা হে মাওলা – সৈয়দ আব্দুল হাদী
৩. তুমি আর আমি – খুরশিদ আলম , উমা ইসলাম
৪. আমাকে দেখো – রুনা লায়লা , খুরশিদ আলম
৫. মন দিলাম প্রাণ দিলাম – রুনা লায়লা , সুবীর নন্দী
৬. এসো না মিলে সবাই – রুনা লায়লা

শেষউত্তর (১৯৮০)

গীতিকার : আহমদ জামান

সুরকার : রবীন ঘোষ ,সত্য সাহা

১. দোহাই স্বামী মান কইরো না – রুনা লায়লা , খুরশীদ আলম
২. ওরে ও মানিক রতন – সৈয়দ আব্দুল হাদী
৩. আমার মামী খায়ছে পানি – রুনা লায়লা
৪. দুনিয়া রে বলে দে রে – খুরশীদ আলম

আলিফ লায়লা (১৯৮০)

গীতিকার : জিএম আনোয়ার , এম.এ. মালেক

সুরকার : সুবল দাস

১. বন্ধু লিখেছে প্রেমের আলাপন – রুনা লায়লা
২. এনেছি উপহার – খুরশীদ আলম
৩. যে জীবন দেনেওয়ালা – রুনা লায়লা
৪. পেয়েছি উপহার – রুনা লায়লা , খুরশীদ আলম
৫. চোখে না এলে বরষা – রুনা লায়লা , খুরশীদ আলম
৬. আমারই মা যেন – সৈয়দ আব্দুল হাদী , শাম্মী আখতার

রাজার রাজা (১৯৮১)

সুরকার : আলম খান

১. আঙ্গুর আছে আপেল – রুনা লায়লা
২. জ্বলছে মেহফিলে – রুনা লায়লা , উমা ইসলাম
৩. শুকরিয়া এ বড় – খুরশীদ আলম , উমা ইসলাম

Dhaka University Institutional Repository

৪. এই রূপে লেগেছে – উমা ইসলাম

আলাদিন আলীবাবা সিন্দবাদ (১৯৮১)

গীতিকার : এম. এ. মালেক, দেলোয়ার জাহান ঝন্টু

সুরকার : আলম খান

১. রঙ্গভরা এই মেহফিলের – রুনা লায়লা
২. তোমারই প্রেমে আমার – খুরশীদ আলম , রুনা লায়লা
৩. চান্দনী রাতে আমার – সাবিনা ইয়াসমীন , রুলিয়া রহমান
৪. প্রেমের মালা গেঁথে – সাবিনা ইয়াসমীন , রুলিয়া রহমান
৫. হুরে আরব আমি – রুনা লায়লা
৬. নীল নীল আসমান – খুরশীদ আলম

সেলিম জাভেদ (১৯৮১)

গীতিকার : দেলোয়ার জাহান ঝন্টু

সুরকার : আনোয়ার পারভেজ

১. ফান্দে পড়িয়া বগা – সাবিনা ইয়াসমীন
২. শুন শুন হয়েছে বাবা – খুরশিদ আলম , রুলিয়া রহমান
৩. তুমি রেখো স্মরণে – খুরশিদ আলম
৪. রংবাজির এই দুনিয়াতে – খুরশীদ আলম
৫. যদি জাল ছিড়ে যায় – খুরশীদ আলম
৬. চোখের নিশা – রুনা লায়লা

বাদল (১৯৮১)

গীতিকার : জি এম আনোয়ার

সুর : আজাদ রহমান

১. মহাব্বতের নজরানা – রুনা লায়লা
২. ও এত সুন্দরী – টেলি সামাদ
৩. মুসাফিরের এ পরানটা – খুরশীদ আলম
৪. দিলের তালা খুলল কে – রুনা লায়লা
৫. প্রেম কর আর নাই কর – খুরশীদ আলম

সুলতানা ডাকু (১৯৮১)

গীতিকার : এম. এ. খালেক , জাহানারা ভূঁইয়া

সুরকার : সুবল দাস

১. রূপের আগুনে পুড়ে – রুনা লায়লা , খুরশিদ আলম
২. ওরে ও মেহমান – সাবিনা ইয়াসমীন
৩. আমি রয়েছি চোখের কাছে – রুনা লায়লা , খুরশিদ আলম
৪. ডম ডমা ডম বাজে – খুরশিদ আলম
৫. রূপ যদি না থাকে – রুনা লায়লা
৬. নাচরে বুলবুল – সাবিনা ইয়াসমীন

মাসুম (১৯৮১)

সুরকার : আলাউদ্দীন আলী

১. চোখের পানি কেন – রুনা
২. ভালবাসা পেতে – এণ্ড্রু কিশোর
৩. ছিঃ ছিঃ কি লজ্জা – সাবিনা ইয়াসমীন , এণ্ড্রু কিশোর
৪. ভিক্ষা মাগো ভিক্ষা – রফিকুল আলম

লাল সবুজের পালা (১৯৮১)

গীতিকার : ড. মো.মনিরুজ্জামান

সুরকার : সত্য সাহা

১. ও আমার আদুরি – রুনা লায়লা
২. এই বাংলার মাটিতে – শাম্মী আখতার , সৈয়দ আব্দুল হাদী

Dhaka University Institutional Repository

৩. তুমি যাইবা কেমনে – রুনা লায়লা
৪. ধান কুরকুর – শ্যাম সুন্দর, মলয় গাঙ্গুলী

কুদরত (১৯৮১)

গীতিকার : আহমদ জামান
সুরকার : আলী হোসেন

১. কবুল কর তৌওবা – সাবিনা ইয়াসমীন , সৈয়দ আবদুল হাদী
২. ও লোকে বলে বোবা – রথীন্দ্রনাথ রায়
৩. খোদা তুমি মোরে দিলে – সাবিনা ইয়াসমীন , প্রবাল চৌধুরী
৪. ও ঝাঁপ দিও না – সাবিনা ইয়াসমীন , সৈয়দ আবদুল হাদী
৫. আমি ভালবাসি যারে – রুনা লায়লা

জন্ম থেকে জ্বলছি (১৯৮১)

গীতিকার : আমজাদ হোসেন
সুরকার : আলাউদ্দীন আলী

১. জন্ম থেকে জ্বলছি মাগো – সৈয়দ আব্দুল হাদী
২. একবার যদি কেউ ভালবাসত – সামিনা নবী
৩. চিনলি না কেউ – সৈয়দ আব্দুল হাদী
৪. বাবা বলে গেল – দিবা

ওস্তাদ সাগরেদ (১৯৮১)

গীতিকার : দেওয়ান নজরুল
সুরকার : আলম খান

১. আমি মোহাম্মদ আলী – জসিম
২. এ হাতে লেখা আছে – খুরশিদ আলম , এণ্ড্রু কিশোর , সাবিনা ইয়াসমীন
৩. কেন রে চুমকি কথা কয় না – এণ্ড্রু কিশোর , খুরশিদ আলম
৪. ও শের খান – রুনা লায়লা
৫. চোর চোর সবাই চোর – খুরশিদ আলম , এণ্ড্রু কিশোর
৬. মছু আংকেল – শামিমা ইয়াসমিন দিবা

অংশীদার (১৯৮১)

গীতিকার : জি এম আনোয়ার
সুরকার : সত্য সাহা

১. তোমারই পরশে – সাবিনা ইয়াসমীন , সুবীর নন্দী
২. এই দুনিয়ার রাস্তাঘাটে – সুবীর নন্দী
৩. হাতে মারিস না – উমা ইসলাম
৪. মামা ভাগ্নে যেখানে – খুরশীদ আলম , সুবীর নন্দী

ভালো মানুষ (১৯৮১)

গীতিকার : মাসুদ করিম
সুরকার : সুবল দাশ

১. এই ভীরু মন – কাদেরী কিবরিয়া , নার্গিস পারভীন
২. কাছে এসো – রুনা লায়লা , সুবীর নন্দী
৩. আমার নাম সুমন – সৈয়দ আব্দুল হাদী
৪. তুমি রহিম – সৈয়দ আব্দুল হাদী, সাবিনা ইয়াসমীন

মৌচোর (১৯৮১)

গীতিকার : জিএম আনোয়ার
সুরকার : আজাদ রহমান

১. গোলে মালে গোলে মালে – মলয় কুমার গাঙুলী
২. রাঙ্গা বউ মাছ কুটেরে – সৈয়দ আব্দুল হাদী
৩. প্রবাসী মনটা আমার – সৈয়দ আব্দুল হাদী

নবাবজাদী (১৯৮১)

Dhaka University Institutional Repository

গীতিকার : জি এম আনোয়ার
সুরকার : আজাদ রহমান

১. পিছলা মাছলিয়া – রুলিয়া, খুরশিদ আলম
২. দেখো আমায় লেগেছে – রুনা লায়লা
৩. সাদী মোবারক – শাহনাজ রহমতুল্লাহ্
৪. লাখ বছর জিন্দা রবে – রুনা লায়লা

মহানগর (১৯৮১)

গীতিকার : জি এম আনোয়ার
সুরকার : সত্য সাহা
১. জুড়ি ঘোড়ার গাড়ি – সাবিনা ইয়াসমীন

পুত্রবধু (১৯৮১)

গীতিকার : মাসুদ করিম

১. জীবন আঁধারে – সাবিনা ইয়াসমীন , আব্দুল জব্বার
২. সন্ধ্যার ছায়া নামে – সাবিনা ইয়াসমীন
৩. হায় আল্লাহ এই মানুষটা – রুনা লায়লা , খুরশীদ আলম
৪. জীবন আঁধারে – রুনা লায়লা
৫. সুরের আগুনে পুড়ে – সাবিনা ইয়াসমীন , আব্দুল জব্বার
৬. গুরু উপায় বলো না – মলয় কুমার (কথা: দ্বীন শরৎ)

রাখে আল্লা মারে কে (১৯৮১)

গীতিকার : সুলতানা সাত্তার , আনোয়ারুল করিম
সুরকার : আলম খান

১. ও রঙ্গিলা পাগল রে – বিপুল ভট্টাচার্য
২. আমার অন্তর হইল পোড়া – রথীন্দ্রনাথ রায়
৩. ও নিঠুর বন্ধুরে – নিগার সুলতানা , ইন্দ্র মোহন রাজবংশী
৪. রাখে আল্লা মারে কে – আজম খান

সাক্ষী (১৯৮১)

সুরকার : আলাউদ্দীন আলী

১. আমি ভালবাসি যারে – রুনা লায়লা
২. পুতুল খেলার দিন – সৈয়দ আব্দুল হাদী
৩. মিথ্যা সাক্ষী – সৈয়দ আব্দুল হাদী , খুরশীদ আলম
৪. আমরা দুটি ছেলে – রুনা লায়লা , সুবীর নন্দী
৫. জীবনের এই যে রঙীন – মিতালী মুখার্জী , রফিকুল আলম

বিনি সুতোর মালা (১৯৮১)

গীতিকার : জি এম আনোয়ার
সংগীত পরিচালক : আনোয়ার পারভেজ

১. ঝুক্কুর ঝুক্কুর ময়মনসিংহ – সাবিনা ইয়াসমীন
২. লাগলো বিয়ার বাও – সৈয়দ আব্দুল হাদী
৩. আমার অন্তরায় – হাসান বান্না (কথা ,সুর : দুর্বিন সাঁই)
৪. যায়রে লক্ষী – সৈয়দ আব্দুল হাদী (কথা ,সুর : দুর্বিন সাঁই)
৫. তোরে দয়াল আমি – রথীন্দ্রনাথ রায়
৬. দেওরা তোর – সাবিনা ইয়াসমীন
৭. জ্বলন্ত পীরিতের আগুন – সৈয়দ আব্দুল হাদী
৮. তেলের শিশি – সাবিনা ইয়াসমীন

জনতা এক্সপ্রেস (১৯৮১)

সুরকার : সত্য সাহা

১. আরে ও রসিয়া – সাবিনা ইয়াসমীন
২. আমার আছে – সৈয়দ আব্দুল হাদী

Dhaka University Institutional Repository

৩. রাস্তা আমার – রুনা লায়লা
৪. আমি ইরান দেশের – এণ্ড্রু কিশোর

ঝুমকা (১৯৮১)

গীতিকার : জি এম আনোয়ার

সুরকার : আলাউদ্দীন আলী

১. পাড়াপড়শী আমারে – সৈয়দ আব্দুল হাদী
২. বিচারপতির বিচার – সৈয়দ আব্দুল হাদী , সাবিনা ইয়াসমীন
৩. আয় বৃষ্টি আয় – রুনা লায়লা ,সহশিল্পীবৃন্দ
৪. খবর আছে গরম – সাবিনা ইয়াসমীন , খুরশিদ আলম
৫. ওরে সোনামনি রে – সাবিনা ইয়াসমীন

বাঁধন হারা (১৯৮১)

গীতিকার : শামসুর রাহমান , মুকুল চৌধুরী

সুরকার : আলম খান

১. তোমায় যেতে দেব না– রুনা লায়লা
২. আমরা চলেছি এক ঝাঁক – খুরশিদ আলম , রথীন্দ্রনাথ রায় , ইন্দ্রমোহন রাজবংশী , আজম খান , মলয় গাঙ্গুলী
৩. ও সখী সখীরে – সাবিনা ইয়াসমীন , রুলিয়া
৪. আন্ধার ঘরে – এণ্ড্রু কিশোর

কলমীলতা (১৯৮১)

১. কি চমৎকার দেখা গেল – রথীন্দ্রনাথ রায়
২. আমাদের ঘোষণা স্বাধীনতা – আব্দুল জব্বার, আপেল মাহমুদ
৩. লেখাপড়া শিখলে – শাম্মী আখতার
৪. ভাগ্য আমার এতই ভাল– রুনা লায়লা

ভাঙাগড়া (১৯৮১)

সুরকার : সুবল দাস

১. চলে যায় যদি – সৈয়দ আব্দুল হাদী (কথা : জি এম আনোয়ার)
২. চোরের রাজা হয়েছি – খুরশিদ আলম
৩. আধখানা চাঁদ – সাবিনা ইয়াসমীন
৪. সজনী গো ভালবেসে – বশির আহমেদ
৫. সবইতো দিতে পারি – রুনা লায়লা

আল্লাহ মেহেরবান (১৯৮১)

সুরকার : আজাদ রহমান

১. আল্লাহ মেহেরবান – খুরশীদ আলম , রুনা লায়লা
২. আমি জানি ও আমার – সাবিনা ইয়াসমীন
৩. বাবা শাহ আলী – রুলিয়া রহমান
৪. খাজা তোমার দরবারে – সৈয়দ আব্দুল হাদী

সোনার তরী (১৯৮১)

সুরকার : সত্য সাহা

১. তুমি কেমন জাইলা – রুনা লায়লা
২. তুমি আমার সোনার তরী – সাবিনা ইয়াসমীন
৩. এত দিনে আইছেন – সাবিনা ইয়াসমীন
৪. অ আ দিয়ে পড়া শুরু – সৈয়দ আব্দুল হাদী , শাম্মী আখতার (কথা : ড. মো. মনিরুজ্জামান)

ঘরনী (১৯৮১)

গীতিকার : মাসুদ করিম

সুরকার : সুবল দাস

১. পথের মানুষ আমি – সৈয়দ আব্দুল হাদী
২. কোন বা বনের – টেলি সামাদ , দিলারা
৩. কেন ভাগ্য আমার – সাবিনা ইয়াসমীন

Dhaka University Institutional Repository

৪. ও আমার ময়না – রুনা লায়লা , খুরশীদ আলম
৫. বউ হবোরে আমি – রুনা লায়লা

লাভ ইন সিঙ্গাপুর (১৯৮২)

গীতিকার : জিএম আনোয়ার

সুরকার : আজাদ রহমান

১. আই এম লায়লা – রুনা লায়লা
২. ফুল আছে কাটা আছে – সাবিনা ইয়াসমীন
৩. ওগো সিঙ্গাপুরী মেম – সৈয়দ আব্দুল হাদী
৪. ঘর জামাই বানাবো – রুনা লায়লা , সুবীর নন্দী

নাগিনী কন্যা (১৯৮২)

গীতিকার : এম.এ. মালেক

সুরকার : মনসুর আহমেদ

১. শোন মায়াবিনী – সাবিনা ইয়াসমীন
২. সোনার চান পিতলা ঘুঘু – সাবিনা ইয়াসমীন , সৈয়দ আব্দুল হাদী
৩. নাচে নাগিনী – সাবিনা ইয়াসমীন
৪. এই গোলাপী জোয়ানী – সাবিনা ইয়াসমীন

বড় ভাল লোক ছিল (১৯৮২)

গীতিকার : সৈয়দ শামসুল হক

সুরকার : আলম খান

১. পাগল পাগল মানুষ – রুনা লায়লা
২. চামেলীরও তেল – বিপুল ভট্টাচার্য ,শাম্মী আখতার
৩. আমি চক্ষু দিয়া – এণ্ড্রু কিশোর, সৈয়দ আব্দুল হাদী
৪. তোরা দেখ দেখরে চাহিয়া – আলম খান

সানাই (১৯৮২)

সুরকার : আলী হোসেন

১. এত দিন পরে বুঝি – খুরশীদ আলম
২. বলব কি আর ওগো – সাবিনা ইয়াসমীন
৩. আগে আগে চলেরে ড্রাইভার – সাবিনা ইয়াসমীন
৪. আমার নাম মিস মলি – রুনা লায়লা

ডার্লিং (১৯৮২)

সুরকার : আনোয়ার পারভেজ

১. আমরা দুজনে ৫০/৫০ – সাবিনা ইয়াসমীন,সৈয়দ আব্দুল হাদী, ফেরদৌসী রহমান,ফেরদৌস ওয়াহিদ
২. তোমার বিরহে প্রিয় – রুনা লায়লা
৩. সবার জীবনেই প্রেম আসে – রুনা লায়লা
৪. হ্যাপি হ্যাপি নিউ ইয়ার – সাবিনা ইয়াসমীন , খুরশীদ আলম

লাল কাজল (১৯৮২)

গীতিকার : জি এম আনোয়ার

সুরকার : সত্য সাহা

১. নজর লাগবে বলে – সাবিনা ইয়াসমীন
২. আমার বউ কেন কথা কয় না – খন্দকার ফারুক আহমেদ
৩. আমার চাঁদের হাট – সাবিনা ইয়াসমীন

নালিশ (১৯৮২)

সংগীত পরিচালক : আলাউদ্দীন আলী

১. আনা আনা ষোল আনা – রুনা লায়লা
২. খোদার ঘরে নালিশ – রথীন্দ্রনাথ রায়

উজান ভাটি (১৯৮২)

গীতিকার : জি এম আনোয়ার

Dhaka University Institutional Repository

সুরকার : সত্য সাহা

১. এক নদীরই উজান – রফিকুল আলম , আবিদা সুলতানা
২. ঢাকায় যারা চাকরী গো করে – মীনা বড়ুয়া
৩. দিনের কথা দিনে ভাল – আবিদা সুলতানা
৪. বয়স কালে বিয়া – খন্দকার ফারুক আহমেদ , আবিদা সুলতানা
৫. বিদেশ গিয়া বন্ধু তুমি – শাম্মী আখতার
৬. আমি একা একা থাকি – আবিদা সুলতানা

যন্তর মন্তর (১৯৮২)

গীতিকার : জি এম আনোয়ার

সংগীত পরিচালক : সত্য সাহা

১. জিন্দেগী তোর দুশমন – সাবিনা ইয়াসমীন , আঞ্জুমান আরা
২. আঁধি আঁধি রাত – সাবিনা ইয়াসমীন

দখল (১৯৮২)

গীতিকার : ড. মো.মনিরুজ্জামান

সুরকার : সত্য সাহা

১. আমি যে তোমারই – রুনা লায়লা
২. ভালোবাসা এমন একটি – রফিকুল আলম
৩. তুমি আমার স্বামী – আবিদা সুলতানা , এণ্ড্রু কিশোর
৪. ওয়াদা করে ওয়াদা ভুলে – সাবিনা ইয়াসমীন , সৈয়দ আব্দুল হাদী

মধুমালতী (১৯৮২)

গীতিকার : জি এম আনোয়ার

সুরকার : আনোয়ার পারভেজ

১. নাগরাজা নাগরানী – রুনা লায়লা
২. হাটে যাও রে – রুনা লায়লা
৩. হায় হায় রে হইল একি – রুনা লায়লা
৪. শনি গেল রবি – সাবিনা ইয়াসমীন , খুরশীদ আলম

আল হেলাল (১৯৮২)

সংগীত পরিচালক : আনোয়ার পারভেজ

১. হো হো হো .... মোরা তিন বন্ধু খোদার এ কি সান – সৈয়দ আবদুল হাদী, খুরশিদ আলম, জাকির
২. এলোরে মেহমান এলোরে মেহমান বড়ই মেহের বান – সাবিনা ইয়াসমীন
৩. আপন মনের বাদশাহ আলম/কারও পরওয়া করি না – সাবিনা ইয়াসমীন, খুরশীদ আলম
৪. ওরে মন চোরা, এই মন পাবে না – রুনা লায়লা
৫. রুপের ঝলক চোখে যাদু নজরানা – রুনা লায়লা
৬. আল্লাহ আল্লাহ .... তোমার নুরে পরশ দিতে – সাবিনা ইয়াসমীন, খুরশীদ আলম
৭. লোসেক কোরবানি .... নাম আশিক আমার ইশকে দেওয়ানা আমি – রুলিয়া, সৈয়দ আব্দুল হাদী, খুরশীদ আলম
৮. হুঁশিয়ার.......হুঁশিয়ার..... শোন সুসলমান....... হও আগোয়ান – সাবিনা ইয়াসমীন, সৈয়দ আবদুল হাদি, খুরশীদ আলম

মাই লাভ (১৯৮২)

১. পা বাড়ালেই সামনে তুমি
২. জানি কি না জানি তাও জানি না
৩. ও সোনি ও রানি ও সোনি/এসোনা এই এলাম বলে

স্বামীর সোহাগ (১৯৮২)

সংগীত পরিচালক : বশির আহমেদ

১. একটি গন্ধমের – সৈয়দ ওয়াহিদুল আলম
২. আমি শুধু তোমার – বশির আহমেদ , মিনা বশির
৩. মুখের হাসি দেখে – রুনা লায়লা

Dhaka University Institutional Repository

৪. জানিনা কেমনে – বশির আহমেদ , সাবিনা ইয়াসমীন

রেশমী চুড়ি (১৯৮২)

সুরকার : আলম খান

১. নিবি রেশমী চুড়ি – রুনা লায়লা, কল্পনা
২. বন্ধ দুটি ঠোঁটে আজ – আলম খান
৩. চোরের সাত দিন – খুরশিদ আলম , আঞ্জুমান আরা
৪. ভরসা তোমার কাহার – সৈয়দ আব্দুল হাদী

নান্টু ঘটক (১৯৮২)

১. আরে চলে আমার সাইকেল – আবিদা সুলতানা ,এণ্ড্রু কিশোর (কথা : জিএম আনোয়ার)
২. আমার নাম কালু মিঞা – এণ্ড্রু কিশোর , সাবিনা ইয়াসমীন
৩. পাঙ্গাশ মাছের পেটি – সাবিনা ইয়াসমীন
৪. জন্ম মৃত্যু আর বিয়া – সাবিনা ইয়াসমীন

রাজ সিংহাসন (১৯৮২)

সুরকার : সুবল দাস

১. পূর্ণিমার চাঁদ তুমি – সাবিনা ইয়াসমীন , বশির আহমেদ
২. চোখে চোখ রেখে – রুনা লায়লা
৩. পায়ের মাপ দাও – সাবিনা ইয়াসমীন ,এণ্ড্রু কিশোর
৪. ফুল যখন ফোটেরে – রুনা লায়লা

বড় বাড়ীর মেয়ে (১৯৮২)

সুরকার : আলাউদ্দীন আলী

১. ভালবাসা চাই – সাবিনা ইয়াসমীন , সৈয়দ আব্দুল হাদী
২. যদি গো তার দেখা পাইতাম – সাবিনা ইয়াসমীন
৩. মরিব মরিব আমি – সাবিনা ইয়াসমীন
৪. তুমি যদি সুখি হও – সাবিনা ইয়াসমীন , সৈয়দ আব্দুল হাদী

আলতাবানু (১৯৮২)

সুরকার : আলী হোসেন

১. সখী ঘরে বাইরে – খুরশিদ আলম , রুলিয়া রহমান
২. একি জুলুম তোমার – রুনা লায়লা
৩. আমি এক আয়নাওয়ালী – রুনা লায়লা
৪. হে বাদশাহ আলম – সৈয়দ আব্দুল হাদী

সওদাগর (১৯৮২)

সুরকার : সুবল দাস

১. ও আমার মরমিয়া – রুনা লায়লা , খুরশিদ আলম
২. হীরা চুনি পান্না আছে – সাবিনা ইয়াসমীন , বশির আহমেদ
৩. মনের এই ছোট্ট ঘরে – সাবিনা ইয়াসমীন , লায়লা বানু, প্রণব ঘোষ
৪. ওরে মন চোরা – রুনা লায়লা

রজনীগন্ধা (১৯৮২)

গীতিকার : মাসুদ করিম

সুরকার : আলম খান

১. যদি ভালবেসে – সাবিনা ইয়াসমীন , কাদেরী কিবরিয়া
২. ও মিষ্টি ভাবীরে – রুনা লায়লা
৩. তুমি আমার – রুনা লায়লা

মানসী (১৯৮২)

সুরকার : আনোয়ার পারভেজ

১. এই মন তোমাকে দিলাম – সাবিনা ইয়াসমীন
২. সুখ দুখ কিছু নাই – সাবিনা ইয়াসমীন
৩. হেঁই মার হেঁই মার – এণ্ড্রু কিশোর

Dhaka University Institutional Repository

৪. মন চায় প্রতিদিন – রুনা লায়লা

সবুজ সাথী (১৯৮২)

সুরকার : আনোয়ার পারভেজ

১. এক চুমুকের খেলা – রুনা লায়লা
২. চোখ জুড়ানো মনের মত – সাবিনা ইয়াসমীন , খুরশিদ আলম
৩. এই দুনিয়াতে চল যাব – সৈয়দ আব্দুল হাদী , সাবিনা ইয়াসমীন
৪. মোহাব্বত আমার নাম – রুলিয়া রহমান

কেউ কারো নয় (১৯৮২)

সুরকার : আলম খান

১. বুবুজান লো – সাবিনা ইয়াসমীন , রুলিয়া রহমান
২. ভালবেসে গেলাম – সাবিনা ইয়াসমীন
৩. আমি সুইসাইড খাব – রুনা লায়লা , প্রণব ঘোষ
৪. মনতো মানে না – রুনা লায়লা

মহারাজা (১৯৮২)

১. হাটে মাঠে ছুরি চাক্কু – রুনা লায়লা
২. বাজা রে বাজা ঢোলক – রুনা লায়লা
৩. জলসা ঘরে নূপুর বাজে – রুনা লায়লা

যুবরাজ (১৯৮২)

সুরকার : আলম খান

১. হায় হায় তার হাতের – রুনা লায়লা
২. মা, আমার মা – সৈয়দ আব্দুল হাদী
৩. না, না রাজা – রুনা লায়লা
৪. খোদা তোমার বান্দা – সাবিনা ইয়াসমীন

তাসের ঘর (১৯৮২)

১. বিধিরে তোর এই দুনিয়াতে – রথীন্দ্রনাথ রায় (সুরঃ আলাউদ্দীন আলী)
২. রূপসী গো রূপসী – এণ্ড্রু কিশোর , সাবিনা ইয়াসমীন (সুরঃ আলাউদ্দীন আলী)
৩. পংক্ষীরাজে উড়ে – সামা ও পারভীন (সুর : আনোয়ার পারভেজ)

আলী আসমা (১৯৮২)

গীতিকার : ড. মো. মনিরুজ্জামান

সুরকার : আলম খান

১. নাচো নাচো গো অঞ্জনা – খুরশিদ আলম
২. সহেলী ও চামেলী – রুলিয়া রহমান
৩. তুলারাশির মেয়ে – রুনা লায়লা ও সহশিল্পীবৃন্দ
৪. ও আমার ময়না – আব্দুল জব্বার

দুই পয়সার আলতা (১৯৮২)

সুরকার : আলাউদ্দীন আলী

১. আমি তারেই দেব – খুরশীদ আলম , সাবিনা ইয়াসমীন
২. এমনও তো প্রেম হয় – সৈয়দ আব্দুল হাদী
৩. আমি হব পর – রুনা লায়লা
৪. এই দুনিয়া এখন তো আর – মিতালী মুখার্জী

যন্তর মন্তর (১৯৮২)

১. জীবন দেনেওয়ালা
২. ও সাথীরে যেদিন
৩. জিন্দেগী তোর দুশমন
৪. আধি আধি রাত

সোহাগ মিলন (১৯৮২)

সুরকার : আনোয়ার পারভেজ

Dhaka University Institutional Repository

১. ও আমি নাচবো – সাবিনা ইয়াসমীন , খুরশীদ আলম
২. আমাকে পেতে পারো – রুনা লায়লা
৩. ও আমার ময়না – খুরশিদ আলম , রুলিয়া রহমান
৪. দেশ বিদেশে ঘুরি

চাঁদ সুরুজ (১৯৮২)

গীতিকার : আহমদ জামান , জি এম আনোয়ার

সুরকার : আজাদ রহমান

১. আজ কিতাব পুঁথি পড়বো না – সাবিনা ইয়াসমীন
২. আপনার নয়নে দেখি – রুনা লায়লা
৩. নাচবো আমি গাইবো আমি – রুনা লায়লা
৪. এক যুগ পরে যাব – খুরশীদ আলম
৫. হে তুমি আমার জীবন – সাবিনা ইয়াসমীন , খুরশীদ আলম (কথা : আহমদ জামান)

টক্কর (১৯৮৩)

গীতিকার : জি এম আনোয়ার , ড. মো. মনিরুজ্জামান

সুরকার : আজাদ রহমান

১. চোখে চোখে লাগল টক্কর – সাবিনা ইয়াসমীন , এণ্ড্রু কিশোর
২. কত রঙ্গ জানো তুমি – খুরশিদ আলম
৩. না হইল কানের দুল – সাবিনা ইয়াসমীন
৪. তোরা ঘটকালি কর – সাবিনা ইয়াসমীন

সাত রাজার ধন (১৯৮৩)

১. বদমেজাজী বাদশাজাদী – সৈয়দ আব্দুল হাদী (সুর : আনোয়ার পারভেজ)

নাজমা (১৯৮৩)

সুরকার : আলাউদ্দীন আলী

১. হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার – এণ্ড্রু কিশোর , সাবিনা ইয়াসমীন
২. চোখে চোখে – সাবিনা ইয়াসমীন ,এণ্ড্রু কিশোর
৩. সবাই বলে তুমি নাকি – রুনা লায়লা
৪. আমি হব বাবা – সৈয়দ আব্দুল হাদী , সাবিনা ইয়াসমীন

আসামী হাজির (১৯৮৩)

সুরকার : আলম খান

১. আগুন জ্বলছে রে – সাবিনা ইয়াসমীন ও সহশিল্পীবৃন্দ
২. ও আমার হাশুরে – খুরশীদ আলম
৩. আরে ও ঘোল – রুনা লায়লা
৪. আমার পৃথিবী – সাবিনা ইয়াসমীন , ফেরদৌস ওয়াহিদ

নাগরানী (১৯৮৩)

সুরকার : আনোয়ার পারভেজ

১. ঢোল বাজে ঢোল – সাবিনা ইয়াসমীন , খুরশিদ আলম
২. নাচে নাগীন বাজে বীণ – সাবিনা ইয়াসমীন
৩. ভালবাসা অমর যদি হয় – সাবিনা ইয়াসমীন
৪. নাগ রানী আয়রে – সাবিনা ইয়াসমীন ও সহশিল্পীবৃন্দ

শাহী চোর (১৯৮৩)

সুরকার : সুবল দাস

১. হক্ব মাওলা – রুনা লায়লা , খুরশিদ আলম
২. রিমি ঝিমি কাঁকন – সাবিনা ইয়াসমীন
৩. আগে আগে রাজা চলে – খুরশিদ আলম
৪. এমন ভালবাসা পেতে – রুনা লায়লা , খুরশীদ আলম

ঘরের বউ (১৯৮৩)

সুরকার : আনোয়ার পারভেজ

Dhaka University Institutional Repository

১. দুনিয়াটা চিড়িয়াখানা – খুরশিদ আলম
২. খুকুমনি রাগ করো না – সৈয়দ আব্দুল হাদী
৩. শোন দুনিয়াতে প্রেম ছাড়া – এণ্ড্রু কিশোর
৪. মাধবী রাতের নীলে – সাবিনা ইয়াসমীন

প্রাণ সজনী (১৯৮৩)

গীতিকার : মনিরুজ্জামান মনির

সুরকার : আলম খান

১. ডাক দিয়াছেন দয়াল আমারে – সৈয়দ আব্দুল হাদী
২. কি যাদু করিলা পিরীতি শিখাইয়া – সাবিনা ইয়াসমীন , এণ্ড্রু কিশোর
৩. শিশু কাল ছিল ভাল – সাবিনা ইয়াসমীন
৪. চোখ বুজিলেই – সৈয়দ আব্দুল হাদী

মান সম্মান (১৯৮৩)

১. আল্লা আল্লা আল্লা – রুনা লায়লা
২. তোমাকে খোদা – সাবিনা ইয়াসমীন, এণ্ড্রু কিশোর
৩. কারে বলে ভালবাসা – এণ্ড্রু কিশোর
৪. আমার নাম ভালবাসা – রুনা লায়লা

আবে হায়াত (১৯৮৩)

গীতিকার : আহমেদ জামান

সুরকার : সুবল দাস

১. আমার প্রেমের মুকুট – সৈয়দ আব্দুল হাদী , সাবিনা ইয়াসমীন
২. পিতলের কলসী হলে – রুনা লায়লা , খুরশিদ আলম
৩. পিড়িতের কলসী পেলে – রুনা লায়লা
৪. চাকবুম চাকবুম – রুনা লায়লা , খুরশীদ আলম

সীমার (১৯৮৩)

সুরকার : আলাউদ্দিন আলী

১. মানিকগঞ্জের বড় মিয়া – রুনা লায়লা
২. পোড়া কপাল জোড়া লাগে না – রুনা লায়লা
৩. বিনা তারের টেলিফোনে – সৈয়দ আব্দুল হাদী
৪. আমার ভাগ্যে আছে – সাবিনা ইয়াসমীন

আঁখি মিলন (১৯৮৩)

গীতিকার ও সুরকার : আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল

১. আমার গরুর গাড়িতে – এণ্ড্রু কিশোর , সামিনা নবী
২. শুনরে বুবু শুন – সাবিনা ইয়াসমীন , সামিনা নবী
৩. কথা বলবো না – সৈয়দ আব্দুল হাদী , সাবিনা ইয়াসমীন
৪. তুই কেমন পুরুষরে – রুনা লায়লা

বড় মা (১৯৮৩)

সংগীত পরিচালক : আলাউদ্দীন আলী

১. যাদু দিয়ে মন্ত্র দিয়ে বিষ নামে না – সাবিনা ইয়াসমীন
২. এবার দয়া করে ছাড়ো সখী ঐ কলসির গলা – সাবিনা ইয়াসমিন, রফিকুল আলম
৩. ও আমারে কেউ করে না আদর – সাবিনা ইয়াসমীন
৪. ভালবাসা তাও দিতে পারি/মনের কথা কও শুনতে পারি – রুনা লায়লা

দূর দেশ (১৯৮৩)

১. যেওনা সাথী যেওনা সাথী/চলেছো একেলা কোথায়/পথ খুঁজে পাবেন না তো শুধু একা/দুটো হৃদয়ের মিলনে বাধা সুখের এ সংসার
২. ভাইটি আমার তুমি কেঁদ না
৩. ছলে বলে কৌশলে মারো

Dhaka University Institutional Repository

৪. দুশমনি করো না প্রিয়তম
৫. তুমি আমারে ভালবাসো
৬. যেওনা সাথী যেওনা সাথী/চলেছো একেলা কোথায়/পথ খুঁজে পাবে না শুধু একা/সে দিনের এতটুকু ভুল নিয়ে গেছে কত দূর

মান সম্মান (১৯৮৩)

গীতিকার : সৈয়দ শামসুল হক , মুকুল চৌধুরী

সুরকার : আলম খান

১. কারে বলে ভালোবাসা – এণ্ড্রু কিশোর
২. আমার নাম ভালবাসা – রুনা লায়লা
৩. আল্লা আল্লা আল্লা – রুনা লায়লা
৪. তোমাকে খোদা – এণ্ড্রু কিশোর , সাবিনা ইয়াসমীন

ফেরারী বসন্ত (১৯৮৩)

সংগীত পরিচালক : শেখ সাদী খান

১. প্রেমের সরাব চোখের পেয়ালা – আবিদা সুলতানা
২. হৃদয়ের অচেনা দুটি নদী – সাবিনা ইয়াসমিন
৩. আমি হবো তার

জনী (১৯৮৩)

গীতিকার : দেওয়ান নজরুল

সুরকার : আলম খান

১. চোর আমি ডাকু আমি – সাবিনা ইয়াসমীন , এণ্ড্রু কিশোর
২. দুনিয়াটা মস্ত বড় – এণ্ড্রু কিশোর
৩. এই জল সাগরে – সাবিনা ইয়াসমীন
৪. হ্যাপি বার্থ ডে – সাবিনা ইয়াসমীন , দীবা

ধন-দৌলত (১৯৮৩)

১. বল না একবার, এ রাত তোমার আমার – সৈয়দ আবদুল হাদী
২. প্রেম প্রেম ভালবাসা দেয়া নেয়া মন – রুনা লায়লা, খুরশীদ আলম
৩. কি দেবোরে কাঙ্গাল আমি ভালবাসা ছাড়া – সাবিনা ইয়াসমীন
৪. আরে ও লেংড়া, ও লেংড়া খোড়ারে, এক পা খোড়ারে – খুরশীদ আলম
৫. মাগো মা, আমরা দুটি ভাই – রুনা লায়লা, উমা ইসলাম

লাইলী মজনু (১৯৮৩)

গীতিকার : গাজী মাজহারুল আনোয়ার, দেলোয়ার জাহান

সংগীত : মনসুর আহমেদ

শিল্পী : সাবিনা ইয়াসমীন, আব্দুল জব্বার, সৈয়দ আব্দুল হাদী, খুরশীদ আলম, নিয়াজ মোহাম্মদ

১. লাইলী তোমার এসেছে ফিরি মজনু গো আঁখি খোল(কথা ও সুর: কাজী নজরুল ইসলাম)
২. নূপুরে ঝঙ্কারে আমি মন যে দিলাম, যে পরাল পায়ে তারে জানাই সালাম
৩. তুমি আমি দুজনে, জনমে জনমে/ভালোবেসে কাছে রবো জীবন মরনে
৪. সোনারে পুড়ালে পরে, সোনা হয় যে দামী/আমারে পুড়ায়ে শেষে, পেয়েছি কি আমি
৫. খোদা আমার নয়তো জালিম, এত জুলুম করবে না/এত জুলুম করবে না/মজনু বেঁচে থাকতে কভু লাইলী মরতে পারে না, মজনু বেঁচে থাকতে কভু লাইলী মরতে পারে না
৬. আমি তো এসেছি হায়, সাজা দাও আমাকে/মেরো না পাথর তোমরা, মেরো না পাথর আমার দিওয়ানাকে (হায়)
৭. প্রেমের সমাধি রচনা করে চলেছ তুমি সুখের বাসরে/আমার জানাযা হায় আমার জানাযা হায়

মেহমান (১৯৮৩)

১. আজ দু'টি মন ভালবেসে ধন্য যে হলো → রুনা লায়লা ও এণ্ড্রু কিশোর
২. প্রেম যেন এক ছোট্ট চিঠি লিখেছে আমার নামে

কালো গোলাপ (১৯৮৩)

সংগীত পরিচালক : আলী হোসেন

Dhaka University Institutional Repository

১. চলো আমরা সবাই হেসে খেলে যাই
২. চিরদিন সাথী তোমাকেই চাই/সারাটা জীবন যেন কাছে পাই
৩. ভালবাসা বিনা বাঁচা যায় না

নাগপূর্ণিমা (১৯৮৩)

১. তুমি যেখানে আমি সেখানে সেকি জানো না → এণ্ড্রু কিশোর
২. হে আমায় ছেড়ে কোথায় যাবি মহুয়া → রুনা লায়লা
৩. এই দুনিয়া এখন তো আর সেই দুনিয়া নাই → মিতালী মুখার্জী

প্রেমবন্ধন (১৯৮৩)

সংগীত : শেখ সাদী খান

১. ও প্রাণ সজনী কাটে না দিন রজনী
২. ভুল করে কেউ ফুল তোলনা
৩. আ....আ.....আ.... গানেরই মালা/গেঁথেছি যতনে আঁখি জলে
৪. চল ছুটে চল মোটর গাড়ি
৫. চোখে চোখ রেখো না অমন করে দেখো না

আর্শীবাদ (১৯৮৩)

গীতিকার : সৈয়দ শামসুল হক, মুকুল চৌধুরী

সুরকার : আলম খান

১. ঘরের কাছে গোলাপ – শাম্মী আখতার
২. সতী মায়ের সতীকন্যা – সৈয়দ আব্দুল হাদী
৩. ও সুন্দরী বনের – খুরশিদ আলম , রুলিয়া রহমান

ঝুমুর (১৯৮৩)

গীতিকার : এম.এ.মালেক

সুরকার : সুবল দাশ

১. ঘুংরু বাজে ছম ছম – রুনা লায়লা
২. রূপের লাখো আশিক – রুনা লায়লা
৩. বাজেরে ঢোলক বাজে – রুনা লায়লা
৪. প্রেমের ছোট্ট একটি ঘর – রুনা লায়লা , বশির আহমেদ

গলি থেকে রাজপথ (১৯৮৩)

সুরকার : সুবল দাস

১. রাতের কোলে মাথা – সৈয়দ আব্দুল হাদী, সাবিনা ইয়াসমীন
২. আমি গাড়ী কিনি নাই – এণ্ড্রু কিশোর, রুলিয়া
৩. আঠার বছরে আমার – রুনা লায়লা
৪. কোন চিঠিপত্র নাই – সাবিনা ইয়াসমীন , রুলিয়া

আরশীনগর (১৯৮৩)

সুরকার : খান আতাউর রহমান

১. সাক্ষী থাইকো চান্দ – সৈয়দ আব্দুল হাদী, সাবিনা ইয়াসমীন
২. আলিফ লাম মীম – সৈয়দ আব্দুল হাদী
৩. কোথায় আছে দিলদরদী – সৈয়দ আব্দুল হাদী
৪. তুমি দাও দেখা – সৈয়দ আব্দুল হাদী

বদনাম (১৯৮৩)

গীতিকার : জি এম আনোয়ার

সুরকার : আনোয়ার পারভেজ , আলাউদ্দীন আলী

১. আমি মৈশাল বন্ধু – খুরশীদ আলম (কথাঃ জি এম আনোয়ার, সুর : আলাউদ্দীন আলী)
২. হয় যদি বদনাম – জাফর ইকবাল
৩. মন নিয়া নিঠুরিয়া – সাবিনা ইয়াসমীন
৪. আমার গানের মালার গাঁথা – সৈয়দ আব্দুল হাদী

Dhaka University Institutional Repository

বানজারান (১৯৮৩)
সুরকার : আলাউদ্দীন আলী
১. মধুবনে কানে কানে – সাবিনা ইয়াসমীন
২. খোদা আমার জীবন নাও – সাবিনা ইয়াসমীন ও সহশিল্পীবৃন্দ
৩. আমরা তো বানজারান – রুনা লায়লা , আবিদা সুলতানা
৪. হাঁটু জলে নেমে কন্যা – সৈয়দ আবদুল হাদী , সাবিনা ইয়াসমীন

প্রাণ সজনী (১৯৮৩)
সংগীত পরিচালক : আলাউদ্দীন আলী
১. প্রেম সাগরে ঝাঁপ – সাবিনা ইয়াসমীন
২. কত রঙ্গ জানরে মানুষ – এণ্ড্রু কিশোর

হাসু আমার হাসু (১৯৮৩)
সুরকার : আলাউদ্দীন আলী
১. পাগলা বাবার দরবারে – রুনা লায়লা
২. আরে রে রে যাসনেরে – সাবিনা ইয়াসমীন , সৈয়দ আব্দুল হাদী
৩. প্রেম কইরা নাও – রথীন্দ্রনাথ রায় , রওশন জামিল
৪. বাবা চিঠি লিখেছে – সাবিনা ইয়াসমীন

প্রেম নগর (১৯৮৩)
সুরকার : আলম খান
১. এই যে প্রেম নগর – রুনা লায়লা
২. কারো আপন হইতে পারলি না – সাবিনা ইয়াসমীন
৩. আমি ঢাকা শহর ছেড়ে – এণ্ড্রু কিশোর
৪. হায়রে মানুষ – এণ্ড্রু কিশোর (কথা : সৈয়দ শামসুল হক)

তিন বাহাদুর (১৯৮৩)
গীতিকার : আহমেদ জামান
সুরকার : সুবল দাস
১. কে তুমি হ্যাঁ জনাব – সাবিনা ইয়াসমীন , বশির আহমেদ
২. এসেছি দেখো আমি – রুনা লায়লা , প্রণব ঘোষ
৩. যত খুশি তুমি আমার – সাবিনা ইয়াসমীন
৪. আমি তো নাচের পুতুল – সাবিনা ইয়াসমীন

চ্যালেঞ্জ (১৯৮৩)
সুরকার : আলম খান
১. দেরে দে গ্লাস ভরে – এণ্ড্রু কিশোর
২. একটু একটু দেখা হল – রুনা লায়লা
৩. ও শবনম তোমারই মতন – এণ্ড্রু কিশোর
৪. হ্যাল্লো হ্যাল্লো – রুনা লায়লা

লালুভুলু (১৯৮৩)
সুরকার : সুবল দাশ
১. শোন আমার ফরিয়াদ – খুরশীদ আলম
২. দোস্তি যদি চাও – খুরশীদ আলম
৩. তোমরা যারা আজ আমাদের – খুরশীদ আলম
৪. এক যে ছিল রাজকুমার – খুরশীদ আলম

অন্ধ বঁধূ (১৯৮৩)
সুরকার : আলাউদ্দীন আলী
১. ও যার অন্তরে বাহিরে – রথীন্দ্রনাথ রায়
২. মরার বৃষ্টি আসিয়া – রুনা লায়লা , খুরশিদ আলম
৩. প্রেম পিরিতির দুটি পালা – রুনা লায়লা
৪. আজ তালে তালে ইচ্ছামত – রুনা লায়লা

Dhaka University Institutional Repository

অভিযান (১৯৮৪)
গীতিকার : জি এম আনোয়ার
সুরকার : আনোয়ার পারভেজ

১. বাবারে বাবা – সাবিনা ইয়াসমীন ,এণ্ড্রু কিশোর
২. হাত ধরে নিয়ে – সাবিনা ইয়াসমীন ,এণ্ড্রু কিশোর
৩. এক গেরস্থের ঘরে – এণ্ড্রু কিশোর
৪. গান তো নয় উতুরুতু – রুনা লায়লা

রসের বাইদানী (১৯৮৪)
গীতিকার : সবদর আলী ভুঁইয়া, আবদুল আল হাদী, সেকেন্দার আজাদ
সুরকার : মনসুর আলী
সংগীত পরিচালক : ইউনুস আলী

১. হৈ আমার রসের বাইদানী – সাবিনা ইয়াসমীন
২. তুমি আমার বারমাসী – রুনা লায়লা , খুরশিদ আলম
৩. নয়া বাড়ী বাইন্দা – সাবিনা ইয়াসমীন , খুরশীদ আলম (কথা সংগ্রহ : কানাইলাল শীল)
৪. আমার গলার হার – সাবিনা ইয়াসমীন (কথা ও সুর : রাধারমন দত্ত)
৫. আমরা নতুন বাইদানী
৬. ঘর বান্ধিলাম – সাবিনা ইয়াসমীন , খুরশীদ আলম
৭. প্রাণের সোয়ামী
৮. রসের নাগর
৯. আমরা কোন দেশেতে যাই
১০. আমরা রসের বাইদানী – আব্দুর রউফ, মিনা বড়ুয়া
১১. ও রসিয়া নাগর – রুনা লায়লা
১২. তারে রাম পাম পাম – সাবিনা ইয়াসমীন (কথা: আব্দুল আল হাদী)
১৩. ঘর বান্ধিলাম বিধিরে দুদিনের দুনিয়া – সৈয়দ আবদুল হাদী

পরান পাখী (১৯৮৪)
সংগীত পরিচালক : সত্য সাহা

১. এক মাঘে যে শীত – বেবী নাজনীন
২. মরি একি লজ্জায় – সাবিনা ইয়াসমীন , এণ্ড্রু কিশোর (কথা: আনোয়ারুল করিম, সাইদুর রহমান মানিক ,সুর : সত্য সাহা)
৩. ভাঙ্গা ঘরের দুয়ারে – আবিদা সুলতানা , এণ্ড্রু কিশোর (কথা: সাইদুর রহমান মানিক)

নসীব (১৯৮৪)
গীতিকার : জিএম আনোয়ার
সুরকার :আলাউদ্দীন আলী

১. তোমাকে চাই আমি আরো কাছে – রুনা লায়লা
২. এমন একটি মানুষ – রুনা লায়লা
৩. হায় হায় হায় এই কলিজায় – রুনা লায়লা
৪. এসো না ভাব করি – রুনা লায়লা

মৎস্য কুমারী (১৯৮৪)
গীতিকার : মুকুল চৌধুরী
সুরকার : আলম খান

১. চিনলি না রে – এণ্ড্রু কিশোর
২. দরিয়ারে ও দারুন – সাবিনা ইয়াসমীন
৩. ভাইয়ারে ও ভাইয়া – সাবিনা, এণ্ড্রু
৪. হাটি হাটি পায়ে – রুনা লায়লা

চন্দন দ্বীপের রাজকন্যা (১৯৮৪)
গীতিকার ও সুরকার : আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল

১. বনমালী তুমি পরজনমে হইও রাধা – রুনা লায়লা (কথা: দীন শরৎ)

Dhaka University Institutional Repository

২. আমি তোমারই প্রেমভিখারী – সৈয়দ আবদুল হাদী
৩. মনটা যদি খোলা যেত – সাবিনা ইয়াসমীন
৪. আইলো দারুন ফাগুন – রুনা লায়লা
৫. চাঁদনী রাতে তোমার – সৈয়দ আবদুল হাদী
৬. লীলাবালি লীলাবালি – সাবিনা ও সহশিল্পীবৃন্দ (কথা সুরঃ সংগ্রহ)
৭. তিরিশ তিরিশ – রুনা লায়লা , এণ্ড্রু কিশোর

সালতানাত (১৯৮৪)

সংগীত পরিচালক : আনোয়ার জাহান নান্টু

১. চন্দ্র সূর্য্য যতদিন ভালবাসা ততদিন – সাবিনা ইয়াসমীন ও রুনা লায়লা
২. সোনার চান পিতলার ঘুঘু, কুক, কুরু কু – খুরশীদ আলম
৩. হিম্মত হারায়না বীর কখনো যায় যদি প্রাণ – সৈয়দ আবদুল হাদী
৪. শোন হে নাগরাওয়ালী

দ্বীপ কন্যা (১৯৮৪)

১. আজ ঝনন ঝনন বাজে পায়েলিয়া – রুনা লায়লা
২. পিরীতি জোয়ারে সখা না দিলে সাঁতার – রুনা লায়লা
৩. পিরীতির রোগে যখন তোকে ধরেছে – রুনা লায়লা, আঞ্জুমান আরা
৪. আমার আরশীনগরে তুই অচেনা এক পড়শী – রুনা লায়লা
৫. পাইয়া ভিনদেশী মক্কেল বড়ই বেআক্কেল – খুরশিদ আলম
৬. পাকা টসটসে আঙ্গুর রসে টইটুম্বুর – সাবিনা ইয়াসমীন
৭. আগুনে পোড়ালে পোড়ে না পানিতে ডোবালে ডোবে না – রুনা লায়লা

সি.আই.ডি (১৯৮৪)

১. এই এইটুকু এই জীবনে কি হবে কে জানে
২. আমার জিত তোমার হার তোল হাত সারেণ্ডার
৩. ফোটে ফুল ফোটে ফুল ফোটে ফুল বনে
৪. ও জুলি জুলি মনটাতে রং মেখে, সব কিছু যাও আজ ভুলি

তালাক (১৯৮৪)

১. ওগো তোমার মত বৌ কয়জনের ভাগ্যে জোটে/গাছে গাছে হাজার ফুল পদ্মফুল আর কয়টা ফোটে – সৈয়দ আবদুল হাদী, সাবিনা ইয়াসমীন
২. যখন থাকে দুই পাও সেথায় খুশী সেথায় যাও – আব্দুল খালেক, আবদুল মান্নান, রিজিয়া পারভীন, সারা শফিক পারভীন
৩. কুয়ার মধ্যে বালতী বালতীর মাথায় দড়ি সেই দড়ি ছাড়িয়া – সাবিনা ইয়াসমীন

মনা পাগলা (১৯৮৪)

১. পাখি খ্যাপাইসনা – সাবিনা ইয়াসমীন , টেলি সামাদ
২. কে বলে পাগল – সাবিনা ইয়াসমীন
৩. মনা পাগলা সবাই বলে – টেলি সামাদ
৪. আমার মন পাখী – টেলি সামাদ

নতুন পৃথিবী (১৯৮৪)

১. লনের শাড়ি পান সুপারি দে তাড়াতাড়ি – সাবিনা ইয়াসমীন
২. রাতের আঁধারে এই শহরে ভালবাসার চোর ঘোরে – সাবিনা ইয়াসমীন, আবিদা সুলতানা
৩. ও গুড বয় কেন কর অভিনয় – রুনা লায়লা, দিবা
৪. তুমি ছিলে তুমি আছ তুমিতো রবে জীবনে মরনে আমার – রুনা লায়লা, এণ্ড্রু কিশোর
৫. আমি গরীব বলে আমার কথা শোনো না – সাবিনা ইয়াসমীন, রফিকুল ইসলাম

Dhaka University Institutional Repository

ষড়যন্ত্র (১৯৮৪)
গীতিকার : ড. মো. মনিরুজ্জামান
সুরকার : আলম খান

১. দশ গ্রামের লোকেরা – সাবিনা ইয়াসমীন
২. মাগো মা ওরে আমার – কান্তা নন্দী
৩. বউ হয়ে কবে যাব – সাবিনা ইয়াসমীন , এণ্ড্রু কিশোর
৪. একখান পেপার নাও না – কান্তা নন্দী

বিদ্রোহী (১৯৮৪)

১. রং রং লেগেছে চোখে – সাবিনা ইয়াসমীন , ইফফাত আরা
২. ওরে ও পাখি না ডাকে – ইফফাত আরা (কথা: জাহানারা ভূঁইয়া,সুর : আলম খান)
৩. দিন রাত্রি চব্বিশ ঘন্টা – সাবিনা ইয়াসমীন , রুলিয়া রহমান (কথা :ড. মো.মনিরুজ্জামান ,সুর : আলম খান)

নসিব (১৯৮৪)
সুরকার : আলাউদ্দীন আলী

১. এক দিল দিওয়ানা – রুনা লায়লা (কথা : ড. মো.মনিরুজ্জামান , সুর : আলাউদ্দীন আলী)
২. তোমাকে চাই আমি – রুনা লায়লা (কথা : জি এম আনোয়ার)
৩. এমন একটি মানুষ – রুনা লায়লা (কথা : জি এম আনোয়ার)
৪. হায় হায় হায় এই কলিজার – রুনা লায়লা
৫. এসো না ভাব করি – রুনা লায়লা (কথা : জি এম আনোয়ার)

সকাল সন্ধ্যা (১৯৮৪)
সংগীত পরিচালক : আনোয়ার পারভেজ

১. হাইস্যো না গো তোমরা বুড়ায় মেরেছে – দিবা
২. কেঁদোনা বাবা তুমি কেঁদো না – সাবিনা ইয়াসমীন, আনোয়ার পারভেজ
৩. কাছে আসার সময় তোমার হয়নি এখন – সাবিনা ইয়াসমীন, সৈয়দ আব্দুল হাদী
৪. প্রেম এক লটারী, নাও কিনে তাড়াতাড়ি – কুমার বিশ্বজিৎ
৫. পা পারা রা রূপ পা/মিলন এই রাতে ক্ষতি কি হারাতে – রুনা লায়লা

গৃহলক্ষ্মী (১৯৮৪)

১. রাতের এই জলসা ঘরে মন মানে না – রুনা লায়লা
২. ভালোবাসার স্বপ্ন ঘেরা এই তো আমার ঘর – রুনা লায়লা
৩. আয় খোকা, আয় সোনা কাছে – দীবা, নার্গিস পারভীন
৪. আমার বাড়ি লাভ লেন তোমার কি ঠিকানা – এণ্ড্রু কিশোর, রুনা লায়লা

সালতানাত (১৯৮৪)
সংগীত পরিচালক : আনোয়ার জাহান নান্টু

১. চন্দ্র সূর্য যতদিন ভালোবাসা ততদিন – সাবিনা ইয়াসমিন, রুনা লায়লা
২. সোনার চান পিতলার ঘুঘু – খুরশীদ আলম
৩. হিম্মত হারায় না বীর কখনো যায় যদি প্রাণ – সৈয়দ আবদুল হাদী
৪. শোন ওরে নাগরাওয়ালী

বউ কথা কও (১৯৮৪)

১. ওরে চান্দু কি রে গেন্দু ওরে চান্দু ঐ ও রে গেন্দু
২. পথ হারা পাখি কেঁদে ফিরি একা
৩. আরে..... হে বন্ধুয়া – হই মোর ডাগর ছুড়ি যৌবন আগুনে পুড়ি
৪. এসো ভাই সবাই মিলে কলিদের মুখে হাসি ফুটাই
৫. না হয় শুনে ফেলেছি হলো তাতে কি/এতে কারো লজ্জা পেলে আমার তাতে কি?
৬. ভরে দেবো মন চাইবে যখন আজ নয় বন্ধু অন্যদিন

শক্তি (১৯৮৪)

১. তালের রসের রসিক আমি – এণ্ড্রু কিশোর, কুমার বিশ্বজিৎ
২. কোথায় আমার ঘর কি যে ঠিকানা – রুনা লায়লা
৩. অঙ্গে অঙ্গে বিজলী চমকে কাঁকন বাজে মোর – রুনা লায়লা, এণ্ড্রু কিশোর

Dhaka University Institutional Repository

৪. যে আগুনে জ্বলে বুকে আমার নিশি দিন – সৈয়দ আব্দুল হাদী
৫. তুমি এসে ভুলিয়ে দিলে আমার এক গানের বান – রুনা লায়লা

পেনশন (১৯৮৪)

১. কিছু সুখের কথা, কিছু দু:খের ব্যথা এই নিয়ে ছোট্ট জীবন
২. আজ রবিবার কাঁদে না তো আর
৩. আজ কাল সবুরে মেওয়া ফলে না

লাল মেমসাহেব (১৯৮৪)

১. এইতো আমার নয়নে তোমার আলো জ্বলে – সাবিনা ইয়াসমীন
২. চিরদিন কাছে থেকো বন্ধু – সাবিনা ইয়াসমীন
৩. চলছে জীবন যখন যেমন আমিতো হিসাব রাখি না – হাসান বান্না

দ্বীপ কন্যা (১৯৮৪)

গীতিকার : গাজী মাজহারুল আনোয়ার
সংগীত : আজাদ রহমান
শিল্পী : রুনা লায়লা, সাবিনা ইয়াসমীন, খুরশীদ আলম, আঞ্জুমান আরা বেগম, মিনা বড়ুয়া

১. আজি ঝনন ঝনন বাজে পায়েলিয়া, মাতাল মহুয়া বনে ডাকে পাপিয়া
২. পীরিতি জোয়ারে সখা, না দিলে সাঁতার/কি করে প্রেমের নদী, হবি পারাপার
৩. পীরিতের রোগে যখন তোকে ধরেছে এবার যন্ত্রণাতো সইতে হবে সই
৪. আমার আরশীনগরে তুই, অচেনা এক পড়শী হয়ে/বসতি করিলি কেন বল
৫. ওরে আমার টুনটুনিরে, বাসা বাধ বুকে/বহু কষ্ট করে আমি পেয়েছি তোকে
৬. হাত বাড়ালেই পাবে না, যতই থাকো পাশে/লোহার সাথে ভাবনা হলে জলে কি আর ভাসে
৭. আগুনে পোড়ালে পোড়ে না, পানিতে ডোবালে ডোবে না/জীবনে মরণে ভয়, কিছুতেই কিছু নয়/পিরিতি কোনদিনও মরে না, মরে না

জিপসী সর্দার (১৯৮৪)

১. বুক ফাটেতো মুখ ফোটে না করি কি উপায়
২. ও আজ জলসা গরম জলসা গরম
৩. ও ঝলক রূপে ঝলক ও চমক চোখের চমক
৪. মরেছি আজ মরেছি প্রেমে পড়েছি
৫. নাগরানী দেখো – আর দেখে শুনে শেখো
৬. ভালোবেসে হারবো না তোমায় আমি ছাড়বো না
৭. আরে খা – খা – খা বক্‌খিলারে খা/খেলা দেখে যে পয়সা না দেয় তার নানী শাশুরীকে খা

সখিনার যুদ্ধ (১৯৮৪)

গীতিকার : আমজাদ হোসেন
সুরকার : আলাউদ্দীন আলী

১. ধনদৌলত সিন্ধুকের চাবি – রথীন্দ্রনাথ রায়
২. যায় যাবে মোর – সাবিনা ইয়াসমীন
৩. ছোট খাটো মোর – দিবা
৪. আমি কারে কি – সাবিনা ইয়াসমীন

নয়নের আলো (১৯৮৪)

গীতিকার ও সুরকার : আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল

১. আমার সারা দেহ খেয়ো গো মাটি – এণ্ডু কিশোর
২. আমার বুকের মধ্যেখানে – এণ্ডু কিশোর , সামিনা চৌধুরী
৩. আমার বাবার মুখে প্রথম যে দিন – এণ্ডু কিশোর
৪. এই আছি এই নাই – এণ্ডু কিশোর
৫. আমি তোমার দুটি চোখের দুটি তারা হয়ে থাকব

পুর্নমিলন (১৯৮৪)

১. চন্দনাগো রাগ করোনা অভিমান করে বলো
২. পৃথিবীর সব কিছু একদিন হারিয়ে যাবে

Dhaka University Institutional Repository

৩. বনমালি তুমি পর জনমে হইও রাধা
৪. ক্যায়সে বানী ক্যায়সে বাণী/ফু-লাওরে বিনা চাইনী কায়সে বাণী

Dhaka University Institutional Repository

শরীফ বদমাস (১৯৮৪)
সুরকার : আলম খান
১. জ্বলেরে আলো – সৈয়দ আব্দুল হাদী
২. জীবনটা জীবনে – রুনা লায়লা
৩. দখিন হাওয়া – সামিনা চৌধুরী , সৈয়দ আব্দুল হাদী

হিম্মত ওয়ালী (১৯৮৪)
সুরকার : আলাউদ্দীন আলী
১. আরে টাকার গন্ধ – সাবিনা ইয়াসমীন
২. আ্যাই এম ডিস্কো – রুনা লায়লা
৩. এই ভালবাসা – রুনা লায়লা
৪. এমন রূপসী মেয়ে – সাবিনা ইয়াসমীন

পদ্মাবতী (১৯৮৪)
গীতিকার : আহমেদ জামান
সুরকার : সুবল দাশ
১. পদ্মাবতী বেদেনী – রুনা লায়লা , এণ্ডু কিশোর
২. নেচে গেয়ে আর – সাবিনা ইয়াসমীন , সৈয়দ আব্দুল হাদী
৩. কাক যদি কোকিল – সাবিনা ইয়াসমীন , সৈয়দ আব্দুল হাদী
৪. ঘোমটা খুলে – সাবিনা ইয়াসমীন
৫. দোহাই লাগে সুজন – রুনা লায়লা
৬. অন্তর মন্তর মায়া – রুনা লায়লা
৭. মন যদি মনের মত – প্রণব ঘোষ, ইফফাত আরা
৮. নয়ন জুড়ে আছে – ইফফাত আরা

ঘরে বাইরে (১৯৮৪)
সুরকার : আনোয়ার পারভেজ
১. কিছু বলতে আমার – সাবিনা ইয়াসমীন
২. দেখা হয় জানা হল – সাবিনা ইয়াসমীন , সৈয়দ আব্দুল হাদী
৩. পিরিতি করুম না – সাবিনা ইয়াসমীন
৪. অন্ন চিন্তা বস্ত্র চিন্তা – এণ্ডু কিশোর

শাস্তি (১৯৮৪)
গীতিকার : জি এম আনোয়ার
সুরকার : রাজা হোসেন খান
১. হাতভরা চুড়ি চাই – সাবিনা ইয়াসমীন , এণ্ডু কিশোর
২. ভালবাসার পদ্ম – সাবিনা ইয়াসমীন
৩. চুল পাকিলেই লোকে – এণ্ডু কিশোর
৪. কত দিন দেখিনি তোমারে – সাবিনা ইয়াসমীন

হাসান তারেক (১৯৮৪)
গীতিকার : এম.এ. মালেক
সুরকার : সুবল দাশ
১. সাগর জলে করি খেলা – সাবিনা ইয়াসমীন
২. ও নাগিন নাচেরে – রুনা লায়লা
৩. শহর বন্দর ঘুরে – সাবিনা ইয়াসমীন ,খুরশীদ আলম
৪. আমি নাচবো আমি গাইব – সাবিনা ইয়াসমীন , রুলিয়া

ভাগ্যলিপি (১৯৮৪)
সুরকার : আনোয়ার পারভেজ
১. নাচে আমার হিয়া – সাবিনা ইয়াসমীন
২. যুগে যুগে তোমাকে – সাবিনা ইয়াসমীন
৩. অর্ধেক শাড়ী অঙ্গে আমার – রুনা লায়লা

Dhaka University Institutional Repository

৪. ধন নয় মান নয় – সাবিনা ইয়াসমীন , এণ্ড্রু কিশোর

Dhaka University Institutional Repository

ভাত দে (১৯৮৪)
গীতিকার : আমজাদ হোসেন
সুরকার : আলাউদ্দিন আলী
1. ১. চিনেছি তোমারে – সাবিনা ইয়াসমীন , এণ্ড্রু কিশোর
2. ২. কত কাঁদলাম – সৈয়দ আব্দুল হাদী
3. ৩. তিলে তিলে মইরা – সাবিনা ইয়াসমীন
4. ৪. গাছের একটা পাতা – সৈয়দ আব্দুল হাদী

জালিম (১৯৮৪)
সুরকার : সুবল দাস
1. ১. সুতাটা বান্ধিয়া – সাবিনা ইয়াসমীন
2. ২. চোখে চোখ রেখে – রুনা লায়লা , এণ্ড্রু কিশোর
3. ৩. চাচা ও চাচা – সাবিনা ইয়াসমীন
4. ৪. টিক টিক চলে ঘড়ি – এম এ সোয়েব, সাবিনা ইয়াসমীন

নরম গরম (১৯৮৪)
গীতিকার : আহমদ জামান
সুরকার : সুবল দাশ , আব্দুল করিম
1. ১. ওরে ও বাঁশী ওয়ালা – আঞ্জুমান আরা ,কুমার বিশ্বজিৎ
2. ২. লাল পানিতে – লীনা (মায়া)
3. ৩. এই নিশি রাইতে – সাবিনা ইয়াসমীন , সৈয়দ আবদুল হাদী
4. ৪. এই মিষ্টি মধুর – রুনা লায়লা , শোয়েব

সম্রাট (১৯৮৪)
সুরকার : সুবল দাস
1. ১. কোকিলা যা উড়ে – সাবিনা ইয়াসমীন
2. ২. চোখে চোখে – সাবিনা ইয়াসমীন , এম. এ. সোয়েব
3. ৩. বৃষ্টি ঝরে টিপ টিপ – সাবিনা ইয়াসমীন ,এণ্ড্রু কিশোর
4. ৪. আমি যে খুঁজি তারে – সাবিনা ইয়াসমীন

রাজ দণ্ড (১৯৮৪)
সুরকার : আলম খান
1. ১. আমার নাম তানিয়া – সাবিনা ইয়াসমীন
2. ২. কিছুটা তোমার আর – সাবিনা ইয়াসমীন , এণ্ড্রু কিশোর
3. ৩. এখনো প্রেম হইল না – সাবিনা ইয়াসমীন
4. ৪. শুনরে ভাই ব্রাদার – সাবিনা ইয়াসমীন

চন্দ্রনাথ (১৯৮৪)
গীতিকার : রফিকুজ্জামান
সুর : খন্দকার নুরুল আলম
1. ১. প্রেম মুরতি ঘনশ্যাম – সাবিনা ইয়াসমীন
2. ২. এই হৃদয়ে এত যে কথা – সাবিনা ইয়াসমীন
3. ৩. কান্দে লতা কান্দে পাতা – সুবীর নন্দী
4. ৪. ফুলের বাসর ভাঙলো – প্রবাল চৌধুরী

সুলতানা রাজিয়া (১৯৮৪)
গীতিকার : এম.এ. মালেক
সুরকার : আনোয়ার পারভেজ
1. ১. ও রাজা এসো না – সাবিনা ইয়াসমীন
2. ২. মিঠা আঙ্গুর লাগে টক – রুনা লায়লা ,এণ্ড্রু কিশোর
3. ৩. ও দিলওয়ালা – সাবিনা ইয়াসমীন
4. ৪. আমি ছোট্ট ছিলাম – সাবিনা ইয়াসমীন , এণ্ড্রু কিশোর

মান অভিমান (১৯৮৪)

Dhaka University Institutional Repository

সুরকার : আলাউদ্দীন আলী

১. অকুলি বিকুলি – কুমার বিশ্বজিৎ
২. আমি জ্যোতিষির কাছে যাব – আবিদা সুলতানা
৩. বাজাও রামলাল – কুমার বিশ্বজিৎ
৪. পৃথিবী ওদেরই শুধু – এণ্ড্রু কিশোর , সাবিনা ইয়াসমীন

জোশ (১৯৮৪)

সুরকার : সুবল দাস

১. লাগল রে আগুন – রুনা লায়লা
২. চলে আমার মটর – রুনা লায়লা ,কুমার বিশ্বজিৎ
৩. বেদরদী বুঝলি নারে – রুনা লায়লা
৪. আমি পিস্তল ওয়ালী – সাবিনা ইয়াসমীন

প্রিন্সেস টিনা খান (১৯৮৪)

সুর: শেখ সাদী খান

১. আমি টিনা খান – সাবিনা ইয়াসমীন (কথা : আখতারুজ্জামান)
২. টাকার পিছে দুনিয়া ঘুরে – রুনা লায়লা (কথা : ড. মো. মনিরুজ্জামান)
৩. বিয়াশাদীর চাবি থাকে – রানা , নারগিস পারভীন
৪. আমি চিরকাল – এণ্ড্রু কিশোর (কথা : ড. মো. মনিরুজ্জামান)

নকল শাহজাদা (১৯৮৫)

সুরকার : সুবল দাস

১. মন না জেনে প্রেম – সাবিনা ইয়াসমীন
২. আমি ভাল বেসেছি – সাবিনা ইয়াসমীন , এণ্ড্রু কিশোর
৩. আজনবী আমার জান – সাবিনা ইয়াসমীন, এণ্ড্রু কিশোর
৪. মনের ঘরে খুশি নিয়ে – রুনা লায়লা , এণ্ড্রু কিশোর

আমানত (১৯৮৫)

সুরকার : আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল

১. আমার ভালবাসা – সাবিনা ইয়াসমীন
২. ভালবাসি তোরে – এণ্ড্রু কিশোর , সাবিনা ইয়াসমীন
৩. ঢেউ খেলেরে – সাবিনা ইয়াসমীন
৪. বুকেরই ভিতরে – সাবিনা ইয়াসমীন

সোনাই বন্ধু (১৯৮৫)

সুরকার : সত্য সাহা

১. আমার ঘুংরু বাজে – রুনা লায়লা
২. আমার মনের বেদনা – শাম্মী আখতার
৩. হায় হায়রে সইতে পারি না
৪. কোন বাগানে আছো– সাবিনা ইয়াসমীন ,এণ্ড্রু কিশোর

তিনকন্যা (১৯৮৫)

সুরকার : আলম খান

১. তিন কন্যা এক ছবি – কুমার শানু
২. কংফু জানি ক্যারাটি জানি – রুনা লায়লা , এণ্ড্রু কিশোর
৩. ঘোমটা খুলতে – এণ্ড্রু কিশোর
৪. দিলের সওদা – ঊষা উত্থুপ

মীমাংসা (১৯৮৫)

গীতিকার : জি এম আনোয়ার

সুরকার : সত্য সাহা

১. আমার পায়ে ঘুঙ্গুর – সত্য সাহা
২. এসো একসাথে নাচি – সাবিনা ইয়াসমীন , এণ্ড্রু কিশোর
৩. দু’দিনের এই দুনিয়া

Dhaka University Institutional Repository

৪. প্রেমের ভুবনে – শাম্মী আখতার , প্রবাল চৌধুরী

রসিয়া বন্ধু (১৯৮৫)

সুরকার : আলাউদ্দীন আলী

১. আমার রসের ভাবীজান – সাবিনা ইয়াসমীন , আবিদা সুলতানা (কথা : জি এম আনোয়ার)
২. মজলিশে বসিয়া – সাবিনা ইয়াসমীন (কথা : জি এম আনোয়ার)
৩. রসিয়া বন্ধুরে – রুনা লায়লা (কথা : জি এম আনোয়ার)
৪. আগুনে জ্বলে না – সাবিনা ইয়াসমীন (কথা : হাসান মতিউর রহমান)

সতী নাগ কন্যা (১৯৮৫)

সুরকার : আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল

১. নাচরে কন্যা – সাবিনা ইয়াসমীন
২. যে জন প্রেমের ভাব জানে না – সাবিনা ইয়াসমীন
৩. বন্ধু রে রাখো তোমার বুকে – সাবিনা ইয়াসমীন
৪. ও, পরানের সঙ্গীরে – আবিদা সুলতানা , মতি

সোনাবউ (১৯৮৫)

সুরকার : আনোয়ার পারভেজ

১. আমি ধন্য হয়েছি – প্রবাল চৌধুরী , সাবিনা ইয়াসমীন
২. আমার মনরে – রুনা লায়লা
৩. দেখে যেন মনে হয় – সাবিনা ইয়াসমীন

ঝিনুক মালা (১৯৮৫)

সুরকার : আনোয়ার জাহান নান্টু

১. সইগো সই – সাবিনা ইয়াসমীন , সুফিয়া মনোয়ার
২. তুমি ডুব দিও না – এণ্ড্রু কিশোর , সাবিনা ইয়াসমীন
৩. চোখের জলে আমি – এণ্ড্রু কিশোর
৪. তুমি আমার মনের – এণ্ড্রু কিশোর , সাবিনা ইয়াসমীন
৫. পথের পানে চেয়ে আছি – এণ্ড্রু কিশোর
৬. ভালোবাসা নয়রে পুতুল – রুনা লায়লা , খুরশিদ আলম
৭. ওরে আমার বুলবুল – এণ্ড্রু কিশোর , সাবিনা ইয়াসমীন
৮. ভবের খেলাঘরে – এণ্ড্রু কিশোর

রাজকুমারী (১৯৮৫)

গীতিকার ও সুরকার : আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল

১. নাচোরে মন পাখি – রুনা লায়লা
২. সুরাইয়া গো – সাবিনা ইয়াসমীন ,এণ্ড্রু কিশোর
৩. ল্যাংড়ারে আমার লুলা – সাবিনা ইয়াসমীন
৪. তুমি যাইও না – সাবিনা ইয়াসমীন
৫. আমার মন বাগানে – সাবিনা ইয়াসমীন

প্রেমকাহিনী (১৯৮৫)

সুরকার : আলাউদ্দীন আলী

১. ওরে ট্রাকের ড্রাইভার – সাবিনা ইয়াসমীন ,কুমার বিশ্বজিৎ
২. পিকনিক আজ – রুনা লায়লা ,কুমার বিশ্বজিৎ
৩. আমি যে প্রেমে পড়েছি – কুমার বিশ্বজিৎ , রুলিয়া আজম
৪. কেমন করে এমন হলো – রুনা লায়লা

পাগলী (১৯৮৫)

গীতিকার , সুরকার : আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল

১. পাগলী মন – সাবিনা ইয়াসমীন
২. সময় মত কর বিয়া – সাবিনা ইয়াসমীন
৩. আমার নাম পরী – আবিদা সুলতানা
৪. ও রূপসী রূপা গো – এণ্ড্রু কিশোর, সাবিনা ইয়াসমীন

Dhaka University Institutional Repository

ফুলেশ্বরী (১৯৮৫)

সুরকার : সত্য সাহা

১. পিরীতের রঙিন – আবিদা সুলতানা , সৈয়দ আব্দুল হাদী
২. ওরে রসিক – রুনা লায়লা , এণ্ড্রু কিশোর
৩. আম খাইও – সাবিনা ইয়াসমীন , আবিদা সুলতানা
৪. নদীরে কত রঙ্গ দেখালি – সৈয়দ আব্দুল হাদী
৫. আক্কা মিয়ার আস্তানা – ফাওজিয়া চৌধুরী
৬. আরে ও পিতলের কলসী – সাবিনা ইয়াসমীন
৭. আমি যামু না রে – সাবিনা ইয়াসমীন , সৈয়দ আব্দুল হাদী
৮. আমার মনের বনে – সাবিনা ইয়াসমীন

গীত (১৯৮৫)

সংগীত : আনোয়ার জাহান নান্টু

১. ও আমার গীত নেই – সাবিনা ইয়াসমীন , বশির আহমেদ
২. স্বরলিপি যত আমার – সাবিনা ইয়াসমীন
৩. আয়রে আমার সাথী – সাবিনা ইয়াসমীন , সৈয়দ আব্দুল হাদী
৪. ছম ছম পায়েলিয়া – সাবিনা ইয়াসমীন

রাধাকৃষ্ণ (১৯৮৫)

সংগীত : আহমেদ ইমতিয়াজ

১. হায়রে পিতলের কলসি – সাবিনা ইয়াসমীন
২. আমার গলার হার – সাবিনা ইয়াসমীন
৩. ধরি ধরি সন্ধান করি – সাবিনা ইয়াসমীন , এণ্ড্রু কিশোর
৪. এই মধুর জোসনা – আবিদা সুলতানা
৫. শ্যাম রাখি না – রুনা লায়লা
৬. ও নিঠুর কালারে – সাবিনা ইয়াসমীন
৭. চতুর গোয়ালিনী – এণ্ড্রু কিশোর

মুজাহিদ (১৯৮৫)

সংগীত : আনোয়ার জাহান নান্টু

১. বেড়া বুড়া ভাইংগা – মোঃ আমিনুর
২. প্রেমের মরা জলে ডোবে না – সাবিনা ইয়াসমীন , এণ্ড্রু কিশোর

কোরবানী (১৯৮৫)

গীতিকার : দেওয়ান নজরুল

সুরকার : আলম খান

১. ফুল ফুটুক – রুনা লায়লা
২. তুল তুলা তুল – সাবিনা ইয়াসমীন
৩. ওরে ও ও লায়লা – এণ্ড্রু কিশোর , সাবিনা ইয়াসমীন
৪. মানুষের এইতো জীবন – সাবিনা ও সহশিল্পীবৃন্দ

অন্যায় – অবিচার (১৯৮৫)

গীতিকার : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

সুরকার : রাহুল দেব বর্মন

১. ছেড়ো না ছেড়ো না হাত – এণ্ড্রু কিশোর , সাবিনা ইয়াসমীন
২. দেখলে কেমন তুমি খেল – কিশোর কুমার
৩. রুই কাতলা ইলিশ – সাবিনা ইয়াসমীন
৪. মন মাঝিরে তোর খেয়াতে – রাহুল দেব বর্মন
৫. নাগর আমার কাঁচা পিরিত – আশা ভোঁসলে , শৈলেন্দ্র সিং
৬. রুই কাৎলা ইলিশ – এণ্ড্রু কিশোর

পাতাল বিজয় (১৯৮৫)

১. ভিখারীর বেশে রাজা বনবাসে যায় – সাবিনা ইয়াসমীন

Dhaka University Institutional Repository

২. রাজার নন্দিনী আমিও হইলাম ভিখারীনী – সাবিনা ইয়াসমীন
৩. রঘুপতি রাঘব রাজা রাম পতিত পাবন সীতা রাম
৪. আ ..... মন নিয়ে কি হবে/প্রাণ আমার নিয়ে যাও
৫. বন্ধু আঁখি খুলে দেখ চারিদিকে রামই রাম – সাবিনা ইয়াসমীন

ইন্সপেক্টর (১৯৮৫)

১. হাক্কা মিয়ার আস্তানায় আইসা যারা ফাইসা যায় – ফওজিয়া
২. আমরা দুজন দুটি শান্ত ছেলে কার ঘারে কটি মাথা মন্দ বলে
৩. ও আমার দুষ্ট মনের দুষ্টামী – সাবিনা ইয়াসমীন
৪. ওরে ও শান্ত ছেলে তুমি নাও ডুবিয়ে দিলে
৫. হে..... হে.... টাকার গাছ শীতল ছায়া মধুর মায়ারে – কুমার বিশ্বজিৎ
৬. নাইরে এই কপালে সুখ নাইরে – রুনা লায়লা

দুনিয়াদারী (১৯৮৫)

সংগীত পরিচালক : আলী হোসেন

১. দিলওয়ালা বাবু করেছে মোরে কাবু – সাবিনা ইয়াসমীন
২. ও ওস্তাদজী-ওস্তাদজী নিয়েছে আমার পিছু – রুনা লায়লা, খুরশিদ আলম
৩. আজীবন তোমাকে ভালবেসে বাঁচবো – সৈয়দ আবদুল হাদী, সাবিনা ইয়াসমীন
৪. ক্রিং, ক্রিং, ক্রিং হ্যালো, সরি, রং নাম্বার – সাবিনা ইয়াসমীন
৫. দুদিনের দুনিয়াটা রং তামাশার মেলা – রুনা লায়লা, আবিদা সুলতানা

সাথী (১৯৮৫)

সংগীত পরিচালক : আলাউদ্দিন আলী

১. কার বেটা কার নাতি কত বড়ো বুকের ছাতি – এণ্ড্রু কিশোর, কুমার বিশ্বজিৎ, সহশিল্পীবৃন্দ
২. আমি বড় হইয়াছি, শাড়ি পরা ধইরাছি – রুনা লায়লা
৩. পুরানা চাল ভাতে বাড়ে রে – নাদিরা বেগম, লায়লা পারভিন, এণ্ড্রু কিশোর
৪. ওরে শ্বশুড়ের বেটি আমার পিরীতের ঘটি – এণ্ড্রু কিশোর, লাকী ইনাম
৫. আলতা দিয়া পাও রাংগাইয়া বউ সাজাইলাম তরে – রুনা লায়লা

পরীস্থান (১৯৮৫)

সংগীত পরিচালক : আনোয়ার পারভেজ

১. ওরে ভাইয়ের ঘরে ভাই পরীস্থানে যাওয়ার কোন কাম নাই
২. তোমায় আমি ভালোবাসি মাগো কেঁদোনা
৩. আঙ্গুর বেদেনা আমি শোন ওরে দিও না
৪. মনের বাগিচায় আমি যে তোমায় সাজাবো যতনে
৫. ইন্দ্রজালে আমাকে জড়ালে বন্দিনী হয়ে একা
৬. বন্দিনী হয়ে একা কে আমি জানি না
৭. আমি সবার প্রিয় হব পরীস্থানের ফুল বাগিচায়
৮. এইতো আমাকে দেখো
৯. তোমার হাসি ভালোবাসি মাগো কেঁদো না
১০. আমারও অন্তরে যাদু মন্তরে

অহিংসা (১৯৮৫)

১. ওরে ও রূপকুমারী মারিস না মনে ছুরি – রুনা লায়লা, এণ্ড্রু কিশোর
২. ও রানী আরো কাছে এসো না – রুনা লায়লা, এণ্ড্রু কিশোর
৩. বন্ধু বন্ধু হলাম আজকে কথা দিলাম
৪. নাচ দেখার নাচ দেখ গান শোনার গান শোন – রুনা লায়লা
৫. পুনম পুনম আমার পুনম – রুনা লায়লা, এণ্ড্রু কিশোর
৬. লোভের আগুন জ্বেলে তুমি হেসে হাস – রুনা লায়লা

নেমকহারাম (১৯৮৫)

১. আমার মনের মানুষ থাকে ঐ কাজলা দীঘির বাঁকে
২. মন হারাইলাম প্রাণ জুড়াইলাম বাঁশরী শুনিয়া

Dhaka University Institutional Repository

৩. যা হুস্ যা যা ও পাখীরে যা দূরে যা
৪. হারমনিয়মের সুরে সুরে ঢোলকের কোলে কোলে
৫. তোরা কে কে যাবিরে কে কে যাবিরে/গাওসুল আজম খোরাসানি বাবার ইউনিভার্সিটিতে
৬. এই মধুর ক্ষণে আজ দু'জনে মিলে/যদি হারিয়ে যাই তবে কেমন হবে বল না

শুভ রাত্রি (১৯৮৫)

১. দমে দমে লওরে মন মাবুদ আল্লার নাম – শাম্মী আখতার
২. বুড়ো খোকা ঘুম যাবে ঘুম পরী আয় – আবিদা সুলতানা
৩. আমি তো সেই আমি একটি শুভ রাত্রিতে হয়েছিল যাত্রী যে – সাবিনা ইয়াসমীন
৪. কোন প্রিয় ছবি আমার হৃদয় যদি আঁকতে চায় – সুবীর নন্দী, সাবিনা ইয়াসমীন

Dhaka University Institutional Repository

দরদী শত্রু (১৯৮৫)

সংগীত পরিচালক : আলাউদ্দিন আলী

১. ও মোর কালারে পিরীতি কইরা হইল এ কি জ্বালা – সাবিনা ইয়াসমীন
২. একলা থাকনের বয়স আমার এখন যে আর নাইরে – রুনা লায়লা
৩. ভাব দেখে মনে হয় হয় হয় আ গুলশানী মেয়ে – সৈয়দ আবদুল হাদী, আফরোজা খানম
৪. পৃথিবী থেকে দূরে দূরে বহু দূরে – এণ্ড্রু কিশোর, রুনা লায়লা
৫. আল্লাহ্ আল্লাহ্ – দুখের কথা শুনতে হবে – সৈয়দ আবদুল হাদী
৬. আমার চোখের পানি দিয়ে মেহফিল দেবো ভরিয়ে – রুনা লায়লা
৭. হো ... হো.... জীবনে যখন কারো আসেরে যৌবন – রুনা লায়লা
৮. ও চোখ কি যে নেশা বুকে ফাগুন জাগলো – রুনা লায়লা, এণ্ড্রু কিশোর
৯. তোমার দুয়ার খুলে যে তোমায় তুলে

হাসনা হেনা (১৯৮৫)

১. আমার ছোট্ট সংসার তোমায় নিয়ে – সাবিনা ইয়াসমীন, এণ্ড্রু কিশোর
২. আরে বিয়া পাগলা বুড়োরে এইতো মেলা শুরুরে – রুনা লায়লা, সাবিনা ইসয়াসমীন, এণ্ড্রু কিশোর
৩. আর কত কাল রবে কুমারী গো – রুনা লায়লা, এণ্ড্রু কিশোর
৪. চিঠির পাতায় লেখে যে আসবে জানিয়ে – সাবিনা ইয়াসমীন
৫. ছুয়োনা ছুয়োনা ও চোখে দেখো না – রুনা লায়লা

অস্বীকার (১৯৮৫)

১. আমার লক্ষী বোন শোন বলি শোন → আবিদা সুলতানা ও সুবর্ণা চক্রবর্তী
২. বুবু আমার বুবুজান তুই যে আমার প্রাণের প্রাণ → সুবীর নন্দী
৩. আজ কোন কাজ নয় কোন কথা আর → কনক চাঁপা
৪. আহা সেই দিনটি যে মনে পড়ে দেখো হল কেমন করে → শাম্মী আক্তার ও খালেক মুহাম্মদ
৫. আমি এক মাস্তান চাবিওয়ালা/তালে তালে পা ফেলে চলি বেতালা → সাবিনা ইয়াসমীন ও এণ্ড্রু কিশোর

রাজকপাল (১৯৮৫)

১. ও...ও....আ....আ.....ও আকাশ তুই বলে দে কোথায় এমন সুজন তোর আছেরে → সাবিনা ইয়াসমীন
২. ভালবাসার ঐ পিঞ্জিরায় বন্দী হলাম → রুনা লায়লা
৩. ডিং–ডাং–ডিং–ডাং সুর বাজারে মন নাচেরে → রুনা লায়লা
৪. মনের দুয়ার তুমি খোল আহা আহা চোখের ভাষায় কিছু বলো → রুনা লায়লা
৫. ডম ডিগা ডম ডিগা ডম ডম বাম চিকা বাম চিকা বাম বাম → রুনা লায়লা, প্রণয় ঘোষ, সরকার গিয়াস উদ্দিন
৬. কথা কিছু শোনাও না হয় কিছু শোন → রুনা লায়লা

হিসাব নিকাশ (১৯৮৫)

সংগীত পরিচালক : আলম খান

১. বৈদেশে গিয়া বন্ধু চিঠি দিলানা
২. জীবনটা ধুমধাড়াক্কা করিনারে কারো তোয়াক্কা/বম চিকি চিকি বম থাক্কা
৩. ভালবেসে বুকে নিলে, কথা দাও বন্ধু ওগো কোনদিন ফেলে দেবে না
৪. দেখোনা দেহটা ঢল ঢল মনটা হায়রে টলমল

মর্জিনা (১৯৮৫)

১. আমি পথ চলেছি একা যদি হয় কারো দেখা → সাবিনা ইয়াসমীন
২. শিকারী হয়ে এসে আমি অবশেষে নিজেই শিকার হয়ে গেলাম → সাবিনা ইয়াসমীন
৩. হায় গোলমাল গোলমাল গোলমাল কেন এত গোলমাল → সাবিনা ইয়াসমীন

Dhaka University Institutional Repository

৪. রতনে রতনে চেনে হুজুর চতুরে জানে কে বাহাদুর → রুনালায়লা ও মোহাম্মদ শোয়েব

৫. ভালোবাসা বড়ই খাসা মজার বিরিয়ানী/মান অভিমান আর লুকোচুরি প্রেমের বোরহানী → খুরশীদ আলম ও রুনা লায়লা

৬. বাঁচতে হলে সবাই মিলে করতে হবে লড়াই → সাবিনা ইয়াসমীন, খুরশীদ আলম ও সহ শিল্পীবৃন্দ

৭. একটি রাতের গল্প তুমি হাজার রাতের স্বর্গ → বশীর আহমেদ ও রুনা লায়লা

৮. তুমি আমি শত্রু ছিলাম আজকে বন্দী হলাম → সাবিনা ইয়াসমীন ও সৈয়দ আব্দুল হাদী

৯. হেই কিত কিত কিত কত জাতের ফকির আছে → সৈয়দ আবদুল হাদী

১০. আমি নাচতে পারি আবার নাচাতে পারি → সাবিনা ইয়াসমীন

মা ও ছেলে (১৯৮৫)

সুরকার : সুবল দাস

১. কারেন্ট যদি না থাকে – সাবিনা ইয়াসমীন , রীতা
২. তুমি ছিলে তুমি আছ – সৈয়দ আব্দুল হাদী , সাবিনা ইয়াসমীন
৩. চোখে প্রেমের সুরমা – সাবিনা ইয়াসমীন
৪. এ জীবনে তুমি – সৈয়দ আব্দুল হাদী , সাবিনা ইয়াসমীন

ফুলন (১৯৮৫)

১. আহ্ .... ও সব ধুয়া ধুয়া প্রেম ভুয়া ভুয়া নেশা হলে প্রেম চলে
২. দোলা আরো দোলা আমার হৃদয় ভোলা
৩. এ আগুন নয় সে আগুন জল দিলে জ্বলে দ্বিগুণ
৪. কতটা পথ এলাম আমি তো ভুলেই ছিলাম/পাখির গানে এই ফাল্গুনে হঠাৎ চমকে গেলাম

রক্তের বন্দী (১৯৮৫)

১. নামটি আমার মর্জিনা সেই নামে কেউ ডাকে না
২. আঃ... আয়... হে..../খোদার এই দুনিয়ায় কেউ নাচে কেউ নাচায়
৩. ডান চোখ মারলে তোমার মাথা ঘুরে যাবে
৪. ও বন্ধুরে প্রেমের কাটা পায়ে ফোটে না
৫. ভাল তোমার লাগে যারে ভাল বাস তারে

অন্যায় (১৯৮৫)

সুরকার : আলম খান

১. আমি প্রেম দেব – রুনা লায়লা , নাজমুল হুসাইন
২. তুমি যদি থাকো দূরে – রুনা লায়লা
৩. ডিসকো কিং ডিসকো কুইন – রুনা লায়লা
৪. আজকে আমরা ফ্রি – সাবিনা ইয়াসমীন , নাজমুল হুসাইন

নেপালী মেয়ে (১৯৮৫)

সংগীত পরিচালক : আলাউদ্দীন আলী

১. আমি নেপালী মেয়ে – সাবিনা ইয়াসমীন
২. তুমি ভালবাস – সৈয়দ আব্দুল হাদী ,সাবিনা ইয়াসমীন
৩. ষাইট বছরের বুড়ি – রথীন্দ্রনাথ রায় (সুর : রবীন ঘোষ)
৪. তোতা বান্দর হাতি – রুনা লায়লা (সুর : রবীন ঘোষ)

মিস লঙ্কা (১৯৮৫)

সুরকার : এম. আশরাফ , গোলাম হোসেন

১. চুরি করেছ আমার মনটা – খুরশিদ আলম , সাবিনা ইয়াসমীন
২. আনন্দেতে নাহি হায় – সাবিনা ইয়াসমীন
৩. আমাকে দেখো না – সাবিনা ইয়াসমীন
৪. চারিদিকে ডিস্কো – রুনা লায়লা ও সহশিল্পীবৃন্দ

দুই নয়ন (১৯৮৫)

Dhaka University Institutional Repository

গীতিকার , সুরকার : আজাদ রহমান

১. একটি ছেলের লাগল ভালো – মাহমুদুন্নবী, সাবিনা ইয়াসমীন
২. মায়ের মমতা কেড়ে নিও না – রুনা লায়লা
৩. মায়ের দুই নয়ন – মিনা বড়ুয়া, খুরশিদ আলম , রফিকুল আলম
৪. আল্লা রে তুমি থাক – রুনা লায়লা

সাহেব (১৯৮৫)

সুরকার : আলাউদ্দীন আলী

১. আমি সাহেব নামের – সৈয়দ আব্দুল হাদী (কথা : ড. মো. মনিরুজ্জামান)
২. লেখা ছিল – সাবিনা ইয়াসমীন (কথা : ড. মো. মনিরুজ্জামান)
৩. তুমি যাদের – সাবিনা ইয়াসমীন ,এণ্ড্রু কিশোর, কুমার বিশ্বজিৎ (কথা : জি এম আনোয়ার)
৪. আর তো পারি না – আবিদা সুলতানা ,এণ্ড্রু কিশোর (কথা : ড. মো. মনিরুজ্জামান)

মানিক রতন (১৯৮৫)

সুরকার : আলাউদ্দিন আলী

১. জব্বর আলী জব্বর – রুনা লায়লা
২. দিনে বিরতি রাতে পিরিতি – রুনা লায়লা
৩. পিরিতি আমারে তিলে
৪. চান্দের বাতি নিইভা – রুনা লায়লা , এণ্ড্রু কিশোর

চোর (১৯৮৫)

সুরকার : সত্য সাহা

১. ও বাবারে দেইখা যারে – কুমার বিশ্বজিৎ
২. বিচার কররে তোমরা – এণ্ড্রু কিশোর , সাবিনা ইয়াসমীন
৩. শোনরে আরে শোন – সাবিনা ইয়াসমীন
৪. আমার টাকা দু'খান আছে ভাই – সাবিনা ইয়াসমীন

প্রেমিক (১৯৮৫)

সুরকার : আলাউদ্দিন আলী

১. জীবনের ঠিকানা – এণ্ড্রু কিশোর ও সহশিল্পীবৃন্দ
২. তোমাদেরই একজন – কুমার বিশ্বজিৎ
৩. তুমি কি কহিলা – সাবিনা ইয়াসমীন , কুমার বিশ্বজিৎ
৪. আমার মনের ভিতর – সাবিনা ইয়াসমীন

বেরহম (১৯৮৫)

সংগীত পরিচালক : সুবল দাস

১. প্রাণ সখীরে – সাবিনা ইয়াসমীন
২. বিয়ের ঐ সানাই বাজে – রুনা লায়লা
৩. চিকন গোয়ালিনী – খুরশিদ আলম
৪. লোকে বলে বয়স কালে – রুনা লায়লা

মর্জিনা (১৯৮৫)

গীতিকার : আহমদ জামান

সুর : সুবল দাস

১. কত জাতের ফকির – সাবিনা ইয়াসমীন , সৈয়দ আব্দুল হাদী
২. আমি পথ চলেছি একা – রুনা লায়লা
৩. রতনে রতন চিনে হুজুর – রুনা লায়লা ,এম এ সোয়েব
৪. হায় গোলমাল গোলমাল – সাবিনা ইয়াসমীন

ফুলকুমারী (১৯৮৫)

সুরকার : আলম খান

১. চোখের মাথা খাইছে – রুনা লায়লা ,এণ্ড্রু কিশোর
২. জানি না কি নাম – সাবিনা ইয়াসমীন , এণ্ড্রু কিশোর
৩. বয়স আমার ষোল – রুনা লায়লা

Dhaka University Institutional Repository

৪. আমায় বিনা দোষে – রুনা লায়লা

ওয়ারিশ (১৯৮৫)

সুরকার : আনোয়ার পারভেজ

১. নাচে রে নাদিয়া – সাবিনা ইয়াসমীন

২. রাজা জানি জানেরে – সাবিনা ইয়াসমীন , এম এ শোয়েব

৩. দোহাই লাগে – এণ্ড্রু কিশোর

৪. আমি তোমার – সাবিনা ইয়াসমীন

রাই বিনোদিনী (১৯৮৫)

গীতিকার : আমজাদ হোসেন

সুরকার : আলাউদ্দিন আলী

১. বাঁশী বারণ মানে না – সাবিনা ইয়াসমীন

২. কত রঙ জানো রে – রুনা লায়লা ,কুমার বিশ্বজিৎ

৩. না পোড়াইও রাধার অঙ্গ – সাবিনা ইয়াসমীন , সুবীর নন্দী

মিস ললিতা (১৯৮৫)

সুরকার : আলাউদ্দীন আলী

১. বাংলায় তো বাঙ্গালী – কুমার বিশ্বজিত

২. ঝির ঝির বৃষ্টিতে – সাবিনা ইয়াসমীন , সৈয়দ আব্দুল হাদী

৩. আরে সবাই খুশি – সাবিনা ইয়াসমীন , আবিদা সুলতানা

৪. বউ সেজে আসবো – এণ্ড্রু কিশোর , সাবিনা ইয়াসমীন

দস্যু ফুলন (১৯৮৫)

সুরকার : আলাউদ্দীন আলী

১. দোলা আরো দোলা – রুনা লায়লা

২. ওসব ধোঁয়া ধোঁয়া – সাবিনা ইয়াসমীন

৩. এই আগুন নয় – এণ্ড্রু কিশোর , আবিদা সুলতানা

৪. কতটা পথ এলাম – রুনা লায়লা ও সহশিল্পীবৃন্দ

নাগমহল (১৯৮৬)

সুরকার : আনোয়ার জাহান নান্টু

১. তোমার কাছে এলে – খুরশীদ আলম , শাম্মী আখতার

২. তুমি আমার মনের – সাবিনা ইয়াসমীন

৩. আমার পাগল তুমি – সাবিনা ইয়াসমীন

৪. আমি লেংগুর ছাড়া – আমিনুর

আয়নামতি (১৯৮৬)

গীতিকার : এম.এ. খান

সুরকার : ইউনুস আলী

১. কানামাছি কানামাছি – রুনা লায়লা

২. ওগো পরওয়ারদিগার – রুনা লায়লা

৩. কি জানি কি জাদু – রুনা লায়লা , এণ্ড্রু কিশোর

৪. আওলাইয়া বাও – এণ্ড্রু কিশোর

চন্দ্রাবতী (১৯৮৬)

সুরকার : সুবল দাস

১. আমি চন্দ্রাবতী বেদেনী – রুনা লায়লা

২. মেঘে মেঘে যখন – এণ্ড্রু কিশোর

৩. প্রেম জানে না বন্ধু – রুনা লায়লা

৪. মোতির মালাতে শুধু – রুনা লায়লা , এণ্ড্রু কিশোর

জারকা (১৯৮৬)

গীতিকার : মুনিরুজ্জামান মুনির, জাহানারা ভুঁইয়া, আবুল খায়ের বুলবুল

সংগীত : আলম খান

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পী : রুনা লায়লা, সাবিনা ইয়াসমীন, খুরশীদ আলম, এণ্ড্রু কিশোর

১. যত খুশী মেরে যাও – রুনা লায়লা
২. বল সজনী বল – সাবিনা ইয়াসমীন
৩. জারকা ---- ওও ---- জারকা -----/বল সজনী বল প্রাণে একি খুশির ঢল
৪. রঙ্গীলা জিন্দেগী এই বেলা এই বেলা হও সঙ্গী – রুনা লায়লা , এণ্ড্রু কিশোর
৫. ও মনের রাজা, ও মনের রানী/তুমি আমার হৃদয় ভরা, আকাশের চন্দ্র তারা/জীবনের সাথী
৬. ঝম ঝম ঝম ঝম ঝম ঝমা ঝম বাজেরে নূপুর, নেচে গেয়ে ভরে দেব তোমাদের আসর
৭. এসো এসো প্রাণ প্রিয়া কাছে এসো না, তুমি বিনে একা একা ভাল লাগে না
৮. আল্লাহ, আল্লাহ, আল্লাহ, যত খুশি মেরে যা, অন্তরে লাগে না

মার্শাল হীরো (১৯৮৬)

সুরকার : আলম খান

১. বন্ধুর নাম ঠিকানা – রুনা লায়লা
২. একদিকে প্রেম – রুনা লায়লা
৩. গল্পের কাহিনীতে – রুনা লায়লা , এণ্ড্রু কিশোর
৪. গাড়ী যারে যা – এণ্ড্রু কিশোর

ধর্ম আমার মা (১৯৮৬)

গীতিকার : দেওয়ান নজরুল

সুরকার : আলম খান

১. আল্লাহ আল্লাহ স্মরণ করো – রুনা লায়লা
২. মেহেদী রাঙাব এই হাত – রুনা লায়লা
৩. বন্ধু আমার বন্দুক – এণ্ড্রু কিশোর , মালা
৪. প্রেম দিয়ে যাব

বাল্যশিক্ষা (১৯৮৬)

সংগীত পরিচালক : আনোয়ার জাহান নান্টু

১. আমার এ গান – সাবিনা ইয়াসমীন ,এণ্ড্রু কিশোর
২. খোদা তোমার এই – এণ্ড্রু কিশোর
৩. আমার হাতের চা – সাবিনা ইয়াসমীন
৪. আজব এই শহরে – এণ্ড্রু কিশোর

গাদ্দার (১৯৮৬)

গীতিকার : দেওয়ান নজরুল

সুরকার : আলম খান

১. ঐ রূপের আড়ালে – রুনা লায়লা
২. আজ এই রাতে – রুনা লায়লা
৩. ও মাই ডার্লিং – খুরশীদ আলম
৪. দুশমনের দুশমন আমি – খুরশীদ আলম , রুনা লায়লা

অশান্তি (১৯৮৬)

সুরকার : আলম খান

১. কি দিয়া মন কারিলা – সাবিনা ইয়াসমীন , এণ্ড্রু কিশোর
২. ভালবাসা মন্দ নয় – রুনা লায়লা
৩. মতিঝিল মিরপুর – সাবিনা ইয়াসমীন , এণ্ড্রু কিশোর
৪. এই আমি ওগো – সাবিনা ইয়াসমীন , এণ্ড্রু কিশোর

সোহেল রানা (১৯৮৬)

সুরকার : আলম খান

১. টো টো কোম্পানীর – রুনা লায়লা
২. দুইটি মন – রুনা লায়লা , এণ্ড্রু কিশোর
৩. বন্ধু কথা দাও – রুনা লায়লা
৪. খুশির এই ডিসকো – রুনা লায়লা

Dhaka University Institutional Repository

চাঁপা ডাঙ্গার বউ (১৯৮৬)
সংগীত পরিচালক : আনোয়ার পারভেজ
১. খাবো খাবো দুনিয়া – খালেক
২. দাদা তোমার সাদা – খুরশীদ আলম
৩. আমার সাধ না মিটিল – খুরশীদ আলম (কথা: অতুলকৃষ্ণ মিত্র)
৪. আমার মন যারে – খুরশীদ আলম

তুফান মেইল (১৯৮৬)
সুরকার : সুবল দাস
১. নাচের পুতুল আমি – রুনা লায়লা
২. বিয়ের বয়সটা – রুনা লায়লা , খুরশিদ আলম
৩. ষোল কি সতের – রুনা লায়লা ও সহশিল্পীবৃন্দ
৪. দুটি জীবনে – সাবিনা ইয়াসমীন , খুরশিদ আলম

লড়াকু (১৯৮৬)
সুরকার : আলম খান
১. বেশি কথার দরকার – রুনা লায়লা ,এণ্ড্রু কিশোর
২. চলোরে চলো সাগরে – এণ্ড্রু কিশোর
৩. মন যারে চায় তারে – রুনা লায়লা
৪. বুকে আছে মন – রুনা লায়লা , এণ্ড্রু কিশোর

তালাচাবী (১৯৮৬)
১. ঐ লাল্টু মুখে লাগলে কাদা – রুনা লায়লা, এণ্ড্রু কিশোর
২. প্রেম করতে ইচ্ছে হয় – রুনা লায়লা
৩. লোকে বলে পাগল – সাবিনা ইয়াসমিন, এণ্ড্রু কিশোর
৪. আনারকলি সেলিমের – রুনা লায়লা, এণ্ড্রু কিশোর

আয়নামতি (১৯৮৬)
গীতিকার : এম.এ.খান সবুজ
সংগীত পরিচালনা : ইউনুস আলী
শিল্পী : সাবিনা ইয়াসমীন, রুনা লায়লা, এণ্ড্রু কিশোর, খুরশীদ আলম, সাবিনা আক্তার, রুনা, এবং সহশিল্পী
১. তোমার গানের মাতাল সুরে আমি মাতোয়ারা, দোহাই তোমায় কইরো না আর আমায় দিশাহারা
২. আউলাইয়া, বাউলাইয়া ময়না বলিতে কি চাও, আসল কথা খুইলা আমায় কও
৩. দয়ালরে, ও দয়াল, ও দয়ালরে/দয়ালরে একি তোমার নিঠুর লীলাখেলা
৪. তোরই অন্ধ চক্ষু নিয়া ছবি কারে/যারে ধরতে পারি, তারে ছাড়ুম নারে
৫. আমরা বাইদানী সবাই, নাইচা, গাইয়া সওদা বেচি মোরা সাপ খেলা দেখাই
৬. প্রেম শিখাইয়া কইরাছ পাগল ও বন্ধুরে, ভালোবাসা কারে বলে বুঝিনা তোমায় বিহনে
৭. কি জানি কি যাদুরে করলা, থাকে না ঘরেতে মন/কি আগুন জ্বালাইলা, ও পীরিতের বান মারলা
৮. সাপ সাপিনী, নাগ নাগিনী, কাল শঙ্খিনী দেখবি আয় /কৃপণের ধন বক্ষিলা কেমনে খায়
৯. নানানা ছুঁইয়ো না, পরান কাঁপাইয়োনা, দোহাই তোমার অবুঝ হইয়োনা
১০. ওগো পরওয়ার দিগার, তোমার এ কেমন বিচার, গরীবের কি ভালোবাসার নাই অধিকার

আমিই ওস্তাদ (১৯৮৬)
গীতিকার : মোঃ সাহেদুর রহমান
সুরকার : আজমল হুদা মিঠু
১. মনের মানুষ মনের – সাবিনা ইয়াসমীন
২. আমায় খুন করলি রে – দিতি
৩. শিলা তুই কেন – সাবিনা ইয়াসমীন , খুরশিদ আলম
৪. দুনিয়া তার গোলাম – সাবিনা ইয়াসমীন

আক্রোশ (১৯৮৬)
গীতিকার : দেওয়ান নজরুল, এম.এ. মালেক, মোতালেব হোসেন
সংগীত পরিচালনা : আলাউদ্দীন আলী

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পী : সাবিনা ইয়াসমীন, খুরশীদ আলম, এণ্ড্রু কিশোর, রুনা লায়লা, কুমার বিশ্বজিৎ

১. ওরে মানিক রতন, আমার বুকের ধন/মায়ের দোয়া সঙ্গে রবে সারাটি জীবন
২. আরে নূরী আমার জানের নূরী/না নিলে তুই রেশমী চুড়ি আরে প্রাণ দেব, জান দেব আহা জান দেব কোরবান
৩. শোনো বন্ধু তুমি, চির সঙ্গী আমি/সুখে হবো সুখী দুখে হবো দুখী/এই কথা ভুলে যাব না
৪. প্রেম চাই প্রেম চাই, আহা প্রেম চাই প্রেম চাই/প্রেম ছাড়া সুখ নাই ও বন্ধুরে জীবনে মরণে তাই প্রেম চাইরে
৫. বুকে যে নি:শ্বাস চলে, সে ও তো বলে তোমারি নাম শুধু
৬. সাধু চোর, নেশা খোর, প্রেমে সবাই পাগল, দুনিয়ায় চেনা দায় কে যে প্রেমিক আসল

ভাই বন্ধু (১৯৮৬)

সুরকার : আলাউদ্দীন আলী

১. ভেঙ্গেছে পিঞ্জর – এণ্ড্রু কিশোর
২. সত্য কি মিথ্যে কি – এণ্ড্রু কিশোর , সাবিনা ইয়াসমীন
৩. আপনা হাতে – এণ্ড্রু কিশোর
৪. তুমি এলে সম্মুখে – এণ্ড্রু কিশোর

ইনসাফ (১৯৮৬)

গীতিকার : গাজী মাজহারুল আনোয়ার

সংগীত : সত্য সাহা

শিল্পী : এণ্ড্রু কিশোর, সাবিনা ইয়াসমীন, রুনা লায়লা, মোঃ খুরশিদ আলম

১. বিজলী পড়েছে, হায় হায় বিজলী পড়েছে/বিনা মেঘে আমার বুকে বাজ পড়েছে
২. কাগজের ফুলের মাঝে যতই চমক থাকে, ফুল বলে কি কেউ তারে ডাকে
৩. রঙ লাগলো আহা রঙ লাগলো/বুকের ভেতরে আহা চোখেরই নজরে আহা/প্রেমেরই প্রথম ঢেউ জাগলো
৪. ফান্দে পড়িয়া ঘুঘু করে হায় হায়, বাঁচাও বাঁচাও তারে কে আছে কোথায়
৫. ঠিকানা আমার চেয়ো না বন্ধু, ঠিকানা আমার নাই/নীড় হারা হয়ে, ঝড়ের আকাশে নিয়েছি এখন ঠাঁই

মাটির কোলে (১৯৮৬)

গীতিকার : আলমগীর কবির

সুরকার : আনোয়ার পারভেজ

১. ওগো সুন্দরী – সাবিনা ইয়াসমীন , এণ্ড্রু কিশোর
২. জালে আমি পড়লাম – সাবিনা ইয়াসমীন
৩. যেমন কুকুর – সাবিনা ইয়াসমীন , রথীন্দ্রনাথ রায়
৪. মাটির কোলে – ইন্দ্রমোহন রাজবংশী
৫. ওরে আমার ভাওয়া ব্যাঙ – সাবিনা ইয়াসমীন ,আনোয়ার পারভেজ
৬. তুমি যেমন – সাবিনা ইয়াসমীন , রথীন্দ্রনাথ রায়
৭. ও ছোট্ট বুবুজান – সাবিনা ইয়াসমীন , শাম্মী আখতার

বিষ কন্যার প্রেম (১৯৮৬)

সুরকার : সুবল দাস

১. গরম গরম মনটা – রুনা লায়লা , খুরশীদ আলম
২. পাতাল পুরিয়া – সাবিনা ইয়াসমীন
৩. মিষ্টি কথায় – রুনা লায়লা , এণ্ড্রু কিশোর
৪. মনের মাঝে ঘর – রুনা লায়লা , এণ্ড্রু কিশোর

দুলারী (১৯৮৬)

১. তিন তিন বার কবুল কর – রুনা লায়লা (কথা : জি এম আনোয়ার , সুরঃ আলাউদ্দীন আলী)
২. তোমাকে ভালবেসে – এণ্ড্রু কিশোর , আবিদা সুলতানা (সুরঃ মনসুর আহমেদ)
৩. মনের তালা খুইলা – সাবিনা ইয়াসমীন (কথা : কমল সরকার , সুর : মনসুর আহমেদ)
৪. আমি মানিক আমি রতন – দিবা , নাসরিন (কথা : কমল সরকার , সুর : মনসুর আহমদ)

নিষ্পাপ (১৯৮৬)

গীতিকার : খোশনূর আলমগীর

সুরকার : আনোয়ার পারভেজ

১. তুই যে আমার মিলন মালা – সাবিনা ইয়াসমীন (কথাঃ খোশনূর আলমগীর,সুরঃ আনোয়ার পারভেজ)

Dhaka University Institutional Repository

২. সুন্দরী গো – এণ্ড্রু কিশোর , সাবিনা ইয়াসমীন
৩. তুই যে আমার জানেরই জান – এণ্ড্রু কিশোর , সাবিনা ইয়াসমীন
৪. পিরীতের ছোট্ট ঘরে – সাবিনা ইয়াসমীন , এণ্ড্রু কিশোর

রঙ্গীন রাখাল বন্ধু (১৯৮৬)

সংগীত পরিচালক : আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল

১. ও কি বন্ধু কাজল ভোমরা রে – রুনা লায়লা
২. গরু লইয়া যাওরে – সাবিনা ইয়াসমীন , এণ্ড্রু কিশোর
৩. প্রাণ বন্ধুরে ওই শোন – সাবিনা ইয়াসমীন , মিনা বড়ুয়া
৪. চারা গাছে ফুল ফুইটাছে – রুনা লায়লা

সন্ধি (১৯৮৭)

সুরকার : সত্য সাহা

১. জয় আবাহনী – সাবিনা ইয়াসমীন , এণ্ড্রু কিশোর
২. ঝিলমিল ঝিলমিল করছে – সুবীর নন্দী ,আবিদা সুলতানা
৩. কোকিলা কাল বলে– ইন্দ্রমোহন রাজবংশী , শাম্মী আখতার
৪. এই যে দুনিয়া – ফেরদৌস ওয়াহিদ , আবিদা সুলতানা
৫. আমি বার বার তিনবার – সৈয়দ আব্দুল হাদী
৬. একটা চিঠি লিখে দাও – সুবীর নন্দী , সাবিনা ইয়াসমীন
৭. নাচ বাবা নাচরে – সৈয়দ আব্দুল হাদী

সারেণ্ডার (১৯৮৭)

সুরকার : আলম খান

১. সবাই তো ভালবাসা চায় – এণ্ড্রু কিশোর
২. ঘড়ি চলে টিক টিক – রুনা লায়লা , এণ্ড্রু কিশোর
৩. রঙ্গের মাস্তলে দিলাম – রুনা লায়লা

ব্যবধান (১৯৮৭)

১৪. হাত ভরা মেহেদী – আবিদা সুলতানা
১৫. সোনালী আকাশ – সাবিনা ইয়াসমীন , সৈয়দ আবদুল হাদী
১৬. প্রেম কেমন খেলা – সৈয়দ আবদুল হাদী
১৭. প্রেমে ডাকলে – সাবিনা ইয়াসমীন

নিয়ত (১৯৮৭)

সুরকার : আলাউদ্দীন আলী

১. পিরিতি বুঝি না – রুনা লায়লা
২. আজ মরতে ইচ্ছে হয় – রুনা লায়লা
৩. এই চোখে যে আগুন আছে – রুনা লায়লা
৪. ওরে সোনা ওরে যাদু – সাবিনা ইয়াসমীন

দেশ–বিদেশ (১৯৮৭)

গীতিকার : জি এম আনোয়ার

সুরকার : আলাউদ্দীন আলী

১. প্যাটের ক্ষুধা – রথীন্দ্রনাথ রায়
২. বেশী চালাক – রুনা লায়লা
৩. আমেরিকা আইসা – সাবিনা ইয়াসমীন
৪. কোন কারিগরে – খুরশিদ আলম

মহুয়া সুন্দরী (১৯৮৭)

গীতিকার : জি এম আনোয়ার

সুরকার : সুবল দাশ

১. আমরা বাইদা বাইদানী – রুনা লায়লা
২. নাচ পাগলী ঘুইরা – রুনা লায়লা , এণ্ড্রু কিশোর
৩. মরে গেলে মিটবে না সাধ – সাবিনা ইয়াসমীন , এণ্ড্রু কিশোর

Dhaka University Institutional Repository

৪. কত ভ্রমর আইলো – রুনা লায়লা

সারেণ্ডার (১৯৮৭)

১. গুণ ভাগ করে দেখেছি জীবন
২. নাচো নাচো ডিসকো নাচো
৩. সবাই তো ভালবাসা চায় – এণ্ড্রু কিশোর

অপেক্ষা (১৯৮৭)

১. ভালবাসা দুজনারে দিল এক – সাবিনা ইয়াসমীন
২. শুভ হোক জন্মদিন – সাবিনা ইয়াসমীন ও সহশিল্পীবৃন্দ
৩. তুমি আমি আমি তুমি – খুরশীদ আলম, রুনা লায়লা
৪. কুংফু কেরাতে মেয়েদের মানায় না – এণ্ড্রু কিশোর, রুনা লায়লা

নীতিবান (১৯৮৮)

গীতিকার : রুমু খান

১. চোর ডাকু সাধু, দিনে রাতে শুধু/ধান্দা করে ধান্দা
২. গুণে গুণে এক, দুই, তিন, যায় যায় যায় চলে দিন(শিশু কণ্ঠ)
৩. তুমিও বাঙালী, আমিও বাঙালী/এসো দুজনে মিলি, মনের কথাটি বলি
৪. আজ রাত সারারাত জেগে থাকব, দুচোখের ইশরাতে কাছে ডাকব
৫. এক বার প্রেম জীবনে আসে, একবারই মানুষ ভালোবাসে/প্রেম আছে তো সবই আছে, প্রেম ছাড়া বেঁচে থাকা যেন মিছে
৬. গুনে গুনে ১, ২, ৩ (বড় হয়ে)

বীরপুরুষ (১৯৮৮)

সুরকার : আলম খান

১. ও কালো ভাই – রুনা লায়লা
২. চোখের আলোয় দেখিনি – সাবিনা ইয়াসমীন , এণ্ড্রু কিশোর
৩. হাবা গোবা ও বাবলারে – রুনা লায়লা
৪. তোমাকে ভালবাসি – রুনা লায়লা ,এণ্ড্রু কিশোর

জবরদস্ত (১৯৮৮)

গীতিকার : গাজী মাজহারুল আনোয়ার

সংগীত : আনোয়ার পারভেজ

শিল্পী : সাবিনা ইয়াসমীন, খুরশিদ আলম, এণ্ড্রু কিশোর

১. অন্তরে বন্ধু, বাহিরে বন্ধু /জীবন মরণে প্রাণের বন্ধু যে আমার/কখনো ভুলে যাব না
২. আড়ালে দাঁড়িয়ে তুমি থাকো নাগো বন্ধু/চোখের কাছাকাছি এসো, একটু না হয় আজ
৩. আজ বাঁচতেও সাধ হয়, মরণেও নাই ভয়/জীবনটা হলো মধুময়/আজ পথের শেষে স্বপ্নেরও দেশে, হারালো দুটি হৃদয়
৪. কখনো কোনো ভুল হয়রে মধুর মধুর লাগে/কখনো আবার ভুল করতে মনে ইচ্ছা জাগে
৫. এ মনটাকে নিয়ে ও নিয়ে ও নিয়ে আমি বিপদে পড়েছি/এমনটা কে দিয়েও দিয়ে ওদিয়ে আমি প্রাণেতে মরেছি
৬. প্রেম দিয়েই জীবন শুরু, প্রেম দিয়েই হবে যে শেষ/ভালোবেসে খুঁজে নেব স্বপ্নেরই কোনো দেশ
৭. অন্তরে বন্ধু

সুখের সন্ধানে (১৯৮৮)

গীতিকার : শহীদুল হক খান

সংগীত পরিচালনা : শেখ সাদী খান

শিল্পী : মান্নাদে, হৈমন্তী শুক্লা, শ্রাবন্তী মজুমদার, এণ্ড্রু কিশোর, শাকিলা জাফর, কুমার বিশ্বজিৎ, সাবিনা আক্তার রুনা, আব্দুল খালেক, চিত্র সুলতানা, চন্দন

১. ভালোবাসা লাগে ভালো, হয় যদি ভালো পরিণতি
২. বন্ধুর চেয়ে আপন বলো কে আছে জীবনে/আমরা দুজন এক মন এক প্রাণ জনমে, মরণে
৩. বলো মা কেন এত ক্লান্ত লাগে, জীবনের তো অনেক বাকি
৪. স্বপ্ন দেখার মজা একটাই যা খুশি তাই করো, যেখানে মন চায় ঘোরো আরে কোনো বাধা নাই

Dhaka University Institutional Repository

৫. তোর মুখে প্রেমের কথা শুনতে ইচ্ছা করে
৬. আমরা হাসবো, আমরা খেলবো, আমরা নাচবো আমরা গাইবো
৭. আনন্দ কি আনন্দ এসো আনন্দ করি/পায়ে পড়ি দোহাই তোমারে উতলা হইয়ো না
৮. হই হই হইয়ো রে হই হই হইয়া/আমার ভিনদেশের মানুষ আইলাম তোদের বাড়ী

হীরামতি (১৯৮৮)

সুরকার : আলাউদ্দীন আলী

১. ছোট দেওরা – সাবিনা ইয়াসমীন ,এণ্ড্রু কিশোর
২. আমার হৃদয় চিরিয়া – সাবিনা ইয়াসমীন , এণ্ড্রু কিশোর
৩. ও আমার সেহেলী – রুনা লায়লা (সুর ,কথা : অখিল ঠাকুর)
৪. আরে কতো বারাবি – শেফালী ঘোষ , শ্যামসুন্দর বৈষ্ণব (কথা : সঞ্জীত আচার্য্য)
৫. শত্রু তুমি – আব্দুল জব্বার (কথা: মাসুদ করিম)
৬. আনচান আনচান করে – সাবিনা ইয়াসমীন (কথা : মাসুদ করিম)

নীতিবান (১৯৮৮)

১. আজ রাত সারা রাত
২. চোর ডাকু সাধু
৩. গুনে গুনে এক দুই তিন
৪. তুমি বাঙ্গালী আমিও বাঙালী
৫. এক প্রেম আসে জীবনে

সুখের স্বপ্ন (১৯৮৮)

গীতিকার : মোহাম্মদ সাঈদ

সুরকার : কাজল রশীদ

১. পাখির কাকলি থেমে গেল – শাহনাজ রহমতুল্লাহ্
২. স্বর্ণ লেখন ছুঁয়ে – আঞ্জুমান আরা

বিরোধ (১৯৮৮)

গীতিকার : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

সুর : রাহুল দেব বর্মন

১. মায়াবী এই নেশা – আশা ভোঁসলে
২. এর টুপি ওর মাথাতে – এণ্ড্রু কিশোর
৩. আজ বয়ে চলে পদ্মা – এণ্ড্রু কিশোর
৪. চোখ তোমায় বলে – এণ্ড্রু কিশোর
৫. তোর আচলে মমতার ছায়া – সাবিনা ইয়াসমীন
৬. এর টুপি ওর মাথায় – (মিউজিক) মনোহরী সিং

প্রতিজ্ঞা (১৯৮৯)

গীতিকার : মুকুল চৌধুরী , দেওয়ান নজরুল

সুরকার : আলম খান

১. আমি শুইনাছি শুইনাছি – সুবীর নন্দী
২. এক চোর যায় চলে – এণ্ড্রু কিশোর
৩. বান্দা তুলেছে দু'হাত – রুনা লায়লা
৪. প্রেম করিতে মানা – রুনা লায়লা

এক দুই তিন (১৯৮৯)

গীতিকার : মোহাম্মদ ইউসুফ,রেজা শাহ

সুরকার : বশীর আহমেদ

১. আচ্ছা বল তুমি – মীনা আহমেদ (কথা: মোহাম্মদ ইউসুফ,সুর: বশীর আহমেদ)
২. ভুল যে হবে ঘুমহারা – বশীর আহমেদ (কথা: রেজা শাহ, সুর: বশীর আহমেদ)
৩. ঘুম ঘুম চাঁদ – মীনা আহমেদ, বশীর আহমেদ (কথা : রেজা শাহ, সুর : বশীর আহমেদ)
৪. যা যা পায়রা – মীনা আহমেদ (কথা: মোহাম্মদ ইউসুফ,সুর: বশীর আহমেদ)
৫. আমাকে যদি গো তুমি – বশীর আহমেদ (কথা: রেজা শাহ)

Dhaka University Institutional Repository

৬. কাননের প্রজাপতি – মীনা আহমেদ (কথাঃ রেজা শাহ)

অপরাধী (১৯৮৯)

গীতিকার : মাসুদ করিম

সুরকার : আলাউদ্দীন আলী

শিল্পী : সাবিনা ইয়াসমীন, এণ্ড্রু কিশোর, আবিদা সুলতানা, রুনা লায়লা

১. সানডে, মানডে, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday/ভাব সবে রাত দিন, সাত দিনে একদিন, কোন দিন ছুটি হবেরে
২. হ্যালো মাই ডিয়ার সুইট হার্ট, এ নিশি বয়ে যায়/সোহাগের নেশায় দেখো আজ আমি যে মরি হায়
৩. বন্ধু ছাড়া প্রেম হয় না, প্রেম ছাড়া সুখ হয় না/মনের মত সঙ্গী পেলে নেই ভাবনা, আহা প্রেম করো না
৪. জীবন যেন শিশির বিন্দু, পদ্ম পাতায় টলোমল/কখন আছে, কখন যে নেই, মিলে না হিসাবেরই ফল
৫. তুমি চেনো কি আমারে, হ্যাঁ খুব চিনি, ভালোবাসো কি আমারে হ্যাঁ খুব ভালোবাসি/তবে বউ সেজে আমার ঘরে, বল আসবে কদিন পরে

বিজয় (১৯৮৯)

গীতিকার : গাজী মাজহারুল আনোয়ার

সংগীত : আলম খান

শিল্পী : রুনা লায়লা, সাবিনা ইয়াসমীন, এণ্ড্রু কিশোর

১. সাথীরে, ও...তুমি যে রয়েছ এ মনে/তুমি যে রয়েছ নয়নে, তুমি যে রয়েছ স্বপনে
২. খুন করলেই খুনী হয়, ধন থাকলেই ধনী হয়, মন থাকলেই মনের মানুষ হয় না, কারো সুখ কারো চোখে সয়না
৩. দোলারে লাগে দোলা ..../সেই দোলায় দোলেরে মন
৪. জীবনটা যেন এক রংয়েরেই মেলা, কিছুতো রবে না ফুরালে খেলা

ভাই আমার ভাই (১৯৮৯)

গীতিকার : আলমগীর কবির

সংগীত : আনোয়ার জাহান নান্টু

শিল্পী : সাবিনা ইয়াসমীন, এণ্ড্রু কিশোর, শাম্মী আখতার

১. ভাই আমার ভাই, ভাই আমার ভাই তুমি আমার ছোট ভাই/ভাই আমার ভাই তুমি আমার বড় ভাই
২. আমার এ গরুর গাড়ী ছোটে সবার বাড়ী, ইঞ্জিনের আগে ছুটে যায়রে, আমার গাড়ীর জুড়ি নাই
৩. আমি ভাত খাবোনারে, আমি ভাত খাবো না নিজের হাতে,তুই যদি না এনে দিস
৪. শোনো চম্পাকলি, কারো গানের সুরে, আমি হব স্বরলিপি
৫. ডান হাতে ডাণ্ডা, বাম হাতে গুল্লি, এক বাড়িতে চলে যাবে দিল্লী
৬. বাংলাদেশী ছেলে, লুঙ্গি কুর্তা ফেলে (আরে) /স্যুট বুট আর লম্বা টুপি পরে সাহেব হলো
৭. পিতার চোখের পানি খোদা সইতে পারে না, বাবা তুমি কোঁদো না
৮. হে পরওয়ার দিগার দয়া করো দয়া করো/দয়া করো তুমি তোমার বান্দাকে

ভাইজান (১৯৮৯)

গীতিকার : দেওয়ান নজরুল, মনিরুজ্জামান মনির

সংগীত : আলম খান

শিল্পী : সাবিনা ইয়াসমীন, রুনা লায়লা, এণ্ড্রু কিশোর, সৈয়দ আব্দুল হাদী

১. শোনো রে খোকা খুকু শোনো এ কথাটুকু শোনো গো সোহাগী/পৃথিবীতে সেই তো সুখী, দুখ যারে করেনা দুখী
২. আমি এতিম অসহায় সর্বহারা, আরে নেই তো কিছু এই বোনকে ছাড়া
৩. চানাচুর গরম চানাচুর, মজাদার আমার চানাচুর
৪. না না না রাগ করে না শোনরে শোন লক্ষী সোনা/বোনের মত বোন তুই যে, ভাইয়ের সাথে রাগ করে না
৫. I love u, মায়া ও মায়া, মায়া ও মায়া/তুমি আমার ভালোবাসার মায়া
৬. ও ..... উইমা...... আমি যে তোর প্রিয়তমা

বেদের মেয়ে জোসনা (১৯৮৯)

সংগীত পরিচালক : আবু তাহের

গীতিকার : তোজাম্মেল হক বকুল, মুজীব পরদেশী

Dhaka University Institutional Repository

১. ওরে তারা দুই দিলি ধরা – রুনা লায়লা , খুরশিদ আলম
২. বেদের মেয়ে জোসনা – রুনা লায়লা , এণ্ড্রু কিশোর
৩. ও তুই ডাকলি যারে – রথীন্দ্রনাথ রায়
৪. মায়ায় ঘেরা এ সংসারে – রথীন্দ্রনাথ রায়
৫. কি ধন আমি চাইব – সাবিনা ইয়াসমীন
৬. ও রানী সালাম – সাবিনা ইয়াসমীন
৭. পাহাড়ীয়া সাপের খেলা – সাবিনা ইয়াসমীন
৮. আমি বন্দী কারাগারে – মুজিব পরদেশী (কথা: মুজীব পরদেশী)
৯. এসো এসো শাহজাদা – সাবিনা ইয়াসমীন ,এণ্ড্রু কিশোর
১০. মের না মের না জল্লাদ – সাবিনা ইয়াসমীন
১১. প্রেম যমুনায় – সাবিনা ইয়াসমীন
১২. আমার লাগিয়া বন্ধু – সাবিনা ইয়াসমীন ,এণ্ড্রু কিশোর

তুফান মেইল

পরিচালক ও গীতিকার : এম.এ. মালেক

সংগীত : সুবল দাস

শিল্পী : সাবিনা ইয়াসমীন, রুনা লায়লা, খুরশিদ আলম

১. ও হো...... দুটি জীবনে প্রেমের বাঁশী বাজে, খুশি তেমন নাচে, কত যে ভালো লাগেরে
২. ষোলো কি সতের, কেউ বলে আঠারো/বে কি ছোট্ট বেলা হারালো আরে বয়স আমার বেড়ে গেলো
৩. বন্ধু বলো না কোথায় রাখি তোমায়, রাখো লুকিয়ে তোমার ঐ কলিজায়

তালাচাবী (১৯৮৯)

গীতিকার : জি এম আনোয়ার

সুরকার : সুবল দাস

১. ঐ লালটু মুখে – রুনা লায়লা , এণ্ড্রু কিশোর
২. প্রেম করতে ইচ্ছে হয় – রুনা লায়লা
৩. লোকে বলে – সাবিনা ইয়াসমীন ,এণ্ড্রু কিশোর
৪. আনারকলি সেলিমের – রুনা লায়লা ,এণ্ড্রু কিশোর

সাগর কন্যা (১৯৮৯)

গীতিকার ও সংগীত : আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল

শিল্পী ঃ রুনা লায়লা, সাবিনা ইয়াসমীন, এণ্ড্রু কিশোর, মতি

১. মরি হায় হায়, দু:খে পরান যায়/মনের মানুষ আজো খুঁজে পেলাম নারে হায়/মরি হায়রে হায়
২. আগুনে পুড়িলে জ্বালা, কাঁটা ঘায়ে নুনের জ্বালা/তার থাইকা বড় জ্বালা, প্রেমের জ্বালারে (হায়)
৩. রাঙ্গুয়ারে রাঙ্গুয়া ধুতিয়া বাজা/ জাঙ্গুয়ারে জাঙ্গুয়া ঢোলক বাজা/আইছে আমার দিনের টুকরা মনেরই রাজা
৪. এত সুন্দর দুনিয়া, ফুলে ফলে ভরিয়া, কে বানাইলোরে, হায় আল্লা হায় আল্লারে
৫. গুরু ছাগলের মত রাখিস নারে বাইন্ধা, বাপ মার কথা মনে হইলে মরি আমি কাইন্দা/তু আমার দিলের রাজা, আমি তুহার রানি, মুহাব্বতের রশি বাইন্ধা/তাই তুহারে টানি
৬. ও সাগর কন্যা গো, ও সাগর কন্যা, প্রেম ডোরে আপন কইরা, মোরে বাইন্ধাছ (হায়রে)
৭. ও আমার জানের জান, ও প্রাণের প্রাণ/আদম হাওয়ার মত মোরা জোড়া বাইন্ধাছি, আরে লাইলী মজনুর মত মোরা প্রেমে মইজাছি।
৮. ও রসের নাগর বেশি খাইয়োনা, অল্প খাইলে খাওয়ার ইচ্ছা রয়
৯. দুধের মত সাদা অন্তর নাইরে কোনো কাল, কালা কালা কালা/বুকে মোদের শুধু যে সুখ নাইরে কোন জ্বালা, জ্বালা, জ্বালা, জ্বালা

আলোমতী প্রেমকুমার (১৯৮৯)

গান সংগ্রহ ও রচনা : এম.এ.খান সবুজ, ইন্দ্রমোহন রাজবংশী

সংগীত পরিচালনা ও সুর সংযোজনা : সুবল দাস

শিল্পী : সাবিনা ইয়াসমীন, রুনা লায়লা, এণ্ড্রু কিশোর, সৈয়দ আব্দুল হাদী, ইন্দ্রমোহন রাজবংশী, শাম্মী আক্তার

১. না না মাইরো না তারে ঐ বোবা প্রাণীরে, বিনা দোষে মাইরা দোষী হইয়ো না
২. আমি আলো একা বাড়ি থাকি, মাতা পিতা চাকরি করে

Dhaka University Institutional Repository

৩. জল খাইতে গিয়াছিলাম দীন ভিখারির বাড়ি, কে যেন জল এনে দিলরে, ও সে মানুষ কিনা পরীরে, মন পাগল আর লাগিয়ারে
৪. আলো ছেড়ে ছিলাম অন্ধকারে, জানতাম না হায় আলো কেমন, না পাইলে তোমারে
৫. ও মধু ভরা এ ফুলে হায় কাঁটা পাইবা না, ও মনচোরা ভ্রমরা তুমি পথ হারাইয়ো না, ধুতুরা ফুলে বিষ থাকে ভুইলা যাইয়ো না
৬. ভালোবাসা ভুলিগো কেমনে, ছবি হয়ে আছে। তুমি মনের গহীনে রে
৭. আমার এ ছিল কপালেরে, দিবানিশি জ্বলব আমিরে, ও দুখের তুষানলেরে
৮. হায়রে বেরসিক নাগর, তুমি কেন কাছে আসো না/ভাজা মাছটা উল্টা কইরা খাইতে জানো না
৯. আমি অভাগিনী, হইয়া কলঙ্কিনী, কপাল দোষে হইলাম বনবাসিনী
১০. বধূ তুমি কেন যে নিদয়া হইলা, কিবা দোষে আমায় তুমি অকূলে ভাসাইলা
১১. জল খাইতে গিয়াছিলাম দীন ভিখারীর বাড়ি, সে জল আমার কাল হইল, নিল সবই কাড়ি বানাইল পথের ভিখারী
১২. জালিমেরে এই জুলুম হতে বাঁচাও পরওয়ার দিগার, সইতে পারি না যে আর এই অবিচার

বৌমা (১৯৮৯)

গীতিকার : খোশনূর আলমগীর

শিল্পী : রুনা লায়লা, এণ্ডু কিশোর, আবিদা সুলতানা, তুলতুল আলমগীর, সৈয়দ আবদুল হাদী

১. তুমি আমার জীবন সাথী, জনম জনম ধরে/সাথে থেকো সাথী হয়ে মরণের পরে
২. সোনামনি, জাদুমনি আয়রে আয়/চন্দ্র সূর্য হয়ে আয়রে আয়
৩. একা একা দূরে চলে যেওনা, অভিমানী কেন কাছে আসো না, বান্ধবী ভালোবেসে কাছে রাখোনা
৪. আজ কেন এত ভালোলাগছে, দুটি প্রাণে ফুলকলি জাগছে/প্রেমেরই ভুবনে তুমি আমি, আমি তুমি সে কী জানো না
৫. মাগো তোমার স্নেহের আঁচলে আমায় আমায় রাখিও বান্ধিয়া/মাগো তোমার আদর সোহাগে আমায় রাখিও বান্ধিয়া
৬. সোনামনি, জাদুমনি (বিরহের সুর)

ক্ষতিপূরণ (১৯৮৯)

গীতিকার : খোশনূর আলমগীর (অনু)

সংগীত : আবু তাহের

শিল্পী : রুনা লায়লা, সাবিনা ইয়াসমীন, এণ্ডু কিশোর

১. এই পথ চলি একা, রাতের আঁধার সাথী করে/দুরাশার পৃথিবীতে শূন্য হৃদয় যার জ্বলে/ শুধু তুমি কাছে নেই বলে
২. ভালোবাসার ভালো একখান মানুষ পাইলাম না/এ যে দারুন জ্বালা, আহ জ্বালা জ্বালা জ্বালা মনের মানুষ পাইলাম না
৩. এ দুটি ছোট্ট হাতে, কি যাদু মাখা আছে/ও দুটি শান্ত চোখে, কি কথা লেখা আছে

কসম (১৯৮৯)

গীতিকার : আব্দুল হাই, আল হাদী, শেখ নজরুল ইসলাম

শিল্পী : সাবিনা ইয়াসমীন, সৈয়দ আবদুল হাদী, এণ্ডু কিশোর, আবিদা সুলতানা, এম.এ. খালেক, বেবী নাজনিন

১. কাঁদিস নারে সাগর কূলে ওরে অভাগা/আল্লাহ রসুল স্মরণ করে থাকিসরে তুই ধৈর্য ধরে
২. আমি নতুন বেদনী ও আমি নতুন বেদনী/সাপের মন্ত্র জানি/নেচে গেয়ে ধরি কত কাল নাগিনী
৩. যে ভালোবাসে তারে চেনে বল কয়জনা/যে কাছে আসে তারে দূরে ঠেলে দিওনা
৪. প্রেম করিলে বুক জ্বলে, সুখতো মেলে না/আমি তোমার প্রেমে দিওয়ানা, আমি তোমার প্রেমে দিওয়ানা
৫. যদি যেতে চাও, তবে কথা দাও, কবে আসবে তুমি বন্ধুরে, বুকের জ্বালা জুড়াইতে
৬. সাবধান, ছুঁইয়োনা আমারে/প্রেমের রোগ হয়েছে আমার/জানের জান বলি যে তোমারে/ প্রেমের রোগ সারাব তোমার
৭. তুমি আমার প্রেমে পড়েছ/মনের কথা চোখে বলেছ/মনে মনে ভালোবেসেছ
৮. প্রজার বিচার করে রাজা, রাজার বিচার করে কে

কুসুম কলি (১৯৯০)

Dhaka University Institutional Repository

১. নাই টেলিফোন নাইরে পিয়ন নাইরে টেলিগ্রাম/বন্ধুর কাছে মনের খবর কেমনে পৌঁছাইতাম
২. আগে যদি জানতাম তোমার রান্না ভালো না/আরে লক্ষ টাকা খরচ করে বিয়া করতাম না
৩. মনটা হলো আজ যমুনা, চলো ডুবে যাই দুজনা/ডুবিয়া ডুবিয়া, ভাসিয়া ভাসিয়া, পাবো যে সুখের ঠিকানা
৪. জানিনা কখন, চুরি হলো মন/রবোরে রবো বল না কি নিয়া
৫. চক্ষু ছুঁইয়া কথা দিলাম, আমি কথা রাখবো/ইহকালে পরকালে আমি তোমার থাকবো
৬. পীরিতি করিয়া, আমি যাবো গো মরিয়া/আমি যাবো গো মরিয়া
৭. এই দেহ হইলো শুধু তোমার, এই মনটা হইলো বন্ধু তোমার/তুমি আমি মিলে মিশে হইলাম একাকার

মরণের পরে (১৯৯০)

গীতিকার : মোহাম্মদ রফিকুজ্জামান

সংগীত পরিচালনা : আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল

শিল্পী : সাবিনা ইয়াসমীন, এণ্ডু কিশোর, সৈয়দ আব্দুল হাদী

১. তুমি ছাড়া এই ঘর শূন্য ছিল, তুমি এলে তাই সব পূর্ণ হলো
২. আমার আঙ্গিনা ফুলে ফুলে ভরা, ছোট ছোট হাসি হাসি মুখ
৩. আজকে আমরা খেলব সবাই, মজার ধাঁধা একটি খেলাই
৪. পৃথিবীতো দুদিনেরই বাসা, এখানেই গড়ি খেলাঘর/দুটি মন শুধু আঁকি আশা, কোনদিন হব না তো পর
৫. পৃথিবীতো দুদিনেরই বাসা, দুদিনেই ভাঙ্গে খেলাঘর/এ জীবনে শুধু যাওয়া আসা, সবই তো হয়ে যাবে পর
৬. শোনো শোনো মা, শোনো গো বাবা, আমাদের ধরে রেখ বুকের মাঝে
৭. দিনে দিনে সব আশা হয়ে যাবে ভুল/ভেঙ্গে যাবে স্বপ্ন গুলো
৮. তুই বড় রঙ্গীলা পাখিরে
৯. একে একে চোখ থেকে মুছে যাবে সাধ/মুছে যাবে সকল ছবি
১০. মায়েরই মমতা দিয়ে ভরা ছিল এই বুক/বাবার আদরে ছিল স্বর্গের মত সুখ
১১. শুরু হলো ভেলকিবাজী, শুরু হলো জাদু
১২. একে একে চোখ থেকে মুছে যাবে সাধ
১৩. পৃথিবীতো দুদিনেরই বাসা, দুদিনেই ভাঙ্গে খেলা ঘর (নারীকণ্ঠ)

কৈফিয়ত (১৯৯০)

গীতিকার : মনিরুজ্জামান মনির

সংগীত : রুমু খান

শিল্পী : সবিনা ইয়াসমীন, এণ্ডু কিশোর, খুরশীদ আলম, প্রণব ঘোষ, রুনা লায়লা, সাবিনা আকতার রুনা

১. হয়না রে হয়না, কখনো হয় না, মায়ের তুলনা, মা শুধু মা
২. আজকে জন্মদিন/দোয়া করো আমি যেন ভালো থাকি চিরদিন
৩. মনটা দিয়ে অন্তরে ভালোবাসি শুধু তারে
৪. আমি রাতের মর্জিনা, রীতিনীতি বুঝিনা
৫. চোখে যখনই চোখ পড়ে যায়,থাকে না কোন ভাষা/বুঝি তারই নাম ভালবাসা

সান্ত্বনা (১৯৯১)

গীতিকার : মনিরুজ্জামান মনির

সংগীত পরিচালনা : আলম খান

শিল্পী : সাবিনা ইয়াসমীন, এণ্ডু কিশোর, বেবী নাজনীন

১. টুটুল মায়ের ছেলে, টুটুল বাবার ছেলে/ছেলে কারো একা নয়/ছেলে তুমি আমি মিলে
২. দেখোরে দুনিয়া, নয়ন ভরিয়া/কোন দিন যে যাবি চলিয়া বন্ধু কোন দিন যে যাবি চলিয়া
৩. আমার মায়া আমার ছায়া সাথে রবে তোর সারাজীবন ভর (নারীকণ্ঠ)
৪. আমার মায়া আমার ছায়া (পুরুষকণ্ঠ)
৫. দুজনে মিলে রাখবো ধরে ও....... আসছে আমার মামনি ফিরে
৬. জীবন যেন শুরু হলো আবার, নতুন করে/দিনগুলো কেটে যাবে তোমারি হাত ধরে
৭. জীবন যেন শুরু হলো (বিরহ সুর,আংশিক)

রঙীন মালকা বানু (১৯৯১)

গীতি সংগ্রহ ও রচনা : মনিরুজ্জামান মনির

সংগীত পরিচালনা ও সুর সংগ্রহ : আলম খান

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পী : রুনা লায়লা, এণ্ড্রু কিশোর, বেবী নাজনীন, খুরশীদ আলম

১. এই না ফাগুন কালেরে, গায়ে আগুন জ্বলেরে
২. তুমি গো ফুল বাগানে বসে গাঁথো কি মালা/আমি যে হলাম পাগলা
৩. ওরে আমার কাঞ্চা বন্ধু চেনো নি তারে সখি চেনো নি তারে যে জন আমার মন হরিল বাঁশির সুরে সখি চেনোনি তারে
৪. ভেবেছিলাম আমি কালকে, তুমি আসবে ওগো আজকে
৫. ও সাথীরে, আশায় আশায় দিন কাটাইলাম, পথের দিকে চাইয়া রইলাম, কখন তোমার দেখা পাবগো
৬. হে পরওয়ার দিগার, রাব্বুল আলামিন, হে রহিম রহমান, তুমি লও সালাম/অসহায়া এক বান্দা আমি, ডাকি তোমারে মরণের দুয়ার থেকে বাঁচাও বন্ধুরে
৭. কার কাছে জ্বালা জ্বালা চেপে আমার কথা কই/পরান বন্ধুর কাছে মোর মিনতি জানাই
৮. মালকাবানুর দেশেরে বিয়ার বাদ্য বাজনা বাজেরে (কথা ও সুর সংগৃহীত)

কাসেম মালার প্রেম (১৯৯১)

পরিচালক : মোস্তফা আনোয়ার

গীতিকার : আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল , আলী আজাদ

শিল্পী : রুনা লায়লা, সাবিনা ইয়াসমীন, রথীন্দ্রনাথ রায়, এণ্ড্রু কিশোর, বেবী নাজনীন, এম. এ. খালেক

১. মনরে ওহ্ মনরে, কাঁদিসরে কোন মিছে মায়ায়, কাঁদিস কিসের আশায়
২. যেয়োনা যেয়োনা কাসেম, আমি মালা কই তোমারে, ভুল বুইঝোনা বন্ধু তুমি আমারে
৩. চোখের জলে বালিশ ভিজিল, তোমারি কথা ভাইব্যাগো/বউ সাজাইয়া বলো না কবে, আমারে নিয়া যাইবা গো
৪. তুমি আমার চিরসাথী মনে প্রাণে ভালোবাসি/বধূ রূপে বরণ করো আমারে
৫. আমার হাঁড় কালা করলাম রে, ও আমার দেহ কালা করলামরে/ও অন্তর কালা করলামরে তোর পীরিতে পড়িয়া
৬. ভুলব না ভুলব না বন্ধু, ভুলব না গো আমি তোমারে/ইহকালে পরকালে তুমি চিরসাথী গো
৭. আল্লাকে রাখিয়া সাক্ষী, বধূরূপে তোমায় দেখি/মালা তোমার গলায় দিলাম মালারে
৮. তোমরা ভিক্ষা দাও, দেশবাসী তোমরা ভিক্ষা দাও গো
৯. এত মানুষ ভবে, এই মানুষের ভিড়ে আমার কাসেম কেন নাইরে

সম্মান (১৯৯১)

গীতিকার : মনিরুজ্জামান মনির

সংগীত পরিচালনা : রুমু খান

শিল্পী : সাবিনা ইয়াসমীন, রুনা লায়লা, এণ্ড্রু কিশোর, সৈয়দ আব্দুল হাদী, শাকিলা জাফর

১. তুমি, শুধুই ওগো তুমি, রবে আমার চিরদিনই/এই চোখে আঁকা, এই বুকে লেখা, তোমারি নামখানি
২. রাজু সাজু দুটি ভাইরে, বোনটি ছাড়া কেহ নাইরে/এই রূপা মুখে হাসি, দেখব দিবানিশি/ আর তো কিছু নাহি চাইরে
৩. আমার দেহ আছে প্রাণ নাইরে, তোমার প্রাণের মাঝে হারিয়ে গেছে
৪. বড় বড় ডিগ্রী নাই যে, আমি অশিক্ষিত/আরে জ্ঞানী গুণী সবার কাছে করি মাথানত
৫. ঝোঁকের মাথায় করলাম বিয়া, পাড়া পড়শীরে না বলিয়া, বউ তুলি কোথায় নিয়া

বেপরোয়া (১৯৯২)

গীতিকার : কবীর আনোয়ার

সংগীত : আলম খান

শিল্পী : সাবিনা ইয়াসমীন, রুনা লায়লা, এণ্ড্রু কিশোর, বেবী নাজনীন

১. মানুষ নিষ্পাপ পৃথিবীতে আসে, কাউকে দিয়োনা দোষ পিতার দোষে
২. গুনাই বিবি দেখতে আমি হাঁটে গিয়াছিলাম/এক টিকিটে যাত্রা দেখে বউ উপহার পেলাম।
৩. বেলী ফুলের মালা পরে, এক প্রেমিক প্রিয়াকে ঘরে তুলেছে
৪. প্রেমকে বলি এক যাদুকর, সব কিছু লাগে সুন্দর/মনকে বলি এক পীরিতের ঘর, তুমি বধূ আমি বর/সঙ্গী থেকো জীবন ভর
৫. I, I, I, U, U, U, I Love You, I, I, I, U, U, U, U Love me/ আমার রূপের নেশায় ডুবে যাবে তুমি
৬. আমার এ প্রেম ভুলে যেতে বলো না, তুমি চলে গিয়ে আশা ভেঙ্গে দিয়ো না

Dhaka University Institutional Repository

৭. তুমি যদি আমার মা হতে, বুকের ভেতর জমে থাকা কথাগুলো বলতাম

এই নিয়ে সংসার (১৯৯২)

গীতিকার : গাজী মাজহারুল আনোয়ার, নূর হোসেন মনির, মাসুদ করিম

সংগীত : আলাউদ্দীন আলী

শিল্পী : রুনা লায়লা, সাবিনা ইয়াসমীন, সৈয়দ আব্দুল হাদী, এম.এ. খালেক, রেটিনা

১. বাবা মায়ের চোখে, একটি স্বপন, খোকন সোনা চাঁদের কণা আসবি কখন, হাসবি কখন
২. খালি কলসি বাজে বেশী, ভরা কলসি কম/মনে যার ভালোবাসা, মুখে তার শরম
৩. খালি ঘরে একলা থাকি বন্ধু কেন বোঝ না/জেগে জেগে রাত কাটে, চোখে তো ঘুম আসে না
৪. জীবন একটা দু:খ সুখের গান, এ গান শেষ হয় যেদিন ফুরায় প্রাণ
৫. ও প্রিয়, প্রিয়তম, তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না, এ চোখে পৃথিবীটা দেখব না

বন্ধন (১৯৯২)

গীতিকার ও সংগীত পরিচালনা : আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল

শিল্পী : সাবিনা ইয়াসমীন, বেবী নাজনীন, এণ্ড্রু কিশোর

১. ওরে ছোট ভাই, আমি তোর বোন/রাখব তোকে বুকের মাঝে, সারাটি জীবন রে সারাটি জীবন
২. দোষ তোমার নেই, নেই নেই নেই/দোষ আমার নেই, নেই নেই নেই/এমনি করে হঠাৎ কখন প্রেম হয়ে যায়
৩. পাগলীর মন নাচাইয়া পাগলা যায় চলিয়া, পাগলারে ধরো ধরো রে
৪. আর পারি না থাকতে, আমায় আরতো ধরে রাখতে, আমার লজ্জা ঘরের দরজা ভেঙ্গে দাও
৫. আয় ঘুম আয়, আমার যাদুর চোখে আয়/ধীরে ধীরে লক্ষ্মী সোনার চোখের ইশারায়

ত্রাস (১৯৯২)

গীতিকার : মাসুদ করিম

সুরকার : শেখ সাদী খান

শিল্পী : রুনা লায়লা, সাবিনা ইয়াসমীন, সৈয়দ আবদুল হাদী, এম.এ. খালেক, সুবীর নন্দী

১. একতা, শান্তি, শৃঙ্খলা, জ্ঞানের পথে এগিয়ে চলা/কলেজে ছাত্র শিক্ষক মিলে কাজ আমাদের লেখাপড়া, বড় হয়ে দেশ গড়া
২. লাগল কি শিহরণ, কেঁপে উঠে তনুমন/ভালবাসা এরই নাম, এতদিনে জানলাম
৩. ক্লান্তি আমায় ক্ষমা করো প্রভু (আংশিক)
৪. ভালবেসে তোমাকে দিয়েছি এ মন, বল তুমি আমার হবে গো কখন
৫. নিশিরাতের পদ্ম আমি, ফুটি জলসাঘরে/আমার রূপের মধু দিয়ে সবাই প্রেমের নেশা করে/কেউ চায়না আমার, মনরে, দেয়না আমার মন
৬. হিপ হিপ হুররে........, কি আনন্দ আজকে মনে, কি আনন্দ রে

পদ্মা নদীর মাঝি(১৯৯৩)

সংগীত : গৌতম ঘোষ,আলাউদ্দীন আলী

গীতিকার : লালন ফকির,সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

শিল্পী : কিরণ রায়,পীযূষ কান্তি সরকার,নূরুন নাহার বেগম

১. মন মাঝি তোর বৈঠা নে রে
২. জীবনটা কাটাইলা পরের ঘরে সুজন বন্ধুরে(আংশিক)
৩. আন্ধার রাইতে আসমান জমিন ফারাক কইরা
৪. মাঝি বায়া যাও রে/অকূল দরিয়ার মাঝে কূল নাই রে
৫. পরান আমার বাইরাম বাইরাম করে
৬. পবন বয়,পবন বয়/আমি পিরান পাতিয়া দিব
৭. একখান কঞ্চি আঁকাবাঁকা,ফুল ফুটিছে ঝাঁকাঝাঁকা
৮. আগে যদি জানিতামরে ময়না

আত্ম বিশ্বাস (১৯৯৩)

সংগীত পরিচালনা : আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল

শিল্পী : রুনা লায়লা, সাবিনা ইয়াসমীন, এণ্ড্রু কিশোর, বেবী নাজনীন, শাকিলা জাফর, এম.এ. খালেক

Dhaka University Institutional Repository

১. চিরদিন এই দুনিয়ায়, হয়েছে হায়, প্রেমেরই জয়
২. সারা জীবন, বলব আমি, তুমি আমারি শুধু আমারি
৩. এই মন আজ তোমাকে দিতে চাই প্রেম উপহার/ভালোবেসে মরতে হলে, মরব আমি শতবার
৪. আমি যে তোমারি, তুমি যে আমারি/আমি তোমার প্রেমে পড়েছি গো পড়েছি
৫. আগুন লেগেছে আমার অঙ্গে, এখনো সুজন তুমি সঙ্গে

খুনী আসামী (১৯৯৩)

গীতিকার : মনিরুজ্জামান মনির, আহমেদ জামান চৌধুরী

সংগীত : রুমু খান

শিল্পী : রুনা লায়লা, এণ্ড্রু কিশোর, শুভ্রদেব

১. পর্দা তুলেছি, ঘোমটা খুলেছি/মন ভরে আমায় দেখে নাও, আমি কোন রূপসী
২. লক্ষী বাজারের লক্ষ্মী মাইয়া, ভালোবাসার পঙ্খী হইয়া/আইবো আমার ঘরে উড়াল দিয়া, আইবো আমার ঘরে, কবুল কইয়া
৩. প্রিয়তম, প্রিয়তম, তোমায় পেয়ে ধন্যজন্ম/তোমায় আমি ভালোবেসে যাব, যত দিন প্রাণে আছে দম
৪. ওরে ময়না, আমায় জ্বালাস না/দুরু দুরু কাঁপেয়ে আমার অন্তর
৫. আজ রাত সারা রাত জেগে থাকব (ক্যাসেট)
৬. আগুন জ্বলে এই অঙ্গে, নেই তো কেউ মোর সঙ্গে/লাগে জানি কেমন কেমন, বলো না ওগো সুজন

কেয়ামত থেকে কেয়ামত (১৯৯৩)

গীতিকার : মনিরুজ্জামান মনির

সুরকার : আনন্দ মিলিন্দ,আলম খান

শিল্পী : রুনা লায়লা, আগুন

১। বাবা বলে ছেলে নাম করবে, সারা পৃথিবী তাকে মনে রাখবে/শুধু এ কথা কেউ জানেনা আগামী দিনের ঠিকানা

২। এখনতো সময় ভালবাসার, এ দুটি হৃদয় কাছে আসার/তুমি যে একা আমিও যে একা লাগে যে ভালো, ও প্রিয়

৩। ও আমার বন্ধুগো চির সাথী পথ চলা/তোমারি জন্য গড়েছি আমি, মঞ্জিল ভালোবাসা

৪। সাজো সুন্দরী কন্যা সাজো বিয়ার সাজে(আংশিক)

৫। একা আছি তো কি হয়েছে, সবিতো আছে আমারই কাছে/এই তুমি আছো হৃদয়ে আছো/আমারি জীবন, তোমারি এখন

৬। বাবা বলতো ছেলে নাম করবে, সারা পৃথিবী তাকে মনে রাখবে/শুধু এ কথা কেউ জানেনা (আংশিক,বিষাদময় সুর)

৭। চাঁদনী রাতে তুমি আছ পাশে

হীরন পাশা (১৯৯৩)

গীতিকার : মনিরুজ্জামান মনির, মিল্টন খন্দকার, আবুল খায়ের বুলবুল

সংগীত : আবু তাহের

শিল্পী : রুনা লায়লা, সাবিনা ইয়াসমীন, এণ্ড্রু কিশোর, শাকিলা জাফর, রিজিয়া পারভীন, খালেক

১. প্রেম চিরদিনই থাকবে, প্রেম চিরদিন থাকবে/হীরন পাশার প্রেমের কথা, ইতিহাসে লেখা রইবে
২. পড়িল ঢোলে বাড়ি, আসোগো তাড়াতাড়ি/নাচোগো সবাই মিলে কোমর দুলাইয়া (আহা)
৩. শেফালী, শেফালী, মোরা রাতেরই রানী/তোমাকে চায় এই জওয়ানী জওয়ানী/আমি যে তোমারি দিওয়ানী দিওয়ানী
৪. বেদরদী, কচি মুখের মধুর হাসি কেড়ে নিয়োনা/ঝমা ঝম নাচব আমি গাইব আমি, সাজা দিয়ো না
৫. তোমাকে ছাড়া বাঁচিনা বাঁচিনা, কাছে আসোনা সখী, দূরে থেকো না
৬. চোখে আছো তুমি, চোখে আছো তুমি, মনেও তুমি/তোমাকে বেসেছি ভালো, তাই জীবনে এত আলো

ভয়ংকর সাতদিন (১৯৯৩)

গীতিকার : গাজী মাজহারুল আনোয়ার, নূর হোসেন বলাই, মনিরুজ্জামান মনির

সুরকার : আলাউদ্দীন আলী

শিল্পী : সাবিনা ইয়াসমীন, রুনা লায়লা, এণ্ড্রু কিশোর, এম.এ. খালেক, খালেদ হাসান মিলু, মৌরী, আগুন

Dhaka University Institutional Repository

১. চিনেছি তোমায়, চিনে ফেলেছি/জেনেছি তোমায় জেনে ফেলেছি/যতই করো বাড়াবাড়ি, এমনটা নিয়ে লুকোচুরি বানাবো আমার সঙ্গিনী
২. যাহা বলিব সত্য বলিব, আর মিথ্যা বলিব না/প্রেমিক বলো আর পাগল বলো, তোমাকে ছাড়া বাঁচিব না
৩. বাজল রে বারোটা বাজলো, লাগলোরে গিট্টু লাগলো/কলুর বলদ হয়ে এবার, ঘানি টানা শুরু হলো
৪. আগে ছিলাম ভালো, আমার এখন কি যে হলো
৫. তুমি যে থাকবে নিঃশ্বাসে আমার, আমি যে থাকব বিশ্বাসে তোমার/পাগল এই মনের মেটেনা সাধ, না পেলে তোমার ভালবাসা
৬. ভালোবেসে ঘর বাঁধিলে, দু:খ ব্যথা সইতে হয়/তোমার দেয়া সুখের কাছে, সে দু:খতো কিছুই নয়

অবলম্বন (১৯৯৪)

পরিচালক : এম.এম. সরকার

গীতিকার : আহম্মেদ জামান চৌধুরী, মনিরুজ্জামান মনির

সংগীত : আলী হোসেন

শিল্পী : রুনা লায়লা, সাবিনা ইয়াসমীন, এণ্ড্রু কিশোর, বেবী নাজনীন, খালেদ হাসান মিলু

১. মনে রেখ চিরদিন, ভালোবাসা যেন থাকে/স্মৃতিগুলো যায় না মুছে, বারে বারে পিছু ডাকে
২. বাজারে ঢোল বাজা, জীবনটা বড় মজা/ভেবেনে আজকে সবাই আমরা, কেউ রানী কেউ রাজা
৩. শোনো বন্ধু ওগো তুমি বিনা আমি কাউকে চাইনা/তুমি ছাড়া আমি যে হায় বাঁচিতে পারি না/তুমি ছাড়া আমার কিছু ভালো তো লাগে না
৪. তোমায় কেন ভালবাসি, কাছে ছুটে আসি/আমি জানি না তো কি যে কারণ
৫. আমি সবকিছু ভুলে যাই, যখন তোমায় কাছে পাই
৬. মনে রেখ চিরদিন

ডিসকো ড্যান্সার (১৯৯৪)

গীতিকার : আহমদ জামান চৌধুরী, মুন্সী ওয়াদুদ

সংগীত : শেখ শাদী খান

শিল্পী : রুনা লায়লা, সাবিনা ইয়াসমিন, এণ্ড্রু কিশোর, জাহানারা ফেরদৌস খান, জোনাক খান, কুমার বিশ্বজিৎ, মাকসুদ (ফিডব্যাক)

১. ও দরিয়ার পানি, তোর মতলব জানি/ও পানির পানি, তুই দুষ্টু জানি
২. তোমাকে এতদিন কেন খুঁজিনি, মনে এত তৃষ্ণা কে বুঝিনি/তোমায় পেয়ে আজ বুঝেছি, তুমি আমার প্রেম কাহিনী
৩. তুমি আমার প্রাণে আগুন জ্বেলেছে, চুপি চুপি মনটা কেড়ে নিয়েছ
৪. আমি এক ডিসকো ড্যান্সার, এই ডিসকো নাচ আর ডিসকো গান, আমার জীবন আমার প্রাণ
৫. ভালবাসা বুঝি এমনই হয়, প্রেমে পাগল করে দুটি হৃদয়/একই সুরে, একই গানে, কাছে টানে তুমি সাথী আমার, জীবন সাথী আমার
৬. আমি রাজা, গানের রাজা/আমি শিল্পী, নাচের শিল্পী/আমি স্টার, স্টার, স্টার/আমি হব চ্যাম্পিয়ন, আমি হব চ্যাম্পিয়ন/চ্যালেঞ্জ, চ্যালেঞ্জ, চ্যালেঞ্জ

ডিস্কো বাইদানী (১৯৯৪)

গীতিকার : দেওয়ান নজরুল, এম.এ. খালেক

সংগীত : তানসেন খান

শিল্পী : রুনা লায়লা, সাবিনা ইয়াসীমন, এণ্ড্রু কিশোর, এম.এ.খালেক, আবিদা সুলতানা

১. নাচে নাচ নাগিনী
২. ও জলদি কাছে এসোনা, তুমি প্রেমের বাঁশী এ সুখের হাসি, আমি তোমার প্রেমের দিওয়ানা
৩. আমি আগুন প্রেম দিবরে, মন খুলে প্রেম করোরে/আগুন লাগা বুকে আমার ঝড় উঠেছে, এ ঝড় নেভাবে কে/বাইদা হো (২) আমি যে ডিস্কো বাইদানী
৪. মিয়াভাই, এই খানে কোন মেয়ে মানুষ নাই, এইটা রিকশা গ্যারেজ
৫. জীবনে প্রথমবার তোমাকে আমি আপন করেছি, তোমার কসম, আমি অন্তর থেকে তোমায় ভালবেসেছি

প্রেম যুদ্ধ (১৯৯৪)

গীতিকার : আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল

সুরকার : আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পী : এণ্ড্রু কিশোর, কনকচাঁপা, শাকিলা জাফর, আগুন, সালমান শাহ্
১। ওগো মোর প্রিয়া, জেনে রাখ তুমি/তুমি ছাড়া এই দেহে প্রাণ রাখবো না আমি/তুমি শুধু তুমি, এই অন্তরে
২। ও, তুমি আমার জীবনের এক স্বপ্ন যেন/সেই স্বপ্নে দুটি আঁখি মগ্ন যেন/ যেন তুমি সাগর, যেন তুমি মাটি, যেন তুমি আকাশ, যেন তুমি নদী, যেন তুমি পাহাড়, যেন তুমি বাতাস, এই পৃথিবীতে ওগো, সবি যে তুমি
৩। তুমি আমার জীবন মরণ তুমি আমার আশা /তুমি আমার জান আমার প্রাণ/তোমার বুকের ভেতর আমার স্বর্গ সুখের বাসা/তুমি আমার জান আমার প্রাণ
৪। এ যুগের শাজাহান আমি যে তোমার, তুমি আমার মমতাজ/এ বুকেই যমুনা, তাজমহল, প্রেম দিয়ে গড়েছি আজ
৫। তেল ছাড়া গাড়ি চলে না, পানি ছাড়া জাহাজ চলে না/ও মনে মনে মিল না হলে ভাব চলে না/আগুন ছাড়া লোহা গলে না
৬। লাল লাল এই গালে একটা চুমু/একটা চুমু নরম ঠোঁটে, এমন মিষ্টি মুখ কার কপালে জোটে
৭। আর আমি দোষ কারো দেব না, তোমায় হারানো ব্যথা আর কারো কাছে আমি বলব না

কমাণ্ডার (১৯৯৪)

গীতিকার : মিল্টন খন্দকার
সংগীত ও পরিচালনা : আলম খান
শিল্পী : সাবিনা ইয়াসমীন, এণ্ড্রুকিশোর, রিজিয়া পারভীন

১. রূপসী বাংলার এক রূপসী মেয়ে, মনেরই চোখ দিয়ে দেখিছি চেয়ে
২. এমন কিছু কথা আছে, যা শোনা যায় না, বোঝা যায় না, শুনে নিতে হয়, বুঝে নিতে হয়
৩. বাজল সানাই বাজল রে বিয়া বাড়িতে/আইলো জামাই, আইলোরে মোটর গাড়ীতে (বিয়ের অনুষ্ঠানে)
৪. পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে রক্ত লাল
৫. ছিলা কই, জানি না/আইলা কই, জানি না/যাইবা কই, জানিনা/দুনিয়াটা আজব গ্যাড়াকল

চাঁদকুমারী চাষার ছেলে (১৯৯৪)

গীতিকার : আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল
সংগীত : আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল
শিল্পী : সাবিনা ইয়াসমীন, দিলরুবা খান, আবিদা সুলতানা, বেবী নাজনীন, শাকিলা জাফর, এম.এ. খালেক, তপন চৌধুরী, রুনা লায়লা

১. ওরে বিছানাতে গড়াগড়ি কইরা নিশি যায়, একটা ফোঁটা ঘুম আসেনা চোখেরই পাতায়
২. ও আমার মন ভালো না রে, প্রাণ ভালো না রে/বন্ধু আমার আজো আইলো না
৩. তোমায় পাইলে সাত রাজার ধন, চিরতরে ছাড়তে পারি গো/আমি চাষার ছেলে গো /আমি চাঁদকুমারী গো
৪. জীবনে মরণে তুমি গো, ও সখা, চাই তোমারে চাই/তুমি ছিলে মোর প্রাণের প্রদীপ তাই কোথাও আলো নাই
৫. কোথায় তোমাকে খুঁজে পাই ও বন্ধু নাই তুমি পাশে নাই/তুমি ছাড়া আমি পাগল পারা বন্ধু মরণ আমি চাই
৬. বাদশা ও বাদশা, বাদশা ও বাদশা/এই নারূপের সিন্দুক খুলে দিব দিব দিবরে/ আজকে তোমায় পাগল করে দিব দিব দিবরে

তুমি আমার (১৯৯৪)

পরিচালক : তমিজ উদ্দীন রিজভী, (সমাপ্ত করেছেন জহিরুল হক)
গীতিকার : গাজী মাজহারুল আনোয়ার, মনিরুজ্জামান মনির
সুরকার : আবু তাহের
শিল্পী : রুনা লায়লা, সামিনা চৌধুরী, কনক চাঁপা, কুমার বিশ্বজিৎ, শেখ ইসতিয়াক, আগুন
১। যদি হাত ধরি, তুমি কি হাত ছাড়িয়ে নিতে পারবে/চেষ্টা করে দেখনা, বার বার তুমি শুধু হারবে/তুমি আমার ভালবাসার
২। জ্বালাইয়া প্রেমের বাতি/মনের মাঝে থাকো রে/দাওনা দেখা বন্ধু আমারে
৩। দেখা না হলে একদিন/কথা না হলে একদিন/বুকের ভিতর করে চিন্ চিন্ চিন্
৪। আমার জন্য তোমার জন্য, আমার ভালোবাসা শুধু তোমার/ও যত দিন জীবন থাকে, বলব শুধু তুমি আমার

Dhaka University Institutional Repository

৬। করে বুকে ধুক ধুক, এই ভীরু ভীরু বুক/হায়রে হায় মরি লজ্জায়

আঞ্জুমান (১৯৯৫)

সংগীত পরিচালক : সুবল দাস

গীতিকার : গাজী মাজহারুল আনোয়ার, মাসুদ করিম, মনিরুজ্জামান মনির, মারুফ আহম্মেদ

কণ্ঠ শিল্পী : সাবিনা ইয়াসমিন, রুনা লায়লা, এণ্ড্রু কিশোর, হানিফ মোহাম্মদ, রীতা সেন

১. এত বড় দুনিয়াতে বাঁচা মরা তোমার হাতে

২. কে হবে জানিনা আমার প্রিয়তমা → এণ্ড্রু কিশোর

৩. এহে..... টাকারই খেলাতে রঙেরই মেলাতে

৪. তোমারই প্রেমে পড়েছি আমি কথা দাও আমারই হবে গো

৫. তুমি ও আমার আঞ্জুমান ভালোবাসার ফুলবাগান

৬. ভালোবাসা মিছে আশা/ভালোবাসা করেছে ছলনা প্রেম দিয়ে কিনেছি বেদনা

আশা ভালবাসা (১৯৯৫)

সংগীত পরিচালক : আবু তাহের

কণ্ঠশিল্পী : রুনা লায়লা, সাবিনা ইয়াসমীন, আগুন, এণ্ড্রু কিশোর, শেখ ইশতিয়াক, হারুন অর রশিদ

গীতিকার : গাজী মাজহারুল আনোয়ার, মনিরুজ্জামান মনির

১. অবহেলা যতই করো যতই রাখে দূরে কণ্ঠ আমার গেয়েই যাবে নিজের আপন সুরে.... আমার এ গান নাই হোক কারো সাথে তুল্য

২. অঞ্জলি লহ মোর সঙ্গীতে (শুধুমাত্র স্থায়ী অংশ)

৩. ভালোবাসো তুমি মানুষেরে এই গানে গানে সুরে সুরে

৪. আ.....ও....প্রেম, প্রীতি আর ভালোবাসা/ছোট ছোট কিছু ভীরু আশা

৫. ভালোবাসো তুমি মানুষেরে

৬. না গো, তুমি ছাড়া ভালোলাগেনা আমার

৭. আ... আ.... ও.... প্রেম প্রীতি আর ভালোবাসা

৮. এ কেমন মিলন বলো এ কেমন মিল → সাবিনা ইয়াসমীন (আংশিক)

৯. ব্যথা বড় ভালো লাগে যদি তুমি দাও

১০. আরো আগে কেন এলে না আরো ভালোবাসা দিলে না

স্বপ্নের ঠিকানা (১৯৯৫)

পরিচালক : এম.এ.খালেক

কণ্ঠ শিল্পী : সাবিনা ইয়াসমীন, এণ্ড্রুকিশোর, রুনা লায়লা

গীতিকার : মনিরুজ্জামান মনির

সংগীত পরিচালক : আলম খান

১. এই দিন সেই দিন কোন দিন তোমায় ভুলব না → সাবিনা ইয়াসমীন ও এণ্ড্রু কিশোর

২. নীল সাগর পার হয়ে তোমার কাছে এসেছি → রুনা লায়লা

৩. যদি সুন্দর একটা বউ পাইতাম .... জ্বালাইয়া গেল প্রেমের আগুন নিভাইয়া গেলা না.... তুমি যাও যাও দূরে যাও কাছে আইসো না (রিমিক্স গান)

৪. ও সাথীরে যেওনা কখনো দূরে → সাবিনা ইয়াসমীন ও এণ্ড্রু কিশোর

৫. তুমি আমার জীবনের শুরু তুমি আমর জীবনের শেষ → সাবিনা ইয়াসমীন ও এণ্ড্রু কিশোর

৬. ও সাথীরে যেওনা কখনো দূরে → (Sad) সাবিনা ইয়াসমীন ও এণ্ড্রু কিশোর

কন্যাদান (১৯৯৫)

কণ্ঠ : এণ্ড্রু কিশোর, সাবিনা ইয়াসমীন, আঁখি আলমগীর, রুনা লায়লা

সংগীত পরিচালক : আনোয়ার জাহান নান্টু

গীতিকার ও পরিচালনা : দেলোয়ার জাহান ঝন্টু

১. পাগল আমায় বলো না না আবোল তাবোল বোলো না

২. হে..... হে..... লা...... লা..../এক দুষ্ট মেয়েটির মিষ্টি হাসি আমি পরান জুড়ে ভালবাসি

Dhaka University Institutional Repository

৩. ও.....ও..... আ......আ...... রিমঝিম রিমিঝিমি বর্ষা এলো, বর্ষারানী রুমঝুম তালে
৪. তুমি যে ডাক্তার তুমি আমার সিস্টার
৫. আ.....আ..... মায়ের কালে যেন চাঁদ নেমেছে
৬. শোন্ শোন্ খুকুমনি শোন্ কাহিনী
৭. আ......আ...... মায়ের কোলে যেন চাঁদ নেমে এলো

মহামিলন (১৯৯৫)

গীতিকার ঃ মনিরুজ্জামান মনির

সংগীত পরিচালক ঃ আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল

কণ্ঠ সংগীত ঃ সৈয়দ আব্দুল হাদী, এণ্ড্রু কিশোর, শাকিলা জাফর, খালিদ হাসান মিলু, কনক চাঁপা, সালমা জাহান, আগুন, এম.এ. খালেক

১. পৃথিবীকে সাক্ষী রেখে তুমি আজ আমারই হলে
২. প্রথমে বন্দনা করি সৃষ্টিকর্তার নাম
৩. আমি যে তোমার কাছে এসেছি প্রিয় থেকে প্রিয়তম হয়েছি
৪. খাওয়াইলা কি তালটা লাগে উল্টাপাল্টা
৫. একদিন দুইদিন তিনদিন পর তোমারই ঘর হবে আমারই ঘর

আন্দোলন (১৯৯৫)

গীতিকার : রাহাত চৌধুরী

সংগীত : আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল

শিল্পী : সৈয়দ আবদুল হাদী, শাকিলা জাফর, খালেদ হাসান মিলু, দিলরুবা খান, আলম খন্দকার, শুক্লা দেবী, রবি চৌধুরী, মৌটুসী ইসলাম, বাবুল, প্রমুখ

১. সূর্যের আলো, আকাশ বাতাস কিছুই দেখি না (আংশিক)
২. সুন্দরী গো ও বাহবা, কাছে এসো ও বাহবা, ভালোবাসো ও বাহবা /ও মিতু......../ তোমার রূপের জালে
৩. প্রেমের আগুন জ্বালাইয়া মনে, নেভেনা তো কোনো জলেরে/আমারে পাগল কইরা, কেন যাস দূরে সইরা
৪. মরেছি মরেছি, প্রেমে যে পড়েছি/দু চোখে তোমারি ছবি, তোমাকে শুধু আমি ভাবি
৫. তুই যে আমার তেঁতুল গাছের বাউলা তেঁতুলরে/সময়কালে খামু যে তোরে ও ছমিরন সময় কালে খামুযে তোর
৬. অনুভবে কাছে আছ তুমি, কাছে তুমি থেকো চিরদিন
৭. ১, ২, ৩ হায়রে মন আজ রঙীন/নাচে গানে করব যে দিওয়ানা

অগ্নি স্বাক্ষর (১৯৯৫)

গীতিকার : ড. মনিরুজ্জামান, আহম্মেদ জামান চৌধুরী, গাজী মাজহারুল আনোয়ার, মনিরুজ্জামান মনির

সংগীত : আলী হোসেন

শিল্পী : রুনা লায়লা, সৈয়দ আব্দুল হাদী, সুবীর নন্দী, আবিদা সুলতানা, খালিদ হাসান মিলু, দিপীকা দিতি

১. মানুষ করে পাঠাইলা, অমানুষের সংসারে, নালিশ দেব কারে
২. হায়রে কে যেন ডাকে আমারে, বারে বারে/কোথায় গেলে বলো খুঁজে পাবো তারে
৩. হাতের চুড়ি হলে, পায়ের বেড়ী হলে/ঝুমুর ঝুমুর নাচতাম ছন্দ তুলে
৪. আরে হাসালো মাইয়া হাসালো/আমার প্রেমেতে বুঝি ফাঁসলো
৫. যদি পারতাম দেখাতে বুকটা চিরে, আমি কে তোমার বুঝে নিতে
৬. তুততু তারা, তুততু তারা, দুষ্টু চোখে সবাই করে ইশারা

দয়াবান (১৯৯৫)

১. তাকধিনা ধিন, তাক ধিনা ধিন, এই জীবন হলো শুরু/এই জীবনের শেষ কোথা বল তুমি গুরু (আরে)
২. স্বামী আমার নাইট কোচের ড্রাইভার, আমার ওপর দরদ নাই
৩. ঝড়ো হাওয়ার পাখির মতন, আহত ডানার বেদনা নিয়ে
৪. এই মনটা উড়ু উড়ু, হলো এইতো প্রেমের শুরু
৫. দে দে দে আদে ও মনটা ভইরা দে/পাপ্পি দে আছে নাইলে প্রেম বিগড়ে যাবে
৬. তোমাকে যেদিন আমি দেখেছি, এঁকেছি হৃদয়ে ছবি তোমার
৭. এ জীবন স্বপ্ন ছিলো, থাকবে কেউ আপন হয়ে/এলে কভু দুখের নিশি, মন রাঙাবে গান শুনিয়ে
৮. মনের বাগানে হাওয়া খেলে যায়, এসো না কাছে এ মধু জোছনায়

Dhaka University Institutional Repository

বাবার আদেশ (১৯৯৫)
গীতিকার : গাজী মাজহারুল আনোয়ার, আহমদ জামান চৌধুরী, মুনশী ওয়াদুদ।
সুরকার : শেখ শাদী খান
শিল্পী : এণ্ড্রু কিশোর, জোনাক খান, ঝুমু খান
১। আমি তোমার প্রেমে দিওয়ানা, তুমি যে কেন বোঝনা
২। তুমি যে বন্ধু জীবন আমার, একসাথে যেন হয় মরণ দুজনার
৩। ও মিয়াজান, ও ভাইজান আসেন, রস খাইয়া যান/রসে রসে টস্ টস্ আমার গেণ্ডারী
৪। বুকেরই ভেতরে আছে যে মন, মনেরই ভিতরে জাগে শিহরণ
৫। ভালবাসা কেন কাঁদায় মানুষকে/তবে কেন তাকে ভালোবাসি

প্রেমের সমাধি (১৯৯৬)
গীতিকার : দেলোয়ার জাহান ঝন্টু
সংগীত পরিচালক : আনোয়ার জাহান নান্টু
শিল্পী : এণ্ড্রু কিশোর, সাবিনা ইয়াসমীন, শাকিলা জাফর, বেবী নাজনীন

১. আমারে কি ভুইলা গেছ পরানের বন্ধু, বৈদেশেতে যাইয়া/চিঠি দিলাম পত্র দিলাম গো তবু কেন আইলা না
২. আমার মনের পাখির ছবি, আসবেরে দুটি চোখে দেখে জুড়াবে/মনের আশা, ভালোবাসা, কুহু স্বরে ডাকেরে
৩. যে কদিন নৌকা চলে হেলে দুলে পাল তুলে, মনের মাঝে নিয়ে চুপি চুপি ভেসে যাব মন পবনে, ও .... গানে গানে
৪. চলে যায়, গানের পাখি চলে যায়, পিঞ্জর ভেঙ্গে চলে যায়/প্রেমের সমাধি ভেঙ্গে, মনের শিকল ছিড়ে পাখি যায় উড়ে যায়
৫. মন দিব হায় আমি যারে, মনের মত পাইনা তারে, খুঁজে মরি বারে বারে
৬. দেখ দেখ সুন্দরী, দেখ তাকাইয়া
৭. তুমি বন্ধু আমার চির সুখে থাকো, আমি একা সুখে দুখে ভেসে যাব

স্নেহের প্রতিদান (১৯৯৬)
গীতিকার : মনিরুজ্জামান মনির, জাহানারা ভূঁইয়া
শিল্পী : সাবিনা ইয়াসমীন, এণ্ড্রু কিশোর, শাকিলা জাফর

১. আমার ভিতর বাহিরে, লাগে গরম গরমরে/আমাকে ঠাণ্ডা করে দে, আমাকে ঠাণ্ডা করে
২. এই দিন সেই দিন এলো ফিরে, বধূবেশে এসেছিলো স্বামীর ঘরে/ভাবী যেন ভাবী নয় আমাদের মা/হয় না যে এ জগতে তার তুলনা
৩. তোমরা যাদের মানুষ বলো না, বিধিও যাদের কান্না শোনে না/তারাও মানুষ কাঁদে তাদের প্রাণ, আমি চোখের জলে শোনাই তাদের গান
৪. আমি যে এক গানের পাখি, তোমাদের এই সভায়/কেন আমার বুকে আশার আলো অবহেলায় নিভে যায়
৫. একটি কথাই বলি বারেবার, তুমি আমার তুমি আমার/একটা জীবন, একটাই মন, শুধু তোমার, শুধু তোমার

তোমাকে চাই (১৯৯৬)
কণ্ঠ শিল্পী : এণ্ড্রু কিশোর, কনক চাঁপা, শাকিলা জাফর, খালিদ হাসান মিলু, রিজিয়া পারভীন, অমিত কুমার, অনুরাধা পাড়োয়াল
গীতিকার : রুদ্র মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, আহমেদ ইমিতয়াজ বুলবুল, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
সুর ও সংগীত : আহম্মেদ ইমতিয়াজ বুলবুল

১. আমার নাকেরই ফুল বলে রে তুমি যে আমার/আমার কানেরই দুল বলে রে তুমি যে আমার
২. দেখিলাম ঘুরি দুনিয়া/জাপান, দুবাই, কোরিয়া
৩. কনগ্রাচেলুশন এণ্ড সেলিব্রেশন/আমরাই এত কাছে তুমি এসেছ
৪. বাজারে যাচাই করে দেখিনি তো দাম
৫. তোমাকেই চাই শুধু তোমাকে চাই/আর কিছু জীবনে পাই বা না চাই
৬. বন্ধু আমার কাঁদে নিরলে/সাঁঝের বেলায় ধূপ জ্বালায় কান্দে নিরলে
৭. ভালো আছি ভালো থেকো আকাশের ঠিকানায় চিঠি লিখো (এণ্ড্রু কিশোর ও কনকচাঁপা)
৮. ফুলজান তোমার ষোল আনার কুড়ি ব্যথার ব্যথী হও
৯. তুমি আমায় করতে সুখী জীবনে অনেক বেদনাই সয়েছ

বিচার হবে (১৯৯৬)

Dhaka University Institutional Repository

সংগীত পরিচালক : আলম খান
গীতিকার : মিল্টন খন্দকার
কণ্ঠ সংগীত : রুনা লায়লা, সাবিনা ইয়াসমীন, আগুন, মলয় চাকী

১. জলে ভাসা সাবান দিয়া গোসল করিয়া/দুই নয়নে সুরমা দিয়া কাজল পরিয়া → মলয় চাকী ও সহশিল্পীবৃন্দ

২. ওহো... আমি বটগাছের ভূত না, জ্বীন পরীদের দূত না → রুনা লায়লা

৩. তুমি আসবে, কাছে ডাকবে, ভালবাসবে কবে বল না → সাবিনা ইয়াসমীন

৪. আ.....আ..... শোন ও ভাইরা তোমরা শোন/শক্তের ভক্ত নরমের যম জেনে গেছে কালা আযম.... বিচার হবে অত্যাচারীর বিচার হবে → আগুন ও সহশিল্পীবৃন্দ

৫. রসে ভরা রসগোল্লারে, আমি যে চম চম → রুনা লায়লা

৬. আমি যে তোমার কে কাছে এসে নাও জেনে নাও → সাবিনা ইয়াসমীন ও আগুন

৭. মা ছাড়া যে এই দুনিয়ায় আপন কেহ নাই → রুনা লায়লা

গরীবের ওস্তাদ (১৯৯৬)

শিল্পী : এণ্ড্রু কিশোর

১. খাই দাই মেহনত করি, আমরা কারো না ধার ধারি
২. সাপের ছোবলে যদি বিষ লাগে গায়, জড়িবুটি দিয়ে তারে নামানো তো যায়
৩. আমারই বোনের ঐ মুখের হাসি, বড় ভালোবাসি, কাঁদিসনা রে কাঁদিস না
৪. স্বামীরই ঘরে যখন যাবি, সোনারই পালংকে ঘুমিয়ে রবি/আমার বোনের ঐ মুখের হাসি
৫. প্রেমেরই ঘুড্ডি আকাশে ওড়ে, সুতা ধরে টেনো না
৬. আমার সোনামনির মুখের হাসি, বড় ভালোবাসি
৭. তুলোনা তুলোনা, পর্দা তুলোনা/আড়ালে কি আছে দেখতে চেয়ো না/আহু আহু

গরীবের সংসার (১৯৯৬)

গীতিকার : দেলোয়ার জাহান ঝন্টু
সংগীত : আনোয়ার জাহান নান্টু
শিল্পী : রুনা লায়লা, এণ্ড্রু কিশোর, শাকিলা জাফর, সাগর

১. ও তুই কাঁদিসনারে, বোন আমি সইতে পারি না, তুই কেন জানিস না
২. তোমার ছবি মনে এঁকেছি, মন দিয়েছি ভালোবেসেছি
৩. তুমি আমার মনের খাঁচার পাখিটি/তুমি প্রাণের আমার ময়না পাখিটি
৪. ফেরিওয়ালা এলো দেখো ফেরিওয়ালা এলো, তেঁতুলের আচার নিয়ে ফেরিওয়ালা এলো
৫. শোনো টিং টিং টিং টিং বাজে ঘন্টা, সাথে চলে আমার মনটা, সওয়ারীকে খুশি করা ডিউটি রে ভাই
৬. ফেরিওয়ালা এলো (নারীকণ্ঠ)
৭. ও তুই কাঁদিসনা রে বোন আমি সইতে পারি না

স্বপ্নের পৃথিবী (১৯৯৬)

পরিচালক : বাদল খন্দকার
গীতিকার : গাজী মাজহারুল আনোয়ার, মনিরুজ্জামান মনির
সুরকার : আলাউদ্দীন আলী
শিল্পী : রুনা লায়লা, সাবিনা ইয়াসমীন, শাকিলা জাফর, আগুন, রফিকুল আলম, এম.এ.খালেক

১। আমার সোনার অঙ্গে (ফুটল ফুল) ফুল ফুটেছে, আমি কেমনে একারই/ আমায় একটা রসিক বন্ধু খুঁইজা দেনা সই, তোরা আইনা দেনা সই
২। জ্যোতিষী গো জ্যোতিষী, হাত গুইনা কও দেখি/মনে মনে যারে চাই তারে পামুকি
৩। ঐ বাঁশের সুরে, বুকের ভিতরে কেমন কেমন জানি করে (সই)/(তুই প্রেমে পড়েছিস সখি প্রাণে মরেছিস)
৪। আমি যে তোর রেলের গাড়ী, তুই যে আমার ইঞ্জিন/ধিকি ধিকি ধিক ধিক প্রেমের গাড়ী থামাইস নারে কোন দিন
৫। তুমি আপনের আপন, পরের চেয়েও পর/(তুমি) নিজেই বন্ধিয়া ঘর নিজেই আনো ঝড়

Dhaka University Institutional Repository

৬। বৃষ্টিরে বৃষ্টি আয়না ফিরে যাবো না আজ কে ঘরে/বৃষ্টিরে বৃষ্টি থেমে যারে, ভেজা শাড়ীতে লজ্জা করে/বুকের ভিতরে করে টিপ টিপ, টিপ টিপ টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ে টিপ টিপ

৭। তুমি আমার মনের মানুষ মনেরি ভিতরে/তুমি আমার জান বন্ধু অন্তরে অন্তর

চাওয়া থেকে পাওয়া (১৯৯৬)

পরিচালক : এম.এম. সরকার

গীতিকার : আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল

সুরকার : আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল

শিল্পী : খালিদ হাসান মিলু, আগুন, কনক চাঁপা, শাকিলা জাফর

১। ফূর্তি করো গো আর ফূর্তিতে নাচো/লুটে নাও পৃথিবীর মজা আছে যত

২। চুপি চুপি মন বলে, পড়োনা প্রেমে পড়ো/দেখে শুনে একটা মানুষ, হৃদয়ে যারে ধরে

৩। সাথী তুমি আমার জীবনের, সাথী তুমি আমার মরনের/ও সাথীরে, সাথীরে

৪। তোমাকে ভালবাসি এ জীবন দিয়ে, তুমি বিনা বলনা বাঁচব কি নিয়ে/ বলনা, তুমি বলনা

৫। টুনটুনি টুনটুনি, পরানের ঝুনঝুনি/বউ সাইজ্যা কবে যাবি আমার বাড়ি

৬। ওগো আমার সুন্দর মানুষ, একটা কথা শোনো/তুমি বিনে বিনা আমারতো নাই গতি কোনো

এই ঘর এই সংসার (১৯৯৬)

পরিচালক : মালেক আফসারী

গীতিকার : মোহাম্মদ রফিকুজ্জামান, মিল্টন খন্দকার

সুরকার : আলম খান

শিল্পী : সাবিনা ইয়াসমীন, এণ্ড্রু কিশোর, আগুন, মলয় চাকী, রুনা লায়লা

১। আমাদের ছোট নদী/ঢালু তার পাড়ি/আপা তুই চুপ করে থাকিস না আর, অপদার্থ বলে ডাকিস না আর/অনেক বড় আমি হবো একদিন, আমাদের সংসারে আসবে সুদিন/কিনে দেব তোকে আমি প্রাইভেটকার, পাশে রবে দুলাভাই আমি ড্রাইভার

২। তেঁতুল পাতা, তেঁতুল পাতা তেঁতুল বড় টকরে/তোমার সাথে প্রেম করিতে আমার বড় সখরে

৩। সুখ সুখ সুখিয়া, সুখ সুখ সুখিয়া/আয় না খেলি এক্কা দোক্কা গলা জড়াইয়া

৪। নারীর কারণে, সবি হয় নারীর কারণে/পুরুষ বড় হয় জগতে নারীর কারণে/ধ্বংস হয়ে যায় আবার ঐ নারীর কারণে

৫। তোর পীরিতের এত ঝাল, উইঠা গেছে পিঠের ছাল/এমন ছ্যাঁচা দিলি মনে থাকবে চিরকাল

৬। একটু খানি শোনো না, একটু কাছে আসো না/একটু ভালবাসোনা, ও ও

৭। আপা তুই চুপ করে

সত্যের মৃত্যু নেই (১৯৯৬)

গীতিকার : মাসুদ করিম

সুরকার : আলাউদ্দিন আলী

শিল্পী : রুনা লায়লা, সাবিনা ইয়াসমীন, সৈয়দ আব্দুল হাদী, এণ্ড্রু কিশোর, আবিদা সুলতানা, আব্দুল মান্নান রানা, আগুন, আঁখি আলমগীর।

১। চোখের পানি ফেলতে নেই, মুখের হাসি চাই

২। এই পথ আমার ঠিকানা, আমি আর কিছু জানিনা

৩। অন্তরে তুমি বাহিরে তুমি

৪। নয়নের কাছে থেকে, হৃদয়ে ধরে রেখে

৫। চিঠি এলো জেলখানাতে অনেক দিনের পর

৬। এই যতদিন বেঁচে আছি দুনিয়াতে

জীবনসংসার (১৯৯৬)

গীতিকার : মনিরুজ্জমান মনির, জাহানারা ভূইঁয়া, জাকির হোসেন রাজু

সুরকার : আবু তাহের

শিল্পী : এণ্ড্রু কিশোর, আগুন, মোঃ ইব্রাহীম, বেবী নাজনীন, কনক চাঁপা, সাবিনা ইয়াসমীন

১। তুমি আছ সব আছে ভুবনে আমার/তুমি নাই কিছু নাই ব্যথার পাহাড়/ কি আছে জীবনে আমার, যদি তুমি না থাক পাশে মরণে

২। এই চোখ, এই বুক ছেড়ে আমি কোথাও যাবনা/ওগো মোর ভাবনা, তুমি মোর ঠিকানা/এই হাত

Dhaka University Institutional Repository

এই পথ ছেড়ে দূরে কোথাও রবোনা/ও গো মোর বাসনা, তুমি মোর ঠিকানা

৩। পৃথিবীতে সুখ বলে যদি কিছু থেকে থাকে, তার নাম ভালবাসা, তার নাম প্রেম/জ্বলে পুড়ে মরার মাঝে যদি কোন সুখ থাকে, তার নাম ভালবাসা, তার নাম প্রেম

৪। যেমন কুকুর তেমন মুগুর বলে যে কারে, দেখাবো তাই পিতলা ঘুঘু আজকে তোমারে ধোলাই মেরে দেব তোমায় ইস্ত্রিরি করে/ওরে বাবারে, ওরে বাবারে

বাংলার মা (১৯৯৬)

গীতিকার : মুকুল চৌধুরী, মোঃ রফিকুজ্জামান

সুরকার : আলাউদ্দীন আলী

শিল্পী : সাবিনা ইয়াসমিন, এণ্ড্রু কিশোর, সৈয়দ আব্দুল হাদী, রফিকুল আলম, শাকিলা জাফর, লিনু বিল্লাহ

১। তুমি যদি ভালবাসো, স্বর্গে আমি যাবনা/জানি আমি তুমি ছাড়া এত সুখ যে পাবনা (সুরকার আলম খান)

২। জীবন যতদিন থাকবে আমার, এ বুকে তোমারেই রাখবো/মরণ হলেও আসবো ফিরে, তোমারি হয়ে আমি থাকবো

৩। সোনামনি শুন, ওরে আমার ঝুনো, আর কতকাল বান্ধা রবি মায়েল আঁচলে

৪। ফুল নেবে গো ফুল, হরেক রকম ফুল/জুঁই করবী রক্ত গোলাপ, চাঁপা ও পারুল

প্রিয়জন (১৯৯৬)

গীতিকার : দেওয়ান নজরুল, রফিকুজ্জামান, মনিরুজ্জামান মনির, মিল্টন খন্দকার

সংগীত পরিচালক : আলম খান

শিল্পী : রুনা লায়লা, আগুন, মলয় চাকী, রিজিয়া পারভীন এম এ খালেক, পলাশ, এণ্ড্রু কিশোর

১. ও সাথীরে তুমি ছাড়া ভাল লাগে না → এণ্ড্রু কিশোর
২. মন মানে না মন মানে না আর সহে না দেরী
৩. ওই মেয়েটি বড় সুন্দরী ইচ্ছে করে তার প্রেমে পড়ি
৪. বন্ধু কী শোনাইলা তুমি কাছে একলা পাইয়া
৫. ডার্লিং ডার্লিং ভালবাসা দাও না
৬. ও সাথীরে তুমি ছাড়া ভাল লাগে না
৭. কন্যা রাগ কইরো না রাগ কইরো না
৮. এ জীবনে যারে চেয়েছি আজ আমি তারে পেয়েছি → এণ্ড্রু কিশোর ও রিজিয়া পারভীন
৯. আজ পাশা খেলব রে শ্যাম → পলাশ ও সহশিল্পীবৃন্দ
১০. ও সাথীরে তুমি ছাড়া ভাল লাগে না(দ্বৈত কণ্ঠ)
১১. ছোট্ট মনে ছোট্ট আশা তুমি আমার ভালবাসা
১২. মোকাবেলা প্রেমের খেলা তুই সামলা.... জ্বালায়া গেলা মনের আগুন নিভায়া গেলে না.... তুই চীজ বাড়িহে গরম গরম.... বন্ধু কী শোনাইলা তুমি কাছে একলা পাইয়া (বিভিন্ন লোক ও হিন্দী সুরের রিমিক্স)

আত্মত্যাগ (১৯৯৬)

গীতিকার : মো: রফিকউজ্জামান

সংগীত : আলাউদ্দীন আলী

১. ষোলো থেকে সতের পার হয়েছি আঠারো/একা একা গো রইব কতদিন আরো
২. আমি সুরেলা গানের পাখি, সুরে আকাশ ভরিয়ে রাখি (অনুষ্ঠানে নায়িকা)
৩. রূপসী এই বুকে জ্বেলেছে আগুন/রূপের এই তীড় ছুড়ে, করেছ খুন
৪. এ জীবন তোমাকে দিলাম বন্ধু, তুমি শুধু ভালোবাসা দিও
৫. ও আমার পায়ে বিধেছে চোরা কাঁটা, তুমি দাওগো খুলে দাও/আমি সইতে পারি না বিষের জ্বালা, কোলে নাও গো তুলে নাও
৬. খুলোনা ঢাকনা, ঢাকনা থাকনা/সাপে কামড়ালে ওঝা পাবে না/বিষ নামানো যাবে না

প্রেম পিয়াসী (১৯৯৬)

কণ্ঠঃ রুনা লায়লা, সাবিনা ইয়াসমীন, আগুন ও এণ্ড্রু কিশোর

গীতিকার : মনিরুজ্জামান মনির

সংগীত পরিচালক : আবু তাহের

Dhaka University Institutional Repository

পরিচালক : রেজা হাসমত

১. আমার এ গান গান হবে যদি না তুমি গাও → সাবিনা ইয়াসমীন ও আগুন

২. কী যে তুমি চাও → সাবিনা ইয়াসমীন

৩. আমি কোনদিন যাব না দূরে /আমি কোনদিন যাব না ছেড়ে → আগুন, সাবিনা ইয়াসমীন

৪. এক জীবনে আমার মিটবে না সাধ ভালবাসার → রুনা লায়লা ও আগুন

৫. তুমি যদি সুখ পাও আমাকে জ্বালাও আরো আমাকে পোড়াও → সাবিনা ইয়াসমীন

৬. প্রেমের বাঁধন রবে আজীবন কেড়ে নিতে পারবে না এলেও মরণ → সাবিনা ইয়াসমীন ও এণ্ড্রু কিশোর

কবুল (১৯৯৬)

গীতিকার : গাজী মাজহারুল আনোয়ার

সংগীত পরিচালক : আলাউদ্দীন আলী

শিল্পী : রুনা লায়লা, সাবিনা ইয়াসমীন, এণ্ড্রু কিশোর, কুমার বিশ্বজিৎ

১. তুমি আছো হৃদয়ের আঙ্গিনায়, তুমি আছো জীবনের কবিতায়
২. ও তোরা শোন শোন শোন্ আদরের বোন, আজ পরবে বেনারসী শাড়ি, শাড়ী পরে যাবে শ্বশুর বাড়ী
৩. এসো একবার দুজনে আবার, নতুন করে প্রেমে পড়ে যাই/মনে করো তুমি অচেনা, আমি অচেনা, কারো সাথে কারো জানা নাই
৪. তুমি আছো হৃদয়ের আঙ্গিনায়, তুমি আছো জীবনের কবিতায়(বিরহের সুর,নারীকণ্ঠ)
৫. নেশা নেশা এই রাতে, কেউ যাবে না খালি হাতে/বলোনা কি চাই
৬. যে মন ভালোবাসে, সে তো গান গাবে/জানি অপবাদ সেও মুছে যাবে

বাঁশীওয়ালা (১৯৯৬)

পরিচালক : তোজাম্মেল হক বকুল

গীতিকার : হাসান মতি, আবুল কাশেম, তোজাম্মেল হক বকুল

সংগীত : আবু তাহের

শিল্পী : রুনা লায়লা, সাবিনা ইয়াসমীন, রথীন্দ্রনাথ রায়, ঝুমু খান, রিজিয়া পারভীন, এণ্ড্রু কিশোর, সৈয়দ আব্দুল হাদী

১. কোন সাধনে পাব তোমারে, দয়াল, বলোনা তুমি আমারে
২. সুর আছে যার মনের মাঝার/ডাকলে পায় সে খোদার দিদার
৩. আমি রসের বাইদানী হায় নেচে গেয়ে তোমাদের মন ভরাই
৪. পান খেতে চুন লাগে, ভালোবাসতে গুন লাগে, কি করে যে তোমাকে বোঝাই
৫. বয়স গেলে বাড়িয়া, দেমাগ যায় কমিয়া/কি হবে ভালোবাসিয়া তোমায় কি হবে বিয়া করিয়া (বিভিন্ন গানের সুরমিশ্রণে)
৬. নিশীথে নির্জনে গোপনে গোপনে, করিব প্রেমের আলাপন

দুর্জয় (১৯৯৬)

গীতিকার : গাজী মাজহারুল আনোয়ার, মনিরুজ্জামান মনির

সংগীত : আবু তাহের

শিল্পী : এণ্ড্রু কিশোর, সৈয়দ আব্দুল হাদী, সাবিনা ইয়াসমীন, রুনা লায়লা

১. হাওয়ায় ওড়ে, হাওয়ায় ঘোরে কত রঙের ঘুড়ি, এই না জগত জুড়ি
২. খেলা শুরু হলো চমৎকার, হেরে যাবে ঐ ব্যারিস্টার
৩. তুমি যে চন্দ্রমুখী, আমর ঘরের লক্ষ্মী/পেয়েছি আজ আমি তোমায়, হয়েছি যে চিরসুখী
৪. হাওয়ায় ওড়ে, হাওয়ায় ঘোরে
৫. কবুল কবুল বলিয়া করলাম জামাই বিয়া
৬. কে নেবেরে কে নেবে আমি সোনার চাক্কা

মায়ের অধিকার (১৯৯৬)

১. লেফট রাইট.... মেয়ে তো নয় পাগলি, তোরা তার পিছে কেন লাগলি
২. তুই ছাড়া কে আছে আমার জগত সংসারে
৩. চোর.... চোর আইছে খাইছেরে খাইছে খাইছে/তুমি একটা চোর আমি একটা চোর

Dhaka University Institutional Repository

৪. হুম.....দুম......না পাল্কীতে চড়াইয়া কুলবধূ সাজাইয়া তোমাকে নিয়ে যাব আমার বাড়ী
৫. পিপড়া খাইলো বড় লোকের ধন

রাখালরাজা (১৯৯৭)

গীতিকার : গাজী মাজহারুল আনোয়ার, আরিফ দেওয়ান, তোজাম্মেল হক বকুল
সংগীত পরিচালনা : আবু তাহের
শিল্পী : রুনা লায়লা, এণ্ড্রু কিশোর, আঁখি আলমগীর, হীরক আব্দুল্লাহ

১. আমিতো রাখাল রাজা, মাঠে মাঠে ঘুরি/বাঁশরী বাজাইয়া পালের গরু বাছুর ডাকি।
২. হায় হায় পরান জ্বলেরে, হায় হায় পরান জ্বলে/কালো কাউয়া (আরে) কোকিল সাজে বসন্তেরই কালেরে
৩. প্রেমেরই কারণে বন্দী হয়েছি, মরণেও ভয় নাই/এ প্রেম মরে না কোনদিন, মানুষ বাঁচে না চিরদিন
৪. কি জানি কি দিয়া, কি জানি করিলা/কাঁচা বয়সে আমায় অন্তরে মারিলা, কাঁচা বয়সে আমার অন্তরে মারিলা
৫. আমার অস্থির লাগতাছে, আমার শরীর কাঁপতাছে/কি জানি কি করতে তোমায় ইচ্ছা করতাছে
৬. কত ভালবাসি,বাজাও যখন বাঁশি/নিঝুম কদম তলায় বসিয়া পাগল হইলাম বাঁশির সুর শুনিয়া
৭. আমি পাগল হইলাম সে ফুলের গন্ধে, তুমি সে ফুলের বৃক্ষ/তুমি সে ফলের বৃক্ষ
৮. আমি পাগল হইলাম তোমার লাগিয়া, ভুলে গেছি সুখ দু:খ, ভুলে গেছি সুখ দু:খ

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষমা নেই (১৯৯৭)
গীতিকার : মনিরুজ্জামান মনির
সংগীত : আবু তাহের
শিল্পী : এণ্ড্রু কিশোর, ডলি সায়ন্তনী, খালিদ হাসান মিলু, রুনা লায়লা, সাবিনা ইয়াসমীন

১. আমার পীরিতের চোর, বেড়া ভাইঙ্গা দিল দৌড়, ধরতে পারলে তারে ছাইড়া দিতাম না
২. প্রেম দাও প্রেম দাও বলে দুষ্টু ছেলে, সারাক্ষণ সে আমার পিছু পিছু চলে
৩. যে জন প্রেমের ভাব জানে না, তার সঙ্গে নাই লেনাদেনা (যাত্রায়, Remix)
৪. তুই যদি আমার হইতিরে, আমি হইতাম তোর/কোলেতে বসাইয়া তোরে করিতাম আদর
৫. ও বেঙ্গল টাইগার, তোমার হ্যাণ্ডসাম ফিগার/মন কেড়ে নিল আমার, তুমি Hero No. 1

স্বপ্নের নায়ক (১৯৯৭)
গীতিকার : আব্দুল হাই আল হাদী, লিয়াকত আলী বিশ্বাস, মিল্টন খন্দকার
কণ্ঠ শিল্পী : সাবিনা ইয়াসমীন, এণ্ড্রু কিশোর, ইফফাত আরা নার্গিস, রফি মোহাম্মদ খান, আগুন, সালমা জাহান, রুনা লায়লা
সংগীত পরিচালনা : আজাদ মিন্টু

১. চোখে চোখে আমি রেখেছি তোমায়
২. নিশিদিন প্রতিদিন স্বপ্নে দেখি আমি
৩. আ.....বুকের মাঝে লেখা তোমারই নাম
৪. একটা মন চাই শুধু মানুষেরই মন তারি কাছে রয়ে যাব সারাটা জীবন
৫. একবার তারে ধরতে পারলে ছিল্লা লবন দিতাম গায়

পৃথিবী আমারে চায়না (১৯৯৭)
গীতিকার : গাজী মাজহারুল আনোয়ার
সংগীত : সত্য সাহা
শিল্পী : আবিদা সুলতানা, ডলি সায়ন্তনী, শাম্মী আক্তার, শাকিলা জাফর, কনক চাঁপা, খালিদ হাসান মিলু, রিজিয়া পারভীন, ইন্দ্রমোহন রাজবংশী, আগুন

১. হাবু আমার হাবাগোবা কিছুই বোঝে না, ভালবাসায় কত মজা কেন খোঁজেনা
২. আমি এক নীলপরী, স্বপ্নের অপ্সরী, ডানামেলে আকাশে উড়ে বেড়াই
৩. বন্ধু আইবো পাল্কী নিয়া আমার বাড়ীরে, আমি যাব বন্ধুর বাড়ী বউ হইয়ারে
৪. আমার ভাগ্নে সোনার চান টিম মোহামেডান, আমার ভাগ্নী সোনামনি, টিম আবাহনী
৫. তুই আমার কিরি কাবাব তুই আমার মুর্গা/তোরে দেখলে জিন্দা হয় সাত দিনের মুর্দা
৬. আমি তোমাকে ছাড়া আর কিছু চাই না, চাইনা চাইনা আমি না চাইনা

বুকের ভিতর আগুন (১৯৯৭)

১. ফুল ফোটা অধরে, লিখে দিই সাদরে
২. ও পাহাড়ী ঝর্ণা, দুই দেরে দে বলে না
৩. টাকা ফুরায়, পয়সা ফুরাস বল তো কি ফুরায় → আগুন
৪. পাথরে লিখিনি ক্ষয়ে যাবে, কাগজে লিখিনি ছিঁড়ে যাবে
৫. বুকের ভিতর আগুন জ্বলেরে → কাঙ্গালিনী সুফিয়া
৬. প্রিয়া...প্রিয়া..... ও প্রিয়া রয়েছ তুমি বহুদূরে
৭. পাথরে লিখিনি ক্ষয়ে যাবে, কাগজে লিখিবে ছিঁড়ে যাবে
৮. পৃথিবীতে এত প্রেম নেই ভালবাসি তোমাকে যত

শুধু তুমি (১৯৯৭)
গীতিকার : মনিরুজ্জামান মনির, আশরাফ বাবু
সংগীত পরিচালক : আলাউদ্দিন আলী
কণ্ঠ শিল্পী : আগুন, কনক চাঁপা, লিপি নাসরিন

১. আমি আলো একা বাড়ি থাকি
২. এই নির্জনে নিরালায় নিঝুম বনে → আগুন ও কনক চাঁপা

Dhaka University Institutional Repository

৩. চোখের পলক পরুক সবার আমার যেন না পড়ে → লিপি নাসরীন

৪. তুমি যখন কাছে থাক মনে যে হয় যেন বেঁচে আছি → আগুন ও কনকচাঁপা

৫. আহা.... তুমি আমার পদ্মার ইলিশ → আগুন ও লিপি নাসরীন

৬. মনের কথা মুখে আমি বলতে পারি না

৭. দেখিনি তোমায় ওগো দেখিনি তোমায় কতকাল কতদিন দেখিনি তোমায়

৮. ভালোবাসার চেয়ে বড় পাওয়া আর কি আছে জীবনে

আম্মা (১৯৯৭)

গীতিকার : গাজী মাজহারুল আনোয়ার

সংগীত : সত্য সাহা

১. দুনিয়ায় এত ভালোবাসে কে, আদর করতে আসে কে .... আম্মা(জন্মদিনে)

২. এখন তো দিনকাল বড়ই গরম, বাসে ট্রেনে কই ভিড়ের গরম

৩. নাতবউগো, নাতবউগো রাগ করে না/এত সুন্দর নাতিরে কি তোর মনে ধরে না

৪. তোমার চোখ বলে চোখ বলে কি বলে/তোমার মুখ বলে মুখ বলে কি বলে

৫. মাগো, শূন্য বালিশ নিয়ে কোলে, কত আর রইবে ভুলে

৬. মাগো তোর বুকের নীড়ে, পাখি তোর এলো ফিরে

৭. যাবার আগে দোহাই লাগে একবার ফিরে চাও(আংশিক)

৮. চিঠি দিও প্রতিদিন(আংশিক)

৯. এইমন তোমাকে দিলাম(আংশিক)

১০. সে যে কেন এলোনা, কিছু ভালো লাগে না (আংশিক)

১১. মনের কথা মুখে বলা যায় না, মানুষ যা চায় সব কিছু পায় না

১২. দুনিয়ায় এত ভালোবাসে কে......... আম্মা (আদালতে)

আনন্দ অশ্রু (১৯৯৭)

গীতিকার :আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল

সুরকার : আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল

শিল্পী : সুবীর নন্দী, এণ্ড্রু কিশোর, কনক চাঁপা, সালমা জাহান, দিলরুবা খানম, শাকিলা জাফর, আগুন

১। তুমি মোর জীবনের ভাবনা, হৃদয়ে সুখের দোলা/নিজেকে আমি ভুলতে পারি তোমাকে যাবে না ভোলা

২। উত্তরে ভয়ংকর জঙ্গল, দক্ষিণে না যাওয়াই মঙ্গল/পূর্ব পশ্চিম দুই দিগন্তে নদী/মাথায় বুদ্ধি নাই এক তোলা, আমি দোলা আত্মভোলা

৩। আমরা হইলাম প্রেমের কলি, আধো ফোঁটা ফুল/কত ভ্রমর মধুর লোভে হইয়াছে ব্যাকুল

৪। অই শালারে ভিসি আরে নোংরা ছবি দেইখা গেছে চরিত্র/বোঝস না তুই গ্রামের মাইয়া ফুলের মত পবিত্র

৫। ওরে থাকত যদি প্রেমের আদালত, থাকত সেথা উকিল ব্যারিস্টার, যারা খুন করেছে দুটি হৃদয় গো, এই না খুনের হইতরে বিচার

৬। ও কোন ডালে পাখিরে তুই বাঁধবি আবার বাসা, ও তোর অন্তর ভাইঙ্গা হইছে গুড়া, ছাই হইয়াছে আশা/ও তোর আপন গৃহ ভিটামাটি ছাড়ি/কোন অজানায় দিবিরে তুই পাড়ি

৭। এক জনমের ভালবাসা, এক জনমের কাছে আসা/একটি চোখের পলক পড়তেই লাগে যতক্ষণ/তুমি আমার এমনি একজন/যারে এক জনমে ভালবেসে ভরবে না এ মন

দরদী সন্তান (১৯৯৭)

গীতিকার : গাজী মাজহারুল আনোয়ার, জুলেল মাহমুদ, কবির বকুল

সংগীত : শওকত আলী ইমন

শিল্পী : রুনালায়লা, বেবী নাজনীন, খালিদ হাসান মিলু, আগুন, ডলি সায়ন্তনী

১. চোখে কালো চশমা দিয়ে, পেছন দিকে না তাকিয়ে/রাগ করে কেন যাবে, পরে তো দু:খ পাবে

২. গাঙ্গের ভিতর ভরা জোয়ার, উথাল পাথাল ঢেউ/একলা আমি বইসা থাকি, খবর নেয়না কেউ

৩. প্রিয়তমাগো কাছে এসো, ভালোবেসে দু হাত বাড়াও না/প্রেমের জ্বরে মরছি পুড়ে, বুকের চাঁদরে জড়াও না

Dhaka University Institutional Repository

৪. আকাশে সূর্যটা আছে যত দিন, তোমার আমার প্রেম রবে তত দিন

কাল নাগিনীর প্রেম (১৯৯৭)

গীতিকার ও সুরকার : আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল

শিল্পী : রুনা লায়লা, এণ্ড্রু কিশোর, বেবী নাজনীন, কনক চাঁপা, আগুন, রিজিয়া পারভীন, খালেদ হাসান মিলু

১. ওরে ও নাগরানী, ডাকে তোমায় এই অভাগিনী(সুরকার : মান্ত কালান্দার)
২. আহারে আহারে উহু উহু, আহাহা/আহারে আহা উহু উহু, লেগেছে ভালোবাসার আগুন
৩. শোন শোন শোন নাগিন গো, ও নাগিন শোন আমার কথা
৪. আগুনে জ্বলেনা, পানিতে নেভেনা
৫. আমার মত জোয়ান তাগড়া এমন পোলা পাবি কই
৬. আমার ঠোঁটে নেশা, আমার চোখে নেশা

২০ বছর পরে (১৯৯৭)

গীতিকার : দেলোয়ার জাহান ঝন্টু

সংগীত : আনোয়ার জাহান নান্টু

শিল্পী : সাবিনা ইয়াসমীন, রুনা লায়লা, এণ্ড্রু কিশোর, শাকিলা জাফর, আনোয়ার জাহান নান্টু, সাগর

১. দুটি চোখে অবিরত আমার অশ্রু ঝরে, মনের আশা বেদনা হয়ে কেঁদে মরে (পুরুষকন্ঠ)
২. আ আ .... লালা...../দুটি চোখে অবিরত আমার অশ্রু ঝরে (নারীকন্ঠ)
৩. ও ..../oh my darling, you are sweety beautiful/oh my darling, U are handsome wonderful/তুমি আমার মনের মাঝে এসে পড়ো না.....
৪. তুমি যারে ভালোবাসরে, আমার বিয়ে তার সাথেরে
৫. আমার জেল হবে কি ফাঁসি হবে গো (বিভিন্ন গানের প্যারোডি)

কত যে আপন (১৯৯৭)

গীতিকার : বুলবুল আহমেদ, শহিদুল হক খান, মনিরুজ্জামান মনি

সংগীত : আনোয়ার পারভেজ

শিল্পী : রুনা লায়লা, সাবিনা ইয়াসমীন, আঁখি আলমগীর, খালেদ হাসান মিলু, আগুন, শুভ্রদেব

১. কসম তোমার কসম(সুরকার আলাউদ্দীন আলী)
২. তুমি আমার কত যে আপন, কাছে থেকো সারাটি জীবন (ক্যাসেট,নারীকন্ঠ)
৩. গান যদি জীবনের মত হয়, জীবন কোন গানের মত হয় না (ক্যাসেট,নারীকন্ঠ)
৪. তোমার কাছে আসব, আসব প্রতিদিন/তোমায় ভালোবাসবো, বাসবো নিশিদিন
৫. তুমি আমার কত যে আপন, কাছে থেকো সারাটি জীবন (নায়িকার জন্মদিনে,পুরুষকন্ঠ)
৬. ভবের এই হাট বাজারে, দু:খ যতই কাঁদাক তোরে (সংগীত সন্ধ্যা)
৭. গান যদি জীবনের মত হয়, জীবন কোন গানের মত হয় না (টিভি তে নায়িকা)
৮. গান যদি জীবনের মত হয় (রেস্টুরেন্টে)
৯. ও বাঁশীরে, ও প্রিয়ারে/বাঁশী যেমন প্রিয়ার ডাকে, সাগর যেমন নদীরে ডাকে/তেমনি তোমার ডাকে আমি আসব জনম জনম/কসম তোমার কসম, কসম তোমার কসম
১০. এই মনটার কারণে, বেসামাল হয়ে যে গেল/আপন ভেবেছিলাম যারে, সে কেন ব্যাথা যে দিল

ভণ্ড (১৯৯৮)

গীতিকার : মিল্টন খন্দকার

সংগীত : আলম খান

শিল্পী : সৈয়দ আব্দুল হাদী, এণ্ড্রু কিশোর, ডলি সায়ন্তনী, আগুন, রিজিয়া পারভীন, আব্দুল খালেক, কবিতা চৌধুরী

১. ভণ্ড ভণ্ড ভণ্ড ওরা ভণ্ড ভণ্ড ভণ্ড/দ্যাখো দেখি কাণ্ড, চারিদিকে ভণ্ড
২. লোকে বলে সুন্দরী (গীতিকারঃ তন্নি, সুরকারঃ মিল্টন খন্দকার)
৩. ওই টানা টানা চোখ দুটো দ্যাখ দ্যাখ, ওই ঝিকি মিকি চাঁদ মুখ দ্যাখ দ্যাখ
৪. ও সাথীরে, আমারি জীবন শুধু তুমি, আমারি মরণ শুধু তুমি
৫. লোহার সিন্দুকে আমি রাখিনি তোমায় আয় হায়

হঠাৎ বৃষ্টি (১৯৯৮)

সংগীত : নচিকেতা চক্রবর্তী

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পী : নচিকেতা চক্রবর্তী, শাওলী মিত্র, শিখা বোস, স্বস্তিকা মিত্র

১. আমি জানতাম তুমি আসবে
২. ছোট ছোট স্বপ্নের নীলমেঘ
৩. একদিন স্বপ্নের দিন বেদনার বর্ণবিহীন
৪. ঘুম আসে না
৫. সোনালি প্রান্তরে ভ্রমরার গুঞ্জরে

Dhaka University Institutional Repository

দুই রংবাজ (১৯৯৮)

১. ঘরে গেলে ছুটে আসি বাইরে, দেখি যদি একবার তোমারে
২. দু:খতো চিরসাথী, সুখতো আসে যায়/জীবনের আঙিনায় জীবনের আঙিনায়
৩. এই পৃথিবীতে হায় মানুষ অসহায়/কেউ সুখ পেতে চায়, কেউ পেয়েও হারায়
৪. উপরে দেখ, নিচে দেখো, ডাইনে দেখো, বায়ে দেখো
৫. আমি পুরান ঢাকার বাসিন্দা, ও ভাই থাকি আমি নারিন্দা

অচল পয়সা (১৯৯৮)

গীতিকার : মোহাম্মদ রফিকউজ্জামান

সংগীত : আলাউদ্দিন আলী

১. জীবনের ঘড়ি থেমে থাকে না, সে কথা কি কেউ মনে রাখে না
২. এক পলক দেখে তোমায় ভালোবেসে ফেলেছি/ঐ চোখে, ঐ আগুনে, বুকে আগুন জ্বেলেছি
৩. আজ কি যে হলো বলো না মরছি কেন মরমে/ঐ চোখে চেয়ে কেন আজ, দৃষ্টি কাঁপে শরমে
৪. এত ভালোবাসা দিলে, এত প্রেমে পাগল হলে/একটু চোখের আড়াল হলে, অন্তর যায় গো জ্বলে
৫. সবার কাছে প্রিয় নিজের জীবন, আমার কাছে প্রিয় তোমার জীবন
৬. আস্তে আস্তে ভরো সোনার পেয়ালা, ধীরে ধীরে ভরো সোনার পেয়ালা
৭. জীবনের ঘড়ি থেমে থাকে না

মা যখন বিচারক (১৯৯৮)

সংগীত : আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল

১. ওরে ওরে, ওরে ওরে, তুই যে আমর নাড়ী ছেড়া ধন
২. তোমার প্রেমেরই বড়শি আমার বেঁধেছে বুকে
৩. ও বৃষ্টির পানিরে, কি হয় না জানিরে
৪. যেজন প্রেমের ভাব জানে না, তার সঙ্গে নাই লেনাদেনা (Remix)

গুপ্ত ঘাতক (১৯৯৮)

গীতিকার : গাজী মাজহারুল আনোয়ার, মনিরুজ্জামান মনির, জাহানারা ভূঁইয়া

সুরকার : আবু তাহের

শিল্পী : রুনা লায়লা, বেবী নাজনীন, ডলি সায়ন্তনী, কনকচাঁপা, আগুন, এস.ডি.রুবেল, মাকসুদ

১. চটপটি খাব, তেঁতুল কোথায় পাব/তোমার মনের ইস্টিশানে, ভালোবাসার বাজার যেখানে, সেই খানেতে যাব
২. বৃষ্টি ঝড় ঝড় ঝড় সারারাত ভর, ভালোবেসে বন্ধু তুমি করোনা দুষ্টুমি
৩. তুমি কি সেই প্রেমিকা, স্বপ্নের নায়িকা/যার চোখে চোখ রেখে, এই মন ছিল সুখে

মধুপূর্ণিমা (১৯৯৮)

গীতিকার : এম.এ.খান সবুজ

সুরকার : পিয়ারু খান

শিল্পী : সাবিনা ইয়াসমীন, খালিদ হাসান মিলু, কনক চাঁপা, রথীন্দ্রনাথ রায়, শাহনাজ আমীর, লাভলী ইয়াসমিন, এম.এ.খান সবুজ।

১। চাঁদ উঠেছে চাঁদ উঠেছে, চাঁদ উঠেছেরে, আকাশে আজ খুশির চাঁদ উঠেছে/নিশিপুরের ফুল বাগানে ফুল ফুটেছে
২। দেশ আর দেশ আর, কত দেশ যে ঘুরি, ওরে আমরা বাইদ্যা নৌকায় বসত করি
৩। সর্বশক্তির মালিক তুমি একবার ফিরে চাও, আমায় সাড়া দাও খোদা/ দয়া করো, দয়াল আল্লা প্রাণ ভিক্ষা দাও
৪। সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই/একই রক্ত মাংসে গড়া দুনিয়ার সবাই, কোনো ভেদাভেদ নাই
৫। প্রেমিক আমি প্রেম করেছি, ভয় কি জানিনা/প্রেম দরিয়ায় তুফানে ভারী কেন বোঝো না
৬। কুড়াল দিয়া কোপ মারিয়া কিগো প্রেমের শিকল কাটা যায়
৭। সোনা দানা দেন মোহর চাইনা চাইনারে, আমি তোমার প্রেমের দিওয়ানা
৮। হে বিচারের মালিক তুমি হে পরওয়ার দিগার, জালিমের হাতে কেন আজ সাজা হবে আমার/হে দয়াময়, পাক পরওয়ার কেন তোমার এ অবিচার, কি অপরাধ বলো আমার

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

তেজী (১৯৯৮)

গীতিকার : আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল

সংগীত : আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল

শিল্পী : রুনা লায়লা, আগুন, কনক চাঁপা, আইয়ুব বাচ্চু

১. দেরে দেরে ছেরে, টাকা পয়সা যা দিবি তোরা, দেরে দেরে
২. পীরিতি শিখাইয়া মনে, কোন বনে লুকাইল গো
৩. তোর বাপে রাজী,মায়ে রাজী চিন্তা কিরে আর
৪. খাইছে আমায় খাইছেরে, মদের নেশায় পাইছেরে
৫. এই জগৎ সংসারে তুমি এমনই একজন, তোমায় বরণ করে এই অন্তরে রাখবো আজীবন

পৃথিবী তোমার আমার (১৯৯৮)

গীতিকার : আলাউদ্দীন আলী

সুরকার : আলাউদ্দীন আলী

শিল্পী : কুমার বিশ্বজিত, সোমা, বেবী নাজনীন, আগুন, কুমার শানু, মিতালী মুখার্জী, উদিত নারায়ণ, অলকা ইয়াগনিন

১। কেউ আমারে দুষ্টু কয়, কেউ আমারে মিষ্টি কয়/ষোড়শী হলে বুঝি এমনি হয়, উড়ু উড়ু মনটা কি দিয়ে বাঁধি, কারণে হাসি, অকারণে কাঁদি

২। তোমরা একতারা বাজাইয়োনা, দোতারা বাজাইয়োনা, ঢাকা ঢোল বাজাইয়োনা/একদিন বাঙালী ছিলাম রে

৩। ভালবাসা পেলে চাওয়া বেড়ে যায়, কিছুতেই ধরে না যে মন/কাছে থাকলে ও বুকে রাখলেও আরো কাছে হৃদয় চায় সারাক্ষণ

৪। নিঃশ্বাস ধীরে ধীরে বাড়ছে এই বুক থেকে কাঁপছে/আহা কি যে ভালো লাগছে, হৃদয়ে নদীতে ঢেউ জাগছে/নেশা, নেশা, শুধু নেশা, ভালবাসা, ভালবাসা

৫। তুমি শুধু একজন প্রিয়জন/তুমি থাক বন্ধু আমার শুধু/তুমি ছাড়া বাঁচে না বাঁচেনা প্রাণ

৬। ভালবাসা পেলে চাওয়া বেড়ে যায়

মিলন মালার প্রেম (১৯৯৮)

সংগীত : শেখ সাদী খান

শিল্পী : দিলরুবা খান, মুজিব পরদেশী, এম.এ. খালেক, রিজিয়া পারভীন, আশরাফ উদাস

১. আমার দয়াল বাবা কেবলা কাবা আয়নার কারিগর
২. আসমানেরই চন্দ্র তুমি, জমিনের ফুল/হাজার বছর বেঁচে থাক, ভরে মায়ের কোল
৩. আরেও পিতলের কলসি, তোরে লইয়া ঘাটে যামু/আমি একেলা/ওরে ঘাটে আমার পরান বন্ধু বইসা নিরালায়
৪. প্রেমে দিওয়ানা আমি প্রেমের দিওয়ানা, তোমার প্রেমেতে আমি পাগল মাস্তানা
৫. যার কোলের অন্তরে পানিরে, বাহিরে তার খোলা/পীরিতিরই আগে ভালো, শেষে বড় জ্বালারে
৬. আরে বাঙ্গী খাইতে বালুর মতো, তরমুজ খাইতে পানি/মাইয়া মানুষ এত নিঠুর আগে তো না জানি
৭. নির্জন যমুনার কূলে, বসিয়া কদম্বতলে/বাজায় বাঁশি বন্ধু শ্যামরাই
৮. ভালোবাসা জানতাম না আমি, শিখাইলা তুমি/কোন বা দোষে প্রাণ বন্ধু আমায় গেলা ছাড়ি
৯. কত নিদ্রা যাওগো বন্ধু, ও বন্ধু কত নিদ্রা যাও/অভাগিনী দাসী ডাকে, চক্ষু মেলি চাও
১০. দোহাই লাগে আল্লা রসুল, ও বাঘরে পীরের মাথা খাও/আমার স্বামীর সোনার অঙ্গ, যদি করিস ঘাঁও ও বাঘরে যদি করিস ঘাঁও
১১. রসিক দিলওয়ালা ঐ লাল কুর্তা ওয়ালা/দিলি বড় জ্বালারে পাঞ্জাবী ওয়ালা

পারলে ঠেকাও (১৯৯৯)

গীতিকার : মনিরুজ্জামান মনির, জাঁহানারা ভুঁইয়া

সংগীত পরিচালক : আবু তাহের

শিল্পী : এণ্ড্রু কিশোর, বেবী নাজনীন, ডলি সায়ন্তনী, রুনা লায়লা, আগুন

১. যত দিন এই দেহে থাকবে দম, ভালোবেসে যাব আমি খোদারই কসম
২. রসিক আমি, প্রেমিক আমি, আমারই মনের রানী তুমি (কমেডি)
৩. লাগে লাগে ভালো লাগে, জাগে জাগে প্রেম জাগে/এত সুখ এই জীবনে,আমিতো পাইনি আগে

Dhaka University Institutional Repository

৪. গুম চিকা গুম চিকা বুম বুজ………/দুই দিনেরই দুনিয়া, কি হবে ভাবিয়া

Dhaka University Institutional Repository

বিয়ের ফুল (১৯৯৯)
গীতিকার : আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল
সুরকার : আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল
শিল্পী : অলকা ইয়াগনিক, কুমার শানু, এণ্ড্রু কিশোর, কনকচাঁপা, আলমগীর হক, জেমস, আগুন।

১। তোমায় দেখলে মনে হয়/হাজার বছর তোমার সাথে ছিল পরিচয় বুঝি ছিল পরিচয়
২। নিশা লাগিলরে নিশা লাগিল রে/বাঁকা দুনয়নে নিশা লাগিল রে/রঙ্গিলা নয়নে নিশা লাগিল রে/প্রেম জাগিল রে/প্রেম জাগিল রে/আমার এই অন্তরে প্রেম জাগিল রে
৩। পায়েল আমার রুম ঝুম ঝুম বাজেরে ঝুম ঝুম ঝুম নাচেরে/ডাকে তোমায় ইশারায়/এমনটা তোমাকে চায়
৪। বাহিরে বৃষ্টি ঝড় কত পানিরে/ভিতরে এত আগুন কেমনে জ্বালিরে/পানিতে ফোঁটা যেন তুমি পদ্ম ফুল, মধু নিতে আজ করব নাতো ভুল (আংশিক)
৫। এই পথেই ওড়ে, পথের ঘুড়ি, লাল নীল সাদা লাল/পথ থেকে পথে উড়ে যাব খালি নকশি কাঁথার মাঠ
৬। ও নদীর পানিরে/দেখাইয়া দে/ঐ রূপসী কন্যা আমার মন কাইড়াছে
৭। দিল দিল দিল,তুমি আমার দিল,হলো যে দুটি মনের মিল/জীবনে মরণে আমি যে তোমারি/প্রেম প্রেম প্রেম জীবনে এল/এই মন প্রাণ তোমাকে পেল
৮। মন না দিলে হয় কি প্রেম তাই মন দিয়েছি আমি, শোনো গো প্রাণ সজনা/প্রেম না হলে পায় কি মন তাই প্রেম করেছি আমি, শোন গো প্রাণ সজনী
৯। ঐ চাঁদ মুখে যেন লাগে না গ্রহণ/জ্যোছনায় ভরে থাক সারাটি জীবন

শত্রু ধ্বংস (১৯৯৯)
গীতিকার : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, দেলোয়ার জাহান ঝন্টু
সুরকার : আনোয়ার জাহান নান্টু, বাবুল বোস
শিল্পী : কুমার শানু, আনুরাধা পাড়োয়াল, পূর্নিমা সেন, বিশ্বজিৎ , এণ্ড্রু কিশোর, শাকিলা জাফর

১। সোনা আমার, জাদু আমার, তোরাই যে আমার সব স্বপ্নরে/তোরাই যে ফুল, তোরাই আলো মুছে দিবি রাতের কালো/তোরাই আশা আজ নতুন দিনের
২। মন ভোমড়া গুনগুনিয়ে যায় শুনিয়ে গান, জানি নাকো কেন এমন করে যে আনচান/কাকে বলে যাই কি যে আমি চাই, কোথায় তাকে আমি পাই
৩। এসো নাগো আরো কাছে সরে, ডাকো আরো প্রিয় নাম ধরে/আরো সাড়া দেবো, আরো যে হারাবো/দূর থেকে বহুদূর
৪। ফলতো পেকেই গেল, মরি হায় হায়/মগডালে যদি থাকে, হবে কি উপায়/মাটিতে এসে পড়বে কখন, সেই আশাতেই দিন যায়/হায় হায়
৫। ভালোবাসো আমারে, একটু প্রেম দাও আমারে/মাইয়াটা চোখ মারলে, কইলজার ভিতরে গুল্লি লাগে তোমাকে দেখলে শুধু, চোখটা আমার পিট পিট করে
৬। তোমায় দেখলে মনে হয় হাজার বছর তোমার সাথে ছিল পরিচয় (আংশিক)
৭। তুই দেখরে চাইয়া চাইয়া/তুই দেখ আমারে শুধু চাইয়া(আংশিক)
৮। ভালোবাসা যত বড় জীবন তত বড় নয়(আংশিক)
৯। আমার সুরের সাথী আয়রে, তোমার সুরে ডাকিরে(আংশিক)
১০। চোখে রং মনে ফাগুন, ধ্বক ধ্বক বুকে ধ্বক ধ্বক/ দুজনাতে প্রেম হলে এমনি যে হয়, চোখে রং লেগে যায় মনে কথা কয়/ধ্বক ধ্বক ধ্বক ধ্বক
১১। মনে পড়ে কত কথা, স্মৃতি হয়ে জাগায় ব্যথা/ছিল সে দিন কত রঙীন, কত না আশা ভালোবাসা/আজো আমি খুঁজে বেড়াই, সবকিছু ভুলে তোকে যে চাই
১২। প্রেমের আগুনে জ্বলে যাবে যাবে/যৌবনের জ্বালায় মরে যাবে যাবে/ রূপের এক ঝলকে, চোখের এক পলকে/পাগল করে নেব ওরে, বাঁচবে না কেউ

অনন্ত ভালবাসা (১৯৯৯)
গীতিকার : আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল, মিল্টন খন্দকার
সুরকার : আলম খান, আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল
শিল্পী : রুনা লায়লা, এণ্ড্রু কিশোর, কনকচাঁপা, ডলি সায়ন্তনী

Dhaka University Institutional Repository

১. এত সুন্দর পৃথিবী দেখিনিতো আগে, যত দেখি তত আমার দেখার ইচ্ছা জাগে
২. আল্লারে, মরলামরে, কোন ফাঁদে পড়লামরে, মাটির তৈরি একটা পরী আমার উপর আছর কইরাছে রে
৩. এ বুকে লিখেছি, আমি যে তোমারি নাম/তুমি ছাড়া এ জীবনে কিছু বুঝিনা
৪. তোমার এই মিষ্টি হাসি, বড় যে বাংলাদেশি/তাইতো এত বেশি, তোমাকে ভালবাসি
৫. এই যে দুনিয়াতে কত মানুষ আছে, আমি তোমার মাঝেই খুঁজে পেলাম মন/সারা দুনিয়া ভুলে হয়ে গেলাম তোমার আপনজন
৬. বিয়ে হবেরে বিয়ে, যার বউ সে যাবে নিয়ে/বউ যাবে শ্বশুরবাড়ী বেনারসীর ঘোমটা দিয়ে

আম্মাজান (১৯৯৯)

সুরকার : কাজী হায়াৎ

শিল্পী : আইয়ুব বাচ্চু, কনকচাঁপা, আগুন, শাকিলা জাফর

১। আম্মাজান, আম্মাজান
২। র‌্যাগডে, ব্যাগডে, এক তারা বাজারে তোরা, দোতারা বাজারে তোরা
৩। খাইছে আমায় খাইছে রে, মদের নেশায় পাইছেরে
৪। তোমার আমার প্রেম এক জনমের নয়
৫। স্বামী আর স্ত্রী বানায়ছে যে জন মিস্ত্রি
৬। অ্যাই ছেমড়ি তোর কপাল ভালো
৭। এই কই যাবি বল

কে আমার বাবা (১৯৯৯)

গীতিকার : কবির বকুল

সুরকার : প্রণব ঘোষ

শিল্পী : এণ্ড্রু কিশোর, রিজিয়া পারভীন, ডলি সায়ন্তনী, খালিদ হাসান মিলু

১. কত কষ্ট করলাম আমি, বুঝল নাতো আমার স্বামী
২. বৃষ্টিতে যাও ভিজে তুমি যখন, সুন্দর লাগে বড় তোমায় তখন
৩. আমি আছি তোমার কাছাকাছি, থাকব চিরদিন
৪. তুমি শুধু জীবন দিলা, জন্ম দিল কেউ/পর যদি গো পরই হবে, আপন তবে কে রে

বিষে ভরা নাগিন (২০০০)

গীতিকার : দেলোয়ার জাহান ঝন্টু

সংগীত পরিচালক : আনোয়ার জাহান নান্টু

শিল্পী : রিজিয়া পারভীন, খালিদ হাসান মিলু, বেবী নাজনীন, শাকিলা জাফর

১. রূপে আমার আগুন জ্বলে, যৌবনে আমার জ্বলে
২. তুমি আমার চোখে কাজল, তুমি আমার মনের আঁচল/তুমি আমার মনের আয়না, তুমি আমার প্রেমের ময়না
৩. প্রেম দাওনা, আমি প্রেম দিওয়ানা
৪. আমি এই তো আছি তোমার কাছে এক নিরালায়/আমি ভালোবেসে হৃদয় মাঝে রেখেছি তোমায়
৫. আমি তোমার মনের সাথী, আমি তোমার মনের রানী
৬. নাচে নাগিন, বাজেরে বীন/আমি বিষে ভরা নাগিন

হৃদয় নিয়ে যুদ্ধ (২০০০)

সংগীত পরিচালক : আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল

শিল্পী : রুনা লায়লা, এণ্ড্রু কিশোর, কনক চাঁপা, আগুন, বেবী নাজনীন, খালেদ হাসান মিলু, শাকিলা জাফর

১. তুমি স্বর্গ তুমি যে পৃথিবী, তুমি যে আমারি সবি
২. পানিরে পানি পানি, পানিরে গরম পানি/ভিজলা না মন আমার, ভিজলরে দেহ খানি
৩. রসের বাইদানী আমি, রাঙা আমার নাম/জটিল রোগের কবিরাজী, করাই আমার কাম
৪. আগুন এত আগুন, আমি নেভাবো কি করে, আমি নেভাবো কি করে
৫. ওরেও শিঙ্গাওয়ালা এ মনে বড় জ্বালা
৬. তোর মত একজন সই, দুনিয়াতে পাব কই/আমার ইচ্ছা করে, তোর অন্তরে, ঘরটি বেঁধে রই
৭. প্রেমের কোকিলা কুহু কুহু কইরা মরে, কোকিলার কিবা দোষ
৮. আয় আয় আয়রে, আয় আয় আয়/উত্তরের বন্দনা করি, হিমালয় পর্বত/দক্ষিণে বন্দনা করি বঙ্গোপসাগর

নয়া কসাই (২০০০)

Dhaka University Institutional Repository

গীতিকার : এনায়েত করিম, আশরাফ বাবু, মনিরুজ্জামান মনির
সুরকার : শওকত আলী ইমন
শিল্পী : রুনা লায়লা, এণ্ড্রু কিশোর, কনক চাঁপা, খালিদ হাসান মিলু, আসিফ, বিপাশা, আলম আরা মিনু, ডলি সায়ন্তনী

১. আরে এর নাম কি সখিনা, আরে সকলে মিলিয়া আমায় পাগল করিস না
২. এ ঠোঁটে মধু, বুকে মধু, মধু সারা গায়ে রে
৩. হাতেরই কাঁকনে, ঠোটেরই কাঁপনে, কি কথা বলা হয়ে যায়
৪. আমি চিঠি যে লিখিনি তোমাকে, আমি টেলিফোনও করিনি
৫. ঐ ঝিকিমিকি ধোঁয়া ধোঁয়া অন্তর জ্বলেরে
৬. মন তুই চিনলিনারে, দেখলিনারে/কোন মানুষ বিশ্বাস করে আমার ঈশ্বরে

দুই দুয়ারী (২০০০)

সংগীত : মকসুদ জামিল মিন্টু

১. নাচিলরে কন্যা নাচিলরে-শাওন
২. বরষার প্রথম দিনে – সাবিনা ইয়াসমীন
৩. মাথায় পড়েছি সাদা ক্যাপ – আগুন
৪. লীলাবালি লীলাবালি – রুনা লায়লা ও সহ শিল্পী বৃন্দ
৫. সোহাগপুর গ্রামে একটা – সুবীর নন্দী

এরই নাম দোস্তী (২০০০)

গীতিকার : জাহানারা ভুঁইয়া,ফারুক আশরাফ
সুরকার : আজমল হুদা মিঠু
শিল্পী : এণ্ড্রু কিশোর, বেবী নাজনীন, ডলি সায়ন্তনী, বাদশা বুলবুল, কনক চাঁপা, এম.এ. খালেক, রবি চৌধুরী, শাহীন

১। রসের কোমরটা নাচিয়ে, হোয়, হায়, হায় হায় হায় কচি কচি অঙ্গ দুলিয়ে হায়/সবকিছু দেব আমি বিলিয়ে, এসো না যাই আজ হারিয়ে, সব জেলায় জেলায় ঘুরে এনেছি কুড়িয়ে/থেকে না আর দূরে, যাবে যে ফুরিয়ে/আমি পুরান ঢাকার মাইয়া রূপের রানী, কেড়ে নেব সবার হৃদয় খানি
২। তুমি ছুঁয়ো ছুঁয়ো না তুমি ছুঁয়ো না তুমি ছুঁয়ো না/প্রাণে মেরো না মেরো না প্রাণে মেরো না মেরো না প্রাণে মেরোনা/তুমি ছুঁয়ো না প্রাণে মেরোনা এই বুকে জাগে শুধু শিহরণ কাছে এসোনা, মনে যাতনা/কি ঘটে জানি কখন
৩। এই ভালবাসাতে এক ছেলে যে থাকে, এক মেয়ে যে থাকে/কভু দুজনে হাসে, কভু দুজনে কাঁদে
৪। ভুলে যাও সব লাজ লজ্জা, দাও বিছাইয়া ফুল শয্যা/বলের সাথে ব্যাট মিলাইয়া ধাক্কা মরাব রে, আমি ছক্কা মরাব রে
৫। ভালবেসে সবারই তো ঘর বাঁধা হয় না, সাথী হয় সবাইতো চির দিন রয়না /মধুময় স্মৃতি বুকে ব্যথা হয়ে শুধু বাজে, ইচ্ছে হলেই তারে মুছে ফেলা যায় না
৬। একি ভুল আমি করলাম/কেন মন না জেনে ভালবাসলাম

বর্তমান (২০০০)

১। তু ভি টাল, ম্যা ভি টাল দোনো পিয়ারে বাংলা মাল
২। জানে জানুক জগৎবাসী/আমি তোকে ভালোবাসি
৩। দমের বেলুন ফাইট্টা গেলে
৪। মায়ের একধার দুধের দাম কাটিয়া গায়ের চাম দিলেও শোধ হবে না

বর্ষা বাদল (২০০০)

গীতিকার : মনিরুজ্জামান মনির, কামরুজ্জামান কাজল, সোহেল, ছটকু আহমেদ
সুরকার : আবু তাহের, আলী আকরাম
আবহ সংগীত : আলী আকরাম
শিল্পী : রুনা লায়লা, এণ্ড্রু কিশোর, বেবী নাজনীন, কনক চাঁপা, লিনি, সাবরিনা, অভি, সীমা সিদ্দিকী, জুয়েল, রেশদি, আইয়ুব বাচ্চু।

১। রেলের গাড়ী/কত দূরে যাবে তুমি, কোথায় তোর বাড়িরে/জীবনটা এক রঙের বেলুন আকাশে ওড়াও/নাচো গাও ফুর্তিকর/যখন যেথায় যাও
২। ওরে বাবারে মারে মরে গেলাম রে/পীরিতের যে এত জ্বালা/ও নূরুন্নাহার/পিরীতের যে এত জ্বালা

Dhaka University Institutional Repository

আগে বুঝি নাই/সোনার অঙ্গ পুইড়া আমার হইল বুঝি ছাই

৩। আন্ধার রাইতে আইলাম আমি লণ্ঠন জ্বালাইয়া/ বাসর সাজাইছি আমি তোমার লাগিয়া, দেখো নয়ন মেলিয়া

৪। তোমার নামে লিখে দিলেম আমার প্রেম/কত যুগ যুগ ধরে তোমারি অন্তরে আমি আছি আমি ছিলেম/আমার প্রেম, আমার প্রেম

৫। রিম ঝিম বৃষ্টি ঝরেরে, বুকটা ধড়ফড় করেরে/বিদ্যুৎ চমকে যায়রে, দমকা হাওয়া বয়রে লাগেরে ভয়, কি হয় কি হয়

৬। ঝিলিক মারে রূপ আমার চান্দের মত শুধু ঝিলিক মারে/মনটা আমার গাঙের মত উথাল পাথাল করে/বন্ধু বিনে এই বয়সে কেমনে থাকি ঘরে

হীরাচুনি পান্না (২০০০)

গীতিকার : মনিরুজ্জামান মনির, ইমতিয়াজ বুলবুল

আবহ সংগীত : রশীদুল হাসান নীনু

সুরকার : মরহুম আবু তাহের, সমাপ্ত কাজ করেছেন– আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল

শিল্পী : এণ্ড্রু কিশোর, ডলি সায়ন্তনী, কনকচাঁপা, আগুন।

১. ও আমার সাথীরে, যেয়ো না আমাকে ছেড়ে

২. তোমার দুই টাকার এই চাকরির জন্য লক্ষ টাকার যৌবন যায়

৩.আজ কদিন ধরে ঘুম আসে না, বালিশ নিয়ে রাত কাটেনা

৪.ও আমার সাথীরে, যেয়ো না আমাকে ছেড়ে/তুমি ছাড়া এ জীবন বলো বাঁচে কি করে

৫.তুমি যদি পৃথিবীতে না আসতে/আমি কি পৃথিবীতে আসতাম/তুমি যদি প্রেমের সাগর না হতে/আমি কি তোমার প্রেমে ভাসতাম

৬.এমন একটা পাগল ছেমড়া দেখিনি তো আগে/যত দেখি পাগলটারে, তত ভালো লাগে

৭.তুই ও মাতাল, আমিও মাতাল, নেশা কইরা দুইজন টাল

৮.আইজকা ওয়ে ওয়ে রাইত, মাইয়া মাইয়া ওরে মাইয়া, তোরে দেইখা আমি কাইত

নারীর মন (২০০০)

১। প্রেমের ধাড়কান ধীরে ধীরে/বাজেরে বাজে বুকে ধীরে ধীরে/আশিক দিওয়ানা হয়েছে এ দিল/তোমাকে পেয়ে আজ পেয়েছি মনজিল

২। মোস্তফা মোস্তফা Don't Worry মোস্তফা/আমি তোর বন্ধু মোস্তফা/তোর আমার বন্ধুত্ব ভাঙে যদি কোনদিন জীবন দেব ইস্তফা

৩। সহেলী গো/কি নামে তোমায় বলো ডাকি

৪। তোমাকে ভালোবাসতে যাওয়া যেন এস্কিমোদের কাছে বরফ বেচতে যাওয়া তাই শামুকের মত নিজের ভেতরে নিজেই লুকিয়ে রই/তুমি হিমালয় আমি আইসক্রীমও নই তোমাকে ভালবাসার যোগ্যতা বলো কই

৫। ঘুমিয়ে থাকগো সজনী ফুলের বিছানায়/আকাশে রূপালী চাঁদ/চাঁদে ভরা জোছনা, ঝরে পড়ুক তোমার গায়

৬। কবিতা ও কবিতা/তুমি আমরি শুধু আমারি/এ বুকে খোদাই করে আমি লিখেছি নাম তোমারি/তুমি আমার জিন্দেগী/তুমি আমার বন্দেগী

৭। ঝাকানাকা ঝাকানাকা দেহ দোলা না/মীরাবাঈ/হেইল্যা দুইল্যা মন বলে মন বলে মন বলে দেহ দোলা না

৮। প্রেমের কসম আমি ভাবিনি তোমাকে পাব/তুমি আমি দুজনাতে জোড়া লেগে যাব

৯। জীবনে বসন্ত এসেছে ফুলে ফুলে ভরে গেছে মন ও বান্ধবী অনামিকা আজ তোমাকেই প্রয়োজন

টপটেরর (২০০১)

সংগীত : আনোয়ার পারভেজ

শিল্পী : এণ্ড্রু কিশোর, কনক চাঁপা, বিপাশা, আর কে রানা, রথীন্দ্রনাথ রায়

১. কারে দেখাবো মনের দু:খ গো আমি বুক চিরিয়া, অন্তরে তুষেরই আগুন জ্বলে রইয়া রইয়া

২. রূপের চাক্কু দিলেরে, ঘায়েল আমায় করলেরে, সুখের ব্যাথা লাগেরে

৩. মরণ পাখা হয় না স্মরণ, থাকে যখন দেহে যৌবন

৪. প্রেম ছাড়া কি জীবন বলো,প্রেম ছাড়া কি মরণ বলো

Dhaka University Institutional Repository

৫. আমার লাল টুকটুক পরী হায় যাবে শ্বশুর বাড়ী/এই ভালোভালা ভাইটির বুকটা খালি করি

স্বপ্নের বাসর (২০০১)

গীতিকার : মোহাম্মদ রফিকুজ্জামান, কবির বকুল, মুনশী ওয়াদুদ

সুরকার : আলাউদ্দীন আলী

শিল্পী : এণ্ড্রু কিশোর, কনকচাঁপা, বেবী নাজনীন, মনির খান, বিপ্লব

১. তোমার এই নীল নীল চোখ, তোমার এই লাল লাল ঠোঁট
২. মন চায় মন চায়, ভালবাসা দিয়ে ভালবাসা পেতে চায়
৩. তোমাকে এমন করে রেখেছি বুকে ধরে, কেড়ে নিয়ে যেতে কেউ পারবেনা আর
৪. একটা জীবন, একটাই মন/এ মনে আমার প্রিয়জন
৫. প্রেমের ছুরি দাও বসিয়ে এই বুকে, অঙ্গে আগুন জ্বলছে আমি নেই সুখে
৬. কিছু কিছু মানুষের জীবনে ভালবাসা চাওয়াটাই ভুল/সারাটি জীবন ধরে দিতে হয় শুধু সেই ভুলেরই মাশুল
৭. একটা জীবন, একটাই মন

বিপ্লবী জনতা (২০০১)

গীতিকার : মোঃ রফিকুজ্জামান, কবির বকুল

সুরকার : আলাউদ্দীন আলী

শিল্পী : রুনা লায়লা, সাবিনা ইয়াসমিন, এণ্ড্রু কিশোর, বিপাশা, আগুন, মুন্নি

১। নেতায় কইছে নেতার কইছেরে কইছে, ভাতের অভাব থাকবে নাতো আর/ফুলমতি ক্যানভাসে নামছে এবার, জলদি কইরা কওনা কার কি দরকার/কইছে নেতায় দিলে ভোট পাবে নোট
২। আমি প্রেম ছাড়া বেচেছিলাম কি করে, তোমাকে পাবার পর জেনে গেছে অন্তর/জীবনে জীবন তুমি, তুমি যে প্রাণ আমার এ বুকের ভিতরে
৩। 1, 2, 3 আজকে দুজন ফ্রী/4, 5, 6 নাইরে কোন রিস্ক/7, 8, 9 পেয়ে গেছি লাইন/ভলোবাসার মেলামেশায় মানবো নাতো আইন
৪। আইল্যারে কই গেলি আইল্যারে, কি শরবত দিল আমায় টাইল্যারে/ নিশা লাইগা যায় আমার এ কলিজায়, সোনার অঙ্গ যায় জ্বইল্যা রে
৫। জাগোরে জাগো রে জাগো বিপ্লবী জনতা, জাগোরে/সংগ্রামী মিছিলের বন্যায় ধুয়ে যাক মুছে যাক অন্যায়/সত্যের শক্তিতে মিথ্যার বিষ দাঁত ভাঙোরে

ইজ্জতের লড়াই (২০০১)

গীতিকার : মনিরুজ্জামান মনির

শিল্পী : এণ্ড্রু কিশোর, কনক চাঁপা, খালিদ হাসান মিলু

১. বুকটা আমার ধক্ ধক্ করে/মনটা আমার ছটফট করে/হায় হায় কি করি উপায়/অঙ্গ জ্বইলা যায় রে আমার
২. সুন্দর একটা বউকে ভাই আনলো ঘরে, যেন চাঁদ নিয়ে এলো আকাশ থেকে থেকে
৩. ভালো না বাসলে ভালোবাসা কেউ পায় না/দু:খে না কাঁদলে, অশ্রু না ঝরলে, ভালোবাসা হয় না
৪. ঐ চোখটা দেখে, লাল ঠোঁটটা দেখে, ঐ মুখটা দেখে হায় লাগলো নেশা
৫. বাড়ির মানুষ কয় আমায় তাবিজ করেছে, পাড়া পড়শী কয় জ্বীনে ভূতে ধরেছে (আংশিক)
৬. কথা কেন মুখে বলিসনা, মনের মত যে চলিসনা(আংশিক)
৭. বন্ধু তিন দিন তোর বাড়িতে গেলাম(আংশিক)
৮. ও আমার রসিয়া বন্ধুরে(আংশিক)
৯. যদি সুন্দর একটা মুখ পাইতাম, সদর ঘাটের পান খিলি তারে বানাই খাওয়াইতাম(আংশিক)
১০. ও প্রাণের ভাইরে, এতদিনে পাইলামরে, মাল খাইয়া আইজ রাইতে হইয়া যামু টাল

মন (২০০১)

গীতিকার : আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল

সুরকার : আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল

শিল্পী : এণ্ড্রু কিশোর, কনকচাঁপা, আইয়ুব বাচ্চু, রিজিয়া পারভীন, আগুন

১। ওরে ওরে ওরে ওরে বাপরে বাপ, মেয়েতো নয় যেন কাল সাপ/ওরে ওরে ওরে ওরে আম্মাজান, ছেলে তো নয় আস্ত হনুমান
২। নয়ন খুঁজে পেয়েছে মনি, মনি খুঁজে পেয়েছে নয়ন/দুটি মনকে ছুঁয়েছে ছুটি মন
৩। বাহিরে জ্বলে ভিতরে জ্বলে, জ্বলেরে চারি ধারে

Dhaka University Institutional Repository

৪। কত পানি দুই নয়নে, কত দুঃখ এই জীবনে/আমি একা বড় একা, কত মানুষ এই ভুবনে

৫। কত সুন্দর সুন্দর মাইয়ারে, বড় খুশি হইছি তোদের কাছে পাইয়ারে/ আপনি হইলেন শাজাহান, আমরা মমতাজ

৬। তোমার বুকে আমার বাড়ি/আমার বুকে তোমার বাড়ি/গড়িয়াছেন ঐ না কারিগরে

দিলতো পাগল (২০০১)

গীতিকার : কামাল ইউসুফ, সিদ্দিক

সুরকার : মাকসুদ জামিল মিন্টু

শিল্পী : রুনা লায়লা, এণ্ড্রু কিশোর, কনকচাঁপা

১। অঙ্গ যে জ্বলে যায়, এ কি আগুন কে নিভায়/তুমি ছাড়া আমার বল না কি উপায়/কিছু তো জানি না, কিছু তো মানি না/তোমাকে আরো কাছে এমনটা পেতে চায়

২। মুঝকো হুয়ি না খবর, চোরি চোরি ছুপ ছুপ কর, পেয়ার কি পেয়লি নজর, লেগেয়ি লেগেয়ি (আংশিক)

৩। দিলতো পাগল, কি করি বল/ভেবে না পাই, এ কোন হালচাল/আজ কেন লাগে বেতাল, আমি যেন শুধু মাতাল

৪। ও মোর রসিয়া বন্ধুরে(আংশিক)

৫। তোর পীরিতে গ্যাঁড়ালে হায়/ফাইস্যা গেলাম বিষম জালে

৬। জীবনে এসেছ তুমি ধীরে ধীরে, পাগল হয়েছি আমি ধীরে ধীরে/আমার এই মন তোমাকে দিলাম

৭। তোমার আমার এইনা ভালবাসা, স্বপ্ন রঙীন একটি নতুন আশা/কি যে করেছি, প্রেমে পড়েছি, প্রাণে মরেছি আমার জান।

বস্তির মেয়ে (২০০১)

গীতিকার : কামাল ইউসুফ ও সিদ্দিক

সুরকার : মাকসুদ জামিল মিন্টু

শিল্পী : রুনালায়লা, এণ্ড্রু কিশোর, কনকচাঁপা

১। তুই হইলি বোম্বাই মরিচ গরম মশলা/তোর সাথে এ শহরে কে দেবে পাল্লা/ধান্দা বাজি করে আর খাবি কতকাল, খাবি কতকাল/তুই হইলি ১০০ টাকার ট্যাক্সি ড্রাইভার/সিগন্যাল পড়লে আসবি যাবি, এইতো কারবার/ আমার কাছে করিস নে আর ধান্দাবাজি, সোজা রাস্তা মাপতে শেখ/আরে যা যা ভাষণ লেকচার বাদ রে ভাই, তেলেসমাতি আমার দেখ/ভাল হইতে পয়সা লাগে না/মিষ্টি কথায় চিড়ে ভেজেনা

২। তোর উঁচা শানরে মাওলা, আমার আরজি মানরে মাওলা/সবকিছু তুই জাননে ওয়ালা, আমি তোর মাননে ওয়ালা/আমারে তুই ধনী কইরা দে, লক্ষ চাইনা কোটি কাইরা দে

৩। আজিমপুরের রুবি রায় রাস্তা দিয়া হাঁইটা যায়/তিন মাস্তান বইস্যা ছিল গাছেরই তলায়...

৪। এই মধু লগনে, আরো কাছে আসো না/মন চায় তোমাকে আসোনা

৫। আমার এই মনের এই অঙ্গনে, সুখের ফাগুন এলো বুঝি/এই হঠাৎ পাওয়া সুখটাকে সারাটা দিন খুঁজি/সুখের ফাগুন এলো বুঝি

৬। থাকো যদি কাছাকাছি, মনে হয় বেঁচে আছি/তুমি ছাড়া এলেমেলো পৃথিবী আমার/এই মনটা যে তোমার, এই মনটা যে তোমার

ইবলিশ (২০০১)

গীতিকার : মরহুম আব্দুল হাই আল হাদী, রোকসানা কবীর কাকলী, জাহানারা ভূঁইয়া

সুরকার : আহমেদ সাগীর

শিল্পী : সাবিনা ইয়াসমীন, রুনা লায়লা, এণ্ড্রু কিশোর, কনক চাঁপা, শাকিলা জাফর, বেবী নাজনীন, রিজিয়া পারভীন, খালিদ হাসান মিলু, আগুন।

১। কে যেন চুপি চুপি ডাকে রে, কি যেন কানে কানে বলেরে

২। এ দিলে রং লেগেছে, যৌবনে ঢেউ জেগেছে, মিলনের ডাক এসেছে, দিবরে দিবরে দিব মন দিব সব দিবরে

৩। জাদুকর/জাদুকর কি জাদু করেছ/ বুকের ভিতরে দিলে আগুন জ্বেলেছ

৪। পরদেশী বাবু আজ তোমাকে পেয়ে/ খুশির তুফান বুকে যায় দমকা বয়ে

৫। হয়েছি দিওয়ানী আমি তোমারি কারণে/ মোহাব্বত যে এল প্রিয় আমারি জীবনে

Dhaka University Institutional Repository

৬। ও মাই ডিয়ার তোর লাগিয়া কান্দে আমার প্রাণ, ও জানেমন জীবন যৌবন তোরে করব দান

চেয়ারম্যান (২০০১)

সংগীত : প্রণব ঘোষ

শিল্পী : এণ্ডু কিশোর, রিজিয়া পারভীন, পলাশ, আগুন, খালিদ হাসান মিলু, কনক চাঁপা, আলম আরা মিনু, ডলি সায়ন্তনী, এস.ডি.রুবেল

১. তোমার পরশে, মনেরই ঘরে, জ্বলেরে জ্বলেরে আগুন/সোনা সোনা তুমি যৌবনের ফাগুন
২. ঐ কালো ছেমড়িটা আমায় পাগল কইরছে
৩. মাটি কাঁপাইয়া ছেমড়ি কোমর দোলা না/খেমটা নাচের বাজনায় মনটা ভোলা না
৪. তুমি কাছে আসলে, এ জীবন হয় সুন্দর/তুমি ভালোবাসলে, ভরে যায় অন্তর
৫. তুমি আমার অঙ্গের শাড়ী, তুমি কানের সোনা/জানের ও জান তোমায় ছাড়া আমি বাঁচবো না

Dhaka University Institutional Repository

কেন ভালবাসলাম (২০০১)

১। ইস্টিশনের রেলগাড়ীটা, টাকা তুমি সময় মতো আইলানা, না যেওনা, রজনী এখনো কী জাদু করিলা, তুছে দেখতো এ জানা সনম, মন আমার দেহঘড়ি, হই হই হই রঙ্গীলারে রঙ্গীলারে, লাড়কি বাড়ি আনজানী হ্যায়, অনেক সাধের ময়না আমার, প্রেমের আগুনে (আংশিক)

২। জ্বলছে আগুন পুড়ছে এমন বুকের ভেতরে, জড়িয়ে ধরে ঠাণ্ডা ধরে ঠাণ্ডা করো পাগল মনটারে/আরে গেলরে গেলরে মান ইজ্জত গেলরে/এ কেমন কথা তুমি কইলারে, দেখনা রূপের সিন্দুক খুইলা রে

৩। এযেন কিছু নয়, আরো বেশী দিতে সাধ হয়/তুমি নিয়েছ বুকে, বুক ভরেছে সুখে/আজ মরণ এলেও আমি করিনাতো ভয়

৪। দেখিনি তোমাকে আমি কতদিন, আমার এ দেহ যেন ছিল প্রাণহীন, সাগরের মত ভেঙে পড় এ বুকে, আমাকে ভাসিয়ে দাও প্রেমের সুখে

৫। আমি কেন ভালবাসলাম, ভালবেসে কাঁদলাম/বেঁচে থেকে মরণের সাজা পেলাম

৬। প্রেমের জন্য লড়তে রাজী, প্রেমের জন্য মরতে রাজী/প্রেমের জন্য ধরতে পারি এ জীবন বাজী

নায়ক (২০০২)

সংগীত : আনোয়ার জাহান নান্টু

শিল্পী : এণ্ড্রু কিশোর, কনক চাঁপা, আসিফ, বেবী নাজনীন, মুন্নী

১. ছোট ছোট আশা, বুকে বাঁধে বাসা/ভীরু-ভীরু পায়ে, তোমার কাছে আসা
২. এ রাত, এই রাত, নেশা নেশা জমকালো রাত
৩. নয়নের মনি হলে তখনি এসেছ কাছে তুমি সখনি/চির সঙ্গী করে আমাকে করেছ ঋণী
৪. মনটা করে হায় হায়, একটু শুধু মন চায়/রাত হয়নি ঝুম, চোখে নেইতো ঘুম

শেষযুদ্ধ (২০০২)

গীতিকার : গৌতম সুস্মিত

সংগীত পরিচালক : বাবুল বোস

আবহ সংগীত : রাশিদুল হাসান নিলু

শিল্পী : কুমার শানু, উদিত নারায়ণ, অভিজিৎ, জলি মুখার্জী, বাবুল সুপ্রিয়, শোধন, কবিতা কৃষ্ণমূর্তি, মিতালী মুখার্জী ,সাধনা সরগম,সুনিধি চৌহান,প্রিয়া ভট্টাচার্য,পৃথা মজুমদার, বেবী অন্তরা, বেবী দেবযানী, বেবী পিংকী

১. ছোট ছোট সোনামণি, শোন মজার গল্পখানি,এক রাজার কথা
২. যেখানেই থাক তুমি,পাবে সেখানে আমায়/বল না তুমি আছ,আমারই ভালবাসায়
৩. মনকে যখন ধরে রাখা যায় না, সাথীকে ছাড়া আর কিছু চায় না/মন প্রাণ দিয়ে শুধু খোঁজে সে তখন
৪. আহা কি মুশকিল,একটাই তো দিল/এ বলে আমার চাই,ও বলে আমার চাই
৫. ব্যাণ্ড বাজিয়ে তাড়াতাড়ি,নিয়ে চলো শ্বশুরবাড়ী/ বেশি দেরী করলে তোমার সঙ্গে যাব না
৬. আজকে শুধু প্রাণ ভরে হাসব/শুধু হাসি গল্প আনন্দে কাটাবে

আবার একটি যুদ্ধ(২০০২)

গীতিকার : গাজী মাজহারুল আনোয়ার,শাহজাহান চৌধুরী,কবির বকুল

সংগীত : আলাউদ্দীন আলী

শিল্পী : সাবিনা ইয়াসমীন,কনকচাঁপা,এণ্ড্রু কিশোর,বেবী নাজনীন,আসিফ

১. আন্ধার ঘরে জ্বলছে আমার রূপের বাতি, মোমের মত গলছে মনটা দেখনা সাথী
২. এলোরে, ফাল্গুন, বুকে যে আগুন/পায়ের নূপুর ঝুমুর ঝুমুর বাজে সারাক্ষণ
৩. একটু একটু আশা, খুঁজে পেল ভাষা/সেই ভাষাতে লেখা হলো প্রথম ভালবাসা
৪. চিঠি দিওনা আমায় পড়ার সময় তো নাই/প্রতি প্রহরে ভাবি তোমারে, সময় কোথায় বল পাই
৫. আজ হলো বুধবার, এই দিক এসোনা আর, বধূ সেজে যাব শুক্রবার/মাঝে বৃহস্পতি একটি দিন, মনে হয় ফুরাবে না আর কোন দিন

আলী বাবা (২০০২)

গীতিকার : মনিরুজ্জামান মনির

সংগীত : আনোয়ার পারভেজ

শিল্পী : মনির খান, পলাশ, রানা, কনক চাঁপা, অনিমা ডি কস্তা

১. হৃদয়টাই আছে বন্ধ, আজ হোকনা কিছু মন্দ/ভালবেসে জড়িয়ে ধরো বেন্দে মায়া

Dhaka University Institutional Repository

২. জহুরী যে হীরা চেনে, আমি চিনি প্রেমিক/তুমি আমার পুঁতির মালা, তুমি আমার মানিক
৩. নিয়তি তোরে সালাম /পৃথিবী দিয়েছে যন্ত্রণা, সমাজ করেছে বঞ্চনা
৪. তুমি ছাড়া দুনিয়াতে কে আছে আমার, আমি ছাড়া দুনিয়াতে কে আছে তোমার

মাটির ময়না (২০০২)

সংগীত : মৌসুমী ভৌমিক

১. যদি ভেস্তে যাইতে চাও
২. পাখিটা বন্দী আছে দেহের খাঁচায় – মমতাজ বেগম
৩. ফাতেমার বেধাতায়
৪. প্রেম রাখিয়ো অন্তরের ভিতর
৫. পুঁথি

বউ হবো (২০০২)

গীতিকার : গাজী মাজহারুল আনোয়ার, মনিরুজ্জামান মনির, কবির বকুল, শচীন কুমার নাগ

সুরকার : ইমন সাহা

শিল্পী : এণ্ড্রু কিশোর, সামিনা চৌধুরী, তপন চৌধুরী, খালিদ হাসান মিলু, আলম আরা মিনু, পলাশ, মনির খান।

১। এই হাতে মেহেদী সাজাবো, ঐ পায়ে আলতা রাঙাবো/লাল বেনারসীতে আমাকে জড়াবো/আমি বউ হবো, আমি বউ হবো
২। এ কেমন জীবন আমার/নেই আশা নেই স্বপ্ন, নেই প্রেম কারো জন্য, যেদিকে তাকাই শুধু, আঁধার
৩। এর মাথায় বাঁশ ভাঙ্গুম কার বাপের কি? ধোকা দিয়া কাইটা পড়ুম কার বাপের কি/প্রেমে পড়েছি আমি প্রেমে পড়েছি
৪। কে যেন চুপি চুপি আমার মনে দোলা দেয়/আছো সেই মনে শয়নে স্বপনে, ইশারা ডেকে যায়, শুধু ডেকে যায়
৫। ও বিধিরে, আমার বুকের ভিতর দুঃখের নদী দেখাইতে পারিতাম যদি/ আমায় বুঝিতে জন্ম দিয়া কেন মানুষ চাও মারিতে, ও বিধি

ধ্বংস (২০০২)

গীতিকার : দেওয়ান নজরুল, মনিরুজ্জামান মনির, মোঃ শাহ আলম

সুরকার : আলী আকরাম শুভ

শিল্পী : এণ্ড্রু কিশোর, মনির খান, আসিফ, ডলি সায়ন্তনী, রিজিয়া পারভীন, অনিমা ডি কস্তা

১। স্যরি স্যরি স্যরি, করতে হল দেরী
২। বলে বলে সবাই বলে এই জগতে আমি রিকশা ওয়ালা
৩। আমি আছি যে রাজী, ডেকে আনো না কাজী
৪। বাঁচিনা রে, বাঁচিনা রে, ধক্ ধক্ করে এই অন্তরে
৫। রুপে আমি
৬। রাজা রাজা রাজা, তুমি এত কাছে এসো না

মাটির ফুল (২০০২)

গীতিকার : মনিরুজ্জামান মনির, শহিদুল্লাহ ফরায়জী

সুরকার : শওকত আলী ইমন

শিল্পী : কনক চাঁপা, এণ্ড্রু কিশোর, বেবী নাজনীন, বিপ্লব, আলম আরা মিনু

১। জন্ম নিয়ে পৃথিবীতে ঠোকর খেলাম/সারাবেলা আদর সোহাগ পেলাম নাতো/পেলাম শুধু অবহেলা/মাটির ফুল
২। কেউ বলে পথকলি/কেউ বলে টোকাই/আমাদেরও ঘাম আছে সে নাম ধরে ডাকার মতো মানুষ তো আর নাই
৩। এল বসন্ত ডাকে পাখি/কি করে মনটা ধরে রাখি/একাকী দিন চলে যায় মন শুধু মন পেতে চায়
৪। সোনাদানা দামী গহনা প্রেমের কাছে কিছুই মানায় না
৫। তুমি বলনা/কিছু বলনা/না না না/কোনো কথা বল না/শুধু চেয়ে চেয়ে থাকো দু চোখে/বুঝে না আমি কত ভালবাসি তোমাকে
৬। বন্ধু আমার জানের জান/তুমি ছাড়া বাঁচে না প্রাণ

Dhaka University Institutional Repository

৭। ভালোবাসা সর্বনাশা কারো সাথে প্রেম করো না/শোন শোন দিল দিওয়ানা কাউকে যে মন দিও না/তা তুমি জানো না
৮। এই বুকেতে কষ্ট আছে/আছে শুধু জ্বালা/আমার গল্প শুধু আমি জানি

হৃদয়ের বন্ধন (২০০২)
গীতিকার : কবির বকুল
সুরকার : শওকত আলী ইমন
আবহ সংগীত : আলাউদ্দীন আলী
শিল্পী : মমতাজ, সৈয়দ আব্দুল হাদী, মনির খান, রথীন্দ্রনাথ রায়।
১। তুমি আমার ভালোবাসা
২। স্মৃতির জানালা খুলে
৩। বধূ বেশে কন্যা যখন এলোরে
৪। এই সুন্দর ফুল সুন্দর ফল, খোদা তোমার মেহেরবানী(আবহ সংগীত)
৫। না না না দেব না মন
৬। প্রেমের ইশারাতে/স্বপ্ন সাজিয়ে মনে
৭। এমনটা বলেছে আমাকে সে ভালবেসেছে তোমাকে

প্রাণের মানুষ (২০০৩)
গীতিকার : আমজাদ হোসেন
সংগীত : আলাউদ্দীন আলী
শিল্পী : সাবিনা ইয়াসমীন, এণ্ড্রুকিশোর, কনক চাঁপা, মনির খান, সুজিত মোস্তফা, মমতাজ
১. পাস্ট ইজ পাস্ট, Life is fast, তালে দিয়ে তাল, এই বেসামাল (গীতিকার: মনিরুজ্জামান মনির)
২. রঙের মানুষ রঙ্গীলারে, এই দুনিয়ার বাজারে
৩. রঙের মানুষ রঙ্গীলারে, কত রঙ্গ জানরে
৪. প্রিয়তমেষু, একখানা চিঠি দিও, গোলাপ না দাও বন্ধু কাঁটাই দিও
৫. একটা গল্প লেখা হলো তারায় তারায়/দুটি হৃদয় রঙ্গীন হলো কৃষ্ণচূড়ায়
৬ . কিছু কিছু মন আছে, যারে পাগল কয়/আসলে সেই পাগল মনটা, হয়, হয়রে খাঁটি হয়

মনের মাঝে তুমি (২০০৩)
সংগীত : দেবেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী
গীতিকার : প্রিয় চ্যাটার্জী
১. আকাশে বাতাসে চল সাথী – কবিতা কৃষ্ণমূর্তি, সাধনা সরগম
২. আকাশ ছোঁয়া স্বপ্ন আশা – সাধনা সরগম, শান
৩. প্রেমী ও প্রেমী – উদিত নারায়ণ, সাধনা সরগম (বিরহের সুর)
৪. চুপি চুপি কিছু কথা – কবিতা কৃষ্ণমূর্তি
৫. প্রেমী ও প্রেমী – উদিত নারায়ণ, সাধনা সরগম (টাইটেল সং)
৬. প্রাণ কাঁদে হৃদয় – কুমার শানু (গানের অংশ বিশেষ)
৭. দু:খ জ্বালা কষ্টতে – কুমার শানু
৮. জীবনে কত ঋতু আসে যায় – কুমার শানু (Fast Song)
৯. মনের মাঝে তুমি

বাস্তব (২০০৩)
সংগীত : আলী আকরাম শুভ
১. মনের ভেতর করে শুধু দুরু, হলোরে প্রেমেরই শুরু
২. সুপারী কাটবো রাতে, ব্যাপারী আয়না সাথে
৩. বুক চিন চিন করছে হায়, মন তোমায় কাছে চায়
৪. কতটা প্রহর গুনব আমি, অশ্রু কত ঝরাব আর
৫. কাঁঠালেরেই আঠা হবো রে
৬. কত নাগর ডুবে চায় যেতে মরে
৭. মাধুরী, তুমি আমার শুধু আমারি

Dhaka University Institutional Repository

খেয়াঘাটের মাঝি (২০০৩)
গীতিকার : গাজী মাজহারুল আনোয়ার
সুরকার : আলাউদ্দীন আলী
১। ঐ পাড়েতে তুমি বন্ধু, এই পাড়েতে আমি(আংশিক)
২। কোন কাননের ফুল গো তুমি, কোন আকাশের চাঁদ গো তুমি/কোন রাখালের মধুর বাঁশির ধুন, ও-ও-ও জ্বালাইয়া আগুন বুকে জ্বালাইয়া আগুন

৩। যে জন ভালবাসে, সেতো কাছে ডাকবেই/সুখে দুখে অনুরাগে পাশে পাশে থাকবেই

৪। জ্বলতে হলে জ্বলবো, পুড়তে হলে পুড়ব/মরতে হলেও যে বাঁধা নাই, ও, ও, ও তোমাকে শুধুই আমি চাই

৫। তোরে একদিন না দেখলে পরান কেমন কেমন করে/দুই দিন না দেখলে তোরে বুকে জ্বালা ধরে/তিনদিন না দেখলে তেরে মরি কালাজ্বরে/ ও প্রেমের কালারে দেদে আগুন নিভাইয়া দে

৬। কলঙ্গ হয় হোক আজ রাতে, আজ রাতে ফিরে আর যাবনা গো/স্বপ্নটা ভেঙ্গে গেলে খুঁজে খুঁজে আরে আর পাবনা পাব না/কলঙ্গ হয় হোক আজ রাতে, আজ রাতে যেতে আর দেব না গো

৭। ভালবাসা যারা অপরাধ বলে, তারাই তো অপরাধী/বিনাদোষে তুমি একেলা কাঁদো, আমিও একেলা কাঁদি

৮। জ্বলতে হলে জ্বলবো

৯। দুঃখ যরে সারা অঙ্গের গয়না, তার জীবনে সুখের আঁচল সয়না/সেই অভাগিনী যায়রে চলে গাঁও ছেড়ে আর মন কাঁদে বেদনায়

১০। ভালোবাসার হইল মরণ, এই পোড়া সংসারে/যমের দুয়ার থেকে আমি, ফিরয়ে আনব তারে...

মরণ আঘাত (২০০৩)
গীতিকার: কবির বকুল
সংগীত : ইমন সাহা
শিল্পী : বেবী নাজনীন, আসিফ, বিপ্লব, নাফিজ আহম্মেদ, কনা, শিখা

১. বয়সটা আমার অল্প, করব প্রেমেরই গল্প
২. আমার ভরা যৌবন তালার চাবি আছে তোমার কাছে
৩. আমায় বাঁইধা রাইখো সারা জীবন তোমার বুকের খাঁচাতে
৪. এই জীবনের আয়ু মাত্র সাড়ে তিন দিন

বউ শ্বাশুড়ীর যুদ্ধ (২০০৩)
গীতিকার : আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল, মনিরুজ্জামান মনির
সুরকার : ইমন সাহা, আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল, আনোয়ার পারভেজ
শিল্পী : এণ্ড্রু কিশোর, কনক চাঁপা, সামিনা নবী, বেবী নাজনীন

১। যদি মনের মতো বরটি পেতামরে, আদার দিয়ে সোহাগ দিয়ে আপন করে নিতাম রে

২। এসো এমনি প্রেম করি, যেন মরে গিয়েও বেঁচে থাকি

৩। বউ শ্বাশুড়ীর যুদ্ধে আমি জয়ী হবো/ছলচাতুরি বাহাদুরী চলবে না চলবে না

শ্যামল ছায়া (২০০৪)
সংগীত : মকসুদ জামিল মিন্টু

১. মুক্তির মন্দির সোপান তলে
২. সোহাগ চাঁদ বদনী ধনি নাচতো দেখি
৩. আমার যমুনার জল দেখতে ভালো

ব্যাচেলর (২০০৪)
সংগীত : এস. আই. টুটুল

১. ৬৯
২. আজকে না হয় ভালোবাসা
৩. ভাজ খোলো আনন্দ দেখো
৪. ঈশান কোণের বায়ু
৫. কেউ প্রেম করে
৬. পাগলা ঘোড়া

Dhaka University Institutional Repository

৭. পাখি শাস্ত্র

হৃদয় শুধু তোমার জন্য (২০০৪)

গীতিকার : কবির বকুল

সংগীত : আলী আকরাম শুভ

শিল্পী : রুনা লায়লা, এণ্ড্রু কিশোর, মনির খান, কনক চাঁপা, কমল, মুন্নি।

১. তোরা ঢোল পিটিয়ে দে, খবর দে রটিয়ে দে/নাচতে গিয়ে নাচনে ওয়ালী, ফেল্টু মেরেছে
২. ভালোবাসা ছাড়া জানি বাঁচে না হৃদয়, তুমি যদি ভালোবাসো বেঁচে থাকা হয়
৩. আমিও পথের মতো হারিয়ে যাব, আমিও নদীর মত আসবো না ফিরে (ক্যাসেটে)
৪. এই টিক্ টিক্ টিক্ টিক্ রটে গেছে সারা দুনিয়ায়, আমি ভালোবাসি শুধু যে তোমায়
৫. এই ভেজা রাত, এই হাওয়া, একটু তোমায় কাছে পাওয়া/চাঁদ ডুবে যায় মেঘে মেঘে, অন্তরে কিছু কিছু চাওয়া
৬. প্রেম যত হোক জ্বালাময়, তবু প্রেম চায় এ হৃদয়

হাজার বছর ধরে (২০০৫)

সুর ও সংগীত : আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল

১. আশা ছিল মনে মনে →সুবীর নন্দী → (গীতিকার:জহির রায়হানও আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল)
২. তুমি সুতোয় বেঁধে ছিলে → সুবীর নন্দী ও অনুপমা মুক্তি →(গীতিকার:আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল)
৩. হলদি লাগায়া কন্যা → (গীতিকার,জহির রায়হান)
৪. ভাটুইরে না দিয়ো শাড়ি → (গীতিকার,জহির রায়হান)
৫. এই দুনিয়া দুই দিনেরি → এণ্ড্রু কিশোর

সুভা (২০০৫)

গীতিকার : কবির বকুল

সংগীত পরিচালক : ইমন সাহা

শিল্পী : বাপ্পা মজুমদার, রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা, মিতা হক, সাদী মোহাম্মদ, ঝুমু খান

১. সেদিন দুজনে দুলেছিনু বলে ফুলডোরে বাঁধা ঝুলনা
২. চাঁদের হাসিতে বাঁধ ভেঙে যাবে, মন জোছনায় পৃথিবী হারাবে
৩. তুমি কেমন করে গান করো হে গুণী, আমি অবাক হয়ে শুনি কেবল শুনি
৪. তুমি রবে নীরবে, হৃদয়ে মম/নিবিড় নিভৃত পূর্ণিমা নিশীথিনী সম
৫. আমার সকল দু:খের প্রদীপ, জ্বেলে দিবস গেলে করব নিবেদন

মোল্লা বাড়ির বউ (২০০৫)

সংগীত : ইমন সাহা

গীতিকার : শাহ আলম সরকার, কবির বকুল

শিল্পী : এণ্ড্রু কিশোর, সাবিনা ইয়াসমীন, মমতাজ, মনির খান, আসিফ আকবর, বেবি নাজনীন, কনক চাঁপা

১. ও বনের কোকিল, কোকিল রে – সাবিনা ইয়াসমীন
২. বান্ধিলাম পীরিতের ঘর – মমতাজ
৩. খর কুটার এক বাসা বান্দলাম – মনির খান
৪. অন্তর দিলাম বিছাইয়া – এণ্ড্রু কিশোর, কনক চাঁপা
৫. অন্তরের আগুন আমার – মমতাজ, কনক চাঁপা
৬. দেখেছি প্রথমবার – আসিফ আকবর, বেবি নাজনিন

জোড়া খুন (২০০৫)

গীতিকার : আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল, কবির বকুল

সংগীত : আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল

আবহ সংগীত : নীলু

শিল্পী : কুমার বিশ্বজিৎ, কনক চাঁপা, আগুন, অনিমা ডি কস্তা, কমল, রূপম, স্বীকৃতি

১. প্রেম হইল এক্কাদোক্কা খেলতে পারে দুইটা মন
২. মনের ঘরে ঢুকে গেছে রসিক মন চোর, ধরতে গেল যায় না ধরা চোরের এত জোর

Dhaka University Institutional Repository

৩. কই যাও, ও মাইয়া কই যাও/বড় লোকের মাইয়ারে দেখ সবাই চাইয়ারে।

৪. সোনা বন্ধু প্রেমেরই মালা পরাইলো, ও সোনা বন্ধু এ বুকে জ্বালা ধরাইলো

৫. করিসনারে তুই আর দেরী, আয়নারে তাড়াতাড়ি

চার সতীনের ঘর (২০০৫)

গীতিকার : গাজী মাজহারুল আনোয়ার, কবির বকুল, শাহ আলম সরকার, হাসান মতিউর রহমান

সুরকার : ইমন সাহা

শিল্পী : রুনা লায়লা, সুবীর নন্দী, সামিনা চৌধুরী, কনক চাঁপা, মনির খান, মমতাজ, ডলি সায়ন্তনী,দিনাত জাহান মুন্নী, বারী সিদ্দিকী

১। ও দয়ালরে আর কত কাল দিবি রে দয়াল গেলনা আমার দুখেরই কপাল

২। আমার কষ্টের কথা বোঝার মত একটা মানুষ নাই (হায়রে), অন্তরে মোর ব্যথার পাহাড়, আহার নিদ্রা নাইযে আমার

৩। তোর পিরীতে লাগল চোখে ঘোর, তোর প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর

৪। অন্তর পাখিটা আমার হায়রে উড়িয়া, অন্তর ভাঙ্গিয়া/বিচ্ছেদের অনলে অনলে হায়রে অন্তর আমার গেল পুড়িয়া

৫। একটার পরে একটা মিনসে করে শুধু বিয়া, আমার স্বামী ঘর করে চার সতীন নিয়া/চার সতীনের ঘর

৬। আমার একজনমে হইলনা প্রেম, হইলনা পিরীতি/ও বিধি বুঝিনারে বুঝিনা বুঝিনা আমি বুঝিনা তোর রীতিনীতি (আংশিক)

৭। বুইড়ারে তোর মরা গাছে, ধরছে রসের ফল/সেই খুশিতে গাল দুটি তোর রসে টলমল

মাস্তান নাম্বার ওয়ান (২০০৫)

গীতিকার : কবির বকুল

সুরকার : আলী আকরাম শুভ

শিল্পী : মমতাজ, কমল, ডলি সায়ন্তনী, রেশাদ।

১। ও দরদী বন্ধুরে কি মায়া লাগাইলা, বুকের ভিতর ঘর বান্ধিয়া পীরিতি শিখাইলা

২। বলার নাই আর ভাষা, তুমি আমার প্রিয়রে বন্ধু

৩। ও দরদী বন্ধুকে কি মায়া লাগাইলা

৪। বাসর সাজাইলাম রে তুই বন্ধুর লাগিয়া

৫। এমন হিরোইন পাবে না কোনদিন

৬। প্রেমেরই কবুতর মনেরই ভিতরে করে শুধু বাক্‌বাকুম বাক্

৭। যৌবনটা পাগলা হাওয়া, করবে রে তোরে ধাওয়া

৮। তুমি এই হৃদয়ের যন্ত্র আমার, দমে দমে অক্সিজেন

৯। এ বুকে লিখেছি আমি যে তোমারই নাম, তুমি ছাড়া দুনিয়াতে কিছু বুঝিনা

দুর্ধর্ষ (২০০৫)

গীতিকার : কবির বকুল

সুরকার : আলী আকরাম শুভ

শিল্পী ঃ কনক চাঁপা, কমল, আনিমা ডি কস্তা

১. বুকটা ফাইট্টা যায় (আংশিক)

২. যেখানে মিষ্টি সেখানে পিঁপড়া

৩. Loving Loving মনটা আমার তোমায় শুধু চায়

৪. হায়রে হায়রে হায় দেখলে গো তোমায়, ধাক্কা মোরে আমার কলিজায়

৫. ছুঁইয়ো না ছুঁইয়ো তুমি ধরো ধরোনা তুমি আমায়

৬. ওরে দিল পাখি, দিস নারে ফাঁকি/করিসনারে চালাকি

৭. রঙ লেগেছে আমার মনের ভেতরে

দোজখ (২০০৫)

গীতিকার : দেওয়ান নজরুই

আবহ সংগীত : আবু তাহের

সংগীত পরিচালনা : আলী আকরাম শুভ

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পী : মমতাজ, কনকচাঁপা, ডলি সায়ন্তনী, বেবী নাজনীন

১. পৃথিবীটা জ্বলছেই, জ্বলছে আগুন/মানুষে মানুষে করছে খুন/অশান্তি হাহাকার খুলে দেখ চোখ/দোজখ, দোজখ
২. তোমাকে চাই আমি, তোমাকে চাই/আমি তোমার কাছে শুধু ভালবাসা চাই
৩. সামনে কে, পিয়া পিয়া/পিছনে কে পিয়া পিয়া
৪. আমি থাকতে পারি না হায় একা, চনমন করে এই মনটা
৫. নাউনা নাউনা নাউনা আমাকে নাউনা নাউনা/আমি রূপসী প্রিয় প্রেমিকা/পেয়েছি টাইম ১২ ঘন্টা

ছোট্ট একটু ভালবাসা (২০০৫)

গীতিকার : জি. সরকার, মুন্সী ওয়াদুদ, কবির বকুল, রাকিব

সংগীত : দেবেন্দ্র চ্যাটার্জী, জয় সিন্‌হা, মোস্তাক আহমেদ

শিল্পী : রুনা লায়লা, সুবীর নন্দী, কনক চাঁপা, অনিমা ডি কস্তা, পলাশ, বেবী নাজনীন, ফকরুল

১. ছোট্ট একটু ভালবাসা পেল না আমারই মন/আর কতকাল, একা একা কাটাবো জীবন
২. ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদেরই বসুন্ধরা (আংশিক)
৩. শহর থেকে আইলো গাঁয়ে, আইলো মেহমান /ফুলের মালা গলায় দিয়ে জানাবো সালাম
৪. তোমার মেন্দী রাঙা হাত, তোমার মিষ্টি চাঁদ মুখ/তোমার কাজল কালো দুটি চোখ, দেখে পাগল হবে সব লোক
৫. ও প্রিয় সাথী, তুমি আমার জীবন মরণ,তুমি সাধনা/দু চোখের আড়াল হলে আমি প্রাণে বাঁচিনা
৬. কেন এলে ঝড় হয়ে, জীবনে জড়ালে/এত প্রেম কেন দিলে, মনে যে ভয় জাগে
৭. পত্রিকাতে লিখা হল আমি যে তোমারি, পাইনি মনের মানুষ আজো হইলাম না সংসারী

ঘর জামাই (২০০৫)

গীতিকার : গাজী মাজহারুল আনোয়ার

সুরকার : ইমন সাহা

১. আয় আয় আয়, ঘুম নিয়ে আয়রে আয় আয় আয়, আয় চাঁদ কপালে টিপ দিয়ে যা
২. আমি ঘোমটা দিব, নথ পরিবো, পায়ে দিবো মল/কোমড়েতে পরবো বিছা উড়াইবো আঁচল
৩. চামচিকারে কে বানাইছে মাতব্বর, সে যে দিন দুপুরে ভূতের ডরে লেঙ্গুর তুইলা মারে দৌড় (সুরকারঃ আলম খান)
৪. আরে নিজের কোন খবর নাই, পরের করিস খবরদারি।
৫. ত্রিশ বছর বয়স তোমার ভাবছ মনে মনে মনে (ক্যাসেটে)
৬. ভালোবাসার মেয়েটির ঐ চুলগুলো যে কালো, চোখগুলো যে মিষ্টি, কথাগুলো ঝমঝমাঝম আষাঢ় মাসের বৃষ্টি
৭. ওরে পাখি মনোয়া পাখি, পাখি ছুট ফটাইয়া মরে/শিকল ছিঁড়িতে না পারে, খাঁচা ভাঙ্গিতে না পারে (সুরকার আলম খান)
৮. হাজার বছর বাঁচতে চাইনা একটা দিনই বাঁচতে চাই/সে দিন যেন আমার সাথে কাটিয়ে আমি যাই

আমার স্বপ্ন তুমি (২০০৫)

গীতিকার : আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল

সংগীত পরিচালনা : আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল

শিল্পী : সাবিনা ইয়াসমীন, এণ্ড্রু কিশোর, মনির খান, অনুপমা মুক্তি, মিস্ এ্যানি ব্যানার্জি

১. আমি সত্য কথা বলি, আমি সত্য পথে চলি
২. তোমার ঐ মুখে হাসি, আমি খুব ভালোবাসি
৩. দিবসে তোমাকে চাই, নিশীথে তোমাকে চাই/আলোতে তোমাকে চাই, আঁধারে তোমাকে চাই
৪. আমার জীবন তুমি, তোমার জীবনে আমি/এনেছি প্রেমেরই মৌসুমী, চিরদিনই দুটি চোখে আমার স্বপ্ন তুমি
৫. বৃষ্টি, প্রেমেরই বৃষ্টি, এই বুকে ঝরছে আজ
৬. ও খুশি, ও খুশি, তুমি কিযে রূপসী/মন চায় ময়না পাখির মত বুকের পিঞ্জরে পুষি

জন্ম (২০০৬)

সংগীত : আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল

শিল্পী : ইভা রহমান, বেবী নাজনীন, প্রতিক হাসান, অনুপমা মুক্তি, মনির খান, সামিনা চৌধুরী

১. যা দেখি চোখে সব স্বপ্ন স্বপ্ন লাগে, এত সুন্দর দুনিয়া আমি দেখিনি তো আগে

Dhaka University Institutional Repository

২. চোখে মনেতে তুমি, হৃদয় ধ্বনিতে তুমি, নিঃশ্বাস হয়ে আছে বুকেরই মাঝে
৩. কত দিন পরে তুমি বললে, আমায় ভালবাসো/ কত দিন পরে তুমি বললে, আমার কাছে আসো
৪. অন্তরেরই মানুষ তুমি অন্তরেতে রও /এই জীবনে আর জীবনে আরতো কারো নও
৫. সুখ, তুই আর একবার জীবনে আয়/এত যন্ত্রণা নিয়ে, জীবনে বেঁচে থাকা দায়

মায়ের মর্যাদা (২০০৬)

গীতিকার : গাজী মাজহারুল আনোয়ার

সংগীত : ইমন সাহা

শিল্পী : কুমার শানু, উদিত নারায়ণ

১. আসলে ভবে যেতে হবে, তার জন্য চিন্তা নাই/জীবন ট্রেনের রির্টান টিকিট পকেটেতে আছে ভাই
২. তোমার লাইগা বিষ খামু, মইরা যামু, সত্যি কইরা কই/ভালবাসার গাছে তুইলা টাইনা নিলা মই
৩. মনে মনে এতদিন যার আশায় আমি থেকেছি/মনে হয় আজ সেই মনের মানুষ, কাছে পেয়েছি
৪. আমায় ভণ্ড ভেবে পণ্ড করে দিয়োনা এই ভালবাসা/আগের মতোই চলতে দাও তোমার কাছে যাওয়া আসা
৫. অনেকে বাঁচতে চায় হাজার বছর/তুমি হীন হয়ে একা, প্রেম হীন হয়ে একা/বাঁচতে চাইনা আমি একটি প্রহর

Dhaka University Institutional Repository

রানী কুঠির বাকি ইতিহাস (২০০৬)
গীতিকার : কবির বকুল
সুরকার : এস.আই. টুটুল
আবহ সংগীত : ড. সোহানা আহমেদ
শিল্পী : সামিনা চৌধুরী, আসিফ

১. স্বপ্ন তুমি সত্যি তুমি, তুমি আমার ভালবাসা/গান কবিতা, তুমি সবই তা তুমি জীবনের আশা
২. আমার মাঝে নেই এখন আমি, স্বপ্নের সিঁড়ি বেয়ে স্বর্গে নামি/যেন অন্য রকম এক ভালবাসাতে, ডুবে আছি তুমি কাছে আসাতে।
৩. উপজাতীয় গান

ওরে সাম্পানওয়ালা (২০০৬)
সুরকার : ইমনসাহা
শিল্পী : নোলকবাবু, রাজীব, সোনিয়া, বিউটি, নওরিন, মাহাদি

১. বাঁশখালী, মহেশখালী, পাল উড়াইয়া দিলে সাম্পান ঘুরঘুরায় টানে, পাল তুলিয়া দিলে সাম্পান ঘুরঘুরয়ে টানে, কে কে যাবি আমার সাম্পানে
২. গোস্‌সা হইলা কোন কথায় গো, বেজার হইলা কোন কথায়, চান্দের লাহান ঐ রূপ তোমার, বিজলী চমকায়
৩. হায়রে, কি গান মাঝি শোনাইল, হায়রে, কি বাঁশী মাঝি বাজাইল/কর্ণফুলীর সাম্পান ওয়ালা আমার মন কাইড়া নিলো
৪. বড়দারে কওনা আমায় বিয়া করায় বার লাই, ও ভাবী, জোয়ান কালে হয়ত বিয়া নয়ত বিয়ার মজা নাই
৫. আমার রসিক বন্ধু আইলো না, বন্ধু আমার খবর লইল না, সোনা মুখের হাসি দিয়া বন্ধু করল দিওয়ানা
৬. যদি সুন্দর একটা মুখ পাইতাম, যদি সুন্দর একটা মন পাইতাম, মহেশ খালীর পান খিলি তারে বানাই খাওয়াইতাম
৭. ওরে কর্ণফুলীর সাম্পানওয়ালা, তোমার মুখ খান কেন করলা কালা/কোন দু:খে তোমার মনটা বেজার আমায় কইবানি
৮. ওরে মেহেরজান, আমার পরানের আটখান, মিঠা কথা কইয়া প্রেমের আগুন জ্বালাইলি
৯. ওরে সাম্পানওয়ালা, তুই আমারে করলি দিওয়ানা
১০. ওরে কর্ণফুলিরে, সাক্ষী রাখিলাম তোরে, অভাগিনীর দু:খের কথা কইয়ো বন্ধুরে
১১. দুলা দুলরে তোমারে জানাই তোমারে জানাই/মোদের কথা না ভুলিয়ো সুন্দর বউ পাই

হৃদয়ের কথা (২০০৬)
গীতিকার : গাজী মাজহারুল আনোয়ার, কবির বাবুল, জুয়েল মাহমুদ, এস. এ হক অলীক।
সুরকার : এস.আই.টুটুল, আলাউদ্দীন আলী, মকসুদ জামিল মিন্টু, হাবিব ওয়াহিদ
শিল্পী : আগুন,মমতাজ,সামিনা চৌধুরী,হাবীব,এস.আই.টুটুল,এণ্ড্রু কিশোর,কনক চাঁপা,মনির খান, ইভা রহমান।

১। তোমার কারণে আমি উচ্ছ্বল, তোমার কারণে আমি উদাসী
২। ভালোবাসবো বাসবোরে বন্ধু তোমায় যতনে
৩। যায় দিন, যায় একাকী
৪। আমি জামালপুরের পোলা আশি টাকা তোলা
৫। তোমাকে ছেড়ে বলো কি নিয়ে থাকবো, ভালবেসে যাবো আমি যতদিন বাঁচবো
৬। বন্দে মায়া লাগাইছে... (আংশিক)
৭। বলেতো দিয়েছি হৃদয়ের কথা

কাবুলিওয়ালা (২০০৬)
গীতিকার : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
আবহ সংগীত : এম.আর. নীলু
সংগীত : সাগীর আহমেদ

১. মেঘের কোলে রোদ হেসেছে, বাদল গেছে টুটি
২. কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা (দীঘি)

সাথী তুমি কার (২০০৬)

Dhaka University Institutional Repository

গীতিকার : কবির বকুল, আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল, হাফিজুর রহমান (মিকু)
সুরকার : আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল
শিল্পী : প্রতীক হাসান, বেবী নাজনীন, শাকিলা জাফর, মনির খান, মুক্তি, সামিনা চৌধুরী
১। ও সাগরের পানিরে/ও সাগরের পানি/শীতল করে দেনা আমার উষ্ণ দেহখানি/যৌবনের জ্বালাটি যে বুজেছে পানিতে ভিজে
২। বুঝে নিও বুঝে নিও, কে আমি বুঝে নিও/হৃদয়ের মাঝখানে রয়েছি আমি, হৃদয় দিয়ে খুঁজে নিও/তুমি কত সুন্দর তুমি জাননা, কি যে মায়া দুটি চোখে
৩। তুমি সাথী আমার জীবন মরণে, তুমি ছাড়া বাচবো কি করে/তুমি সাথী আমার শয়ন স্বপনে, তুমি ছাড়া বাঁচবো কি করে
৪। বুঝেনিও বুঝেনিও
৫। মনটা ছুঁইমুই করে, তোমায় দেখার পরে/চোখের ভাষা পড়ো তুমি, জলদি প্রেম করো, তুমি আশেপাশে কেউ তো নেই, ভয় যে কিসের/ও মরি প্রেমেরি বিষে
৬। প্রেম করেছি, কোন পাপ করিনি/জানে জানুক এ দুনিয়া হাজার বার/ তুমি শুধু আমার আমি, আমি শুধু তোমার

আজকের সমাজ

গীতিকার : কবির বকুল
সংগীত : ইমন সাহা
আবহ সংগীত : সৈয়দ মোখলেছুর রহমান
শিল্পী : শাকিলা জাফর, রিজিয়া পারভীন, কনকচাঁপা, মনির খান, পলাশ, অনিমা ডি কস্তা, কমল

১. জন্ম আমার ধন্য হলো মাগো, এমন করে আকুল হয়ে আমায় তুমি ডাকো (আংশিক)
২. দুটি চোখে চেয়ে বুকে আগুন জ্বেলে দিলে/প্রথম দেখায় প্রেমের জ্বালা মনে জ্বেলে দিলে
৩. আমার চোখ, আমার ঠোঁট, আমার এ মন/দখল করেছে নাও না, তুমি প্রিয়জন
৪. কোন মাটিতে রূপের মেশিন, বানাইছে ঐ কারিগর/বাক্‌বাকুম বাক্‌বাকুম করে, যৌবনের কবুতর
৫. চাঁদকে বলে দেব, আজ রাতে যেন না ওঠে/ফুলকে বলে দেব, আজ রাতে যেন না ফোঁটে

জাতশত্রু

গীতিকার : কবির বকুল
সংগীত : আলী আকরাম শুভ
শিল্পী : বেবী নাজনীন, ডলি সায়ন্তনী, মনির খান, আসিফ, অনিমা ডি কস্তা, কমল

১. প্রেম কখনো জ্বালারে, কখনো সুখের মালারে/সেই প্রেমেরই রঙেতে, জাগলো মনে দোলারে
২. চিতই পিঠা, দুধের পিঠা বড়ই মিঠারে/তার চেয়ে মিঠা, আরো মিঠা, তোমার ছোঁয়ারে
৩. মন দিয়েছি তোমায়, হায় আর তো কেউ পাবেনা/মন তোমাকে ছাড়া, হায় আর কোথা যাবে না
৪. মাইয়ারে, ও মাইয়ারে, দে দোলা দে দোলা কোমরে/সোনারে ও জাদুরে, তোর নাচে মন পাগলা হবো রে
৫. কচি কচি ডাবে, মিঠা মিঠা পানি/তুমি আর আমি দুজনে জানি

পিতার আসন (২০০৬)

গীতিকার : আলাউদ্দীন আলী
শিল্পী : সাবিনা ইয়াসমীন, এণ্ড্রু কিশোর, কনক চাঁপা, মনির খান, টুটুল

১. একজন আজব কারিগর, দুনিয়াটা বানাইছে তাঁর পুতুল খেলার ঘর
২. প্রাণের চেয়ে প্রিয় তুমি, বন্ধু আমার/হাজার বছর বেঁচে রবে, প্রেম দুজনার
৩. সাগরের গর্জনে শুনেছি, তুমি এসেছ/রংধনু হয়ে ঐ আকাশে, তুমি হেসেছে
৪. তোমারাই প্রেমে আমি অন্ধ, বুঝি না কি ভাল কি মন্দ
৫. সূর্যের আলো হার মেনে যাবে, পূর্ণিমা চাঁদও আঁধারে হারাবে
৬. একটা জীবন, একজন আপন/পেলোনা পেলোনারে/একটা বুকে, সুখে দুখে, প্রিয়জন পেলোনারে

মা আমার স্বর্গ (২০০৭)

গীতিকার ও সংগীত : আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল
আবহ সংগীত : আলী আকরাম শুভ
শিল্পী : সামিনা চৌধুরী, কনক চাঁপা, অনিমা-ডি-কস্তা, মনির খান, কমল

Dhaka University Institutional Repository

১. জীবনতো একটাই, একবারই পৃথিবীতে আসা/এতটুকু জীবনে, চোখের জলে কেন ভাসা
২. খুব সাধারণ একটি মেয়ে, সাধারণ মানুষের এই যে ভিড়ে/সেইতো আমি, সেই তো আমি
৩. আজ তুমি বলেছ, আমাকে তুমি ভালোবাসো/আমি একথা শোনার পর, কত খুশি হয়েছি জানো
৪. আমার জন্ম যদি হইত রে পয়লা নববর্ষে, তোরে আমি পান্তা ইলিশ রাইন্দা খাওয়াইতাম
৫. বন্ধ একটা কামরা, বন্দী দুজন আমরা/পালিয়ে যাব উপায় বন্ধু নাই, এমন একটা বন্দী দশা আমি বন্ধু চাই
৬. বইয়া যারে চোখের পানি, চোখে বইয়া যা/বইতে বইতে চক্ষু আমার, নদী হইয়া যা

তুমি কত সুন্দর (২০০৭)

গীতিকার : গাজী মাজহারুল আনোয়ার, কবির বকুল

সংগীত : ইমন সাহা

শিল্পী : কনক চাঁপা, মনির খান, আসিফ, বেবী নাজনীন, পলাশ, মীম, অনিমা রহমান

১. তোমাকে বানিয়ে, খুশি যে বিধাতা/লক্ষ বছর/তুমি কত সুন্দর তুমি কত সুন্দর
২. অভিমানী, এই কথাটি শুধু জেনে নিয়ো/তোমার চেয়ে কেউ তো আমার নেই প্রিয়
৩. গতকালও একা ছিলাম, আজ তোমাকেই মনটা দিলাম, ভালবেসে
৪. আমি ঘোমটা দিলে কেমন লাগে,/হাতে রেশমী চুড়ি কেমন লাগে/তোমার বধূ হতে আমার বড় ইচ্ছে জাগে গো
৫. মিষ্টি ফুলেরই গন্ধে, উষ্ণ প্রেমেরই ছন্দে, এসেছি কাছে দুজন
৬. পীরিতি, পীরিতি, পীরিতি, আমায় পাগল বানাইছে

মেয়ে সাক্ষী (২০০৭)

গীতিকার : আনোয়ার সিরাজী, মালেক বিশ্বাস, ওয়াদুদ রঙ্গীলা

আবহসংগীত : সৈয়দ মোখলেছুর রহমান

সুরকার : পারভেজ রব

শিল্পী : রুনালায়লা, এণ্ডু কিশোর, কনকচাঁপা, বেবী নাজনীন, ঝুমুর, পলাশ, শাহনাজ বেলী, আরিফ, ওয়াদুদ রঙ্গীলা, বৃষ্টি, লাভলী ইয়াসমীন, ফারুক

১। যদি মনের মত মন পাইতাম, সেই মনটারে বাঁধিতাম/ভালবাসার খাঁচায় পুষিতাম
২। চান্দের আলো ঝইড়া পইড়া লুটাইছে জমিলার পায়, কাঁচা হলুদ সারা গায়
৩। এই হৃদয়ের মধ্যখানে, ভালবাসার ঘরেতে/দুই মনেতে এক মত হইলে, খেলব পাশা গো
৪। তুই ছাড়া এ মনের ঘরে বাড়ি জ্বলে না/তুই যে, প্রাণ কলিয়া, কাইড়া নিলি আমার হিয়া/এই পাংখা দিয়া তোরে বাতাস দিব/তোর বুকেতে মাথা রাইখা সুখে নিদ্রা যাব/তোরে না দেখিলে আমার ভাল লাগে না
৫। তুমি মোর ভালবাসা, তুমি মোর সকল আশা, মিশে আছে হৃদয় তোমাকে ভুলি আমি কি করে
৬। কতই দুঃখ দিলা দয়ালরে ও দয়াল আরো দুঃখ দিয়ো

দানব সন্তান (২০০৭)

গীতিকার : কবির বকুল, আহমেদ রিজভী

সুরকার : কাজী জামাল

আবহ সংগীত : আলমগীর হোসেন

শিল্পী : শাকিলা জাফর, মমতাজ, মনির খান, নুসরাত, পাপড়ি, রেজা, কমল

১. দানব নাম আমার, ধিকি ধিকি আগুনে পুড়ে শেষ হলো অন্তর
২. রঙ্গীলা জীবন, হায় বলে সারাক্ষণ
৩. আয়না মাইয়া প্রেম নদীতে ভাসাই নৌকা খানি
৪. রঙ্গীলা জীবন, হায় বলে সারাক্ষণ/কাছে এসে, ভালবেসে, নাও না এই মন
৫. চোরে তোর ঘরে ঢুইকাছে জানি না কি কি নিয়েছে
৬. মায়ে একধার দুধের দাম (আবহ সংগীত)
৭. ভালো লাগেরে লাগে/ যত দেখি তত ভাল লাগে
৮. ও, ও, ও আমি রাজা জংলী রাজা তাইরে নাইরে না

বাংলার বউ (২০০৭)

গীতিকার : এ.কে. সোহেল, লিটন

সুরকার : ইমন সাহা

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পী : মমতাজ, এণ্ড্রু কিশোর, মনির খান, রিজিয়া পারভীন, সোনিয়া, অনিমা ডি কস্তা, পলাশ, পরাগ

১. শোনো গো রূপসী কন্যাগো, মন কাড়িয়া যাইয়ো না চলিয়া
২. কোকিল আর ডাকিস না, মরার কোকিল আর ডাকিসনা/বসন্তেরই আউলাবাতাস কোকিল আর লাগাইস না
৩. চোরায় দুধ খাইলো রে চুরি করিয়া/গ্রাম ছাড়া করিমুতোরে ঝাটা মারিয়া
৪. চিঠি লিখেছে বউ আমার ভাঙ্গা ভাঙ্গা হাতে/লন্ঠন জালাইয়া নিভাই চমকে চমকে রাতে (কথা ও সুর: আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল)
৫. কেমন কইরা ছাইড়া গেলারে, ও বন্ধু আমায় ফাঁকি দিয়া
৬. তুমি যাইয়ো না চলিয়া (বন্ধু), প্রেমের পরশ দিমু তোমায় ষোলো আনা ঢালিয়া
৭. ও শ্বাশুড়ী, ও আম্মাজান, আপনার শাসনের দিন শেষ হইছে, এই সংসারে, বউয়ের শাসন কায়েম হইছে, আগের দিন বাঘে খাইছে

বিয়াইন সাব (২০০৭)

১। এত ভালবাসায় জড়ালে আমায়/ধন্য হলো মন/ধন্য এ জীবন
২। বর এসেছে বাড়িতে বর এসেছে, কনেকে নিতে আজ বর এসেছে/ যেমন সুন্দর বর দেখতে তেমন সুন্দর কনে, মাশাল্লাহ কি সুন্দর দেখো মানাইছে দুজন
৩। তোমার রূপ দেখিয়া বিয়াইন আমি পাগল হইয়াছি/তোমার ডাগর ডাগর চোখের নেশায়, কাছে এসেছি
৪। ভাইয়ের শালী বিয়াইন সাব ভালবেসেছে, অনেক সাধনারই পরে কাছে এসেছে/বোনের দেবর বিয়াইন সাব ভালবেসেছে মনটা আমার প্রেমেরই জোয়ারে ভেসেছে
৫। ভালবাসা এ জীবন করেছে মধুর, তুমি না থাকলে কাছে অথৈ সমুদ্দুর/ তোমাকে পেয়েছি বুকে ও বিয়াইন সাব, হারাতে চাইনা আমি আর
৬। যতই দাওগো আঘাত তোমরা,ভুলবে না এমন/বন্ধুর লাইগা কান্দে অন্তর আমার কান্দে দুই নয়ন

এই যে দুনিয়া (২০০৭)

গীতিকার : গাজী মাজহারুল আনোয়ার

সংগীত: গাজী মাজহারুল আনোয়ার

শিল্পী : সাবিনা ইয়াসমীন, আবিদা সুলতানা, রিজিয়া পারভীন, বেবী নাজনীন, দিঠি, মনির খান, আসিফ, আগুন

১. এই যে দুনিয়া, চারিদিকে চোর ছ্যাচেড়ে ভরা
২. দুই চোখের ভেতর তুমি আছো তাই, এদিক সেদিক কোন কিছুই দেখার উপায় নাই
৩. ফুল বানুরে ফুলবানু, এই কালু নয় সেই কালু/ইচ্ছে করে বারে বারে হইয়া যাই সিঙ্গার/ আসিফেরই মত আমি হইবো পপুলার
৪. খোকারে খোকারে খোকা আমার বড় আদরের/তুই যেন এক লক্ষ্মীসোনা স্নেহের চাঁদ রে
৫. রঙের মানুষরে, রঙের মানুষরে/একদিন তোর হইবরে মরণ
৬. এই যে দুনিয়া কিসের লাগিয়া, এত যত্নে গড়াইয়াছেন সাঁই (Remix)

দুঃখিনী জোহরা (২০০৭)

গীতিকার : শাহ আলম সরকার

সংগীত : ইমন সাহা

শিল্পী : রুনা লায়লা, সামিনা চৌধুরী, কনক চাঁপা, রিজিয়া পারভীন, মনির খান, মমতাজ, ফিরোজা বেগম (অতিথি শিল্পী)

১. তুমি আমার প্রেমের মাস্টার, ছোট কালে প্রেম শিখাইলা/ভালোবাসার দিনগুলি হায়, এখন কেন ভুইলা গেলা
২. আমার মন চুরি কইরা নাউ, আমার প্রাণ চুরি কইরা নাউ/আমার লজ্জা চুরি কইরো না, বন্ধু ধরি তোমার পাও
৩. এক চোখেতে ঘুমাই আমি, এক চোখেতে জাগি/স্বপনে দেখি ঘুমের চোখে, বন্ধু আমার আছে বুকে
৪. ভালোবাসা নিঠুর খেলা, এ খেলা আর খেলব না/মনের ঘরে খিল দিয়েছি, কারো ডাকে খুলব না
৫. হাতে ধরি পায়ে পড়ি, করি এই মিনতি/একটু দয়া করো মামুজান এ অবলার প্রতি
৬. দয়াল, দয়ালরে, আয়ু সুতা দিয়া দয়াল মানুষ ঘুড্ডি উড়াইলা/হাতে তুমি নাটাই লইয়া, কত খেলা খেলাইলা (দরবেশ)

Dhaka University Institutional Repository

৭. আমার মত এই ভবেরে নাইরে দু:খিনী/যেই ডাল আমি ধরি, সেই ডাল ভাইঙ্গা পড়ি

অরুন শান্তি

গীতিকার : আনোয়ার সিরাজী, দেলোয়ার হোসেন নবীন

আবহ সংগীত : নীলু

সংগীত : মোস্তাক আহম্মেদ, পারভেজ রব

শিল্পী : এণ্ড্রু কিশোর, বেবী নাজনীন, সামিনা চৌধুরী, রিজিয়া পারভীন, সালমা, মনির খান, শাহানুর, সাবিনা ইয়াসমীন, শ্যামা, আলমগীর, মোস্তাক আহমেদ

১. রংমহলের রানী আমি, মনেরই খেলা করি, এসো হে সুজন তুমি, মনেরই কথা বলি
২. বিধির তোর নিঠুর খেলা বোঝা বড় দায়/সুখের ঘরে আগুন দিলা, দু:খকে করলা সহায়
৩. শোনো শোনো ওহে গো বন্ধু, বলিরে তোমারে গো/তোমারে না দেখলে আমায়, ভালো যে লাগেনা গো
৪. বন্ধু তোমারি পরশে, মনেরই গভীরে, প্রেমের জোয়ার এলেরে
৫. শোনো শোনো, ওহে গো অরুন, বলিবো তোমারে গো/রাত নিশিতে যাই ও গো অরুন, যাইয়ো আমার বাড়ী
৬. চুন ছাড়া পান আর নুন ছাড়া কি/তুমি ছাড়া বন্ধু আমার জীবনে আছে কি
৭. পরানের বন্ধুরে, কোন পীড়িতে হইয়াছি পাগল/তোর বাঁশীর সুরে মন যে আমার হয় উথাল পাথাল
৮. শোনো শোনো, ও হে গো অরুন, বলিযে তোমার গো/নিত্যি নিত্যি আইসোগো বন্ধু আমারই বাগানে
৯. প্রেম পীরিতি কাহাকে বলে, জানো না জননী গো/মা হইয়া এমন কথা তোমার মুখে শুনি গো
১০. ও পরদেশী তুমি সত্য কও আমায়, ভালোলাগা থেকে বুঝি ভালোবাসা হয়
১১. অরুণ আমার মাথার বেণী, অরুণ চোখের মনি গো/অরুণ বিনে এ যৌবনে কে হবে ব্যাপারী গো
১২. মেরো না মেরো না গো আমায় প্রাণেতে মেরো না গো/আমারে মারিলে পরে শান্তি যে বাঁচবে না গো
১৩. ও দরদী, দরদী, ও দরদী, দরদী, শান্তি বিনা অরুণ বাঁচে কি
১৪. কোথায় রইলা প্রাণের অরুণ, দেখা দাও আমারে গো/দানব রাজা নিচ্ছে ধরে তোমারি শান্তিরে গো

আহা ! (২০০৭)

সংগীত পরিচালক : দেব জ্যোতি মিশ্র

১. লুকোচুরি লুকোচুরি গল্প – ফাহমিদা নবী

দারুচিনি দ্বীপ (২০০৭)

সংগীত : এস. আই. টুটুল

১. বধূ কোন আলো লাগল চোখে
২. দূর দ্বীপবাসিনী
৩. মন চায়
৪. আমার মন কেমন করে

আকাশ ছোঁয়া ভালোবাসা (২০০৮)

পরিচালক : এস. এ. হক অলিক

সুরকার : হাবিব ওয়াহিদ, এস.আই.টুটুল

১. পৃথিবীর যত সুখ – হাবিব ওয়াহিদ, ন্যান্সি
২. হৃদয়ে লিখেছি তোমারি নাম – এস.আই টুটুল, সামিনা চৌধুরী
৩. হাওয়ায় হাওয়ায় দোলনা দোলে – হাবিব ওয়াহিদ, ন্যান্সি
৪. তুমি স্বপ্ন তুমি স্বর্গ – সুবীর নন্দী, এস. আই. টুটুল
৫. নজর না লাগে যেনো – এস.আই. টুটুল
৬. কাঁচা কাঁচা বাঁশের বেড়া – কনক চাঁপা, এস.আই.টুটুল
৭. বহুপথ খুঁজে নদী সাগরে হারায়- এস.আই.টুটুল

আমার আছে জল (২০০৮)

পরিচালক : হুমায়ুন আহমেদ

সুর ও সংগীত : হাবিব ওয়াহিদ, এস. আই. টুটুল

১. আমার আছে জল – শাওন
২. চলো বৃষ্টিতে ভিজি – হাবিব ওয়াহিদ
৩. নদীর নাম ময়ূরাক্ষী – এস. আই. টুটুল

Dhaka University Institutional Repository

৪. চলো বৃষ্টিতে ভিজি – সাবিনা ইয়াসমীন
৫. চলো বৃষ্টিতে ভিজি – কনা
৬. আমরা যাবো – আগুন
৭. চলো বৃষ্টিতে ভিজি – হাবিব ওয়াহিদ, সাবিনা ইয়াসমীন
৮. আমার আছে জল – সুমনা বর্ধন
৯. গাছের ডালে – বারি সিদ্দিকী
১০. পথ ধরে যাচ্ছে মানুষ – তানভীর
১১. গাছের ডালে – শাহনাজ বেলী
১২. সেন্ট্রাল মেন্টাল – নচিকেতা
১৩. আমার আছে জল – শাওন, এস.আই. টুটুল
১৪. আঁধারি রাত ছিলো – এস. আই. টুটুল
১৫. চলো বৃষ্টিতে ভিজি – কনা, হাবিব ওয়াহিদ
১৬. আমরা যাবো – এস.আই. টুটুল, আগুন

অবুঝ শিশু (২০০৮)

গীতিকার ও সংগীত : আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল

শিল্পী : আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল, শাকিলা জাফর, এণ্ড্রু কিশোর, মনির খান, সামিনা চৌধুরী

১. ঘুম নেই চোখে ঘুম নেই, কেন নেই জানি না
২. ছোট্ট দুটি শব্দ ভালোবাসা, বুকের ভেতর বেধেছে যে বাসা/সেই বাসাতে বন্ধু শুধুই তোমার যাওয়া আসা
৩. আমায় একটা মানুষ খুঁজে দাও যে তোমার মত/তোমারি মত কাছে যে আসবে, তোমারি মত ভালো সে বাসবে
৪. মনের তুলি দিয়ে, হৃদয়ের রং নিয়ে/তোমার হৃদয়ে আমি লিখলাম, I love U.
৫. আমি ছোট্ট একটা মেয়ে, খুব ছোট্ট একটা মেয়ে, এততুকু মানুষ কি আর জেল হাজতে যায়।

শ্রেষ্ঠ সন্তান (২০০৮)

সংগীত : ইমন সাহা

১. হতে পারি আমরা গরীব, তাতে দু:খ নাই/একে অন্যের সুখে সুখী, দুখে দু:খী ভাই
২. এই বুকে কান পেতে শোনো, এই মন কার কথা কয়/তুমি গেলে দূরে দেহমন জুড়ে, বিরহের ঝড় যেন বয়
৩. ঘুমপাড়ানী গান শুনিয়ে বুকেরই রক্ত দুধ বানিয়ে, করিয়েছেন যে মা দুগ্ধ পান
৪. এবার সবাই বেধে জোট পাখা মার্কায় দেব ভোট/জনগণের আকাংখা, পাখা মার্কা, জননেত্রী কমলবুবুর পাখা মার্কা

বড়লোকের জামাই (২০০৮)

সংগীত : মোস্তাক আহমেদ, কবির বকুল

শিল্পী : সাবিনা ইয়াসমীন, রুনালায়লা, কুমার বিশ্বজিৎ, মনির খান

১. প্রেমেরই তীর বানাইয়া, দু চোখে দিলা মাইরা, এখন তোমাকে ছাড়া বাঁচা বড় দায়রে
২. আরে বড়লোকের বেটী হয়ে, কিসের দেখাও এত ভাব/একা একা রূপবান সাইজা হইব নারে লাভ
৩. আমার পৃথিবী বলতে বাবা আমি তোমাকেই বুঝি
৪. আমি বাঁইচা আছি ভালোবাসার বিবাগী হইয়া
৫. তোমার চোখে দেখেছি আমার সর্বনাশ, আমার বুকের মাঝে তোমার বসবাস

রঙ্গীন সমাধি (২০০৮)

গীতিকার : গাজী মাজহারুল আনোয়ার, কবির বকুল

সংগীত : আলাউদ্দীন আলী

আবহ সংগীত : এম.আর.হাসান নীলু

শিল্পী : আসিফ, এস.আই.টুটুল, এণ্ড্রু কিশোর, সাবিনা ইয়াসমীন, পলাশ, মিমি

১. নূপুর পরাইয়া দিলাম তোমার দুটি চরণে, ঝম ঝমা ঝম বাজবে যখন পড়বে আমায় স্মরণে
২. মাগো মা, ওগো মা, আমারে বানাইলি তুই দিওয়ানা
৩. ও আমার রসিয়া বন্ধুরে তুমি কেন কোমরের বিছা হইলা না
৪. মাগো মা, ওগো মা
৫. যে আমার মনের মানুষ গো, সে আমারে মনে রাখল না

Dhaka University Institutional Repository

এরই নাম ভালবাসা (২০০৮)
গীতিকার : মনিরুজ্জামান মনির, আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল
সুরকার : আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল
শিল্পী : এণ্ড্রু কিশোর, কনকচাঁপা, সামিনা চৌধুরী, মনির খান, কমল, মিমি, তানজিমা রুমা, শাহীন, মুরাদ, মুক্তি

১. আল্লাহু, আল্লাহু, আল্লাহু, ও মওলা রহম করো/ও দয়াল শোন মোনাজাত তুমি
২. বুকেরই ভিতর প্রাণেরই কুসুম; তুমি যে তারই আবরণ
৩. তোমাকে কিছু কথা বলতে চাই, এ কথা শুনব সময় যে নাই
৪. তুমি আছো বুকে প্রাণ আছে, মন বলে সারাক্ষণ এই
৫. এ জীবন তোমারি, কেউ জানেনা/এ মুখে সে কথা বলা যায় না
৬. এতদিনে যারে চাইছি তারে পাইছি হায়/এই খুশিতে পরনে এখন উইড়া যাইতে চায়
৭. কত আদর স্নেহ ভালবাসা, বুক ভরা সুখের আশা, এ ঘর পেয়েছি যে আশ্রয় এ ঘর আমার আনন্দ আশ্রম মনে হয়

Dhaka University Institutional Repository

মা বাবার স্বপ্ন (২০০৮)
গীতিকার : শাহ আলম সরকার
সুরকার : ইমন সাহা
শিল্পী : মনির খান, কনক চাঁপা, পলাশ, সোনিয়া, শাহ আলম সরকার

১. আব্বু তুমি আমার আগে কেন গেলে মরে, আম্মু তুমি আমার আগে কেন গেলে মরে
২. বুকটা কাঁপে দুরু দুরু, এ কোন জ্বালা হলো শুরু
৩. নদীর প্রেমের টানে, সাগর ছুটে আসে, সাগরের সে জলে, নদীর দুকূল ভাসে
৪. তুমি ছিলে এ মনের গভীরে, এ মনে ছিল তোমার ছবিরে/মনের গভীর থেকে নীরব ছবি থেকে, তুমি এলে বেরিয়ে
৫. চোরের উপর আছে যে বাটপার, আগে তো ছিল না জানা
৬. আমাকে আমি প্রিয় দিয়ে দিলাম তোমাকে/যা ইচ্ছে তাই করো, বাঁচাও কিংবা মারো

এক টাকার বউ (২০০৮)
গীতিকার : কবির বকুল
আবহ সংগীত : আলাউদ্দিন আলী
সুরকার : শওকত আলী ইমন
শিল্পী : সাবিনা ইয়াসমীন, রুনা লায়লা, এণ্ড্রু কিশোর, কুমার বিশ্বজিৎ, মনির খান, আগুন, মমতাজ।

১.পীরিতি বানাইলারে বন্ধু, পীরিতে মজাইলারে বন্ধু, মরি প্রেম জ্বালায়/আউলা প্রেমের বাউলা বাতাস (বন্ধু) লাগাইয়ো না গায়।
২.মন দিলাম, প্রাণ দিলাম, আর কি দিবরে/তুই আমারে আর জ্বালাইসনারে।
৩.আমি সামনের মাসে তোরে একটা নৌকা কিনে দিবো/শুনেছি তোর মনের নদীর কূলে উপচে পড়ে ঢেউ।
৪.ভালোবাসা, ভালোবাসা, থাকো তুমি দূরে/কাছে এলে যদি মন, না পাওয়ার আগুনেতে ধুকে ধুকে পুড়ে
৫.*ও লিটল গার্লফ্রেণ্ড তোমার সঙ্গে আমি করব রোমান্স*

কোটি টাকার ফকির (২০০৮)
গীতিকার : কবির বকুল
সুরকার : ইমন সাহা
শিল্পী : বাপ্পা মজুমদার, খুরশিদ আলম, এণ্ড্রু কিশোর, কনক চাঁপা, ফাহমিদা নবী, এস.আই. টুটুল, পলাশ, সোনিয়া, কমল।

১। কৃপণের ধন পিপড়াঁতে খায়
২। হৃদয়েরই এই দোকানে একবার বলো আসবে কি
৩। আকাশের নীচে, মাটির কাছে
৪। অনেক সময় গেল ভাবনার ক্ষণ এলো
৫। ফুটেছে ফুটেছে বিয়ের ফুল ফুটেছে
৬। ঢুলি দেখে ঢাক নাকি ঢাক ঢোল বাজাওরে
৭। রজকিনী চাইলাম হইতে তোমরা দিলানা

তোমাকেই খুঁজছি (২০০৮)
গীতিকার : কবির বকুল
সুরকার : আলী আকরাম শুভ
শিল্পী : এণ্ড্রু কিশোর, এস.আই. টুটুল, আসিফ আকবর, সামিনা চৌধুরী, বেবী নাজনীন, ডলি সায়ন্তিনী, মজিবর।

১। তোমাকেই খুঁজছি/আকাশ মাটির ভুবনে/হাজার লোকের ভিড়ে/সকাল দুপুর/বিকেলে অথৈ সাগর তীরে/প্রতিদিন/ প্রতিক্ষণ/প্রতিটি প্রহর চোখেরই নজর দিয়ে সারাটি শহর/ তোমাকেই খুঁজছি
২। তোমার নামে ফুল কুড়াইলাম নিলাম আঁচলে, কাজল তোমায় লুকাইতে চায় সজল নয়ন কাজলে/দেখার চোখে দেখো আমার জানবে তোমার আমি কে
৩। তোমাকেই খুঁজছি
৪। ইচ্ছা করে ভালবাসার আঁচল দিয়া তোমায় বাইন্ধা রাখি/ভালবাসার আকাশে আমি উড়াল পাখি...
৫। ভাঙ্গা রেকর্ড বারে বার শুনতে ভাল লাগেনা আর, মনটা চায়রে প্রতিদিন নয়া চমৎকার/একবার যদি হ বলে দাও তুমি জানের জান/আর কোনদিন প্রথম প্রেমের গান

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

জমিদার বাড়ীর মেয়ে(২০০৮)
গীতিকার : কবির বকুল,জুলফিকার আলী ভুট্টো
সংগীত : ইমন সাহা
শিল্পী : সাবিনা ইয়াসমীন,এণ্ড্রু কিশোর,আগুন,কনকচাঁপা,মনির খান,পলাশ, সোনিয়া,এস.আই. টুটুল

১. আমার একলা একলা মন,ঘুরছে সারাক্ষণ
২. পড়ালেখা করব না ও মাস্টারসাব
৩. মন কেন প্রেমে পড়ে, প্রেম কেন মনকে পাগল করে
৪. চলো পালাই,চলো পালাই,পৃথিবীর বাইরে অন্য কোথাও আজ দু জনে হারাবো
৫. যাকে আমি ভালবেসেছি,কি করে সে অন্যের হয়ে যায়
৬. লোকে করলে করুক না কানাকানি, তোমায় মনেরই রাজ্যে বানাব রাণী
৭. এই পাড়ে একজনা কান্দে, ঐ পাড়ে একজন/দুই জনারই প্রেমে বান্দা পইড়াছে দুইজন, প্রেমেরই তো ধরণ (আংশিক)

মায়ের স্বপ্ন (২০০৮)
গীতিকার : মনিরুজ্জামান মনির
সংগীত : মোস্তাক আহমেদ
আবহ সংগীত : আলী আকরাম শুভ
শিল্পী : এণ্ড্রু কিশোর, কনক চাঁপা, মনির খান, এস.আই.টুটুল, ডলি সায়ন্তনী, রূপম, সোনিয়া

১. ব্যাংকে টাকা, বাড়ি, গাড়ী না থাকলে তোমার সাথে হবে নাতো বিয়ে
২. তোমার মাথার উপর খোদা আছে, মাথা ছুইতে দাও/পায়ের নিচে বেহেশত আছে, পায়ে ধরতে দাও
৩. হাজার লোকের ভিড়ে চিনেছি তোমায়, চিরসাথী ওগো তুমি আমার
৪. এ কী আগুন ধরাইলা, আমার অন্তর পুড়াইলা/প্রেম কারে কয় বন্ধু আমায় বুঝাইলা
৫. স্বর্গের প্রেম এসে ছুঁয়েছে তোমাকে, তোমারই ছোঁয়ায় প্রেম জেগেছে বুকে

আসলাম ভাই (২০০৮)
গীতিকার : কবীর বকুল
সুরকার : শওকত আলী ইমন
শিল্পী : কুমার বিশ্বজিৎ, মিমি নাজনীন, রূপম

১। খায়রুন লো, তোর ঐ লম্বা মাথার কেশ(আংশিক)
২। এই জীবনটা কোন এক সকালের সূর্য সন্ধ্যায় ডুবে যাবে
৩। ও রসিক কালিয়া, তোমার ভালোবাসা দিমু ঢালিয়া
৪। মাটির দেহ গোসল দেনা বরই পাতার জলেরে/যাইতে হবে একদিন হঠাৎ সেই মাটিরই তলে
৫। ভালোবাসা সবাই চায়রে/আমি চাইলে দোষের কী/শিখিয়ে দেনা ভালোবাসার A, B, C, D, E, F,G
৬। নদী এসে ঢেউয়ে মিশে যায় সাগর মোহনায়/তুমি আমি আমি তুমি হারাব সুখের সীমানায়
৭। তাসের মধ্যে টেক্কা বড়/মাস্তানীতে আমি ডন/এই দুনিয়াটা আরো বড়, তার মাঝে উড়াল মারে মন

মনে প্রাণে আছো তুমি (২০০৮)
গীতিকার : মনিরুজ্জামান মনির, গুঞ্জন
সংগীত : আলী আকরাম শুভ, হৃদয় খান
শিল্পী : এণ্ড্রু কিশোর, কনক চাঁপা, বেবী নাজনীন, আরিফ, মিমি, সালমা

১. শর্মিলা, ঊর্মিলা, মিনা কি মাধুরী/মৌসুমী, শাবনুর না কবিতা, কবরী/কি নামে ডাকব তোমায় বল না সুন্দরী
২. এক বিন্দু ভালোবাসা দাও, আমি এক সিন্ধু হৃদয় দিব/মনে প্রাণে আছো তুমি, চিরদিনই আমি তোমার হবো
৩. আমি চাইলাম যারে, ভবে পাইলাম না তারে/সে এখন বাস করে অন্যের ঘরে
৪. বউ হয়ে যেদিন আসবে ঘরে/ঐ জানালা দুয়ার আর খুলবো নারে
৫. Life is Dream is Dream জেনে নাও Life is Dream/মনে মত ভাবনা, আর যত কল্পনা/আইজকা সবই সত্যি হইল, এতো গল্প না

মায়ের হাতে বেহশতের চাবি (২০০৯)
গীতিকার : মুনশী ওয়াদুদ, রফিকউজ্জামান

Dhaka University Institutional Repository

সংগীত : আলাউদ্দীন আলী
শিল্পী :এণ্ড্রু কিশোর, শাকিলা ইয়াসমিন, মনির খান, কনক চাঁপা, এস.আই.টুটুল, রাজীব, সোনিয়া

১. ঘরের দুয়ার বন্ধ, এই মনের দুয়ার খোলা/দুচোখ প্রেমে অন্ধ, এই বুকে সুখের দোলা
২. এই প্রেমের গল্পে সবাই জানে তুমি প্রেমিক আমি প্রেমিকা
৩. আকাশের বুকে, দেব আজ লিখে/ ও বন্ধু I Love U.
৪. গরীবের আশা, ভালোবাসা/বন্ধু আমার সেই ভরসা/বন্ধু প্রেমে ডুইবা মরতে চাই/আমার দুনিয়াতে আর কিছু নাই
৫. সবারে সব দান করিয়া/আমারে মা করিল দান বেশেতরই চাবিখানি ৩০ পারা পাক কোরান
৬. এক জীবনে পুড়ে পুড়ে জেনে গেছি এইত/সুখে থাকার সুখী হবার ভাগ্য আমার নেইতো

জন্ম তোমার জন্য (২০০৯)
গীতিকার : রফিকউজ্জামান, গাজী মাজহারুল আনোয়ার, কবির বকুল
সংগীত : আলাউদ্দীন আলী, ইমন সাহা
শিল্পী : এণ্ড্রু কিশোর, মনির খান, এস.আই. টুটুল, সাবিনা ইয়াসমীন, সামিনা চৌধুরী, মমতাজ, আগুন, আসিফ, অনিমা ডি কস্তা, মিমি

১. কালো কালো চোখ দুটো, ঠোঁট দুটো লাল/দেখলে সাবই তোরে হয় বেসামাল
২. তোমায় যোগ করেছি, গুন করেছি, ভাগ করেছি/মাঝে মাঝে নিজের সাথে রাগ করেছি
৩. ভালোবাসার মনটা আমার ছিল কি এক কাঁচের ঘর, এক আঘাতেই গুঁড়িয়ে দিয়েই মনের মানুষ হলো পর
৪. এক মিনিটও নারে, এক সেকেণ্ডও না/তোমাকে ছাড়া, আমি থাকতে পারি না
৫. তোরে কইলজাটারে রান্না করে খাইতে দিমুরে/তোর কাছে কেন আমি কইলজ্যা নিমুরে
৬. জন্ম তোমার জন্য ..... আমার জন্ম তোমার জন্য/প্রেম আগুনে তুমি আমি জ্বলছি সারক্ষণ/ভালোবেসে আমরা দুজন বলছি সারাক্ষণ/জন্ম তোমার জন্য, আমি তোমায় পেয়ে ধন্য

থার্ড পারসন সিংগুলার নাম্বার (২০০৯)
সংগীত : লিমন

১. দ্বিধা – হাবিব ও ন্যান্সি
২. জেল খানার চিঠি – প্রিন্স মাহমুদ, লিমন
৩. অগোচরে – তাহসান, মিথিলা
৪. শেষ চিঠি – ফুয়াদ, তপু, অনিলা
৫. ডিভোর্স – লিমন
৬. কে যে কার – প্রিন্স মাহমুদ, ন্যান্সি
৭. দ্বিধা – হাবিব
৮. দ্বিধা – ন্যান্সি
৯. থিম সং – লিমন
১০. থিম সং (২) – লিমন
১১. পোড়া বাঁশি – সুমি

আমার প্রাণের প্রিয়া (২০০৯)
গীতিকার : রফিকুজ্জামান, মনিরুজ্জামান মনির, কবির বকুল, আহমেদ রিজভী, মারজুক রাসেল
সংগীত : আলী আকরাম শুভ, হৃদয় খান
শিল্পী : তিশমা, হৃদয় খান, এণ্ড্রু কিশোর, কনক চাঁপা, বেবী নাজনিন, এস.আই. টুটুল

১. আছে দুচোখ কাছে আমার, আছে হৃদয় ভালবাসার/ঐ মিষ্টি কত দৃষ্টি চায় মনটা পেতে আমার
২. চাইনা মেয়ে তুমি অন্য কারো হও, পাবে না কেউ তোমাকে তুমি কারো নও
৩. চাঁদের মেয়ে জ্যোৎস্না আমি, বেদের মেয়ে না/কথা দিলে কথা রাখি, ফাঁকি দেই না
৪. কি জাদু করেছ বলো না, ঘরে আর থাকা যে হলো না/বুঝিনি কখনও আমি হয়েছি তোমার আজ দেখি তুমি ছাড়া নেই কিছু আর
৫. তুই আমার ছোট বোন (আংশিক)
৬. এক হিমালয় কষ্ট আজ, তুমি দিলে আমাকে বুকে/সেই যন্ত্রণায়, জ্বলছি আজ, একা একা ধুকে ধুকে/..... Baby I love you, Baby I miss U.
৭. একটা নজর দেখা হলে বেঁচে যাই আমি/ও হা , ও হা/একটা নজর আড়াল হলে মরে যাই আমি

Dhaka University Institutional Repository

ভালোবেসে বউ আনবো (২০০৯)
গীতিকার : মোহাম্মদ রফিকুজ্জামান, আলম খান, কবির বকুল
সংগীত : আলম খান
শিল্পী : আগুন

১. জোয়ার ভাঙা ঢেউ দেখলো না তো কেউ, বলনা সাগর বল, কোন জোয়ারে মনটা আমার হয়েছে চঞ্চল
২. মন চোর মনচোর মনচোর তুমি, মন চুরি করেছ তুমি
৩. এই রাত নিঝুম, দুটি পাখির ঠোঁট নেই কথা নেই ঘুম
৪. বিলে ফোঁটা পদ্ম দিমু তোর নাকের ফুল, আসমানের চন্দ্র দিমু বানাইয়া দুল
৫. তোমার সঙ্গে চলতে চলতে, মনের কথা বলতে বলতে, একটা জীবন দেব পাড়ি, তুমি আমার শুধু আমারি
৬. এই জীবনটা বড় বেশি ছোট্ট মনে হয়, ভালবাসার জন্যেতো একটু সময়

বলবো কথা বাসর ঘরে (২০০৯)
গীতিকার : কবির বকুল
সংগীত : শওকত আলী ইমন
আবহ সংগীত : আলাউদ্দীন আলী
শিল্পী : রুনা লায়লা, এণ্ড্রু কিশোর, কুমার বিশ্বজিৎ, আসিফ, কনক চাঁপা, ডলি সায়ন্তনী, সামিনা চৌধুরী

১. চুপি চুপি ....., যে আমার মন কেড়েছে, প্রেমেরই বান মেরেছে/দে দে দে বলে দে না তারে ভালোবাসি, সে যেন বলে আমারে
২. মন ভাসাইয়া প্রেমের সাম্পানে, মন থাকেরে তোমার সন্ধানে
৩. ঐ টলমল টলমল চোখ তুলে, কিছু বল বল বল না মিষ্টি করে
৪. এমনই কপাল হয় না যেন কারো, দু:খ চাইনা দু:খ তবু নেমে আসে আরো

সবাইতো ভালোবাসা চায় (২০০৯)
গীতিকার : গাজী মাজহারুল আনোয়ার, দেলোয়ার জাহান ঝন্টু
সংগীত : আনোয়ার জাহান নান্টু
শিল্পী : রুনা লায়লা, এণ্ড্রু কিশোর, মনির খান, শাকিলা জাফর, পলাশ, বেবী নাজনীন

১. বন্ধু আমার সাথী আমার তোমার জন্য ঘরে মন বসে না
২. সবাইতো ভালোবাসা চায়, হায় আমি তো মরেছি ভালোবাসায়
৩. বন্ধু আমার সাথী আমার, তোমার জন্য ঘরে মন বসেনা
৪. আমার কে নিলোরে মন, আমার কে নিলো রে মন/আমার বুকের ভিতর নাইরে আমার মন
৫. বিয়ের সানাই বাজে আমার মনের ঘরে, বেনারসী পরে যাব তোমার ঘরে
৬. বিধিরে, হো বিধি, একী আমার ভাগ্যে ছিল/কে তুমি আমার মন ভেঙ্গে দিলে

মনপুরা(২০০৯)
সংগীত : অর্ণব

১. নিথুয়া পাথারে নেমেছি বন্ধুরে-কথা ও সুর:সংগ্রহ,একক কণ্ঠ: ফজলুর রহমান বাবু
২. নিথুয়া পাথারে নেমেছি বন্ধুরে-কথা ও সুর:সংগ্রহ,দ্বৈত কণ্ঠ: চঞ্চল চৌধুরী,কৃষ্ণকলি ইসলাম
৩. যাও পাখি বল তারে সে যেন ভোলে না মোরে-কথা ও সুর : কৃষ্ণকলি ইসলাম,শিল্পী: কৃষ্ণকলি ইসলাম,চন্দনা মজুমদার
৪. আগে যদি জানতামরে বন্ধু তুমি হইবা পর- কথা ও সুর : কৃষ্ণকলি ইসলাম,শিল্পী : মমতাজ বেগম
৫. সোনাই হায় হায় রে-গীতিকার: গিয়াসউদ্দীন সেলিম,সুর : মৈমনসিংহ গীতিকা অবলম্বনে,শিল্পী: ফজলুর রহমান বাবু
৬. আমার সোনার ময়না পাখি-কথা ও সুর : মোহাম্মদ ওসমান খান, শিল্পী : অর্ণব

চাঁদের মত বউ (২০০৯)
গীতিকার : মনিরুজ্জামান মনির, আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল
সুরকার : আলম খান, আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল
শিল্পী : মমতাজ, জেমস, আইয়ুব বাচ্চু, অমিত পল, বিপ্লব, সাবিনা ইয়াসমীন, এণ্ড্রু কিশোর, কনকচাঁপা, মনিরখান।

১। তুমি আকাশ বানাইছো, তুমি মাটি বানাইছো
২। কি জাদু করেছ আমাকে চোখ বুজলেই দেখি শুধু তোমাকে

Dhaka University Institutional Repository

৩। কি সুন্দর দুনিয়াদারী
৪। মেয়ে তুমি কি দুঃখ চেনো, চেনো না
৫। খায়রুল লো
৬। চিরদিনই তুমি যে আমার যুগে যুগে
৭। এপাশে সাগর, ওপাশে নদী
৮। তোমাকে কাছে পেয়ে আজ আমার লাগছে এমন

মা বড় না বউ বড় (২০০৯)

গীতিকার : শেখ নজরুল ইসলাম
সংগীত পরিচালক : আলাউদ্দীন আলী

১. আমার বুকের ভিতর ঘর বানাইয়া থাইকো চিরকাল/প্রাণের বন্ধুরে, আমার প্রাণের বন্ধুরে
২. হায় নিশিরাইতে একলা ঘরে ছিলাম ঘুমাইয়া, পাগলারে তুই প্রেমের ঘন্টা দিলি বাজাইয়া
৩. তোমার প্রেমে পাগল আমি, আমার প্রাণের প্রাণ যে তুমি
৪. মাগো মা, ওগো মা, তোমার মুখটা দেখার জন্যে আমার বুকটা ফেটে যায়

এভাবেই ভালোবাসা হয় (২০১০)

গীতিকার : এস.ডি.রুবেল, কবির বুকল, মিল্টন খন্দকার, পলাশ
সংগীত পরিচালনা ও সুর : এস.ডি.রুবেল
শিল্পী : এস.ডি. রুবেল, কনক চাঁপা, আগুন, বেবী নাজনীন, রিজিয়া পারভীন, স্বীকৃতি

১. এভাবেই ভালোবাসা বুঝি হয়ে যায়, হাওয়ার মত সুখ মনে বয়ে যায়
২. ভালোবাসা নয় শুধু একদিন/মনে মনে, জানে জানে/প্রাণে প্রাণে ক্ষণে ক্ষণে/ভালোবাসা শিশে রয় চিরদিন
৩. তুমি থাকলে কাছে বাঁচি আমি, না থাকলে যায় প্রাণ/তুমি ছাড়া স্বর্গ আমার নরক সমান
৪. তোর প্রেমেতে, তোর প্রেমেতে, পাগল আমিরে/এমনটা শুধু তোরে চায়রে
৫. আজ থেকে আমি, তোমার হলাম/ভালোবেসে সবই তোমাকে দিলাম
৬. জ্বালা জ্বালা জ্বালা ভালোবেসে জ্বালা সয় না/জানিনা মন কি কারণে ভালোবাসে বেদনা

মনের মানুষ (২০১০)

১. আর আমারে মারিস নে মা – সুরজিৎ বর্মণ
২. জলের ওপর পানি – কালিকা প্রসাদ ও সহশিল্পীবৃন্দ
৩. যেখানে সাঁই এক বারাম খানা – ফরিদা পারভীন এবং আব্দুল লতিফ শাহ
৪. আমার মাত্তর দুইখানা চাকা – কালিকা প্রসাদ
৫. এলাহী আলামিন গো আল্লাহ – আবদুল লতিফ শাহ
৬. অনেক ভাগ্যের ফলে – কালিকা প্রসাদ
৭. ফকিরি করবি খ্যাপা – আবদুল লতিফ শাহ
৮. করি কেমনে সহজ শুদ্ধ প্রেম সাধন – ফরিদা পারভীন
৯. ডুবে দেখ দেখি মন– আবদুল লতিফ শাহ
১০. খাঁচার ভিতর অচিন পাখি – ফরিদা পারভীন, আবদুল লতিফ শাহ
১১. সময় গেলে সাধন হবে না – ফরিদা পারভীন
১২. খেয়েছি বেজেতে কচু – আবদুল লতিফ শাহ
১৩. পাখি কখন জানি উড়ে যায় – উপালি চট্টোপাধ্যায়
১৪. আকাশটা কাঁপছিল কেন – গোলাম ফকির
১৫. ধন্য ধন্য বলি তারে – ফরিদা পরভীন, আবদুল লতিফ শাহ, উপালি চট্টোপাধ্যায়, এনাক্ষী ভট্টাচার্য, রাজু দাস
১৬. আজান খবর না জানিলে – আবদুল লতিফ শাহ
১৭. সপ্ততলা ভেদ করিলে – অন্তরা চৌধুরী, পল্লব ঘোষ, সহশিল্পী বৃন্দ
১৮. মিলন হবে কত দিনে – আবদুল লতিফ শাহ, ফরিদা পারভীন, চন্দনা মজুমদার, রাজীব দাস

প্রেমিক পুরুষ (২০১০)

গীতিকার : গাজী মাজহারুল আনোয়ার, কবির বকুল, শাহ আলম সরকার
সংগীত : আলী আকরাম শুভ
শিল্পী : এণ্ড্রু কিশোর, সাবিনা ইয়াসমীন, আসিফ, কনক চাঁপা, মনির খান, রিজিয়া পারভীন, রেশাদ

Dhaka University Institutional Repository

১. মাই নেম মি. বাংলাদেশ, এই ব্যাংককে আছি বেশ, Son অব ঢাকা ছিলাম
২. এই বুকেরই ভেতরে আছে এক মন, সেই মনেরই গভীরে আছে একজন/সে তুমি, সে তুমি, শুধু তুমি
৩. ভালোবাসা একটা পথ, সেই পথে চলতে প্রয়োজন/একজন মনের মানুষ/তুমি আমার শুধু আমার প্রেমিক পুরুষ
৪. হাজার হাজার মানুষ খুঁজে পায়নি প্রেমের অর্থ/লক্ষ কোটি বছর তবু হয়নি এ প্রেম ব্যার্থ
৫. হৃদয়ের অ্যালবাম ছবি ছিল যার, সে এসে দাঁড়াল সামনে আমার
৬. অন্তরে যার প্রেম আছে তার কাছে মন দিও/খুঁজে নিও আসল ঠিকানা

মায়ের জন্য মরতে পারি (২০১০)

গীতিকার : শাহ আলম সরকার, কবির বকুল

সংগীত : শওকত আলী ইমন

শিল্পী : বেবী নাজনীন, শওকত আলী ইমন, রন্টি, পুলক, রূপম, খেয়া, কনা

১. মা রহমতের চাবি, মা বিনে কি মুক্তি পাবি/করিলে মা দুধের দাবি, করবি কিরে তুই
২. প্রেমটা কখন শুরু শুরু শুরু শুরু হয়ে গেল দুজনাতে/মনটা করে দুরু দুরু দুরু দুরু একি হলো দিনে রাতে
৩. এই ছোকরা, বল কি, ছাড়ো নখরা বল কি/এই ছুকরী, বল কি
৪. কত চেনা হলো চোখে চোখে, কত কথা হলো মুখে মুখে
৫. প্রাণের আয়ু বাড়ে যদি, একটি দিনও আরো

নিঃশ্বাস আমার তুমি (২০১০)

১. পাখিদের ডানা যদি পাই /আজ যদি পাই, আকাশে উড়ে যেতে চাই
২. শুধু একবার বলতে পারো না, তুমি আমার অন্য কারো না/আমি তোমার জন্য দিওয়ানা, দিওয়ানা
৩. রূপালী রাত নেমেছে চাঁদ, সেজেছে নীল জোছনায়/রয়েছি তাই দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে চাই যে তোমায়
৪. আকাশে আকাশে জমেছে কালো মেঘ/ঝরে সে শ্রাবণ ধারাতে/ ভালোবাসর জানি হবে রে হবে জয়, তুমি আমার শুধু আর কারো নয়
৫. তুমি আমারই ছিলে, তুমি আমারই হলে, তুমি আমারই থাকবে/প্রাণের প্রিয়া তুমি, আমার দুনিয়া তুমি, একথা জেনে রাখবে

গহীনে শব্দ (২০১০)

পরিচালক : খালিদ মাহমুদ মিঠু

গীতিকার : হায়দার হোসেন, খালিদ মাহমুদ মিঠু, জুয়েল মাহমুদ,

সুরকার : ফরিদ আহমেদ, হায়দার হোসেন

শিল্পী : রেওয়ানা চৌধুরী বন্যা, হায়দার হোসেন, রিংকু

১। তুমি আমার জীবনের গহীনে আসো, পারো যদি একবার আমায় ভালবাস
২। নামিটিতে আশা ভাঙ্গিলো খেলা (আংশিক)
৩। শোনো নবীন মুসলমান, দীন দুখীরে করো দান
৪। ওহে নারী জাতি সালাম তোমায়, তফাতে থেকে ছুঁয়োনা আমায়
৫। ওরে ভিখারীর ধন করিছিল তাই এ কেমন ইনসাফ, আমার আল্লাহ নবীজির নাম
৬। আমার ডাইনে মানুষ বাঁয়ে মানুষ, টাকার নেশায় সবাই বেহুঁশ
৭। চল্লিশ বছর পেরিয়ে, ভাবছি একা বসে/কাটলো সময় কবে কিসে, পারিনি মিলাতে হিসাব কষে
৮। হাত থাকলেই, পা থাকলেই মানুষ

খোঁজ : দা সার্চ (২০১০)

সংগীত : ইমন সাহা, হাবিব ওয়াহিদ

১. এত দিন কোথায় ছিলে – হাবিব ওয়াহিদ, ন্যান্সি
২. তুমি ফিরে তাকালে – বাপ্পী, সাদিয়া মজুমদার
৩. আংটির অপেক্ষায় অনামিকা – সামিনা চৌধুরী, এস.আই. টুটুল
৪. আই অ্যাম সার্চিং ফর মাই লাভ – রন্টি দাশ, ইফতেখার
৫. দিনে সূর্য ভালো – ফেরদৌস ওয়াহিদ, কনা
৬. কি চোখে আমায় – কনক চাঁপা, ইমন সাহা

Dhaka University Institutional Repository

৭. তুমি ফিরে তাকালে (Smooth version) – বাপ্পা মজুমদার

৮. তুমি ফিরে তাকালে (instrumental) – ইমন সাহা

ডুব সাঁতার (২০১০)

গীতিকার : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গোপাল গোঁসাই, শাহ আব্দুল করিম, শেহজাদ চৌধুরী

সুরকার : আনাম বিশ্বাস, পিন্টু ঘোষ, ভিক্টর

শিল্পী : জয়া আহসান, শেহজাদ চৌধুরী, শিমূল চৌধুরী

১। ওরে আমি যদি ডুইবা মরি, কলঙ্ক রবে নামে/দেহ তরী ছেড়ে দিলাম গুরু তোমার নামে

২। তোমার খোলা হাওয়ায়, লাগিয়ে পালে

৩। সে যেন আমার পাশে আজো বসে (আংশিক)

৪। ও মন মোতিকে গৌরাঙ্গে দিয়ে দেনা(আংশিক)

৫। কেন পীরিতি বাড়াইলরে বন্ধু ছেড়ে যাইবা যদি

জিদ্দী বউ

গীতিকার : আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল

আবহ সংগীত : এম.আর.হাসান মিলু

শিল্পী : সাবিনা ইয়াসমীন, মনির খান, সামিনা চৌধুরী, মমতাজ, মেমী, প্রতীক হাসান, মোর্শেদ, ঝুমুর

১। ভাইজান মোয়া খানা, দুইটা মোয়া খানা

২। প্রেম সবারই জীবনে আসে আমারও জীবনে প্রেম এসেছে

৩। একটা চোর এসেছিল কাল রাতে

৪। দুনিয়াতে প্রেম বলে বুঝি আমি এই/বেঁচে থেকেও যেন বেঁচে আমি নেই

৫। তোমাকে আমি ভালোবাসবো ততদিন

আত্ম গোপন

গীতিকার : আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল

সুরকার :আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল

শিল্পী : এণ্ড্রু কিশোর, কনক চাঁপা, বেবী নাজনীন, এস.আই. টুটুল

১। এক সেকেণ্ডের নাই ভরসা (আংশিক)

২। টাইম নয় টাইম না আর চল যাইগা একটু দূরে আনন্দপুর

৩। বান্দা বান্দা গুনাহগার বান্দা, বান্দা বান্দা বেইমান বান্দা

৪। জন্মেছিলাম তুমি আমি/এই পৃথিবীর পরে শত জনম আগেও বন্ধু শত জনম আগে

৫। মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি (আংশিক)

৬। পৃথিবীর জন্ম যে দিন, একথার জন্ম সেদিন

জমিদার

সুরকার : আলাউদ্দীন আলী

শিল্পী :এণ্ড্রু কিশোর, সুজেয় শ্যাম, এস.আই. টুটুল, সোনিয়া ও অন্যান্য

১। মন পাখি তুই ডানা মেলে যা রে উড়ে যা

২। প্রিয়ারে প্রিয়া/বুকে জমছে জ্বালা

৩। এখন প্রেমের বসন্ত সুখের সময় অনন্ত

৪। আমার বন্ধু এখন শত্রু হয়েছে/ আমার মন ভেঙ্গেছে

গরীবের মন অনেক বড়

গীতিকার : মোঃ শাহ আলম, পলাশ

সুরকার : শাহ আলম, আহম্মেদ সগীর

শিল্পী : এণ্ড্রু কিশোর, বেবী নাজনীন, কুমার বিশ্বজিৎ, রিজিয়া পারভীন, ফেরদৌস ওয়াহিদ, মনির খান, খুসবু, এনি, নওরিন।

১। স্বপ্ন খুঁজে পেল ভাষা/সত্যি হলো মনের আশা/ভালোবাসা বাঁধল বাসা অন্তরে অন্তরে

২। এ হৃদয়ে বইছে নদী ছুটে চলে নিরবধি তুমি যদি হওগো মাঝি সব দুঃখ সইতে রাজী তোমার জন্য রাখতে পারি এ জীবনটা বাজী

৩। সাগর জ্বলতে পারে/পাহাড় টলতে পারে গলতে পারে

৪। সাধের একটা জীবন নিয়া আইলাম আমি দুনিয়ায়, দিন কাটে না রাত কাটেনা তোমার কথা

Dhaka University Institutional Repository

ভাবিয়া
৫। ভালোবাসা এত নেশা আগে বুঝিনি, কেন হলাম প্রেমে পাগল ভেবে দেখিনি

যেখানে তুমি সেখানে আমি

গীতিকার : মনিরুজ্জামান মনির, কবির বকুল

সুরকার : আলী আকবর শুভ

শিল্পী : রুনা লায়লা, মনির খান, কনক চাঁপা, অনিমা ডি-কস্তা, মিমি, এণ্ড্রু কিশোর

১। ওগো মেয়ে সুন্দরী তর্ক বাগীশ, কথায় ঝরে না মধু, ঝরে শুধু বিষ/আর পাবেনা জিরো/করো আমায় হিরো/করো আমাকে গলার তাবিজ

২। দুই নয়নের মাঝে, হৃদয়ের খুব কাছে/তুমি থাকো না, আমাকে তোমার করে রাখো না

৩। কি অপরূপ সৃষ্টি তুমি যেন বিধাতার/পূর্ণিমার জোছনাও মেনে যায় হার/এই জগতে তুমি আমার প্রেমের অহংকার

৪। ও জ্যোতিষী ভাই তোমার রক্ষা তো আর নাই/কত লোকের হাত দেখিলা, পান্না,নীলা, গোমেদ দিলা/ভাগ্য বদল হইল না তো

৫। আরে টাকার মাপে হায়রে গরীব আর ধনী

নাগ নাগিনীর স্বপ্ন

গীতিকার : মনিরুজ্জামান মনির

সুরকার : এম.আর হাসান নীলু

শিল্পী : এণ্ড্রু কিশোর, কনকচাঁপা, সাবিনা ইয়াসমিন, রুনা লায়লা, খালিদ হাসান মিলু

১। ওরে ও দুষ্টু পানি/এখন আমার ভরা জওয়ানি/নিভিয়ে দে অঙ্গের আগুন

২। আয়রে আয়রে প্রেমের নাগ, দে অঙ্গে ছোবলেরই দাগ

৩। কত আশা করে পেয়েছি তোমারে, তুমি কিগো তা জানো না

৪। প্রতিদিন তোমাকে আমি চাই/প্রতিদিন তোমাকে যেন পাই/একদিন যদি দেখা না করো মনে হয় যেন মরে যাই

৫। আমার বুকেরই পিঞ্জিরায় তুমি যে বন্ধু আমার পরান পাখি/তোমার এ রূপে দেখিতে হইয়াছে জন্ম

৬। তুমি আমার শুধু আমারি/আমি তোমার শুধু তোমারই/এই দুনিয়ায় তুমি ছাড়া

৭। তুই আমার দুশমন, আমি তোর দুশমন/তুই সাঁপুড়ে আমি নাগিন/তোকে আমি মারব ছোবল/যত বাজাস মরণ বীন

ফুলের মত বউ

পরিচালক : আজাদী হাসনাত ফিরোজ

গীতিকার : গাজী মাজহারুল আনোয়ার

সুরকার : ইমন সাহা

শিল্পী : কনক চাঁপা, কুমার বিশ্বজিৎ, মমতাজ, সাব্বির, মিতালী মুখার্জী

১। ভেবে দেখলাম,আমার মতো লোক তোমার বড় প্রয়োজন/আমাকে ছাড়া আর কাউকে দিতে পারনা তুমি মন

২। সোনার বরণ হলুদ আমার গায়ে মাখিস না, আমি একজন সোনার মানুষ চাই/তার সাথে সুখে যেন জীবনটা কাটাই

৩। আরে ধারে দিলে দেয়াল ভাঙ্গে, কষ্ট দিলে বুকটা ফাটে/ভালবাসার ঘর বানাইছি,পরঘরেরেই চৌকাঠে

৪। আজ সারারাত শুধু তোমারই জন্য, সব ভালবাসা শুধু তোমারই জন্য/ আমি যেন আমি নই, হয়ে গেছি অন্য

তুমি বড় ভাগ্যবতী

পরিচালক : আবুল কালাম আজাদ

গীতিকার : আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল

সুরকার : আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল

শিল্পী : সাবিনা ইয়াসমীন, এণ্ড্রু কিশোর, কনক চাঁপা, নাজু আকন্দ, বেবী নাজনীন, মমতাজ, মনির খান

Dhaka University Institutional Repository

১। পাখিরে ও পাখিরে, আমার বুকের খাঁচায় পাখিরে তুই কই, তোমার ছোট্ট দুটি ডানা, এখন উড়তে আমার মানা/ও তোর, বুকের খাঁচায় তাই লুকিয়ে রই...
২। ও আমার বান্ধবী তোমরা শোনো, ওই ছেলের কোনদিনও বিয়ে হবে না
৩। তোমাকে আমি ভালবাসি কত, কইতে জীবন হয়ে যাবে পার/মধুর মিলন হবে যে কখন তোমাকে পেয়ে যেন ভয় হয় আবার
৪। আমার বউকে তুমি ঘরে তোল না, এমন মিষ্টি বউ আর খুঁজে পাবে না/ এমন আদর দেব তোমায়, যে আদর কভু ভোলা যাবে না...
৫। প্রথম প্রেমের পরশ দিলে তুমি, মনটা আমার কেড়ে নিলে তুমি/তুমি থাকবে কি আর, চিরদিনই আমার/জীবনে মরণে তোমারই আমি
৬। তোমাকে ভালবেসে, যে ভুল করেছি আমি, সে ভুলের মাশুল তো আমাকেই দিতেই হবে
৭। তুমি হবে বউ গো আমি হব শালী, শালী হয় ঘরের আধা ঘরওয়ালী, সুন্দরী বউ আর সুন্দরী শালী, খুশিতে দুলাভাই মারো হাতে তালি

মনে রেখ আমায়
গীতিকার : গাজী মাজহারুল আনোয়ার, মনিরুজ্জামান মনির, হাসান মতিউর রহমান
সুরকার : ইমন সাহা
আবহসংগীত : নীলু
শিল্পী : রুনা লায়লা, এণ্ড্রু কিশোর, বেবী নাজনীন, শাকিলা জাফর, কনকচাঁপা, মুজিব পরদেশী, রিজিয়া পারভীন, পলাশ

১। ফুলতো শুকিয়ে যাবে, আদর করে যদি কেউ না গাঁথে মালা/বন্ধু বিনে মোর খুঁজবে কে বলো বুকে কত জ্বালা
২। মনে রেখ আমায়, ওগো মনে রেখ আমায় /তুমি যে আমার কত আপনার আশা, ভালোবাসায়
৩। দিওয়ানা, দিওয়ানা মন যে মানে না/একা একা থাকতে পারি না
৪। বুকের ভেতরে, প্রেমের আখরে, লিখেছি তোমারি নাম/চোখের ভেতরে অনেক আদরে, লিখেছি তোমারি নাম/তোমাকে ভালবাসলাম, তোমাকে ভালবাসলাম
৫। আমি তো বাঁচবো না বাঁচবো নারে,যেয়ো না তুমি দূরে/তুমি ছাড়া কেমন করে, বুরো আমি একা ঘরে
৬। নাতিখাতি বেলা গেলো শুতি পারলাম না, আরে ছদরউদ্দীর মা/ঠেলাঠেলি কত হইল শান্তি পাইলাম না(আংশিক)

ওদের ধর
পরিচালক : বাবুল রেজা
গীতিকার : মনিরুজ্জামান মনির, বাবুল রেজা
সুরকার : আলাউদ্দিন আলী
শিল্পী : এণ্ড্রু কিশোর, রুনা লায়লা, আলম মাহমুদ, তপন চৌধুরী, নাসরীন সুলতানা, তন্বী আহম্মেদ

১। আমার দুচোখে তুমি, অন্তরে তুমি/আমার সাধনা তুমি, কামনা তুমি/ ডানে তুমি, বাঁয়ে তুমি
২। ধরছিলাম বাজী, তোমায় করাবো রাজী/আমার প্রেমে যদি তুমি ধরা দাও/ডাকবো বিয়ের কাজী, আরে তুমি হলে রাজী
৩। পৃথিবীটা ছেড়ে যেতে বলো যদি আমি, পৃথিবীটা ছেড়ে যাব/শুধু তোমাকে ছেড়ে যেতে পারবো না

ভালবাসার গান
পরিচালক : আজিজ আহমেদ বাবুল
গীতিকার : আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল
সুরকার : আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল
শিল্পী : এণ্ড্রু কিশোর, রুনা লায়লা, মনির খানা, লাকী আখন্দ, শাহিন খান

১। তুমি আমার এমন আপনজন/যারে ছাড়া যায় না বাঁচন/যায়নারে মরণ/সব ভুলে এই দুটি কথা রেখো গো স্মরণ
২। আমার যৌবনেরই গাঙ্গে কেউ বাঁইয়া দেখো না, ডুইবা যাবিরে গাঙ্গের জলে(আংশিক)
৩। আমার মাটি গড়া দেহ মাঝে তুমি প্রাণের পাখি/তোমার প্রেমের আলোর/দুনিয়া দেখে আমার দুটি আঁখি

Dhaka University Institutional Repository

কালামানিক

পরিচালক : বাদশা ভাই

সুরকার : আলম খান

শিল্পী : এণ্ড্রু কিশোর, রুনা লায়লা, সাবিনা ইয়াসমীন, বিপ্লব

১। এ জীবন জানিনা কেন এমন, কখনো হাসায় কখনো কাঁদায়, স্বপ্ন দেখায়, স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়, তবু সবাই বাঁচতে চায়

২। হায় হায় আমার হলো একী, বুকে আগুন জ্বলে ধিকি ধিকি/এই যৌবনটা কেথায় রাখি, হলো আমার একী

৩। একটা সেকেণ্ড লাগে নারে ভালবাসতে, একটা মিনিট লাগেনারে কাছে আসতে

৪। তোমরা কেউ জানো না /আমার মনের ভেতর ঘটে গেছে একটা ঘটনা

৫। তুমি সুখে থেকো, তুমি ভাল থেকো, এই শুভ কামনা জানাই/তোমার ঘরে, জনম ধরে, বাজুক সুখের সানাই

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসহায়ক

১. অতনু চক্রবর্তী, *আশা*, প্রতিভাস, কলকাতা, সেপ্টেম্বর, ২০১৩।

২. অতনু চক্রবর্তী, *পঞ্চম*, প্রতিভাস, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০১৪।

৩. অতনু চক্রবর্তী, *প্লেব্যাক*, প্রতিভাস, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০১১।

৪. অতনু চক্রবর্তী, *মুখোমুখি মান্না দে*, প্রতিভাস, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০১৪।

৫. অনুপম হায়াৎ, *চলচ্চিত্রবিদ্যা*, সমাচার, দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা, অক্টোবর, ২০১৩।

৬. অনুপম হায়াৎ, *চলচ্চিত্র জগতে নজরুল*, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, ১৯৮৯।

৭. অনুপম হায়াৎ, *বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাস*, এফডিসি, ঢাকা, ১৯৮৭।

৮. অনুপম হায়াৎ, *রবীন্দ্রনাথ ও চলচ্চিত্র*, দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা, জানুয়ারি, ২০১২।

৯. অশোক ভট্টাচর্য, অমিত কুমার মুখোপাধ্যায় (সংকলক), *মান্না দে সুরসপ্তকের অধিরাজ*, সূত্রধর, কলকাতা, ২৪ নভেম্বর, ২০১৩।

১০. আজিজ হাসান, *চলচ্চিত্রের সংগীত : সুরের খেয়ায় বাণিজ্য*, চলচ্চিত্র প্রাঙ্গণ, ঢাকা।

১১. আজিজা বেগম (সংগ্রাহক), *সচিত্র সিনেমার গান*, সুলভ পুস্তিকা, বরিশাল, জুলা-১৯৮০।

১২. আনোয়ার কবির, *যুগ বিবর্তনে সঙ্গীত*, ঝিনুক, ঢাকা, বর্ষ-১, সংখ্যা-১১, ১৯৭০।

১৩. আনোয়ার হোসেন পিন্টু, *চলচ্চিত্র প্রসঙ্গ*, লুক-থ্রু প্রকাশনী, চট্টগ্রাম, ১৯৮৫।

১৪. আব্বাসউদ্দীন আহ্‌মদ, *আমার শিল্পী জীবনের কথা*, প্রতিভাস, কলকাতা, ১৫ এপ্রিল, ২০১০।

১৫. আবুল আহসান চৌধুরী, *বাঙালির কলের গান*, বেঙ্গল পাবলিকেশন্‌স, ঢাকা, নেভম্বর, ২০১২।

১৬. আব্দুল জব্বার খান, *পূর্ব পাকিস্তান, চলচ্চিত্র শিল্পের ইতিহাস*, ঝিনুক, ঢাকা, বর্ষ-১, সংখ্যা-১১, ১৯৭০।

১৭. আবদুল্লাহ জেয়াদ, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র পাঁচ দশকের ইতিহাস*, জ্যোতিপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১০।

১৮. আসাদুল হক, *চলচ্চিত্রে নজরুল*, শোভা প্রকাশ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১০।

১৯. ইসরাফিল শাহীদ (সম্পাদিত), *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা*, খন্ড-১২, পরিবেশন শিল্পকলা, বাংলাদেশে এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা-ডিসেম্বর, ২০০৭।

২০. উৎপল সরকার (সম্পাদিত), *চলচ্চিত্রে সংগীতের প্রয়োগ*, প্রতিভাস, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১১।

২১. কানন দেবী, *সবারে আমি নমি*, ধ্রুপদ সাহিত্যাঙ্গন, ঢাকা, ২০১২।

Dhaka University Institutional Repository

২২. কালীশ মুখোপাধ্যায়, *বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের ইতিহাস*, কলকাতা, ১৯৬১।

২৩. খগেশ দেববর্মন, *শচীনকর্তার গানের ভুবন*, প্রান্তিক, কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর, ২০০৬।

২৪. খন্দকার মাহমুদুল হাসান, *মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১১।

২৫. খন্দকার মাহমুদুল হাসান, *চলচ্চিত্র*, ঐতিহ্য, ঢাকা, ২০০৬।

২৬. গোলাম মুরশিদ, *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*, অবসর, ঢাকা, জানুয়ারি, ২০০৬।

২৭. চিদানন্দ দাশগুপ্ত, *বই নয় ছবি*, আনন্দ পাবলিশার্স লিঃ, কলকাতা, ১৯৯১।

২৮. ছায়ালোক, ফজলুল হক স্মরণ সংখ্যা, ঢাকা, বর্ষত, সংখ্যা-৩৭, ২৬ অক্টোবর, ২০১৪।

২৯. জগন্ময় মিত্র, *শাওন রাতে যদি স্মরণে আসে মোরে*, প্রতিভাস, কলকাতা, ১৫ এপ্রিল, ২০১০।

৩০. ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সাম্প্রতিক প্রসঙ্গ*, রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা-২০১৩।

৩১. ড. সাইদ-উর রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৩।

৩২. তপন বাগচী, *চলচ্চিত্রের গানে ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান*, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ঢাকা, জুন, ২০১০।

৩৩. ধীমান দাশগুপ্ত, *সিনেমার আঙ্গিক*, বাণীশিলা, কলকাতা, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩।

৩৪. ধীমান দাশগুপ্ত, *সিনেমার অ আ ক খ*, সুজন প্রকাশনী, কলকাতা, এপ্রিল, ১৯৯৬।

৩৫. পঙ্কজ কুমার মল্লিক, *আমার যুগ আমার গান*, ফার্মা কেএলএম পাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮০।

৩৬. পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা ছবির গান*, সূত্রধর, কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর, ২০১৩।

৩৭. ফেরদৌসী বেগম, *পাকিস্তানী চলচ্চিত্রে সঙ্গীত*, চিত্রালী, ঢাকা, ১৮ অক্টোবর, ১৯৬৮।

৩৮. মান্না দে, *জীবনের জলসাঘরে*, আনন্দ, কলকাতা, জুলাই, ২০১১।

৩৯. মানস চক্রবর্তী (সংকলন ও সম্পাদনা), *সুরসম্রাট মান্না দে*, প্রতিভাস, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০১৪।

৪০. মাহবুব জামিল, *প্রসঙ্গ: চলচ্চিত্র*, আনন্দ প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৪।

৪১. মির্জা তারেকুল কাদের, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্প*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩।

৪২. রজত রায়, *বাঙালির চলচ্চিত্র-সংস্কৃতি*, সৃষ্টি প্রকাশন, কলকাতা, ২০০১।

৪৩. রাজীব গুপ্ত, *বেতার ও চলচ্চিত্রের জগতে প্রবাদপ্রতিম সঙ্গীত সাধক পঙ্কজ কুমার মল্লিক*, পঙ্কজ মল্লিক মিউজিক এন্ড আর্ট ফাউন্ডেশন, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০১১।

Dhaka University Institutional Repository

৪৪. শরাফুল ইসলাম, *মুখ ও মুখোশের ছেঁড়াপতা*, নাগরিক প্রকাশনালয়, ঢাকা, ১৯৯০।

৪৫. শিবাদিত্য দাশগুপ্ত, *শব্দ-কথার ভূমিকা,চলচ্চিত্রের শব্দ কথা*, মনফকিরা, কলকাতা, ২০০৬

৪৬. শচীন দেববর্মন, *সরগমের নিখাদ*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১১।

৪৭. সরোজ সেনগুপ্ত, *বাংলা ছবির ইতিকথা*, চিত্রালী, ঢাকা, ৪ জুন, ১৯৬৩।

৪৮. সাজেদুল আউয়াল, *চলচ্চিত্রকলা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ২০১০।

৪৯. সালাহউদ্দিন, *চলচ্চিত্র পর্যালোচনা: পূর্ব পাকিস্তান*, ঝিনুক, ঢাকা, বর্ষ-১, সংখ্যা-১১, ১৯৭০।

৫০. সৈয়দ আসগর, *জীবনী গ্রন্থমালা, হীরালাল সেন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩।

Dhaka University Institutional Repository